৩য় খণ্ড, ১ সংখ্যা ।　　　　　　　　　　অক্টোবর, ১৮৮৪ ।

বঙ্গবন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন ।)

—ഠ*ഠ—

"যদ্যৎ সত্যম্ আদরণীয়ং ন্যায্যং সাধু প্রিয়ং সুখ্যাতম্ অন্যেন যেন কেন চিৎ প্রকারেণ বা গুণযুক্তং প্রশংসনীয়ং বা ভবতি তত্রৈব মনাংসি নিদধ্বং ।" (ফিলি, ৪ ; ৮ ।)

কলিকাতা ;

ইমদাদ আলির লেন, ৮ নং, হইতে প্রকাশিত ।

১৮৮৪ ।

...াত্র ।

বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিঠি পত্র সম্পাদক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। ডাক মাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য পত্রপ্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একাধিক বার বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

যাঁহারা বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রবন্ধ ও প্রেরিত পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে তাহা পাঠাইতে হইবে। নতুবা সে সকল প্রকাশ করা বড় দুষ্কর হইয়া পড়ে।

শ্রী আর দত্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য প্রাপ্তি

কলিকাতার বিশপ (দান)	৬০৲
আর, কে, দত্ত এস্কোয়ার	৩৲
ডাক্তর কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
বি, এম্ বসু এস্কোয়ার	১॥০
খ্রীষ্টীয়ান হেল্পর্স গিল্ড	১২৲
শ্রীলক বিশ্বাস	১॥০
শ্রীনৃপাল চন্দ্র বিশ্বাস	৩৲

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৩য় খণ্ড।]　　১লা অক্টোবর ১৮৮৪।　　[১ সংখ্যা।

দেশীয় সম্বাদপত্রের একটী বিষম ভুল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল কতকগুলি উদ্ধতস্বভাব, অপরিনামদর্শী, হিতাহিত ও দায়িত্ব জ্ঞান বিহীন ইংরাজ কর্ম্মচারী, নীল অথবা চা-করের দোষে ইংরাজ নামের কলঙ্ক হইতেছে। ইংরাজ নামের কলঙ্ক ঘটিলে আমাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। যে জাতি আজ পৃথিবীর সভ্য জাতিগণের মধ্যে সভ্যতম, যে জাতি জগতের উন্নতি কল্পে এত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছে এবং করিতেছে, যে জাতি সকল প্রকার বিদ্যাবুদ্ধিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে এবং যে জাতি সনাতন ও পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে আলোকময়, সে জাতির যদি কোন প্রকার অপবাদ ও অপমান হয়, তাহা হইলে বাস্তবিকই আমরা হৃদয়ে ব্যথিত হই। সুসভ্য ও সুবিদ্বান ইংরাজ যদি কোন প্রকারে ন্যায় ও সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিজিতদিগকে ইতর পশুর সদৃশ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে ভারত কহিবে কি? আসামের ওয়েব সাহেব যে লোমহর্ষণ কাণ্ড করিয়াছেন বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে, সেই রূপ কার্য্যের যদি এত লঘু দণ্ড হয়, তাহা হইলে ভারতের কি রক্ষা আছে? তাহা হইলে ইংলণ্ডের কি ভদ্রস্থতা আছে?

দেশীয় সম্বাদপত্র লেখকগণ যখন ইংরাজ অত্যাচার ও উৎপীড়ন লক্ষ্য করিয়া ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেন, তখন আমরাও তাঁহাদের সহিত যোগ দিই, কিন্তু যখন তাঁহারা সমগ্র ইংরাজ জাতির উপর আপনাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগকে অন্যথা গালি দেন, তখন আমরা তাঁহাদিগের সহিত তিলেক মাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ দেশীয় সম্বাদপত্র সম্পাদকদের একটী বিষম ভুল আছে। তাঁহারা এক জন ইংরাজের দোষ বাহির করিতে পারিলে, অমনি খ্রীষ্টধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অমুক ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও কিরূপে অমুক২ গর্হিত ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিলেন, এবং এই কথা উত্থাপন করিয়াই উক্ত ধর্ম্মের উপর গালিবর্ষণ করিতে থাকেন। এরূপ করা বিষম ভুল। বাঙ্গালী সম্পাদকগণের যেন একটী সংস্কার আছে যে, ইংরাজ হইলেই খ্রীষ্টীয়ান হইতে হইবে। একথা তাঁহাদিগকে কে বলিল? ইংরাজ কি ফরাসীস কি জর্ম্মণ হইলেই খ্রীষ্টীয়ান হওয়া হইল এটী সম্পূর্ণ ভ্রম। "জল ও পবিত্র আত্মা হইতে জাত না হইলে কেহ স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

ঈশ্বর কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না। কাফ্রি হউক, বাঙ্গালী হউক, যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে, সেই খ্রীষ্টীয়ান, এবং যে ব্যক্তি প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান সে অন্যায় করিতে পারে না। "অন্যায় করিতে পারে না" অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সমুদয়ের এমত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যে জ্ঞান পূর্ব্বক সে কোন প্রকার ঘৃণিত পাপ ও অন্যায় করিতে পারে না। সকল ইংরাজ কি প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান? সকল ইংরাজ কি পবিত্র আত্মা হইতে জাত? তবে একজন ইংরাজ দোষ করিলে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করা যাহার পর নাই অসঙ্গত ও মূর্খের কর্ম্ম। খ্রীষ্টধর্ম্মের ফল আমরা কি নাস্তিক, অবিশ্বাসী ও সাংসারিক লোকদের মধ্যে অন্বেষণ করিব? কখনই নহে। যাঁহারা পবিত্র আত্মার প্রভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা নিত্য২ খ্রীষ্টের ধ্বজাতলে পৌরুষপূর্ব্বক যুদ্ধ করেন, যাঁহারা আপনাদের সমস্ত বাসনা, কল্পনা ও বুদ্ধি খ্রীষ্টের পবিত্র ইচ্ছার অনুযায়ী করেন, তাঁহারাই প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান, এবং যখন এবম্প্রকার লোকেরা অজ্ঞানতা বশতঃ কোন প্রকার অন্যায়াচরণ করেন, তখন আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হই; নতুবা বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। যাঁহারা অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগের নিকট হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মের ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। "মৃতগণের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ করিতেছ কেন?"

মিসন কার্য্য।

একটী নব অঙ্কুরিত বৃক্ষচারা বাধা না পাইলে প্রথমে সোজা হইয়া উঠে। কীটদংশনে আভ্যন্তরিক কোন অঙ্গ বৈকল্য কিম্বা বাহ্যে প্রবল বায়ু বা আর কিছুর দ্বারা আহত না হইলে সে তদবস্থাতেই বৃদ্ধি পায়। পরিণামে একটী সুন্দর সোজা বৃক্ষ হইয়া উঠে। কীটাদি আন্তরিক এবং বায়ু আদি বাহ্যিক শত্রু সহজে আর তাহাকে বাঁকা করিতে পারে না।

যাহার সোজা বৃক্ষ দেখিবার ইচ্ছা, সে প্রথম হইতে অঙ্কুরকে এই সকল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। একবার বেঁকা হইয়া অঙ্কুর যদি তদবস্থায় কঠিন হইয়া যায়, তবে তাহাকে সোজা করা অসম্ভব বলিলেও হয়।

এই অঙ্কুরের সহিত মনুষ্য মনের অনেক সাদৃশ্য আছে। শৈশবাবস্থায় মন একটী সুকোমল অঙ্কুরের সদৃশ। তবে ভিন্নতা এই যে, সে অভ্যন্তরে একটী কীট সঙ্গে করিয়া দেখা দেয়। এই দৃশ্য জগতে প্রকাশিত হইবামাত্র আবার তাহার উপর ঝড় বহিতে থাকে। এই সময়ে যদি কেহ তাহাকে এই সকল শত্রু হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তবেই তাহার রক্ষা, নতুবা সে বেঁকা হইয়া কঠিন হইবে, আর সহজে তাহাকে সোজা করা যাইবে না।

মনুষ্য আপনার অভ্যন্তরে যে কীট লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পাপস্বভাবই সেই কীট। এই কীট দংশনে স্বভাবতঃ তাহার এক দিকে ঝোঁক। এই বক্রভাব লইয়া যখন সে দৃশ্যজগতে প্রকাশিত হয়, তখন কুসংস্কার, কুকথা, কদাচাররূপ ঝড় অবিশ্রামে তাহার উপরে বহিতে থাকে, কাযেই তাহার স্বাভাবিক বক্রভাব বাড়িতে থাকে। এদিকে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়, সুতরাং তাহাকে সোজা করা এক কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়; এই প্রকার বক্রভাবাপন্ন একটী চারা বা বৃক্ষকে যদি সোজা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত একটী ঠেক দিতে হইবে। যদি চারা হয় সম্পূর্ণ কাঠিন্যের অভাবে সোজা হইবার সম্ভাবনা আছে। যদি বৃক্ষ হয়, সম্পূর্ণ কাঠিন্য প্রযুক্ত সোজা না হইলেও বক্রতা আর বাড়িবে না, বরং বক্রস্থলের উপরিভাগে চাপ পড়িয়া নিম্নভাগ পূরণ হইতে থাকিবে। তাহাতে কালে বক্রতা জন্য কদর্য্য দৃশ্য দূর হইবে, আশু ফল প্রাপ্ত না হইলে উপেক্ষা করা আর একার্য্যে হাত না দেওয়া সমান।

মিসনরিগণের কার্য্যই এই রূপ। স্বভাবতঃ বক্রভাবাপন্ন মনকে সোজা করা, তাহাকে ধর্ম্মপথে ফেরান তাঁহাদের কায। যে মন বেঁকিয়াছে, জ্ঞানই তাহার ঠেক। জ্ঞান বিনা আর কিছুতেই ইহা ফিরান যায় না। মিসনারীরা এই জ্ঞান দান ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাতে কোন প্রকারে ত্রুটী করিলে, তাঁহাদের একার্য্যে হাত দেওয়া আর না দেওয়া সমান। কিন্তু জ্ঞান বলিতে দুইপাত পুঁথি পড়া বুঝায় না। যাহার প্রভাবে মনুষ্য হিতাহিত, সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিয়া আপনাকে ন্যায় ও ধর্ম্মপথে রাখিতে পারে, মনের এই প্রকার ভাব, মনের এই প্রকার গতিকেই প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়।

যাহাদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে, যাহাদিগকে সুসমাচারের জ্ঞান দিতে মিসনারীরা ব্রতী হইয়াছেন, তাহারা কি এই জ্ঞান পাইয়াছে? মিসনারীদের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অসংখ্য২ লোক তাহাদের সুসমাচার গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই সকল লোক কি সুসমাচারের প্রকৃত জ্ঞান পাইয়াছে? মিসনারীদের নিকট হইতে তাহারা যে জ্ঞান পাইয়াছে, সেই জ্ঞানে

কি তাহাদের মন সোজা হইতেছে? তাহাদের আচার ব্যবহারে ত তাহা প্রকাশ পায় না। দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে মন সোজা হইয়াছে এমন অনেক লোক আছে, কিন্তু তুলনা করিলে ইহাদের সংখ্যা অতি অল্পই দেখা যায়। রিপোর্টে ইহাদের সংখ্যা দেখিতেই ভাল। সে যাহা হউক, মিসনারী রিপোর্টের সমালোচনা করা আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য নয়। মিসনারীদিগের দ্বারা সাধারণতঃ এদেশীয় লোকে কি পরিমাণে সুসমাচারের জ্ঞান পাইয়াছে, তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য।

ইহা কেহ বোধ হয় বলিবেন না যে, বাপ্তাইজ করিয়া ছাড়িয়া দিলেই সুসমাচারের সম্পূর্ণ জ্ঞান দেওয়া হইল। তাহা যদি হইত তাহা হইলে ইউরোপীয়দের মধ্যে আর খ্রীষ্টীয়ান স্কুল, সন্ডে স্কুল, বাইবেল ক্ল্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইত না। যে জাতি বহুকাল ব্যাপিয়া খ্রীষ্টীয়ান, যে জাতির আবাল বৃদ্ধ বনিতা খ্রীষ্টীয়ান, যে জাতি নিশ্বাস প্রশ্বাসেও কিছু না কিছু খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা অভ্যস্ত করে, সেই জাতির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষার এত বন্দোবস্ত কেন? তবে বাপ্তিস্ম ইহার শেষ নয়; মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহার শিক্ষা আবশ্যক। যেমন বেঁকিয়া কঠিন হইয়াছে, তাহার বৃদ্ধির সঙ্গে২ ঠেকটীও ক্রমে২ তুলিয়া দিতে হইবে।

মিসনরীরা কি তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন? তাঁহারা সকলে মিলিয়া যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলি খ্রীষ্টীয়ান করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহারা বুঝিয়া হইয়াছে, যাহারা সুসমাচারের প্রকৃত জ্ঞান পাইয়াছে, তাহাদের মনই ঠেক পাইয়াছে, তাহারাই তাঁহাদের শ্লাঘার বিষয় হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহারা যাহাদিগকে দলে২ খ্রীষ্টীয়ান করিয়াছেন, তাহারা কি সুসমাচারের প্রকৃত জ্ঞান পাইয়াছে? মিসনরীরা বিলক্ষণ জানিতেন যে, এই সকল লোকে মুখে অস্বীকার করিলেও তাহাদের মনের মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত বিশ্বাস, কুসংস্কার যেমন তেমনিই রহিয়াছে। ভাল, খ্রীষ্টীয়ানই যেন করিলেন, কিন্তু ইহারা যেন সুসমাচারের প্রকৃত জ্ঞান পায় তাহার কি সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন? কাযেই ইহাদের মনের গতি যেমন তেমনই রহিয়া গিয়াছে।

এখন মিসনারীরা এক ধুয়া ধরিয়াছেন, আমরা এতকাল ইহাদের জন্য পরিশ্রম করিয়াছি, ইহাদের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, আর আমরা পারি না। এখন ইহাদের আপনার ভার আপনি বহন করা উচিত। তা সত্য, কিন্তু যতক্ষণ না ইহাদের সেই ভার বোধ হইতেছে, ততক্ষণ সে সম্বন্ধে ইহাদের কর্ত্তব্য বোধও হইবে না।

বলিবে, হিন্দু মুসলমান থাকিলে ইহারা কি আপনাদের ভার আপনারা বহন করিত না? করিত, কিন্তু সে ভার আর এ ভার এক নয়। হিন্দু মুসলমান থাকিলে ধর্ম্ম বিষয়ে এত জ্ঞানের আবশ্যক করে না। দুই একটী মন্ত্র শিখিলেই হয়। দুমাস ছমাস অন্তর দুএকটী ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেই হয়। হিন্দু মুসলমান

ধর্ম্মে মনকে সোজা করিতে চেষ্টা না করিলেও বড় ক্ষতি নাই। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম সেরূপ নয়। ইহাতে মনকে সোজা করা আবশ্যক, এই জন্য ইহাতে বেশি যত্ন, বেশি পরিশ্রম, বেশি জ্ঞান ও বেশি অর্থ চাই।

যদি বল কোথা পাব? সে ভাল কথা, সোজা কথা। যদি পাবার উপায় নাই, যদি অর্থ ও পরিশ্রমের অভাবে এইকার্য্য ভালরূপে করিতে অসমর্থ; তবে শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য হাতে নেও কেন? যতক্ষণ না একটী খ্রীষ্টীয়ান ভাল খ্রীষ্টীয়ান হয়, যতক্ষণ না একটী খ্রীষ্টীয়ান সুসমাচারের জ্ঞান পায়, ততক্ষণ আর একটী করিবার চেষ্টা কর কেন? ততক্ষণ আর একটী খ্রীষ্টীয়ান করিয়া শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য বাড়াইয়া, দুইটীকেই অদৃষ্টের হাতে নিঃক্ষেপ করিয়া দেশীয় খ্রীষ্ট সমাজের অমঙ্গল, অপযশ বাড়াও কেন? দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা নানা কারণে দরিদ্র, তাহারা আপনারা যে তোমাদের কৃত এই অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারে, এমন ক্ষমতা এখনও তাহাদের হয় নাই, তবে কেন তোমরা অনর্থক তাহাদের উপর অযথা, অন্যায় দোষারোপ কর? তবে কেন বল, তাহারা আপনারা কিছু করে না, আমরাও পারি না। যে অনিষ্ট হইয়াছে, দেশীয় লোকের সাহায্য না পাইলে ইহার প্রতিকার করিতে পারিবে না। অতএব প্রেমভাবে তাহাদিগকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে আহ্বান কর। বিজেতৃভাব দেখাইও না; মিসনারীভাব দেখাও। আত্মদোষ স্বীকার করিয়া তাহাদের সাহায্য চাও, তবে যদি ইহার প্রতিকার হয়। সংখ্যা বাড়াইবার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিও না। যাহা আছে, আগে তাহাকে সোজা কর, তাহা হইলে বেঁকারা সোজার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সোজা হইতে চাহিবে। নচেৎ বেঁকাকে সোজা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭১ পৃষ্ঠার পর।

ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে, যে স্তোইকীয় ও এপিকিউরীয় সম্প্রদায়স্থ লোকেরা খ্রীষ্টীয়দের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। স্তোইকীয় দার্শনিকদের অহংকার, দম্ভ ও অদৃষ্টবাদমত এবং এপিকিউরীয় লোকদের নাস্তিকতা, ধর্ম্মবিষয়ে ঔদাস্য ও বিলাসপ্রিয়তা সুসমাচার গ্রহণ সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ইহার উদাহরণ এথিনী নগরে সাধু পৌলের প্রচারে প্রাপ্ত হওয়া যায়; (প্রেরি, ক্রিয়া ১৭। ১৪, ৩৩)। ঐ নগরের লোকেরা ঘৃণা পূর্ব্বক পার্ব্বতীয় উপদেশান্তর্গত শিক্ষা এবং যেশু ও পুনরুত্থান বিষয়ক পৌলের বচন শ্রবণ করিল।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি জন সাধারণের শত্রুতার আর দুই একটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ভিন্ন২ ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা এমন কি ইতিহাসবেত্তা টাসিটস পর্য্যন্ত

খ্রীষ্টীয়ানদিগকে যিহুদী জাতি বলিয়া রোমক গ্রীক ও অন্যান্য প্রাচীন জাতি অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিত। আর লোকেরা মনে করিত যে, কতকগুলি পাষণ্ড সম্প্রদায়ের ন্যায় খ্রীষ্টীয়ানেরা নিষ্ঠুরতা ও অন্যান্য অন্যায়াচরণকে প্রশ্রয় প্রদান করে। পাষণ্ড খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়েরা দুষ্টতাচরণ করিত বলিয়া, লোকে বিশ্বাস করিত যে, খ্রীষ্টীয়ানেরাও অশুদ্ধাচরণ ও অন্যান্য ঘৃণিত দুষ্কর্ম্মে রত ছিল। যখন পর্ব্বত কন্দরে খ্রীষ্টীয়দের সায়ংকালীন উপাসনা এবং প্রত্যূষে প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় পুণ্য সহভাগ বিধি সম্পাদিত হইত, তখন লোকেরা মনে করিত যে,খ্রীষ্টভক্তগণ কোন না কোন প্রচ্ছন্ন দুষ্কর্ম্মে সময় অতিবাহিত করে। আর কেহ বলিত যে, খ্রীষ্টীয়ানদের বেদি, মন্দির ও কোন উপাস্য দেবতা নাই এবং তাহারা একজন ক্রুশে হত মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করে। লোকেরা আপনাদের বিজাতীয় আক্রোশ ও ঘৃণা নানা প্রকারে প্রকাশ করিত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরে একটী প্রাচীর খোদিত প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়। সেই প্রতিমূর্ত্তিতে একজন গর্দ্দভ মস্তক-বিশিষ্ট মনুষ্য খোদিত রহিয়াছে। তাহার হস্ত একটী ক্রুশে প্রসারিত এবং তাহার পদদ্বয় একটী কাষ্ঠ খণ্ডের উপর নিপতিত। তাহার দক্ষিণে একজন উপাসক বন্দনা করিতেছে। সেই স্থলে গ্রীক ভাষায় লেখা আছে, "আলেক্সামেনস সেবেতে" অর্থাৎ আলেক্সামেনস আপনার ঈশ্বরের সেবা করিতেছে। ইহাতে বিধর্ম্মীদের বিদ্বেষ এবং খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ক সাক্ষ্য উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অগষ্টস্ সম্রাটের মৃত্যুর প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের পরে রোম সাম্রাজ্য নানা প্রকার বিপদ, সংগ্রাম, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন এবং ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়। সাধারণ লোকেরা বলিতে লাগিল যে, নাস্তিক অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ানদের অবিশ্বাস হেতু মন্দিরে উপাসক সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে এবং জন সাধারণের দেশীয় ধর্ম্ম বিষয়ে ঔদাসীন্য বশতঃ এই রূপ বিপদ ঘটিতেছে। 'লোকেরা বলিল, দেবতাগণ যেন রোম নিবাসিদিগকে আর্ত্তস্বরে বলিতেছেন—তোমরা খ্রীষ্টীয়ানদিগকে বিনাশ কর। রোম নিবাসীগণ দেবতাগণের আর্ত্তস্বর শুনিল এবং খ্রীষ্ট ভক্তগণের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিল।

"প্রো-কনসুলার" আফ্রিকার শাসন কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ টরটুলিয়ন খ্রীষ্টধর্ম্মের পোষকতা পূর্ব্বক একখানি পুস্তক লিখেন। সেই পুস্তককে ইংরাজী ভাষায় "আপলজি" (apology) পুস্তক বলে। উক্ত পুস্তক সম্ভবতঃ ১৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পরে, সেভেরস সম্রাটের উপপ্লব সময়ে অর্থাৎ ২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত হয়। পাঠক জানিবেন যে ঐ রূপ প্রাচীন "আপলজী" পুস্তক এখনও বিদ্যমান আছে। সেই সমুদয় পুস্তক বিধর্ম্মীদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সত্য বুঝাইয়া দিবার এবং তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করিবার নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল। তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

গ্রীক্ রচয়িতৃগণ।

জষ্টিন মার্টর, তাঁহার ছাত্র টাসিয়ন, আনতিয়খের বিশপ থিয়ফিল, আলেক-জানদ্রিন ক্লেমেন্ট, অরিজিন।

লাটিন রচয়িতৃগণ।

পোরটসের বিশপ হিপলীট, তব-তুলিয়ন, মিনুসিয়স ফিলিক্স, কার্থেজের বিশপ সিপ্রিয়ান, আরনোবিয়স, ল্যাক-টেনসিয়স। ইহাদের মধ্যে তবতুলিয়ন এক জন অতি ধার্ম্মিক ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার পুস্তক হইতে কিঞ্চি-দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তিনি এক স্থলে বলেন, "খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিলক্ষণ জ্ঞান আছে যে ইহা এই পৃথিবীতে এবং বিদেশীয়দের মধ্যে যাত্রিক ও প্রবাসী স্বরূপ। ইহার যে শত্রু থাকিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। স্বর্গেই তাহার পরিবার, গৃহ, আশা, অনুগ্রহ ও গৌরব। তাহার কেবল এই মাত্র ভিক্ষা যে না জানিয়া শুনিয়া লোকে যেন উহাকে অভিশপ্ত মনে না করে।"

বিধর্ম্মীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, "তোমরা বল যে আমরা তোমা-দের নগর, ক্ষেত্র, গ্রাম, ও দ্বীপ অধি-কার করিয়াছি এবং তোমাদের মধ্যে বিবিধ অবস্থাপন্ন লোকেরা খ্রীষ্টীয়ান হইয়া যাইতেছে। আমরা কল্যকার লোক হইয়াও তোমাদের নগর, দ্বীপ, গ্রাম, মিউনিসিপ্যালিটী, দল, রাজ প্রাসাদ, সেনেট, ফোরম ইত্যাদিতে ব্যাপিয়া গিয়াছি। আমরা কেবল মন্দির তোমাদের জন্যে রাখিয়াছি।"

ক্রমশঃ

পরকাল।

দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৫ পৃষ্ঠার পর।

শি। "যদ্দ্বারা চালিত হইয়া" কিন্তু "যদ্দ্বারা" এই যদ্‌শব্দ বাচ্য পদার্থ যে কি তাহার ত কিছুই স্থিরতা হইল না। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে যে তুমি আর কিছু অধিক বলিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ এই বিষয়ে বোধ হয় তুমি আমার সহিত একমত হইবে যে, যে শক্তির দ্বারা আমরা সুখ দুঃখের অনুভব করিয়া থাকি, সেই শক্তির দ্বারা "আমি" শব্দবাচ্য পদার্থের অস্তিত্বের জ্ঞান হয়।

যু। হাঁ ইহা স্বীকার করিতে আমার কোন আপত্তি নাই।

শি। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদিগের এই সকল শক্তি (চিন্তা, ইচ্ছা, সুখ দুঃখানুভব প্রভৃতি মানসিক শক্তি) থাকে, অতএব এমন বোধ হয়, যে মৃত্যুর পরেও তাহা থাকিবে।

যু। কেন? কি যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা এই আশ্চর্য্য মত স্থাপন করিলে?

শি। এই মতকে তোমার আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। না! না! ইহা-তে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বল দেখি, আগামী কল্য সূর্য্য উদয় হইবে কি না?

যু। অবশ্য হইবে।

শি। অদ্যকার দিন যেমন কল্যকার

দিনও তদ্রূপ হইবে ?

যু। তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

শি। কি যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ইহা স্থির করিয়াছ ?

যু। যে হেতু আবহমান কাল ইহা এই রূপই হইয়া আসিতেছে। যত বৎসর আমাদের বয়স হইয়াছে, তত বৎসর আমরা ইহা এই রূপই ঘটিতে দেখিয়াছি। তদ্ভিন্ন পুরারত্ত এবং যাবতীয় মনুষ্য জাতি এক বাক্যে ইহার সাক্ষ্য দেয়। অধিকন্তু প্রকৃতির (nature) নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় ; তজ্জন্যই আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি যে,এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যাহা কিছু আছে, কিছুকাল পরেও তাহা থাকিবে।

শি। আমিও সেই কারণে বলি যে, এখন আমাদের মানসিক শক্তি সকল আছে, ইহার পরেও থাকিবে।

যু। কিন্তু মৃত্যুর দ্বারা উহাদের বিনাশ হইলে আর কি রূপে থাকিবে ?

শি। এতৎ সম্বন্ধে বোধ হয় তোমার ধারণা এই যে, মৃত্যুই ঐ সকল শক্তি বিনাশের কারণ। তদ্ভিন্ন মৃত্যু সময়ে আর অন্য কোন কারণ দ্বারা উহারা বিনষ্ট হয় না ?

যু। তোমার এই কথার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিলাম না।

শি। আমার কথার তাৎপর্য্য এই, যে যদি মৃত্যুর সময়ে ঐ সকল শক্তির বিনাশ হয়, তবে মৃত্যুই সেই বিনাশের কারণ ; মৃত্যুভিন্ন আর অন্য কোন পদার্থ স্বীয় কার্য্য দ্বারা উহাদের বিনাশ সাধন করে না। কেমন, এই কি তোমার মত ?

যু। আমার মত এই যে, মৃত্যুই উহাদিগের বিনাশের কারণ।

শি। যদি এমন প্রমাণ করা যায় যে, মৃত্যু উহাদিগের ধ্বংসের কারণ নয়, তবে স্বীকার করিবে যে, মৃত্যু সময়ে আর কিছু দ্বারাই উহাদের বিনাশ হয় না ?

যু। হাঁ! তাহা স্বীকার করিব ; যেহেতু তদ্ভিন্ন আর অন্য কোন কারণত দেখিতে পাই না।

শি। ইহাও আশা করা যাইতে পারে যে, মৃত্যুদ্বারা ঐ সকল শক্তি ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়, এমন প্রমাণিত হইলে, তুমি ইহাও স্বীকার করিবে যে, মৃত্যু সময়ে উহাদের বিলুপ্ত হওয়াও সম্ভব নয় ?

যু। অবশ্য বিনষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, প্রমাণিত হইলে, বিলুপ্ত হওয়াও সম্ভব নয়, ইহা কে অস্বীকার করিবে ?

শি। বল দেখি, কি কারণে এমন বোধ কর যে, মৃত্যু সময়ে ঐ সকল শক্তি বিনষ্ট হইবে ?

যু। যে হেতু মৃত্যু সময়ে উহাদের স্থায়িত্বের লোপ পায়।

শি। কোন্ যুক্তি ও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সাহসের সহিত তুমি বলিতেছ যে, উহাদের "স্থায়িত্বের লোপ পায় ?" এতৎ সম্বন্ধে তুমি যাহা কিছু বলিতে পার তাহা এই, যেপর্য্যন্ত আমার প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা আছে সেই পর্য্যন্ত দেখা যায় যে মৃত্যু সময়ে উহাদের লোপ পায়।

যু। হাঁ! আমার মনের ভাবও তাহাই।

শি। "মনের ভাবও তাহাই" বলিলেত চলিবে না। তর্কস্থলে তাহা ব্যক্ত করা আবশ্যক। "যে পর্য্যন্ত" ইত্যাদি কথাগুলি যোগ না করিয়া যদি কেবল মাত্র ইহা বল, যে "মৃত্যু সময়ে উহাদের লোপ পায়" তাহা হইলে তোমার মত এই রূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, ঐ সকল শক্তির কার্য্য অনুভব করিতে পার না, অতএব নিশ্চয়ই উহাদের বিনাশ হয়। তোমার সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উহাদের কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে পার না, অতএব উহাদের বিনাশ হয়, এমন সিদ্ধান্ত করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়। যাহা হউক, বল দেখি, মৃত্যু কি? এতৎ সম্বন্ধে তুমি যাহা কিছু জান তাহা এই যে, শরীর, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি ক্রমে অদৃশ্য হয় এবং যে সকল পরমাণু সমষ্টি দ্বারা এই সকল গ্রথিত হইয়াছিল, পুনরায় তাহাতেই পরিণত হয়; কিন্তু ইহার দ্বারা কি এমন প্রমাণিত হয় যে, উহাদের সঙ্গে২ মানসিক শক্তি সকলও বিনষ্ট হয়?

যু। আমার মতে ত তাহাই হইয়া থাকে।

শি। আমরা চিন্তা করি, ইচ্ছা করি, ধ্যান করি, সুখ, দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। যে২ শক্তি দ্বারা এই সকল কার্য্য করা যায়, ঐ সকল শক্তি ও শরীর একই পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, যতক্ষণ না ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হও, ততক্ষণ কখনই বলিতে পার না যে, যখন শরীর আদিম পরমাণুতে পরিণত হয় তখন মানসিক শক্তি সকল বিনষ্ট হয়। আমি বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি, অনেক বিদ্বান লোকেও বলিয়া থাকেন যে, মৃত্যু সময়ে ঐ সকল শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে ভিত্তিমূলের উপর তাঁহারা এই মত স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা এই—বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, পরীক্ষা দ্বারা অল্প বা অধিক নির্দ্দিষ্টতার সহিত সেই জ্ঞানকে সাধারণ নিয়মে পরিণত করা যাইতে পারে। কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিবার পূর্ব্বে পরমাণু দ্বারাই আমাদের ইন্দ্রিয় নিচয় প্রণোদিত হয়। কোন২ স্থলে এই পরমাণু স্পষ্ট রূপে অনুভূত হয়। আর কোন২ স্থলে ইহা এত সূক্ষ্ম যে অতি উৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা কোনক্রমে অনুভব করা যায় না। ইহা হইতে তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, পরমাণুর গুণ, শক্তি ও কার্য্য অবিদিত থাকাতে প্রাচীনকালে লোকে যেমন অনেক পারমাণিক কার্য্যকে অলৌকিক কার্য্য বলিয়া গণ্য করিত, এখনও তদ্রূপ মনুষ্যের আভ্যন্তরিক পরমাণুর কার্য্যের বিশেষ জ্ঞান না থাকাতে সেই সকল কার্য্যকে আত্মার কার্য্য বলিয়া উক্ত করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের আলোকে যেমন এখন পূর্ব্বের কুসংস্কার সকল তিরোহিত হইতেছে, তদ্রূপ অপেক্ষা করিলে যাহাকে এখন আত্মা বলা যায়, বিজ্ঞান সাহায্যে তাহা পরমাণু বই আর কিছু নয় বলিয়া প্রকাশ পাইবে। জগতে যত কিছু কার্য্য হয়, সমস্তই পরমাণু দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি অত্যন্ত উন্নত ও সতেজ মনের কার্য্য সকলও পরমাণুর

কার্য্য বই আর কিছুই নয়। যদিচ অনেক স্থলে পরমাণুকে অচেতন বলিয়া বোধ হয়, তথাচ সুন্দর কৌশলের সহিত তাহাদিগকে সাজাইতে ও মিশ্রণ করিতে পারিলে তাহারা সচেতন হইতে পারে। এবং যে পরিমাণে এই সাজান ও মিশ্রণ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে, সেই পরিমাণে তাহাদের চৈতন্যের বৃদ্ধি ও লাঘব হইবে। অধিকন্তু এই মিশ্রণ কার্য্য যত সূক্ষ্ম হইবে ততই ইহার চৈতন্যের বৃদ্ধি হইবে। প্রথম অবস্থায় চৈতন্যের অভাব, পরক্ষণে যাহাকে জীবন বলা যায় তাহার উৎপত্তি; তৎপরে গতিশক্তি; তৎপরে সুখ দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি; তৎপরে কিসে সুখ ও কিসে দুঃখ তাহা নির্ণয় করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। অবশেষে এই রূপ সংযোজিত ও মিশ্রিত পরমাণুসমষ্টি এমন এক প্রাণীতে পরিণত হয় যে, তাহা সুখ দুঃখ অনুভব, প্রেম ও ঘৃণা করিতে পারক হয়। কি ভাল, কি মন্দ তাহার নির্ণয় করিতে পারে। অতএব এই সকল ক্রিয়া পরমাণু ভিন্ন আর কিছুরই নয়। এই কারণ ইচ্ছা, অভিলাষ প্রভৃতি সমস্তই পরমাণুর ভিন্নং আকার মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যে ভিত্তিমূলের উপর এইরূপ যুক্তি ও তর্ক স্থাপিত তাহা (বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে) এই যে, পরীক্ষা (experiment) দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হয় না তাহা বিশ্বাস যোগ্য নয়। কিন্তু এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা লব্ধজ্ঞানের আবার পরীক্ষা (test) কি? তাহা এই যে কোন একটী বিষয়কে সর্ব্বদা একভাব হইতে দেখিলে, তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে নিয়মে ঐ বিষয়টী ঘটিতেছে, অন্য সময়েও সেই নিয়মে ঐ একই প্রকার ফলোৎপাদন করিবে। ভাল বিজ্ঞান কি কখন এই সিদ্ধান্তানুযায়ী কোন কার্য্যের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছে? পরমাণুর কার্য্য সম্বন্ধে উল্লিখিত মতানুসারে পরমাণু যোজনা করিয়া বিজ্ঞান কি কখন মানসিক শক্তি বিশিষ্ট কোন জন্তুর উৎপত্তি করিয়াছে? সুকৌশলে যোজনা ও মিশ্রণ করিতে পারিলে, পরমাণু সমষ্টি প্রথমে চৈতন্য, পরে ইচ্ছা ও সুখ দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি বিশিষ্ট হয়। এমন হইলে নিশ্চয়ই যোজনা ও মিশ্রণের তারতম্যানুসারে কোন জন্তুকে কেবল চৈতন্য বিশিষ্ট, কাহাকে বা কেবল চৈতন্য ও ইচ্ছা বিশিষ্ট, কাহাকে বা কেবল চৈতন্য পাইতে দেখা যাইত। আর কাহাকে বা চৈতন্য, ইচ্ছা, চিন্তা ও সুখানুভব করিবার শক্তি বিশিষ্ট; এই প্রকার পূর্ণ ও অপূর্ণ অবস্থার নানা প্রকার জন্তু দেখা যাইত। কিন্তু কৈ তাহাত দেখা যায় না? তবে কি প্রকারে এই সকল মানসিক কার্য্যকে পরামাণুর কার্য্য বলা যাইতে পারে? আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে তোমার আপত্তি এই যে, তুমি আত্মাকে দেখিতে পাওনা। ভাল! তুমি যে পরমাণুর কথা বলিতেছ, সেই পরমাণু যে আপনার উপর আপনি এই আশ্চর্য্য শক্তি প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল মানসিক কার্য্য উৎপন্ন করিতেছে, তাহাত দেখিতে পাও না। অতএব যে কারণে আত্মার

অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছ, সেই কারণে পরমাণুর এই প্রকার কার্য্যকারিতাও অস্বীকার করা আবশ্যক। এমন স্থলে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধা কি? আমিত তাহা দেখিতে পাই না।

যাহা হউক, ভবিষ্যতে কোন সময়ে এই বিষয়ের আর আন্দোলন করা যাইবে। তোমার কথাবার্ত্তায় ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, শরীর হইতে পৃথক আত্মা বলিয়া যে এক পদার্থ আছে, তদ্বিষয়ে তোমার কোন সন্দেহ বা আপত্তি নাই। তুমি তাহা বিশ্বাস কর। এতৎসম্বন্ধে তোমার সন্দেহ এই যে, মৃত্যু পরেও কি ঐ আত্মা থাকিবে? অতএব আইস আমরা এখন এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

যু। সত্য, কিন্তু তুমি যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছ, তাহাও অত্যন্ত গুরুতর। অতএব আমি ভরসা করি, ইহার পরে তুমি এই বিষয়টীরও মীমাংসা করিবে।

শি। অবশ্য তাহা করিব। আপাততঃ তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া, যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ আছে, অগ্রে তাহারই মীমাংসা করা বিহিত। এখন *বল দেখি, শরীর ও আত্মা এই দুই* পৃথক পদার্থের মধ্যে যদি একের বিনাশ হয়, তাহাতে কি অন্যেরও বিনাশ হইবে? অর্থাৎ শরীর ধ্বংস হইলে আত্মার আর অস্তিত্ব থাকিবে না? ইতিপূর্ব্বে কহিয়াছ যে, আত্মার ধ্বংস হইলে কেবল মৃত্যুই তাহার কারণ। মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই (যাহা মৃত্যুর কারণ হয়) তাহার কারণ নয়। এখন বল দেখি, তোমার মতে মৃত্যু কি?

যু। ইহা কোন অদৃশ্য বিষয়। ইহার শক্তিতে গতি বিধি প্রভৃতি শক্তির লোপ, শরীরের উষ্ণতা লোপ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চৈতন্য রহিত হয়; অবশেষে শরীর ধ্বংসের অবস্থায় পতিত হয়।

ক্রমশঃ

খ্রীষ্টের অনুকরণ।

তৃতীয় ভাগ।

৪। অধ্যায়।

পরমেশ্বরের অভিমুখে সত্য এবং বিনয় সহকারে আচরণ করা কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের উক্তি—

হে পুত্র! আমার অভিমুখে সত্য আশ্রয় পূর্ব্বক আচরণ করিও এবং আমার পূজা একাগ্র চিত্তে করিও।

আমার উদ্দেশে যে ব্যক্তি সত্য আশ্রয় পূর্ব্বক আচরণ করে, সে পাপের উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়, আর প্রতারক এবং নষ্ট ব্যক্তিগণের বিদ্বেষ হইতে সত্যই তাহাকে বিমুক্ত করে।

যদি তুমি সত্যের আশ্রয়ে অমায়িকতা লাভ করিয়া থাক, তবেই তোমার বিমোচন যথার্থ বটে এবং তবেই তুমি লোকের বৃথা গঞ্জনাতে ব্যাকুল হইবে না।

উপাসকের উক্তি—

হে প্রভো! যাহা বলিতেছ তাহাই আমার স্থিরসংকল্প। প্রার্থনা করি, যেমন বলিতেছ আমার ভাগ্যে যেন সেই রূপই ঘটে। যেন তোমার সনাতন সত্য ধর্ম্মই আমাকে সুশিক্ষিত করে। উহাই যেন আমার প্রহরী স্বরূপ হইয়া থাকে এবং উহাই যেন আমাকে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত রক্ষা করে।

ঐ সনাতন সত্যধর্ম্ম আমাকে প্রত্যেক পাপ তৃষ্ণা, এবং সমস্ত অপরিমিত আসক্তি হইতে বিমুক্ত করুক, তাহা হইলেই আমি তোমার সঙ্গলাভ করিয়া নির্ভীক চিত্তে বিচরণ করিতে পারিব।

যিনি সত্যস্বরূপ তিনি কহিতেছেন—

কি কি বিষয় উচিত, কি কি আমার চক্ষে প্রীতিজনক তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।

তোমার পাপ সমূহের বিষয় একান্ত অসন্তোষ ও প্রগাঢ় ক্ষোভ সহকারে চিন্তা করিও।

তুমি যে পাপী তাহাতে সন্দেহ নাই; তুমি অনেক রিপুরই বশবর্ত্তী; আবার ভিন্ন ভিন্ন রিপুর সমাগম দ্বারাও উৎপীড়িত হইয়া থাক।

স্বতন্ত্রভাবে তুমি অতিশীঘ্রই পতিত এবং পরাজিত হইয়া থাক, শীঘ্রই তোমার চিত্তের সাম্য বিনষ্ট হয় এবং তুমি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়। ফলতঃ স্বয়ং হইলে তুমি কেবল শূন্যতার দিকেই অগ্রসর হও।

যে জন্যে গর্ব্ব হইতে পারে এরূপ কিছুই তোমাতে নাই, বরং তোমাতে এমন অনেক বস্তু আছে যে তাহার জন্য আপনাকে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করাই তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য। কেননা তুমি আপনাকে যত ক্ষীণ বলিয়া জানিতে সক্ষম, বাস্তবিক তুমি তাহা অপেক্ষাও হীনবল।

অতএব তুমি যে কর্ম্ম কর তাহার কিছুতেই "এত করিলাম" এরূপ জ্ঞান করিও না।

যাহা নিত্য তাহা ব্যতীত আর কিছুই যেন তোমার নিকট বড় মনে না হয়, কিছুই মূল্যবান বা আশ্চর্য্য জনক, কিছুই শ্রদ্ধাস্পদ, উচ্চ বা বাঞ্ছনীয় এবং কিছুই যেন যথার্থতঃ প্রশংসা ভাজন বলিয়া বোধ না হয়।

তোমার নিকট সনাতন সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ হউক এবং কেবল তোমার পাপ স্বভাবই সততঃ তোমার অপ্রীতিজনক হউক।

যে সকল বিষয় ভয়কর, যত বস্তু নিন্দাকর, যাহা কিছু পরিত্যাগ কর, তৎসমুদায় মধ্যে তোমার পাপ এবং কুচরিত্র গুলিকে সর্ব্ব প্রধান জ্ঞান করিও। এগুলি তোমার পক্ষে তোমার সর্ব্বস্ব বিনাশ অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশদায়ক হওয়া উচিত।

সত্য স্বরূপ বলিতেছেন—

কোন কোন ব্যক্তি আমার সমীপে অকপট আচরণ করে না, অথচ কৌতুক এবং অহঙ্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহারা আমার গূঢ় বিষয়াদি অনুসন্ধান করে। উহারা পরমেশ্বরের গভীর অভিসন্ধি আয়ত্ত করিতে অভিলাষ করে। কিন্তু আপনাদিগের বিষয়ে এবং স্ব স্ব মোক্ষের প্রতি নিতান্ত উপেক্ষা করে।

আমি তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া

থাকি; সুতরাং তাহারা সেই কৌতুক ও অহঙ্কার হেতু গুরুতর পাপতৃষ্ণা এবং প্রবল পাপাচরণে নিপতিত হয়।

তুমি পরমেশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা চিন্তা করিয়া ভয় করিও এবং সর্ব্বশক্তিমানের আক্রোশ স্মরে তোমার হৃৎকম্প হওয়াই সঙ্গত। যিনি সর্ব্বোপরি উচ্চ তুমি যে তাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবে এ রূপ দম্ভ করিও না; বরং আত্ম দুষ্কৃতি অন্বেষণ করিয়া দেখিও যে তুমি কতপ্রকারে অপরাধ করিয়াছ এবং কত প্রকার সৎকর্ম্ম করিতে তাচ্ছিল্য করিয়াছ।

অশিক্ষিত খ্রীষ্টীয়ানদের শিক্ষা প্রণালী।

যাঁহারা টালিগঞ্জ, বারুইপুর ইত্যাদি অঞ্চলস্থ খ্রীষ্টীয়ানদের অবস্থা জানেন তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, তাদের মধ্যে অনেক লোক কিছুই লেখা পড়া জানে না। অনেক সময় গির্জ্জায় রিডর কিম্বা কাটেখিষ্ট ছাড়া আর কেহ বাইবল, প্রার্থনা অথবা গীত পুস্তক ব্যবহারে অসমর্থ। যদি রিডর কোন কারণে অনুপস্থিত হন, তাহা হইলে পাদ্রি মহাশয়ের বিষম বিপদ! তিনি যে গুরুতর কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে দৃশ্যভাবে কেহ যোগ দিতেছে না। এরূপ অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। এই সকল এবং অন্যান্য মিশনের জন্য কত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে, কিন্তু লোকদের লেখা পড়ার জন্য যে কোন সুব্যবস্থা করা হয় নাই, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। যদি সকল পুরুষ ও স্ত্রী বালক ও বালিকা অন্ততঃ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে পারিত, তাহা হইলে যে কত সুবিধা হইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না। প্রভুর দিন পালন সম্বন্ধে আমরা অনেকবার অশিক্ষিত খ্রীষ্টীয়ানদের দোষ দিয়া থাকি। তাহাদের যে এ বিষয়ে কোন দোষ নাই, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাহারা কিছুই পড়া শুনা জানে না তাহারা সমস্ত দিন কি রূপে অতিবাহিত করিবে? তাহারা যেন দুই বার (যদিও পাদ্রির ভাগ্যে তাহা ঘটে না) গির্জ্জায় গেল, কিন্তু সমস্ত দিন কি রূপে কাটাইবে? পড়া শুনা না জানাতে তাহাদের সময়, হয় নিদ্রা নতুবা বৃথা আমোদ প্রমোদে নষ্ট হইয়া যায়।

মিশনস্থ প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী যতদিন কিছু না কিছু পড়িতে ও লিখিতে শিখিবে, ততদিন এ কলঙ্ক ঘুচিবে না। অতএব কর্ত্তৃপক্ষদের সর্ব্ব প্রথমে দেখা উচিত যে মিশনের সকল লোকে কিছু পড়িতে শুনিতে পারে।

কিন্তু এখন রিডর, কাটেখিষ্ট ও অন্যান্য শিক্ষকদের উপর কর্ত্তৃপক্ষীয় লোকদের বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। তাঁহারা যেন আপনাদের গুরুতর কার্য্য উপযুক্ত রূপে সমাধা করেন তজ্জন্য পুরোহিতেরা যথেষ্ট চেষ্টা করিবেন। পুরোহিত নিজে শিক্ষা প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। তাহার পর তাঁহারা অর্থাৎ নিম্নতর শিক্ষকেরা যথানির্দ্দিষ্ট প্রকারে লোকদিগকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবেন। শিক্ষ-

কেরা উত্তম রূপে শিক্ষিত ও প্রস্তুত না হইলে তাঁহাদের শিক্ষায় কোন ফল ও উপকার দর্শে না। উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হইবারই সমুহ সম্ভাবনা।

আবার সচরাচর উপাসনালয়ে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হয়, তাহাতে লোকের বড় উপকার হয় না। অশিক্ষিত লোকের চিত্ত তাহাতে আকর্ষিত হয় না। প্রসাদ, অনুগ্রহ, যাথার্থিকতা, বিশ্বাস, প্রেম, পরিত্রাণ ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিবার সময় যেন বোধ হয় আগষ্টিন, কালভিন, লুথর, মেলাংথন অথবা টমাস আকুইন্যাস অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। তাহাতে আপাতত ফল এই হয় যে, লোকে উপদেশের সময় প্রাণ ভরিয়া ঘুমাইয়া লয়। আধ্যাত্মিক আহারে বঞ্চিত হইয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করে। উপদেশের ভাষা যতদূর সহজ হইতে পারে হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উপাসনালয়ে যাইবার পূর্ব্বে আপনার উপদেশ এক জন দাসীর নিকট পাঠ করিতেন। যদি তাহা দাসীর বোধগম্য হইত, তাহা হইলেই তিনি গির্জ্জায় তাহা পাঠ করিতেন। এই সহজ নিয়ম পুরোহিত ও আচার্য্যগণের স্মরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত। তাহার পর এমন বিষয় লওয়া উচিত যাহাতে লোকদের চিত্ত স্বতঃ আকর্ষিত হয়। আব্রাহাম, নোহ, সুলেমান, দাবিদ ইত্যাদি ব্যক্তিগণ কেবল অতীত কালের প্রয়োজন সাধন করিয়া গিয়াছেন বলিলে, চলিবে না। তাঁহাদের জীবনের শিক্ষা আমরা কিসে পাইতে পারি, তাঁহাদের পরীক্ষা, দুঃখ, কষ্ট ও সুখের অর্থ আমরা কিসে বুঝিতে পারি, আমাদের প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যে কেমন করিয়া আমরা ঈশ্বরের লোকের ন্যায় আচরণ করিতে পারি, এই সকল উপদেশ দ্বারা বিশদ রূপে ব্যক্ত করিতে হইবে। নানা প্রকার দৃষ্টান্ত ও গল্প দ্বারা অর্থ বুঝাইয়া দিলে আরও ভাল। উপদেশ সম্বন্ধে আচার্য্যের যে গুরুতর দায়িত্ব আছে, উপদেশ দ্বারা যে অশেষ মঙ্গল সাধন করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত আবশ্যক।

আমাদের প্রভু দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বর্গ রাজ্যের গভীর তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার কথায় লোকদের চিত্ত স্বতঃ আকর্ষিত হইত। শুনিতে ইচ্ছা না করিলেও তাহাদিগকে শুনিতে হইত, বুঝিতে ইচ্ছা না করিলেও তাহাদের মন হইতে তাহা শীঘ্র চলিয়া যাইত না। প্রাত্যহিক জীবনের জন্য আবশ্যকীয় ও প্রাকৃতিক অতি সামান্য বস্তু লইয়া তিনি গভীর উপদেশ প্রদান করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিলে যে প্রচুর ফল হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

উপাসনালয়ে "কাটেথাইজ" অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর প্রণালী দ্বারা উপদেশ দেওয়া অতি প্রাচীন রীতি ছিল। এই রীতি এখন ভারতবর্ষের কোন২ স্থলে প্রচলিত আছে। যেখানে এই রীতি আছে সেখানকার অশিক্ষিত খ্রীষ্টীয়ানেরা যে অন্যান্য স্থানীয় খ্রীষ্টীয়ান অপেক্ষা ধর্ম্ম পুস্তক ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অধিক

বুঝিতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা ইহার পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাইয়াছি।

এবারে উপদেশ দ্বারা শিক্ষার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা গেল, আগামী বারে এবিষয়ে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পথিক ও সন্ন্যাসী।

প্রখর মধ্যাহ্ন-নিদাঘের শেষ-সহস্র-রশ্মি অগ্নিকণা ছড়াইতেছেন। তাপে প্রাণীমাত্রেই অস্থির! পথে পথিক নাই; সরোবরে বিপ্রগণের মন্ত্রোচ্চারণে আড়ম্বর পূর্ণ নাই; পল্লব প্রৌঢ়াগণের কল্পিত ইতিহাস বা উচ্চহাস্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে না; পশুগণ বৃক্ষতল এবং বিহঙ্গমচয় নিভৃত বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়াছে; মাঠে কোন রাখাল বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছে, কেহ গান গাইতেছে, কেহ শাখায় রজ্জু বান্ধিয়া দুলিতেছে, কেহ বা গুলি ডাং খেলিতেছে। পল্লী নীরব; কেহ গৃহের বাহির হইতে পরিতেছে না; ক্রীড়াপ্রিয় বালকদের খেলা বন্দ যাইতেছে, কেহ নিদ্রা-কাতরা মাতার পার্শ্বে শুইয়া কাঁদিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে তিরস্কৃত হইতেছে, কেহ বা প্রহার সহ্য করিতেছে। একটী বৃহৎ সরোবর, চারিপার্শ্বে বৃহৎ২ বৃক্ষরাজী। একটী বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি বসিয়া কি ভাবিতেছে; দেখিলেই বোধ হইবে তিনি একজন পথিক। তাঁহার বদন বিষণ্ণ, নয়ন অপ্রসন্ন, কখন কখন তাহা জলপূর্ণ হইতেছে, কখন একটী শুষ্ক বৃক্ষ পল্লব লইয়া মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, কখন সূর্য্যরশ্মি-প্রতিফলিত জল হিল্লোলের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু শোভা নিরীক্ষণের নিমিত্ত নহে। পথিক কি ভাবিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে পাইলেন অদূরে কোন এক ব্যক্তি আসিতেছেন। ক্রমে তিনি সেই বৃক্ষ তলেই আসিলেন। তাঁহার ভিন্ন ভাব, ভিন্ন বেশ, বদন মণ্ডল প্রসন্ন এবং তাহা বিজ্ঞতার লক্ষণ পূর্ণ। পরিধেয় গৈরিক মৃত্তিকায় রঞ্জিত, স্কন্ধে উত্তরীয়, হস্তে কমণ্ডলু, কেশ রুক্ষ, কোথাও বা এক একটী জটা হইয়াছে। দেখিলেই যেন সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন সামান্য সন্ন্যাসীর মত নহেন, তাঁহার গাত্র পাংশু বা স্বজ্ঞান নহিভূত লিখিত শ্লোকে রঞ্জিত নহে। মূল কথা তিনি অর্থাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসী নহেন, এক পরম ধনের আশাই তাঁহার সন্ন্যাসী হইবার প্রধান কারণ। পথিক সন্ন্যাসীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন; কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় আপনার নিবাস কোথায়? কোথাই বা গমন করিতেছেন?” পথিক একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “মহাশয় আমার নিবাস নরেন্দ্রপুর নামক গ্রামে ছিল, কিন্তু ঈশ্বর এক্ষণে তাহা উঠাইয়াছেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

পিত্তার সম্পত্তি ছিল, তাহাও ঈশ্বর ভোগ করিতে দিলেন না, জ্ঞাতিরা সকল কাড়িয়া লইয়াছে! এক্ষণে বিদেশস্থ এক আত্মীয়ের নিকট গমন করিতেছি।" এই বলিয়া পথিক কাঁদিলেন। সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে পথিককে সান্ত্বনা করিলেন। উভয়েই ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে সন্ন্যাসী কহিলেন, "মহাশয় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম; আপনি অজ্ঞান বালক নহেন অথচ স্ত্রীস্বভাবসুলভ ক্রন্দনের বশীভূত। বিপদে সহিষ্ণুতাই একমাত্র বন্ধু, অতএব তাহার আশ্রয় গ্রহণ করুন।" পথিক কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। সন্ন্যাসী আরও বলিলেন, "আপনি শোকাকুল হইয়া সর্ব্বগুণাকর ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করিলেন। ইহা কি জ্ঞানবানের কার্য্য? উপাসনার দ্বারা আত্মা সদ্গতি লাভ করিবে, এই নিমিত্ত তিনি আমাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান বিশিষ্ট করিয়াছেন; এবং আমাদের মনকুরঙ্গ পাপরূপ মরীচিকা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পাছে তদনুসরণে বিপদ্গ্রস্ত হয় এইজন্য সেই জ্ঞানের উপর সম্যক শাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে সে শাসন কত্তাও আয়ত্ত করণে অক্ষম হয়। তখন পরম পিতা পরমেশ্বর নিজেই সে মৃগকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করেন—কিন্তু সে কুরঙ্গ সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় ধ্বংসের নিমিত্ত সেই মরীচিকার দিকেই ধাবমান হয়! আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অসীম দয়া, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে দয়াময় বলে। আপনাকে সংক্ষেপে বলি, সমস্ত জগৎ তাঁহার দয়ার সাক্ষ্য স্বরূপ। অতএব যদি বিস্তীর্ণ রাজ্য হারাইয়া পথের ভিখারী হইতে হয়, যদি উৎকট রোগের পীড়নে দিবানিশি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, যদি স্বচক্ষে সমস্ত পরিজন বর্গের মৃত্যু দর্শন করিতে হয়, তথাপি ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করা কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার কৌশলের অণুমাত্রও মানব বুদ্ধির বহির্ভূত। ঈশ্বর জগতের পিতা, ভবিষ্যদুন্নতি বা গুরুতর দোষের নিমিত্ত পিতা পুত্রকে শাসন করিয়া থাকেন, তবে তিনিও সেই রূপ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? দয়াবান ব্যক্তিরা জল-পতিত জীবিত পতঙ্গকে উত্তোলনের চেষ্টা করেন, কিন্তু উত্তোলন কালে সেই পতঙ্গ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা পায়। সে যন্ত্রণা কি তাহার কুশলের নিমিত্ত নয়? আমাদেরও ঠিক সেই দশা, আমরাও নিরবধি পাপ সলিলে ভাসিতেছি, যখন তিনি আমাদিগের উদ্ধারের চেষ্টা পান, তখন আমরা আপনারাই এদিক ওদিক করিয়া আরও অগাধ সলিলে ডুবি। আর যদি আমরা দরিদ্র হইলাম, তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি? সে দরিদ্রতা কয় দিনের নিমিত্ত? "দরিদ্র লোকেরাই ধন্য; কারণ তাহারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী।" আর যাঁহারা স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হইলেন, তাঁহাদের সুখ অনন্ত অতএব তাঁহারাই যথার্থ সুখী। মানব অলীক সুখে মত্ত ও ভ্রমপরবশ, এই নিমিত্তই ইহ কালের সুখকে সার সুখ বিবেচনা করে! অনন্ত সুখের চিন্তা তাহাদের হৃদাকাশে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও উদয় হয় না।

এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে

পথিকের মন প্রসন্ন হইল। সকল দুঃখ ভুলিয়া সন্ন্যাসীর দিকে সানন্দে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, "মহাত্মন্! আমার ইহ জগতে কেহই নাই আপনিই এক্ষণে আমার একমাত্র সহায়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে আপনার অনুচর করুন্।" সন্ন্যাসী সাদরে সম্মত হইলেন এবং দিবাবসান হইলে উভয়ে সরোবর তীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গমন করিলে পর অদূরে এক পাহাড় দেখিতে পাইয়া সন্ন্যাসী পথিককে কহিলেন, "বৎস! ঐ শৈল মূলে আশ্রম।" কিঞ্চিৎ নিকটস্থ হইয়া পথিক কহিলেন "আহা কি রমণীয় স্থান! প্রকৃতি কি অপূর্ব্ব সাজেই সাজিয়াছেন, যেন জগতের যাবতীয় শোভা এই স্থানে একত্রিত রহিয়াছে। কেমন সতেজ বৃক্ষগুলি, শৈলের পার্শ্বস্থ গুল্মগুলি আরও সুন্দর। আহা ওখানে কেমন সুরম্য পুষ্পগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে! দেখি দেখি, ও ধারে কল কল শব্দ কিসের। ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তৃণ ও গুল্মের উপর দিয়া বহিতেছে; তাহার উপর বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া এক একবার সূর্য্যরশ্মি পড়িতেছে, তাহার কি অপূর্ব্ব শোভা! প্রভো, এমন শোভা পৃথিবীতে আছে আমি কখন ভাবি নাই।" সন্ন্যাসী কহিলেন "বৎস! এই সকল শোভা দেখিয়াই সকল দুঃখ ভুলিয়াছি; আমিও এক সময়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তান ছিলাম; পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় অনেক দিন উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই স্থানে কুটীর সংস্থাপন করিয়াছি। কিন্তু এ স্থানের সুখের সহিত সে সুখের অনেক প্রভেদ। এখানে প্রকৃতি যে মনোরম পরিচ্ছদ এবং শিখী ও বন্য পক্ষীগণের যেরূপ বিচিত্র পক্ষ, তাহা দর্শন করিলে বহুমূল্য পরিচ্ছদকেও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। আমার স্মরণ হয়, বাটীতে অনেক গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতাম, কিন্তু এখানে গন্ধবহ নানা প্রসূনের নিকট ভ্রমণ পূর্ব্বক আমাকে যে সুগন্ধ আনিয়া দেয়, নাসিকার তৃপ্তিকর সেরূপ আর কিছুই নাই। বিহঙ্গমেরা প্রভাতে ও সায়াহ্নে সুমধুর গানে সুগায়ক বন্দীদিগকেও পরাস্ত করে! এখানকার সুরস সুপক্ক ফলের ন্যায় আর কি কিছু সুস্বাদু আছে? যখন নদীতটস্থ বৃক্ষমূলে বা শিলাতলে বসিয়া সেই পরমতত্ত্বে মন নিবেশ করিতথন ইহসংসার একবারে ভুলিয়া যাই।" পথিক এই সকল কথা শুনিতে২ ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া কহিলেন, "প্রভো আমায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোন দেবতার আরাধনা করিব বলিয়া দিন।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা আমরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলি। তিনি জ্ঞানময় এবং সকল জ্ঞানের মূল স্বরূপ। তাঁহার নিকট সরলভাবে একাগ্রচিত্তে সত্যধর্ম্ম জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা কর, তিনি অবশ্যই তাহা প্রদান করিবেন।" পথিক বলিলেন, "কৃতার্থ হইলাম, আমার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব হইতেছে, সৌভাগ্যক্রমে আপনার আশ্রমে আসিয়াছি তাই উন্নতির আশা হইল।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস! এমন মনে করিওনা যে অরণ্যই ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রধান

স্থান। যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট সরল ভাবে প্রার্থনা করে সেই সফলপ্রযত্ন হয়। সে প্রার্থনার নির্দ্দিষ্ট স্থান, নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ, নির্দ্দিষ্ট অবস্থা কিছুই আবশ্যক করে না, কেবল নির্দ্দিষ্ট মনের আবশ্যক।" পথিক তদনন্তর সন্ন্যাসীর আদেশানুসারে ধর্ম্মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শ্রীবিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য।
হাওড়া মিশন্ স্কুল্।

বিবিধ বিষয়।

আমরা এস, পি, সি, কে সোসাইটীর নিকট নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উপহার স্বরূপ পাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। পুস্তকগুলি এই২ ;—মহাত্মা জনমিউর প্রণীত ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রধারা—ইংরাজী মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত, রাজদূত, দীপক, প্রাত্যহিক উপদেশ ও প্রার্থনা সংহিতা, প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর কাটেখিস্ম, শিশু-শিক্ষা, রাজভবনে নিমন্ত্রণ এবং নির্দ্ধারিত লোকদের জন্য কার্ড। আগামী বারে এই সকল পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য ব্যক্ত হইবে।

মহাত্মা জন ওয়েস্‌লী অ্যাসবরী নামক এক বন্ধুকে একদা এই রূপে একখানি পত্র লিখেন, "আমি ক্ষুদ্র হইতে যত্ন করি, তুমি মহান হইতে চেষ্টা কর। আমি আস্তে২ চলি, তুমি দ্রুত গমন কর। তোমার মুহুর্ত্তের একটী কার্য্য আমাকে অত্যন্ত ভাবিত করিয়াছে। কোন্ সাহসে, কি প্রকারে বিশপ বলিয়া আপনাকে অভিহিত হইতে দাও? এ বিষয়টী মনে হইলে আমি চকিত ও চমৎকৃত হই। লোকেরা যদি আমাকে দুষ্ট কি মূর্খ, গাধা কি পাজি বলে, তাহাতে আমি বিরক্ত হইব না, কিন্তু আমাকে বিশপ বলিয়া ডাকিতে কাহাকেও অনুমতি দিব না।"

ম্যাদাম ব্লাভেট্‌স্কির লীলা খেলা সাঙ্গ হইল। অনেক বড়২ লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া খুব পসার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু সব ধরা পড়িয়াছে। একজন বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ থিয়সফিষ্ট রমণী নানা সন্দেহ প্রকাশ করাতে উক্ত সমাজচ্যুত হন। ঐ ঘটনার কিছু দিন পরে তিনি ম্যাদাম ব্লাভেট্‌স্কির নিকট যত চিটি পাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিবার নিমিত্ত ছাপাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে ম্যাদাম ব্লাভেট্‌স্কির মায়-তানিক কৌশল ও প্রক্রিয়া প্রকটিত হয়। এক বৃদ্ধা নারী যে এত জনকে ভেড়া বানাইয়াছিলেন, তাহাতে আমরা তাহার বুদ্ধির এবং ভক্তগণের নির্বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন লোক আজ কাল অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা অবলীলাক্রমে নাস্তিক, অবিশ্বাসী ও অধার্ম্মিকদের গর্দ্দভ-মস্তিষ্ক-উদ্ভূত, অসার, অযৌক্তিক

ও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ মত বিশ্বাস করিবে, কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বেলাই সমস্ত গোলমাল উপস্থিত। তখন দর্শন, বিজ্ঞান, ও সর্ব্বপ্রকার তর্কের উত্থাপন হইবে। এই প্রকার লোকদের গর্হিত আচরণ মনে করিলে স্বতঃই আমাদের মনে ঐ য়িহুদীদের কথা মনে পড়ে, যাহারা অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও য়েশুকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল। কেবল তাহা নহে, তাঁহার পরিবর্ত্তে বারব্বাকে (দস্যু) মনোনীত করিল। "তিনি আপনার নিকটে আসিলেন, কিন্তু আপনার লোক তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না।"

লর্ড রিপণের পদে লর্ড ডফেরিণ গবর্ণর জেনেরালের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। লর্ড ডফেরিণ একজন বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ। তিনি অনেক দিন রুসিয়ায় অবস্থিতি করিয়া উহার কূট রাজনীতি ও সমরনীতি আলোচনা করিয়াছেন। জনরব যে, মধ্য এসিয়ায় রুসিয়ার কার্য্যপ্রণালীই এই নিয়োগের প্রবর্ত্তক কারণ। যিনিই আমাদের গবর্ণর হইয়া আসুন না কেন, আমাদের একান্ত প্রার্থনা যেন লর্ড রিপণের ন্যায় তাঁহার অমায়িকতা ও ধর্ম্মভয় থাকে। সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের সহিত গবর্ণমেন্টের মতৈক্য হইতে পারে না, কিন্তু যদি রাজপ্রতিনিধি সরল ও ধর্ম্মভীরু হন, তাহা হইলে বড় মারাত্মক হয় না। লর্ড রিপণের সকল কার্য্য যে আমাদের অনুমোদনীয় হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি যে স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা যেন লর্ড রিপণের ন্যায় গবর্ণর পাই, এই ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা। যাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত নন, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে ইহা স্বীকার করিতে হইবেই।

একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান এক্ষণে আমেরিকায় আছেন। তিনি সম্প্রতি "ইন্‌ডিপেণ্ডাণ্ট" নামক এক খানি পত্রে ভারতবর্ষে ইংরাজদের একটী নূতন জাতির সৃষ্টির কথা সম্বন্ধে প্রবন্ধাকারে কিছু লিখিয়াছেন। জাতীয় কুসংস্কার ও অহংকার খ্রীষ্টের শিক্ষার বিরুদ্ধ, ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। রামচন্দ্র বাবু খাঁটি জায়গায় গিয়া যে এই সব বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন, ইহা সন্তোষের বিষয় বলিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সী কালেজের কতকগুলি অকালকুষ্মাণ্ড ছাত্র জনসাধারণপরিচিত ওয়েব সাহেবের অপমান করে। সেই অপরাধে তাহারা এক বৎসরের জন্য দূরীকৃত হয়। নির্দ্দোষীরা কেন দোষীদের সঙ্গে দণ্ডিত হয়, এই কথা বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন। প্রিন্সিপাল টনী এই বিষয় ভালরূপে মীমাংসা করিবার নিমিত্ত একটী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, দেশীয় ও বিদেশীয় অধ্যাপকগণ এই সভার সভ্য।. ভরসা আছে, উপযুক্ত দণ্ড উপযুক্ত রূপে প্রদত্ত হইবে। ওয়েব সাহেবের কিছু দোষ আছে

বটে, কিন্তু ছাত্রদের দোষের পরিসীমা নাই। কলিকাতা স্কুল সমূহের ছেলেরা রাজনীতি আন্দোলন না করিয়া যদি বিদ্যাভ্যাস ও গুরুভক্তিতে অধিক মনোযোগী হয়, তাহা হইলে তাহাদের মঙ্গল হইবে। যাহারা শিক্ষকের মান্য জানে না, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভও হয় নাই। কলিকাতার ছাত্র সভার নেতৃগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

রাঞ্চির চা-কর পেপি সাহেব, শুনিতে পাই, ছোটনাগপুর মহারাজের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। কেমন করিয়া যে তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করা হইল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এক জন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করিলে অনেক ভাল হইত। পেপি সাহেব চা-কর বলিয়া যে অযোগ্য তাহা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু আমরা বিশেষ করিয়া জানি যে তাঁহার লেখাপড়ায় বড় কম অধিকার আছে।

মান্দ্রাজের গবর্ণর মিঃ গ্রান্ট ডফ, শুনা যাইতেছে, শীঘ্রই বের্লিনে ব্রিটিস দূত রূপে নিযুক্ত হইবেন। মান্দ্রাজের লোকেরা এই সংবাদ শুনিয়া বড় খুসী হইয়াছে। আমরা মিঃ গ্রান্ট ডফের বিষয় বিশেষ করিয়া জানি না, কিন্তু আমাদের বোধে ভাবিয়া চিন্তিয়া খুসী হইলেই ভাল হয়। মন্দের পর ভাল গবর্ণর যে আসিবে এমন ত কোন কথা নাই। তাঁহার অপেক্ষাও ত মন্দ লোক আসিতে পারে?

এত দিন কলিকাতার লোকেরা অধর্ম্মের নামেই অধর্ম্ম করিত। কিন্তু এখন একটী সুন্দর পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি সম্পাদক ধর্ম্মকে আরও ঘৃণিত ও পদদলিত করিবার নিমিত্ত একটী নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মভীত লোকেরা কলিকাতায় বাঙ্গালা নাট্য ও রঙ্গশালায় যাইতে কিঞ্চিৎ২ সঙ্কুচিত হইত, কিন্তু এখন কতকগুলি নীচাশয় ব্যক্তি আপনাদিগের ও দেশের সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত যুবক ও যুবতীদিগকে বেশ্যাদিগের ধর্ম্ম অভিনয় দেখিতে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। "চৈতন্য লীলা" বেশ্যারা দেখাইবে! চৈতন্য জীবিত থাকিলে কি করিতেন, বলিতে পারি না; কিন্তু আমরা বেশ বলিতে পারি যে, ধর্ম্মের পবিত্র নাম গ্রহণ না করিয়া অধর্ম্মের নামে যদি এই সকল কৃত হয়, তাহা হইলেও উৎসাহ দাতাদের কিছু গৌরব থাকে। উৎসাহদাতারা কি জানেন না যে, বেশ্যারা যাহা স্পর্শ করিবে তাহা একেবারে গরলময় হইয়া যাইবে? তাঁহারা যেন এমন উন্নত নৈতিক সোপানে উঠিয়াছেন যে, দুরভিসন্ধিকে অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু ছোট ছেলে মেয়েরা কি উক্ত প্রকারে ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিবে? এই সকল উৎসাহদাতারা নব হিন্দু জীবনের প্রদীপক। ইহাদিগকে আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি নব হিন্দু জীবনের চরমগতি? না প্রথম গতি? অর্থাৎ নব হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণের গতি এই পর্য্যন্ত হইয়া ক্ষান্ত হইবে, না আরো বৃদ্ধি হইবে? এই গতির বৃদ্ধি হইলে যাহা হইবে, তাহার আভাসও পাইতেছি। একই আসনে কখন বা নট-

নটীদিগের লীলাখেলা, কখন বা নব হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, কখন বা পঞ্চ মকারের বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক সুসাধনা। যাহা বেশ্যাদিগের রঙ্গ ভূমি, তাহাই ধর্ম্মবক্তার বেদি। এখনো কি বলিতে হইবে যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিনা ভারতবাসী দিগের রক্ষা নাই?

——

উর্দ্দু ভাষায় বট্‌লরের "আনালজী" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছে। ঐ পুস্তক কলিকাতা এস. পি, সি, কে সোসাইটীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। পেলীর "এভিডেন্স" নামক আর এক খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তেলুগু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আবার দেখিলাম, প্যাডফিল্ড নামক একজন মিসনরী বিশপ হউ সংকলিত সুসমাচার চতুষ্টয়ের টীকা উক্ত ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এখন তিনি প্রেরিতদের ক্রিয়া অনুবাদ করিতেছেন। পিয়ারসনের "ক্রীড"ও সংক্ষিপ্ত রূপে ভাষান্তরিত হইয়াছে। ট্রাক্ট্ বুক সোসাইটী যদি বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ পুস্তক অনুবাদ সম্বন্ধে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হইবে।

——

রেভ টী, জে, লি মেয়র সাহেব "যাত্রিকের গতি" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক পশতু ভাষায় অনুবাদ করিয়া গতবৎসর কাবুলের আমিরকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। আমির পুস্তক খানি পাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

——

প্যালেষ্টাইন দেশে মিসনরি কার্য্য সুন্দর রূপে চলিতেছে। অক্সফোর্ডে যে রূপ কার্য্য চলিতেছে তাহা পাঠ করিলে সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। খ্রীষ্ট ভক্তেরা এখন নিয়মিত রূপে উপাসনায় যোগ দেয়, এবং তাহাদের আচরণ ব্যবহার দেখিয়া অনেক মুসলমান খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। মুসলমান দিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করা বড় সহজ নহে।

——

বিগত ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর তারিখে পঞ্জাবে দেশীয় চর্চ কৌন্সিলের অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রবন্ধচয় পঠিত হইয়াছিল। দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের সন্তান সন্ততির ভাবী অবস্থা, রবিবার পালন, আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য, দেশীয় পরিচারক দ্বারা মিসন কার্য্যকারীর শিক্ষা প্রণালী, খ্রীষ্টীয় সাহিত্য এবং মেডিকাল মিসন। দিল্লী, পঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে মেডিকাল মিসন স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারা সুসমাচারের কার্য্যও বেশ চলিতেছে, তবে কলিকাতায় এ রূপ মিসন স্থাপন করা হয় না কেন?

——

সান্তাল মিসনভুক্ত প্রায় এক্ষণে ২২০০ খ্রীষ্টীয়ান আছে। ইহাদের মধ্যে ৪২০ জন সহভাগ (Communion) গ্রহণকারী। এই অঞ্চলে ৭টী বোর্ডিং স্কুল আছে, ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩৫০। ৬০টী ডে স্কুল আছে, তাহাতে প্রায় ১৮০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতে যায়। যে ধর্ম্ম কোল্ ও সান্তালকে সভ্য ও ভদ্র করিয়াছে সে ধর্ম্ম হিন্দু "নব জীবন" দাতা-

দের অসার কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না।

— —

সিংহল দেশের গোলমাল মিটাইবার জন্য, শুনা গিয়াছিল, কেবল ফেন সাহেব আসিবেন। কিন্তু এখন শুনিতে পাই তাঁহার সহিত কমিটীর আর এক জন মেম্বর আসিবেন। সমস্ত গোলমাল যাহাতে চুকিয়া যায়, তাহার জন্য সকলের প্রার্থনা করা আবশ্যক। একই মণ্ডলীর লোকদের মধ্যে যদি এ রূপ বিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কি রূপে শান্তির বার্ত্তা প্রচার করিবেন। এখন গৃহ বিবাদের সময় আর নাই।

———

"প্রকৃতির একতা" (The Unity of Nature) নাম দিয়া ডিউক অব্ আর গাইল এক খানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ডিউ অব্ আরগাইল যেমন একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ তেমনি তিনি এক জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি ক্রম প্রাদুর্ভাব অথবা বিকাশ (evolution) সম্বন্ধে বলেন যে আমরা সচরাচর ভালর বিকাশের পরিবর্ত্তে মন্দেরই বিকাশ ও প্রাদুর্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যদি অসভ্য জাতিগণের অবস্থা ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করা হয়, তাহা হইলে ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। লণ্ডনে এখন এমন লোক আছে যাহারা অসভ্য ফিজি ও আণ্ডামান দ্বীপ নিবাসীগণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ না হইয়া হ্রাস হইয়াছে। তাহারা বর্ত্তমান সভ্যতা অসহনীয় বোধ করিয়া প্রাকৃতিক অবস্থার দিকে ধাবমান হইতেছে।

কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক, বাবু যদুলাল মল্লিক ও বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের পরিবর্ত্তে *লেফটেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয়* বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ এবং বাবু শ্যামা চরণ লাহিড়ীকে কলিকাতার কমিশনর নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহারা সকলেই যোগ্য লোক।

———

জীবের ভুক্ত দ্রব্য উদর মধ্যে গিয়া যে সকল রসের সাহায্যে রক্তাদিতে পরিণত হয়, তাহাদেরই একটী রস হইতে পেপ্‌সিন উৎপন্ন হয়। পেপ্‌সিনের জারণশক্তি অতি চমৎকার; *এই জন্যই* ডাক্তারেরা ইহার অতিশয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্তন্যপায়ী গোবৎসের পাকস্থলীতে যে দধিবৎ জমা দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা হইতেই পেপ্‌সিন প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সুতরাং পেপসিন মাত্রেই আমিষ, এবং গোমাংসজ হিন্দুর অসেব্য। অথচ অজীর্ণাদি রোগের এমন ঔষধ আর নাই। সম্প্রতি নাকি পেঁপিয়া ফলে সুরাসার মিশ্রিত করিয়া পেপ্‌সিন প্রস্তুত করা হইতেছে। এরূপ নিরামিষ পেপ্‌সিন পাইলে ত হিন্দুরা বাঁচিয়া যান। পেঁপিয়া ফলের জারণশক্তি অতি চমৎকার। দুষ্পাচ্য মাংসও কিঞ্চিৎ পেঁপিয়ার আটা দিলে সুপাচ্য হইয়া পড়ে। পেঁপিয়া আমাদের দেশে ছিল না, দ্বীপান্তর হইতে আসিয়াছে। প্রবাদ আছে, সেখানকার অসভ্যেরা পেঁপিয়ার আটায় অস্ত্র সানাইয়া লইত। অস্ত্রে আটা দিলেই তাহার ধার আপনা আপনি হইত। লৌহজারণ শক্তি পেপিয়ার আটার

অধিক বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। এক ব্যক্তি একটী পেপিয়ার ভিতর একখানি ছুরিকা ফলা পুরিয়া দিয়া দিন কতক রাখিয়া দিয়াছিল, কিছু দিন পরে যখন সে ছুরি লইতে যায়, তখন দেখিল, ছুরির ফলাটী জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কেবল হাড়ের বাঁটটী পড়িয়া রহিয়াছে। এ, গে।

চিনেরা অতিশয় পিতৃমাতৃভক্ত : চীনরাজ্যে যদি কাহারো পুত্র কোন কারণ বশতঃ কখন পিতার নামে সবকারী আদালতে নালিস করে, তবে পুত্রকে সর্ব্বাগ্রে একশত ঘা বেত মারিয়া তবে মূল মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হয়।

বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মৃত বাবু কৃষ্ণদাস পালের পরিবর্ত্তে বড় লাটের সভায় বাঙ্গালী ও বেহারী জমীদারদিগের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, জমীদারগণ ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন। প্যারী বাবু উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমীদার জয়কৃষ্ণ বাবুর পুত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টে যে তিন জন অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত হইবেন, তাহাদের একজন ব্যারিষ্টার, একজন সিবিলিয়ান, আর একজন দেশীয় হওয়া আবশ্যক। দেশীয়ের মাত্রা কিছু বাড়াইলেই ভাল হইত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষকে অতিরিক্ত জজ পদে মনোনীত করা হইবে।

ডাক্তার কক সাহেব বলেন, ওলাউঠা বিষ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে না। পানীয় বা আহারের দ্রব্যের সহিত এই বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতা মেডিকেল কলেজে স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সা, প।

ফ্রান্সে অনেক লিপিবাহক কপোত আছে; ক্রমশই তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে, সর্ব্বসমেত ৩০ হাজার এইরূপ শিক্ষিত কপোত ফ্রান্সে আছে। জর্ম্মনিতেও এই বিষয়ের খুব বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তথায় প্রতিদুর্গে ও প্রতি নগরে দুই শত হইতে হাজার কপোত আছে।

বৈদ্যুতিক আলোক সাহায্যে আমেরিকায় মৎস্যজীবিগণ মৎস্য ধরিতেছে। নৌকায় বৈদ্যুতিক আলোক খুব উজ্জ্বল রূপে প্রজ্বলিত করা হয়। ঐ আলোক দেখিয়া নানাবিধ মৎস্য জালের ভিতর প্রবেশ করে। যখন মৎস্যজীবিগণের আশানুরূপ মৎস্য জালের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহারা জালের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলে। তৎপরে নৌকায় জাল উঠাইয়া মৎস্য নৌকায় রাখে।

ডাক্তার ফকিরচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ বর্ম্মার প্রোম সহরের সিবিল সর্জন। ফকির বাবু কলিকাতা মেডিকাল কলেজে একটী বৃত্তি স্থাপনের জন্য

গবর্ণমেন্টের হস্তে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। দেশীয় লোকেই এই বৃত্তি পাইবেন। এই সৎকার্য্যের জন্য গবর্ণমেন্ট ফকির বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। ফকির বাবু একজন দরিদ্রের সন্তান হইয়া স্বাবলম্বন বলে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দান শক্তির আমরা প্রশংসা করি।

'সুরভী' বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, হ্যারিসন সাহেবকে সরাইয়া তাঁহার স্থানে হয় বকলাণ্ড না হয় ওয়েষ্ট মেকট সাহেবকে মিউনিসিপালিটীর সভাপতি নিযুক্ত করা হইবে। বকলাণ্ড এবং ওয়েষ্ট মেকট উভয়েই দুর্দ্ধর্ষ রাজপুরুষ বলিয়া পরিচিত। ইতিপূর্ব্বে কোন রাজকর্ম্মচারী সরকারের বিরাগভাজন হইলে তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য ইহাদের অধীনে কাজ করিতে পাঠান হইত। এখন ইহারা কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভাপতি হইবেন। এত কেন —স্পষ্ট বলিলেইত হয়—আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিব, তোমরা কথা কহিও না—কহিলে ভাল হইবে না। ব, বা।

বাবু কৃষ্ণদাস পালের পিতা বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল গত শনিবার ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আর কিছুদিন পূর্ব্বে মরিলেই বৃদ্ধকে এমন নিদারুণ শোক পাইতে হইত না। কৃষ্ণদাসের হতভাগিনী মাতা অতি অল্প সময়ের মধ্যে পতি পুত্র উভয়ের শোক পাইলেন।

বাবু আনন্দ রাম বড়ুয়া অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তিনি গুরুতর সরকারী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সাহিত্য সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতেছেন। তাঁহার সংস্কৃত ইংরেজী অভিধান একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। সম্প্রতি তিনি এক খানি বাঙ্গালা ভাষায় সুবৃহৎ অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন, ইহাতে বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার চলিত ভাষায় অর্থ থাকিবে। আনন্দরাম বাবু এখন নোয়াখালির মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর। শুনিতে পাই তিনি প্রত্যহ ১৬ ঘন্টা পরিশ্রম করেন—আহারাদি ২ ঘন্টা এবং বিশ্রাম ৬ ঘন্টা মাত্র। আনন্দবাবু এ অভিধান প্রণয়নের জন্য সাধারণের তথ্য চাহিতেছেন। এবং এবিষয়ে যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ তথ্য দিবেন তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ৬০ জনকে তিনি ৬০ খানি অভিধান বিতরণ করিবেন।

বঙ্গবাসী।

৩য় খণ্ড, ২ সংখ্যা।　　　　নবেম্বর, ১৮৮৪।

বঙ্গবন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

"यद्यत् सत्यम् आदरणीयं न्याय्यं साधु प्रियं सुख्यातम् अन्येन येन केन चित् प्रकारेण वा गुणयुक्तं प्रशंसनीयं वा भवति तत्रैव मनांसि निदध्वं।" (ফিলি, ৪ ; ৮।)

কলিকাতা ;

ইমদাদ আলির লেন, ৮ নং, হইতে প্রকাশিত।

১৮৮৪।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা গত ও বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বঙ্গবন্ধুর মূল্য এখনও পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যেন তাঁহারা আপনাদের দেয় সত্বর পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন। পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য মাত্র যে মূল্য প্রেরণে অতিশয় বিলম্ব হইলে আমাদের বড় অসুবিধা হয়।

শ্রী র, দত্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিঠি পত্র সম্পাদক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। ডাক মাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য পত্রপ্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একাধিক বার বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

যাঁহারা বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রবন্ধ ও প্রেরিত পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে তাহা পাঠাইতে হইবে। নতুবা সে সকল প্রকাশ করা বড় দুষ্কর হইয়া পড়ে।

শ্রী আর দত্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভবানীপুর; সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক সম্পাদকের জন্য মুদ্রিত।
১০ নং রামমোহন দত্তের রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ১৮৮৪।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৩য় খণ্ড।] ১লা নবেম্বর ১৮৮৪। [২ সংখ্যা।

হিব্রীয় জাতির মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে বর্ত্তমান আন্দোলন।

একদা এক জন বিখ্যাত রাজা আপনার ধর্ম্ম পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয় খ্রীষ্টধর্ম্ম যে সত্য তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ কি?" ধর্ম্ম যাজক তদুত্তরে বলিলেন, "মহারাজ! যিহুদী জাতির ইতিহাস ও অস্তিত্বই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিশেষ প্রমাণ।" বাস্তবিক সেটি যথার্থ কথা। ইহাতে অলঙ্কারের লেশ মাত্র নাই। যাঁহারা যিহুদী জাতির ইতিহাস ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা তাহাদের সম্বন্ধে নানা ভবিষ্যদ্বাণী ও তাহার সফলতার বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহাতে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইবেন। যিহুদীদের নানা দেশে পর্য্যটন ও নিবাস, তাহাদের স্বাতন্ত্র্য এবং বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিলে অতীত বিষয় সকল প্রবল বেগে আমাদের মনে উদয় হয়।

আমরা সম্প্রতি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, বেশআরব ও অন্যান্য স্থানে যিহুদী জাতির মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। অনেক দিন, অনেক বৎসর, ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিহীন থাকিয়া তাহারা এক্ষণে টের পাইয়াছে যে, আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকুবের ঈশ্বরই তাহাদের ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর তাহাদের সহিত যে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ ছিলেন, সেই সকল প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা বিলক্ষণ টের পাইতেছে যে, যিহুদী ও সমগ্র মনুষ্য জাতির মস্তক মশিহের শরণাগত না হইলে, তাঁহার ধ্বজাতলে পৌরুষ পূর্ব্বক যুদ্ধ না করিলে, তাঁহার ক্রূশের তলে দণ্ডায়মান হইয়া মনুষ্যত্বের গৌরব ও মনুষ্যত্বের দুর্গতি চিন্তা না করিলে, আমাদের ব্যক্তিগত,

সামাজিক ও অন্য কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে বড়২ খ্রিষ্টীয় পণ্ডিতের নাম করা যাইতে পারে যাঁহারা খ্রীষ্টকে অবলম্বন করিয়া বিশ্রাম ও শান্তি ভোগ করতঃ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নিকট গিয়াছেন।

খ্রিষ্টীয় একেশ্বরবাদ ও ক্রুশীয় শিক্ষায় মনুষ্যের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়। ঈশ-মনুষ্যের প্রকাশ, কার্য্য, দুঃখভোগ ও মৃত্যুর যে রূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, সে রূপ শক্তি আর কোথায়ও নাই। ইহাতেই জগতের সঞ্জিবনী শক্তি নিহিত, ইহাতেই সর্ব্ববিধ উন্নতি সংগুপ্ত। ভূতকালের সংশয়াচ্ছন্ন শিক্ষা এখানেই স্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান। এখানে মনুষ্যজীবন ও মৃত্যুর মুখ্য ও গূঢ় অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য প্রকাশমান! এখানেই সংকীর্ণ জাতীয় ভাবের বিনাশ এবং সার্ব্বত্রিক ও বিশাল ঐশিক ও মানুষিক প্রেমের উৎপত্তি ও প্রকাশ। ক্রুশের শিক্ষা কাল ও দেশভেদে ভিন্ন হয় না। পালেষ্টাইন দেশে যে রূপ, ইংলণ্ডেও ইহার সেই প্রকার কার্য্যকারিতা। বঙ্গদেশে যেমন, চীন প্রদেশে তেমনই ইহার শক্তি সমভাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

খ্রিষ্টীয় জাতির মধ্যে ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, জাপান দেশে উহার সূত্রপাত হইয়াছে এবং বঙ্গদেশেও ধর্ম্মের আন্দোলন দিনং বাড়িতেছে। কাহার সংঘর্ষণে ও প্রতাপে সর্ব্বদেশে এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি বলিতে হইবে? না, বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছিলেন, খ্রীষ্টকে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেই হইবে। তিনি যে রূপ ভাবে বলিয়া থাকুন না কেন, আমরা উক্ত কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতেছি, যে খ্রীষ্টই ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষে শুধু কেন, সমস্ত পৃথিবীতে আপনার রাজ্য বিস্তার করিবেন। ঈশ্বরের কার্য্য বিফল করে, কাহার সাধ্য? পুরাকালে সৌল উৎপীড়ক ঈশ্বরের কার্য্য বিফল করিবার জন্য দামাস্ক নগরে যাইতেছিলেন কিন্তু তিনি যাইতেং ঈশ্বরের প্রেম জালে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। ইহাতে কি অনেক শিক্ষা লাভ হয় না।

আত্মসংযম ও চিত্তশুদ্ধি।

চিত্তশুদ্ধি ও আত্মসংযম সম্বন্ধে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ কর। যুসফ, দানিয়েল ও অন্যান্য সাধুদিগের জীবনীও আলোচনা কর। ধর্ম্মবীর মহাত্মা সাধু পৌল আপনার শরীর দমন করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন থাকিতে কখন কি শিথিল হইয়াছিলেন? যাহারা ধর্ম্ম জীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে আত্মসংযত ও বিশুদ্ধ হইতে হয়। যাহারা কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, তাহারা পশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "নির্ম্মলান্তঃকরণ, লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।" তাঁহার শিষ্য যোহন বলেন,

যাঁহারা ঈশ্বরদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় থাকেন তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের ন্যায় পবিত্র হইতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে পবিত্র ও বিশুদ্ধ হওয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সার শিক্ষা। আমরা স্বভাবতঃ অপবিত্র ও পাপ গরলে জর্জ্জরিত। আমাদিগকে মেষ-শাবকের রক্তে ধৌত ও পরিষ্কৃত হইতে হইবে। তাঁহার আত্মাদ্বারা শাসিত ও চালিত হইতে হইবে। এটী কিন্তু সামান্য ব্যাপার নহে। ইহা কেবল বাহিরের কর্ম্ম নহে। সলোমান বলিয়াছেন, "সর্ব্বপ্রযত্নে আপনার অন্তঃকরণ রক্ষা কর, কেননা উহা হইতে জীবনের উৎস প্রবাহিত হয়।" প্রভু বলেন, অন্তঃকরণ হইতেই জীবন ও মৃত্যুর উৎপত্তি হয়। আমাদের অন্তঃকরণ উদ্যানের সদৃশ। সযত্নে সর্ব্বপ্রকার কাঁটা গাছ উৎপাটিত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে উত্তম২ বৃক্ষ রোপণ না করিলে দ্বিগুণ জোরে কাঁটা গাছ উঠিয়া পরে নানা প্রকার কুফল উৎপন্ন করে। তাহাতে অমৃত ফলের পরিবর্ত্তে বিষ ফল জন্মে।

স্বর্গ কাহাকে বলে? না যেখানে পবিত্রময় ঈশ্বর সেবকের অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হইয়া আপনার পবিত্রতা ও গৌরব প্রকাশ করেন। যদি আমরা পবিত্রতা দ্বারা ইহলোকে ঈশ্বরের দর্শন না পাইলাম, তাহা হইলে পরলোকে কেমন করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া জীবনকে চরিতার্থ করিব? কোন অপবিত্র বস্তু সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। দাবিদ রাজা বলেন, "কে প্রভুর পর্ব্বতে অথবা তাঁহার পবিত্র আশ্রমে আরোহণ করিবে? যাহার পরিষ্কার হস্ত ও পবিত্র অন্তঃকরণ আছে, সেই কেবল পারিবে।"

অন্তঃকরণ রূপ দুর্গকে অধিকার করিবার নিমিত্ত আমাদের পরম শত্রু সয়তান অনবরত চেষ্টা করিতেছে। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণ অন্তঃকরণের দ্বার স্বরূপ। বালক, যুবক ও বৃদ্ধ সকলেরই সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। যাহা শুনিবার নহে, যাহা দেখিবার নহে, তাহাই আমরা শুনিতেছি ও দেখিতেছি, যাহা পড়িবার নহে, তাহাই আমরা পড়িতেছি। আমরা হয়ত মনে করি, ইহাতে কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। মন্দ চিন্তা কাল সর্পের বিষ হইয়া অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, এবং সমস্ত অন্তঃকরণকে কলুষিত করিয়া মৃত্যু উৎপন্ন করে।

খ্রীষ্টীয় পাঠক! একবার মনে কর, আজ সমস্ত পৃথিবীতে কত অশুদ্ধ ব্যবহার ও আচরণ প্রশ্রয় পাইতেছে। সভ্যতার গর্ব্ব করিও না, সভ্যতার সঙ্গে২ নানা প্রকার বিলাসপ্রিয়তা ও অশুদ্ধাচরণ প্রবেশ করিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশিত হইবে। কেবল এখন এই বলি, "ঈশ্বরের মন্দির" ও "খ্রীষ্টের শরীরকে" কি রূপে রক্ষা করিতে হয় তাহা যেন আমরা দিবানিশি স্মরণে রাখি। আর২ যে পাপ আছে তাহা শরীরের বাহিরে কিন্তু অশুদ্ধ ব্যক্তি আপনার শরীরের বিরুদ্ধে পাপ করে। সেই শরীর পবিত্র আত্মার মন্দির। যে কেহ ঈশ্বরের মন্দিরকে অপবিত্র করে, তাহাকে ঈশ্বর ধ্বংস করিবেন।

আরম্ভেই সতর্ক হইবে। অশুদ্ধভাবের

বিষ শীঘ্রই প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত শরীর ও মন ও আত্মায় সঞ্চালিত হয়। একটুকু অমনোযোগী হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

তোমরা নিজের নহ। তোমরা বহুমূল্য রক্তে ক্রীত, তজ্জন্য শরীর ও আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব কর।

পরকাল।

১১ পৃষ্ঠার পর।

শি। "কোন অদৃশ্য বিষয়" এই কি মৃত্যুর সংজ্ঞা? এই কথাগুলির ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া "কোন বিষয় যাহা অদৃশ্য" বলিলে কি তোমার কোন আপত্তি হইবে?

যু। তাহাতে আর কি আপত্তি হইতে পারে?

শি। বল দেখি, যাহার শক্তিতে আমরা ইচ্ছা, চিন্তা, বিচার, ভাল মন্দ বোধ করিয়া থাকি সেই পদার্থ কি?

যু। এবিষয়েও আমি অজ্ঞ।

শি। ভাল! এই সকল মানসিক শক্তি চালনা করিবার যে আর একশক্তি আছে তাহাই বা কাহার উপর নির্ভর করে?

যু। তাহাও জানি না।

শি। যদি তুমি এক খণ্ড প্রস্তরকে অচলভাবে বহুকাল একস্থানে পড়িয়া থাকিতে দেখ, তবে কি এমন বলিবে যে উহা কখনই চালিত হইতে পারে না?

যু। না যেহেতু আমি বিলক্ষণ জানি যে, চালাইলে উহা চালিত হইতে পারে।

শি। মনে কর যেন ঐ প্রস্তর খণ্ড অসীম সময়ের জন্য ঝড়, বৃষ্টি ও রৌদ্রের মধ্যে পড়িয়া আছে। এমন কি মনে কর যেন উহা মৃত্তিকাতে লীন হইয়া যাওন পর্য্যন্ত কখনই স্থানচ্যুত হয় নাই। ইহাতে কি মনে করিতে পার যে উহা কখনই চালিত হইতে পারিত না? কিম্বা কি এমন বলিবে যে, এক অতি দৃঢ় ভিত্তিমূলের উপর স্থাপিত হওয়ায়, যে শক্তির দ্বারা উহা চালিত হইতে পারিত তাহা বিলোপ পাইয়াছে?

যু। না। আমি কেবল এই বলিতাম যে, ঐ শক্তি কার্য্য করিতেছেনা।

শি। উত্তম বলিয়াছ। এখন মৃত্যুর বিষয় বিবেচনা কর। তোমার কথা মতে ইহা এক অদৃশ্য বিষয়। যখন তুমি কোন শরীরকে গতি, উষ্ণতা, চৈতন্য ও জীবন রহিত দেখ, তখন কি ইহার বেশি কিছু বলিতে পার যে, যদ্দ্বারা শরীরে এই সকলের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা এখন কার্য্য করিতেছেনা। উহা নিস্তব্ধ আছে। মূর্চ্ছার সময়ে ঐ সকল শক্তি কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকে। মৃত্যুর যতদূর তুমি দেখিতে পাও তদনুসারে উহাদের কার্য্য হীনতা চিরস্থায়ী। যাহা হউক, এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, যদ্দ্বারা এই সকল শক্তি চালিত হয়, মৃত্যু সময়ে সেই অদৃশ্য পদার্থ (আত্মা)

উহাদিগকে চালাইতে নিরস্ত হয়। এমন কথনই বলিতে পার না যে, উহার ধ্বংস হয়। কেননা তাহা বলিলে তোমাকে এমন একটী বিষয় মানিতে হইবে, যাহা বুদ্ধিবৃত্তিশালী মনুষ্য কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারে না। অর্থাৎ এক অদৃশ্য বিষয় (মৃত্যু) আর এক অদৃশ্য বিষয়কে (আত্মাকে) ধ্বংস করে।

যু। বেশ! তুমি আমার কথাগুলি লইয়া যে দেখি পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলে! এই প্রকার তর্কের দ্বারা এমন প্রকাশ পায় যে আমি এতৎসম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে পারি না। কেমন এই কি তোমার মত?

শি। মৃত্যু কি তাহা দেখা যায় না। অধিকন্তু, এমন কোন উপায় নাই যদ্দারা ইহার আকার প্রকারের উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব, যে তর্কের দ্বারা এই অপ্রত্যক্ষীভূত মৃত্যুর বিষয় স্থির করিতে যত্ন করিতেছ তাহা নিষ্ফল। মৃত্যু কি তাহা যখন জাননা, তখন সে সম্বন্ধে আর পরীক্ষা (experiment) কি?

যু। কিন্তু মৃত্যুর ফল অবলম্বন করিয়াত আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিতে পারি?

শি। অবশ্য। কিন্তু দৃশ্য জগতে মৃত্যুর এমন কোন ফল দেখাইতে পারিবে না, যদ্দারা প্রমাণিত হইবে যে, মৃত্যুদ্বারা সচেতন প্রাণীদিগের আভ্যন্তরিক শক্তি নিচয়ের বিনাশ হয়। মৃত্যুর পরে ঐ সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে কি না, তোমার বাহ্যেন্দ্রিয় তাহা অনুভব করিতে পারে না, ইহা সত্য, কিন্তু তা বলে যে উহাদের অস্তিত্ব থাকে না, এমন কথা বলা কথনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যদি বল, তাহাদের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব; তাহাও বলিতে পার না। কেননা, তুমি অনুভব করিতে পার না বলিয়া যদি তাহাদের অস্তিত্ব না থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তুমি দেখিতে পাও না অতএব গ্রহগণেও কোন জীব বাস করে না। যাহা হউক, গ্রহগণে কোন জীব বাস করে কি না, ভৌতিক নিয়মের আলোচনা দ্বারা আমরা তাহা স্থির করিয়া থাকি, কিন্তু যাহার বিষয় কিছুই জানি না তাহাতে ভৌতিক জগতের নিয়ম খাটে না।

যু। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

শি। অধিকন্তু, দৃশ্য বিষয় হইতে যে তর্ক স্থাপন করা যায়, তাহা অদৃশ্য বিষয়ে খাটাইলে বরং ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, আমাদের মানসিক শক্তি সকল যখন আশ্চর্য্য রূপে বিকাশ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সঙ্গে২ শরীরকে তদ্রূপ বিকাশ বা বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শরীর একটি বাধা স্বরূপ; অতএব এই বাধা স্বরূপ শরীর অপসৃত হইলে অবাধে মনের শক্তি সকল আর অধিক পরিমাণে বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। শরীর ও মনের শক্তি এক নয়। শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মানসিক শক্তি সকল সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পাইতে পারে না। অতএব এই বাধা স্বরূপ শরীর অপসৃত হইলে কিম্বা কোন গৌরবান্বিত অবস্থায় পরি-

বর্জ্জিত হইলে, মনের শক্তি সকল সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে, ইহা সম্ভব।

এই স্থলে আর একটি যুক্তি দর্শাইতে পারি। কিন্তু উহা আমার সন্তোষকর হইলেও, তোমার পক্ষে না হইতে পারে। অতএব তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না দিয়া এখানে কেবল তাহার উল্লেখ করিব। সৃষ্টির তাবৎ কার্য্যেতেই আমি এক একটী উদ্দেশ্যের (design) চিহ্ন পাই। হইতে পারে তুমি তাহা দেখিতে পাও না। যাহা হউক, এস্থলে আর উদ্দেশ্য লইয়া বাদানুবাদ না করিয়া তর্কের অনুরোধে স্বীকার্য্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যাক্।

মনে কর, সৃষ্টিকার্য্যে স্রষ্টার কোন উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই উদ্দেশ্যের সহিত প্রাকৃতিক ঘটনার মিলও দেখা যাইতেছে। এরূপ হইলে কি এমন মনে করা যুক্তি সঙ্গত নয় যে, যদ্রূপ আমরা এ পর্য্যন্ত নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছি; নীচ হইতে উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি, অথচ অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিও সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; তদ্রূপ ইহাও সম্ভব যে, শরীর লোপ পাইলেও যত দিন না পূর্ণতা পাওয়া যায়, ততদিন আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব।

যু। তুমি যে স্বীকার্য্যের উপর এই তর্ক স্থাপন করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার যে মতই থাকুক না কেন তাহা হইতে যে বিষয়টী প্রতিপন্ন করিলে, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

শি। আইস আমরা এখন আর একটী বিষয়ের আন্দোলন করি। অর্থাৎ ধ্বংস শব্দে তুমি কি বুঝিয়া থাক?

যু। ইহাদ্বারা আমি এই বুঝিয়া থাকি যে, যেং মৌলিক পদার্থ (পরমাণু) দ্বারা একটী বস্তু গঠিত হইয়াছে, সেই সেই মৌলিক পদার্থে (পরমাণুতে) পুনরায় তাহার পরিণত হওয়াই তাহার ধ্বংস। যেমন জলের মৌলিক পদার্থকে পৃথক করিয়া যখন বাষ্পে পরিণত করা যায়, তখন বলিয়া থাকি যে জলের বিনাশ হইয়াছে।

শি। ঐ সকল মৌলিক পদার্থকে কি বিনষ্ট করিতে পার?

যু। না। এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহারা মিশ্রিত পদার্থ নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ একক। এক বই দুই পদার্থের মিশ্রনে তাহার উৎপত্তি হয় নাই। অতএব তাহা অবিনাশ্য।

শি। ইহা তবে স্বীকার করিতেছ যে, যাহা অমিশ্রিত অর্থাৎ একক তাহা অবিনাশ্য। শরীর হইতে আন্তরিক শক্তি সকল সম্পূর্ণ পৃথক, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভাল, যে অদৃশ্য পদার্থ দ্বারা ঐ সকল আন্তরিক বা মানসিক শক্তি চালিত হয়, যে অদৃশ্য পদার্থ ঐ সকল শক্তি একক অন্য হইতে পৃথক করে, সেই অদৃশ্য পদার্থ এবং ঐ সকল শক্তি কি এক?

যু। না।

শি। ঐ অদৃশ্য পদার্থ কি মিশ্রিত না একক?

যু। তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শি। যে অদৃশ্য পদার্থ "আমি"

শব্দ বাচ্য, তাহার এক অংশ এখানে ও অন্য অংশ কি অন্যত্র থাকিতে পারে? অর্থাৎ আমি শব্দ বাচ্য পদার্থের এক অংশ কলিকাতায় ও অন্য অংশ কি কাশীতে থাকিতে পারে?

যু। তাহা কখনই হইতে পারে না। কেননা এরূপ হইলে, এক সময়ে আমরা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দুই মনের ভাব অনুভব করিতে পারিতাম।

শি। তবে "আমি" শব্দবাচ্য পদার্থ অবিভাজ্য অতএব অবিনাশ্য। ইহা দ্বারা শরীর চালিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার বিনাশ হওয়া অসম্ভব।

যু। এ যুক্তির দ্বারা আমার মনের সন্দেহ ভঞ্জন হইল না।

শি। আমি এমন আশাও করি নাই যে, ইহার দ্বারাই তোমার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। অথচ এই তর্ক দ্বারাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে শরীর একটী ভৌতিক পদার্থ, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। শরীরের পরিবর্ত্তনে আত্মার পরিবর্ত্তন হয় না, পূর্ব্বে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আর জীবৎশক্তি ব্যতিরেকে শরীর কোন কার্য্যই করিতে পারে না। এই জীবৎশক্তি যে অদৃশ্য পদার্থের অধীন তাহাই "আমি" শব্দবাচ্য। যতদূর আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে এই "আমি" শব্দবাচ্য অদৃশ্য পদার্থকে অমিশ্রিত ও একক বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব ইহা অবিনাশ্য। শরীর এবং এই অদৃশ্য পদার্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইলেও, আমাতে ও এই চৌকিতে (যাহার উপর আমি বসিয়া আছি) যে সম্বন্ধ, তদপেক্ষা আর কোন অংশে অধিক নয়। আমি দাঁড়াইলে যেমন চৌকির সহিত আমার কোন সম্বন্ধ থাকে ন, তদ্রূপ, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যে যে ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা চালিত হয়, মৃত্যু পরে সেই সকল দ্বারা আর চালিত হইতে না দেখিলে, কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল শক্তির সহিত শরীরের আর কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু উহাদের বিনাশ হইয়াছে, এমন কথা বলিবার আমাদের কোন অধিকার নাই।

খ্রীষ্টের অনুকরণ।

কেহ কেহ কেবল পুস্তক পাঠ পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, কেহ বা পট ও প্রতিমা দর্শন এবং কেহ বা যন্ত্রানুরূপ অভিজ্ঞান মধ্যেই উহা নির্দ্ধাপণ করে।

কেহ বা আমাকে জিহ্বাগ্রে ধারণ করে অথচ চিত্ত মধ্যে স্থানদান করে না।

কিন্তু এমন লোকও আছে যে তাহারা আলোকিত বুদ্ধি এবং পরীক্ষান্বিত চিত্ত সহকারে সততঃ কেবল নিত্য বস্তুর জন্যই আকাঙ্ক্ষা করে। তাহারা নশ্বর বস্তুর কথা কেবল অনিচ্ছা পূর্ব্বকই শ্রবণ করে এবং শরীর ধর্ম্মের অপরিহার্য্য নিয়ম পালন করিতেও ব্যথিত চিত্ত হয়। সত্য স্বরূপ অন্তর্মধ্য হইতে কি ব্যক্ত করিয়া থাকেন তাহা কেবল এতাদৃশ ব্যক্তিরাই অনুভব করিতে পারে।

কেন না সত্যই এই উপদেশ প্রদান করেন যে, মর্ত্ত্য বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিও, আর স্বর্গীয় বস্তুর প্রতি প্রীতি রাখিও; ইহকাল অগ্রাহ্য করিও এবং দিবা রাত্রি অষ্টপ্রহর কেবল পরকালের নিমিত্তই কামনা করিও।

অনেকে পাপ ত্যাগ করিবার মানসে প্রলোভনকারী বিষয় সমূহ হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু করিয়া কেবল অপেক্ষাকৃত গাঢ় রূপে সেই পাপ পঙ্কে নিপতিত হয়।

ফলতঃ কেবল পলায়ন দ্বারা কখনই জয় লাভ হয় না। প্রত্যুতঃ ধৈর্য্য এবং আন্তরিক বিনয় সহকারে আক্ষেপ সকল রিপু অপেক্ষাই অধিকতর বল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পাপ হইতে বাহ্যতঃ পরাঙ্মুখ হয় এবং উহা সমূলে উন্মূলিত না করে, সে ধর্ম্মপথে অধিক দূর যাইতে পারে না; বরং সেই প্রলোভনকারী বিষয় গুলি অধিকতর দ্রুতপদে আসিয়া তাহাকেই অতিক্রম করে, সুতরাং সে ব্যক্তি তখন পূর্ব্বাপেক্ষাও হীনতর অবস্থাতে নিপতিত হয়।

মনের চাঞ্চল্য এবং পরমেশ্বরের প্রতি হতাশ্বাস হইলে সর্ব্বপ্রকার পাপ তৃষ্ণার সূচনাস্থল হয়। কেন না যেমন নৌকা কর্ণবিহীন হইলে তরঙ্গ দ্বারা নানা দিকে বিচলিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি শিথিল যত্ন এবং সংকল্প ত্যাগ করিতে উন্মুখ সে নানাবিধ প্রকারে পাপলুব্ধ হইয়া থাকে।

তোমার কৃচ্ছ্র ব্যাকুলতা এবং স্বতন্ত্র চেষ্টা দ্বারা যাহা সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভব, পরমেশ্বরকে আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রম দ্বারা এবং ধৈর্য্য সহকারে দীর্ঘব্যাপী যন্ত্রণা সহ্য করিলে তুমি রিপু সমূহকে তদপেক্ষা প্রকৃষ্ট রূপেই পরাজিত করিতে পারিবে।

পাপ তৃষ্ণা উদয় হইলে সর্ব্বদা পরামর্শ গ্রহণ করিও এবং অন্য কেহ পাপোন্মুখ হইলে তাহার প্রতি রুষ্ট ব্যবহার করিও না; তুমি স্বয়ং তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইলে যে রূপ আচরণ কামনা করিতে, তাহাকেও সেই প্রণালী মতে সান্ত্বনা প্রদান করিও।

মিসন কার্য্য।

(প্রেরিত পত্র।)

অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত প্রবন্ধটীকে আপনার বঙ্গবন্ধুর ক্রোড়ে একটু স্থান দিয়া বাধ্য করিবেন।

মিসন-কার্য্য ক্ষেত্রে যে সমস্ত দেশীয় লোক কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারাও অনেক সময়ে কোন২ বিশেষ শ্রেণীস্থ লোকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া থাকেন উহাদের মধ্যে ধর্ম্মানুরাগ তত প্রবল দেখিতে পাওয়া যায় না। উহারা উপাসনালয়ে আসে না; কেবল সংসার লইয়াই ব্যস্ত থাকে। ইউরোপীয় লোকেরা ইহাদের ধর্ম্মোন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করিতেছেন, অতএব যে পরিমাণে অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, সেই

পরিমাণে ফল না দেখিতে পাইলে তাঁহারা স্বভাবতঃ হতাশ হইয়া পড়েন। কখন২ তাঁহাদের কেহ হয়ত খরচের সংখ্যার সহিত ফলের তুলনা করিয়া এমন ভাব প্রকাশ করেন যে, এই সকল লোকের জন্য এত খরচ হইল, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে ইহাদের কোন উন্নতি দেখা যায় না, ইহাদের এ বিষয়ে অনুরাগ বা কোন উদ্যোগ দেখা যায় না! এই কথাতে দেশীয় কর্ম্মচারীরা অম্লান বদনে ঐ লোকদিগের প্রতি দোষারোপ করিতে থাকেন।

কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত অর্থে দোষী কাহারা, ভাবিতে গেলে দেখা যায় যে কর্ম্মচারীরা সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী নহেন। বিদেশী ইউরোপীয়েরা কেবল খ্রীষ্ট প্রেমে আসক্ত হইয়া এই দেশের হিত কামনায় তাহাদের মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে খ্রীষ্ট প্রেম ভিন্ন আর কিছু বেশি থাকার আশা করা যায়। দেশীয় লোকের মধ্যে স্বদেশপ্রিয়তা, স্বদেশীয়ের প্রতি মমতা, স্বদেশীয়ের উন্নতি কামনা স্বভাবতঃই থাকিবে এমন আশা করা যায়। যাহার মনে খ্রীষ্টপ্রেম উদিত হইয়া এই তিনটী ভাবকে উন্নত করিয়া তোলে, সে যে অপরিজ্ঞাত এক জন ইউরোপীয়ের মতে মত দিয়া কেবল ঐ সকল লোকের উপর দোষারোপ করিয়া আপনার হাত ধুইয়া ফেলিবে, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

যে সকল লোককে উদ্দেশ্য করিয়া উল্লিখিত মন্তব্য সকল প্রকাশ করা হয়, কর্ম্মচারীরা তাহাদের অবস্থায় পতিত হইলে কি করিতেন প্রথমে তাহা ভাবা আবশ্যক; পরে ঐ সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কতদূর ন্যায় সঙ্গত কার্য্য করিতেছেন আপনিই প্রকাশ পাইবে। কর্ম্মচারীরা যে পরিমাণে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, ঐ সকল লোক তাহার কিছুই পায় নাই। তাঁহাদের সংসারের ভাবনা নাই, মাস গেলে ঘরে বসিয়া বেতন পান। গীর্জ্জা করা তাঁহাদের কাযের এক প্রধান অংশ, কাযেই দুবেলা গীর্জ্জায় আসেন। কিন্তু ঐ সকল লোকদের অবস্থা তদ্রূপ নও। তাহাদিগকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রামে অন্নচেষ্টা করিতে হয়। এক দিন কামাই হইলে হয়ত সে দিন উপবাস যাইতে হয়। জ্ঞানও তদ্রূপ মার্জ্জিত নয়। এ অবস্থায় তাহাদের মধ্যে কর্ম্মচারীর মত অনুরাগ ও উদ্যোগ না দেখিতে পাইলে সে দোষ বোধ হয় কর্ম্মচারীর ঘাড়েই অধিক পরিমাণে পড়ে। ভাল, মিসন কর্ম্মচারী দিগের পরিবারস্থ লোক কি করেন? অনেক স্থলে তাঁহাদের পরিবারস্থ লোকদিগকে কি উল্লিখিত লোকদের সমতুল্য বোধ হয় না? ইহারা কি নিয়মমত গীর্জ্জায় উপস্থিত হন? ইঁহারা কি উল্লিখিত লোকদের অপেক্ষা ধর্ম্ম বিষয়ে অধিক অনুরাগ ও উদ্যোগ দেখাইয়া থাকেন? তাহা যদি না হয়, তবে যাহারা বাস্তবিক অজ্ঞানতা এবং ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য নিবন্ধন আপনাদের অনুরাগ এবং উদ্যোগ কার্য্যে দেখাইয়া দর্শকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে পারে না, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া আমার বোধে অন্যায়।

এ বিষয়ে ডিসেন্টার ভ্রাতারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারা দুর্গোৎসবের ছুটীর সময়ে সকল শ্রেণীস্থ লোকদিগকে একত্র করিয়া নানা বিষয়ে আন্দোলন করিয়া থাকেন, ইহাতে লোকে নূতন২ ভাব লইয়া বাটী ফিরিয়া যায়। সেই সকল ভাব আশু ফলপ্রদ না হইলেও কালে যে তাহা হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের মধ্যে ও কি এরূপ হইতে পারে না? আমরা কেবল লোকদের দোষই দেখি, কিন্তু সেই দোষ কিসে যায় তাহার কি চেষ্টা করিতেছি? আমরা বিদেশীয় লোকের গলগ্রহ হইয়া আছি। তজ্জন্য আমাদিগকে অনেক সময়ে মন কষ্ট পাইতে হয়। আমাদের স্বদেশীয় লোকের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতে হয়। যাহাতে এই সকল লোক আত্মকর্ত্তব্য বুঝিয়া তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হয়, তদ্বিষয়ে কি আমরা কিছু করিয়াছি? আমরা সোসাইটীর টাকা খাইতেছি, অতএব আমাদের নিজের বিষয়ে কোন চিন্তা নাই। কিন্তু কাল যদি সোসাইটী টাকা বন্ধ করে, তবে যে সকল লোকের মধ্যে আমরা কায করিয়া থাকি, তাহাদের দশা কি হইবে? মিসন কর্ম্মচারীরা এই বিষয়ে একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কালে তাহাদের পরিশ্রমের ফল ফলিবে এমন আশা করা যায়। এবিষয়ে এক আধজন চেষ্টা করিলে কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু মিসনারী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য রিডার এবং লোকদের প্রতিনিধিদিগকে একতাসূত্রে বদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু হায়! সে একতা কৈ! যত দিন না আমার একটী গুপ্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, ততদিন আমি একতা দেখাই, কিন্তু যেই সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, অমনি আমি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করি। আমার আর সে একতা থাকে না, আমার আর সে উদ্যম থাকে না। বরং আমি অনেক বিষয়ে বাধা দিতে থাকি। প্রত্যেক কর্ম্মচারী মিসনকর্ম্মকে যদি আপনার নিজের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক সুফল ফলিত। কিন্তু তাঁহাদের ভাব গতিকে এমন ভাব প্রকাশ পায় যেন সোসাইটীর কায, অতএব বেতন খান বলিয়া বেতনের পরিমাণ মত কায করিবেন, তাহার বেশি নয়। এ ভাব না থাকিলে তাঁহারা একতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া সোসাইটী ত্যাগ করিলেও ভবিষ্যতে মণ্ডলী স্থির থাকিবে তাহার চেষ্টা করেন না কেন? তাঁহারা কি এবিষয়ে দায়ী নহেন?

আমি সোসাইটীর বেতনভোগী কর্ম্মচারী। সোসাইটী আমাকে এক গীর্জ্জা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি রবিবার তথায় দুইবেলা গীর্জ্জা করি। লোকে দেখিল বিনাব্যয়ে সুন্দর গৃহে বসিয়া তাহারা উপাসনা করিতে পায়। কেহ তাহাদিগকে কিছু বলে না। কাযেই একটী ছুটি করিয়া ক্রমে আমার মস্ত এক কন্‌গ্রিগেশন হইয়া পড়িল। আমিও এক লম্বা চওড়া রিপোর্ট লিখিয়া বসিলাম। নূতন সাহেব দেখিলেই আমি যে কাযের লোক, না হইলে এক জন বড় কাযের লোক, ইহা দেখাইবার জন্য লম্বা চওড়া কথায় আমি আত্ম

প্রশংসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যাহা স্থায়ী সে বিষয়ে আমি কিছুই করি নাই। মিসন কর্ম্মচারীরা যদি এই ভাবে কায করেন তবে যে কি প্রকারে তাঁহারা লোকদের দোষ দেন, ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা যাহাই বলুন কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা দায়ী; এক দিন তাঁহাদিগকে ইহার নিকাশ দিতে হইবেই। যদি ব্যক্তিগত মতের ভিন্নতাবশতঃ তাঁহারা আপনাদের একতা নষ্ট করিয়া এই মহৎ কার্য্যে উপেক্ষা করেন, তবে যে বঙ্গমণ্ডলীর অনিষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই এবং এই কারণে মণ্ডলীর মস্তকের নিকটে তাহাদিগকে দোষীও হইতে হইবে।

মণ্ডলীস্থ লোকদের শিক্ষার্থে বঙ্গবন্ধুর সৃষ্টি; কিন্তু এখন ইহা এমন দৈন্য-দশায় আসিয়া পড়িয়াছে, যে বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যে অর্থবন্ধুর অভাবে বঙ্গবন্ধু পথে মারা যাইবে। আমাদের মধ্যে একতা থাকিলে, এই অতি হিতকর কার্য্য সম্বন্ধে কি কোন ভাবনা উপস্থিত হয়? আমরা সকলে মিলিয়া যদি এই সংবাদপত্র খানিও না রাখিতে পারি, তবে আমরা আর কি করিলাম? আমরা ইউরোপীয়দের রীতিনীতি অনুকরণ করিতে গিয়া ব্যয় বাড়াইয়া ফেলি। ভাল! এবিষয়ে যাহার যেরূপ রুচি সে তদ্রূপ করুক। কিন্তু ইউরোপীয় রীতি নীতি, বেশ ভুষা অনুকরণ করিতে যাইবার কালে প্রত্যেকের এই বিষয়টী মনে রাখা উচিত যে, আমি মণ্ডলীর এক অঙ্গ অতএব তাহার উন্নতির জন্য আমার আয়ের কতক অংশ দেওয়া আবশ্যক, নতুবা আমাকে মণ্ডলীর মস্তকের নিকটে নিকাশ দিতে হইবে।

যতক্ষণ না সাধারণ লোকে আপনাদের বোঝা আপনারা বহিতে আরম্ভ করিবে, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে বাঞ্ছিত অনুরাগ ও উদ্যোগ দেখা যাইবে না। অতএব কর্ম্মচারীরা এখন হইতে তাহাদিগকে সকল খুলিয়া বলুন; কেবল কথায় নয়, কিন্তু যাহাতে তাহারা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, এমন উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকুক, তাহাতে ক্রমে তাহাদের চক্ষু ফুটিবে এবং কালে আপনারা উল্লিখিত অসন্তোষকর মন্তব্যের হস্ত এড়াইবে। হায়! গরিবের মা বাপ কেহই নাই? এজগত কি ভয়ানক স্থান! গরিবে খুঁদ খেলে বলে বেটা খেতে পায় না, তাই খুঁদ খাচ্চে। আর বড় লোকে খেলে বলে, বাবু সাধ করে খাচ্চেন। যে সকল কায করে বড় লোকে অনায়াসে সাধু বলে গণ্য হন্, সেই কায করিলে গরিবকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। আমি কিছু না করিয়াও সোসাইটীর টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি; তাহাতে আমার মনে কিছু মাত্র কষ্ট হয় না। কিন্তু এক জন গরিব জ্ঞানহীন নিম্নতর কর্ম্মচারীর কথা উঠিলে তারস্বরে তাহার অজ্ঞানতা, তাহার অযোগ্যতা ঘোষণা করিতে থাকি। তাহার কত জ্ঞান, সেই জ্ঞানে সে কি করিতে পারে, এ সকল বিবেচনা না করিয়া সে যে শত২ জ্ঞানান্ধ লোককে পণ্ডিত করিয়া তোলে নাই এই তাহার দোষ। আমি লম্বা চওড়া রিপোর্ট লিখিতে জানি; লোকের সম্মুখে কেবল উজ্জ্বল

দিকটা ধরিয়া দি। সে বেচারা দিন রাত্ পরিশ্রম করিলেও আমার রিপোর্টে তাহার নাম গন্ধও নাই। আমি বাহবা লইলাম, অথচ যে করিল সে কোন কাযের নয়। মিসনক্ষেত্রে এ ভাব থাকিলে, চোরা ঘা মারিলে প্রেম, সহানুভূতি, স্বার্থহীনতা ও একতার মূলে কুঠার মারা হয়, কাযেই কর্ম্মচারীরা যথা বিধানে আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হয়েন না।

যে মনুষ্য আপনাকে জানিতে পারিয়াছে সেই জ্ঞানী, এই জ্ঞানীর কথা স্মরণ করিয়া মিসনকর্ম্মচারীরা আপনাদের গুরুতর কার্য্য কি ভাবে করিয়া থাকেন ধ্যান করিয়া যদি এখনও সকলে একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া যাহাতে সাধারণের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হয়েন তবে যে তাঁহাদের কার্য্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিবে এবং তাঁহাদের চেষ্টায় বঙ্গদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলী দৃঢ়রূপে স্থাপিতা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।—

শ্রীস্পষ্টবাদী।

হৃদয়োচ্ছ্বাস।

"হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল,
সোণার ভারত আজি ঘোর বিষাদে ডুবিল"

১

নাহিকি যুবকবৃন্দ সমাজের কোলে?
চাহিয়ে দেখনা হায়, আজি যে পশ্চিম গায়,
"বঙ্গের পঙ্কজ রবি, গেল অস্তাচলে,"
ঢাকিল ভারত মুখ, স্মরিলে বিদরে বুক,
বঙ্গের ললনা আজ, ঘোর কোলাহলে
সুপ্ত কি যুবকবৃন্দ সমাজের কোলে?

২

গেল সৃষ্টি রসাতল বুঝিরে অকালে
নিবিল সুখের দীপ, ক্ষণে জ্বলি দিপ্ দিপ্
উন্মূলিত ভাবী আশা হলরে সমূলে;
এখনো বসিয়ে হায়! নির্জীব বধির প্রায়
খ্রীষ্টান যুবকবৃন্দ আশার ছলনে
কাঁদেনা কি হিয়া তোদের সমাজ কারনে?

৩

সমাজের মুখশশী কালমেঘ সম
ঢাকিয়ে "গহর্ভৈদিন" শুষিতেছে অবিরল
সাহ্লাদে রুধির স্রোত হইয়ে নির্মম;
আহা সেই অত্যাচারে, ভারত করুণস্বরে
কাঁদিল মনস্তাপে; কে কাঁদিবে আর
"যুবকের দল" নহে ভারতের আর

৪

পাইয়ে উন্নত শিক্ষা উন্নতির আশে
ঘুরিছে আপন মনে, কে চায় সমাজ পানে
হায়! হায়! কি দুর্গতি হ'ল অবশেষে;
একি স্বপনের কথা, ছিঁড়িলে স্নেহের লতা
বঙ্গের যুবকবৃন্দ হ'ল নাকি মনে
"চেয়ে দেখি জন্মভূমি কাঁদে কি কারণে?"

৫

চাহিয়ে দেখিবে কি, দেখিবার নয়
ঢাকিয়াছে রাহু আসি, ভারতের পূর্ণশশী
ধিক্‌রে যুবকবৃন্দ এমন সময়
নীরবে রয়েছ বসে, বারেক দেখনা এসে
বিষাদে ভারত আজি ধূলায় লুটায়
এখনো রয়েছ বসে, অলসের প্রায়

৬

এ যন্ত্রণা ছিল ভাল কলঙ্কের ভয়ে
হায়রে ভারত যদি, ঘুরিত নিরবধি
শূন্যোপরে প্রাণীশূন্য মরুভূমি হয়ে;
সহিতে হ'তনা আর, দুঃসহ কলঙ্কভার

দেখে শুনে এ কলঙ্ক, সহিরে কেমনে
নাহি কি দুঃখের লেশ যুবক হৃদয়ে ?

৭

অনাহারে নিশিজেগে যোগী ঋষিগণ
লিখেছিলেন যে শিক্ষা সমাজ কারণ ঃ
চাহিয়ে দেখনা হায় ! খ্রীষ্টিয় মহিলা-পায়
সদর্পে দলিত সব—একি অকারণ
ধন্য হায় একালের ললনার চরণ !*

৮

এই যদি এ কালের শিক্ষার ধরণ
তবে ভারতে "স্ত্রীশিক্ষা" এল কি কারণ ?
পরে যদি অবশেষে, কি স্বদেশে কি বিদেশে
ঘুষিল কলঙ্ক রাশি এরই কারণ
বুঝিলাম না এ সমাজে উন্নতি কেমন

৯

সুপ্ত কি অমরাপুরে অমরেব দল
কাঁদিছে সমাজে বসি, মনদুঃখে দিবানিশি
চেয়ে দেখ অমরেন্দ্র দেখ একবার
তুমি না দেখিলে হায় ! কে দেখিবে আর

১০

সমাজের মুখশশী কালমেঘ সম
ঢাকিয়ে "হিতৈষীদল" শুষিতেছে অবিরল
সাহ্লাদে রুধির স্রোত হইয়ে নির্ম্মম
আহা সেই অত্যাচারে, ভারত করুণস্বরে
কাঁদিল মনস্তাপে—কে কাঁদিবে আর
যুবকের দল নহে ভারতের আর

১১

বধির আজি কি বিশ্ব আমার রোদনে !
চেয়ে দেখ সারাপানে, সমাজে ঘোমটাটেনে
করেছিল বাক্যালাপ পরমেশ সনে ;
বারেক ভাবনা মনে, কেন হেন অকারণে
ঢালিয়ে কলঙ্ক রাশি সমাজ মাঝারে
বঙ্গের ললনা আজ দুষিছে যুবারে

১২

হায়রে আমার যদি থাকিত সম্পদ
দেখিতাম কি কৌশলে বুঝাইত বামাদলে
একে একাকার করে এ সমস্ত পদ.
কেবল নির্ধন বলে, রয়েছি বিরলে বসে
মনদুঃখে দিবানিশি কাঁদিরে কেবল
সুপ্ত কি সমাজবক্ষে যুবকের দল ?

১৩

হায়রে নিষ্ঠুর বিধি তুমিও লিখিলে
এ দুঃখ কলঙ্করাশি ভারতের ভালে
তবে আর কোথা যাই, কোথা বা উপায় পাই
ঢাকিতে এ কলঙ্ক রাশি—গ্রাসিল অকালে
সোণার ভারত আজ এ কলির কালে

১৪

ছাড়িয়ে বিষুবরেখা বঙ্গযুবাগণ
পাঠাও "হিতৈষীদলে" আর যেন কোন কালে
দেখিতে না পায় এই বঙ্গের আনন
ভাসাক বক্ষের স্থল, মনস্তাপে অবিরল
চক্ষের জলেতে হায়, বুঝুক এখন
"হিতৈষীর" হিত ইচ্ছা গড়াল কেমন ।

১৫

হায়রে ! আমার যদি থাকিত সম্পদ
দেখিতাম কি কৌশলে, বুঝাইত বামাদলে
একে একাকার করে এ সমস্ত পদ.
কেবল নির্ধন বলে রয়েছি বিরলে বসে
মনদুঃখে দিবানিশি কাঁদিরে কেবল
সুপ্ত কি সমাজ বক্ষে যুবকের দল ?†

১৬

বহে যদি আর্য্য রক্ত ধমনী ভিতরে
কাঁদে যদি হিয়া তোদের সমাজের তরে
রাখিতে কুলের মান, পার যদি দিতে প্রাণ
তবেই বুঝিব স্থির সমাজ মাঝারে
আছয়ে "কুলের গর্ব্ব" যাবে না সত্বরে ।

জনৈক নিঃস্ব যুবক
পর্ণ কুটীর ।

* ১ করি, ১৪, ৩৪-৩৫ । ১ তীমঃ ২ ; ৯-১৫ ।

† ২ তীমঃ ৩ ; ১-৯ পদ ।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

৭ পৃষ্ঠার পর।

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে তরতুলিয়ন বলেন যে, "কাহাকে খ্রীষ্টীয়ান নামে আখ্যাত করিলে, সে তাহাতে লজ্জা বোধ করে না। সে কেবল অনেক বিলম্বে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে বলিয়াই দুঃখিত হয়। যদি তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা উঠে, তাহা হইলে দুঃখিত না হইয়া সে তাহাতে শ্লাঘা করে। যদি লোকে তাহার অপবাদ করে তাহা হইলে সে আপনাকে অপবাদের হস্ত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করে না। অভিশপ্ত হইলে সে অভিশাপের পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করে।"

তাহার পর তরতুলিয়ন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব ব্যাখ্যা করেন। তিনি "দে আনিমা" নামক গ্রন্থে বলেন, "যিনি অসত্তা হইতে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা সেই এক মাত্র ঈশ্বরের সেবা করি। যদিও সৃষ্টি দ্বারা তাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবুও তাঁহাকে অদৃশ্য বলিতে হইবে। যদিও তিনি অচিন্তনীয় ও অপরিমেয়, তবুও তিনি প্রসাদের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারেন। তিনি আপনার অসীমতায় আপনাকে জানেন। মানবীয় আত্মা শরীর রূপ কারাগারে বদ্ধ থাকিয়াও তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগণ দ্বারা দুর্ব্বল এবং দেব দেবীগণের ক্রীতদাস হইলেও যখন মনুষ্যের তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে এবং যখন সে ভয়ানক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে থাকে, তখন সে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলে "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" সে তখন "কাপিটল" (রোমের মন্দির) এর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। আত্মার সাক্ষ্য খ্রীষ্টীয়ানভাব যুক্ত।

তিনি বলেন যে, "যদিও ঐশ্বরিক বিষয়ে অনেক স্বভাবসিদ্ধ প্রমাণ আছে, তবুও অন্বেষণের পর ঈশ্বরকে পাইবার জন্য এবং তাঁহাকে পাইয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিবার জন্য, এবং বিশ্বাসের পর তাঁহার সেবার নিমিত্ত তিনি একটী প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র দিয়াছেন। ঈশ্বর পবিত্র ব্যক্তিদিগকে (মুসা ও প্রবাচকগণ) আপনার আত্মায় পরিপূর্ণ করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন যেন তাঁহারা তাঁহার সাহায্যে প্রচার করেন যে, একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন, তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি পুরাকালে জলপ্লাবন এবং অগ্নি দ্বারা আপনার গৌরব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি আপনার শাসন প্রণালী দ্বারা লোকদিগের শাসন করেন, তিনি পুনরুত্থানের পর আপনার উপাসকদিগকে অনন্ত জীবন এবং দুষ্টলোকদিগকে অনন্ত দণ্ড প্রদান করিবেন। এই সকল সত্যের প্রচারকদিগকে ঐশিক প্রচারক বলা যায়।" তরতুলিয়ন তাহার পর উহাদের প্রাচীনত্ব, টলেমী ফিলাডেলফের আদেশে উহাদের গ্রন্থের গ্রীক অনুবাদ, ইত্যাদি বিষয় বিবৃত করেন। তিনি একস্থলে বলেন যে, অপধর্ম্ম সংক্রান্ত লেখকদের অনেক পূর্ব্বে মুসা জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন । তিনি বলেন যে, যে২ বিপদ পৃথিবীতে ঘটে তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সফলতায় খ্রীষ্টীয়ানের বিশ্বাস দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া যায় । তিনি আরও বলেন যে, যিহুদীরা এক সময়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাত্র ছিল এবং যত দিন তাহারা তাঁহার বশীভূত রহিল, তৎদিন তাহাদের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইল না । কিন্তু তাহাদের গ্রন্থেই লেখাছিল যে তাহাদের অধঃপতন হইবে । তরতুলিয়ন বলেন, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইয়াছে । যিহুদীরা এখনও আপনাদের দেশ হইতে নিষ্কাশিত রহিয়াছে, এখন কি ঈশ্বর কি মনুষ্য কেহই তাহাদের বন্ধু স্বরূপ নাই । আবার সেই ভবিষ্যদ্বাণী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শেষ দিনে ঈশ্বর সমস্ত দেশ ও জাতি হইতে আপনার নিমিত্ত প্রজা মনোনীত করিবেন সেই সত্য উপাসকেরা পূর্ণ শিক্ষার অধিকারী হইবে এবং যিনি সমস্ত মনুষ্যের শিক্ষক, গুরু, আলোকদাতা ও নেতা তিনি ঈশ্বর পুত্র বলিয়া খ্যাত হইবেন ।

ক্রমশঃ

স্ত্রী শিক্ষা ।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নামক গ্রন্থে অনেক যুক্তি দেখাইয়া দিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে, পুরুষদিগের মতন স্ত্রীলোকেদের স্বাধীনতা ও বিদ্যা লাভ করিবার অধিকার আছে । এখন যে স্ত্রীলোকেরা অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা পায় নাই, তাহার কারণ পুরুষদের অভিমান ও স্বার্থপরতা । আমরা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের কথার সারভাগ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত,কিন্তু তাঁহার শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, খ্রীষ্টধর্ম্ম যে সমস্ত পুরুষের স্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা অধিক আর কি চাই ? ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিলে বেশ প্রতীত হইবে যে, স্ত্রীলোকেরা, যে স্বাধীনতা পাইতেছে, তাহা অপেক্ষা তাহাদের বেশী স্বাধীনতা লাভ হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইবে ।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহা আমাদের সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় কিন্তু তাই বলিয়া যে স্ত্রীলোকে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিবে, তাহারা যে হাত পা নাড়িয়া নানা ভঙ্গি করিয়া পুরুষদিগকে শিক্ষা দিবে, এরূপ কথা আমরা কখনও শুনি না । না প্রকৃতি, না শাস্ত্র এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে । প্রথমতঃ আমরা দেখি যে, শরীর তত্ত্ববিদেরা স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের শারীরিক সংগঠন সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র । ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বতন্ত্র রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন । উভয়ের মস্তিষ্ক

এক প্রকার নহে। উভয়ের শক্তি ও প্রবৃত্তি সমান নহে। এক আধ জন বুদ্ধি সম্বন্ধে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন সত্য বটে, কিন্তু সেটী সাধারণ নিয়ম নহে। লোকেরা যতই স্ত্রীলোকের বুদ্ধি বিকাশের কথা বলুক না, আমরা স্বাভাবিক প্রভেদ পদে২ দেখিতে পাই।

স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা অনেক অংশে দুর্ব্বল বলিয়া আমরা যে তাহাদিগকে হীনতর জাতি বলিতেছি, এমন নহে। আমরা সাম্যের পক্ষপাতী। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের কার্য্য স্বতন্ত্র এবং এই কার্য্য ও প্রবৃত্তিগত স্বাতন্ত্র্য থাকাতেই উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়।

দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে কেহ২ বলেন যে, নারীরা স্বচ্ছন্দে প্রচার ও উপদেশ প্রদান করুন, পুরুষেরা তাহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হউন। আমরা বলি, স্ত্রীলোকদের প্রকাশ্য স্থলে উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোকেরা কেন, পুরুষেরা সকলেই যে উপদেশ দিবে ইহা তাহাদিগকে কে বলিল? পবিত্র জীবনই প্রধান উপদেশক। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইয়াছে, সে যদি একটীও কথা না বলে তবুও লোকে তাহাকে দেখিয়া উপদিষ্ট হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি আপনার প্রদত্ত শিক্ষা স্বীয় আচরণ দ্বারা প্রকাশ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার উপদেশে ফল কি? যদি পুরুষের সম্বন্ধে এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে আরও দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে যে, তাহার প্রকাশ্যরূপে উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর স্ত্রীলোকের নিমিত্ত যে কার্য্যক্ষেত্র নিরূপণ করিয়াছেন, সেই কার্য্যক্ষেত্র তাহার পক্ষে যথেষ্ট। সে কার্য্যক্ষেত্র কি তাহার অন্বেষণ করিতে অধিক পরিশ্রম লাগিবে না। আপনার স্বামী ও সন্তান সন্ততি সম্বন্ধে, পরিবার সম্বন্ধে, অজ্ঞান স্ত্রীলোকদের শিক্ষা সম্বন্ধে, হাঁসপাতাল ও অনাথাশ্রমের দীনহীন অসহায় জনগণের সুশ্রূষা সম্বন্ধে, স্ত্রীলোকদের যে, বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র আছে, সে কার্য্য যদি সুচারুরূপে সংসাধিত হয়, তাহা হইলে পুরুষদের সমাজে দুই একটী কথা না বলিলেই কি নয়?

ইহা কি নূতন কথা? কত শত নারীর কথা পড়িয়াছি, যাঁহারা অনায়াসে গরীব, পীড়িত ও অসহায় লোকের জন্য নীরবে ও অকাতরে আপনাদের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা কোন প্রকারে গোল করেন নাই, কিন্তু যতদূর পর্য্যন্ত প্রকৃত বীরত্ব হইতে পারে, তাঁহারা তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। জীবন্ত ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহারা জগতকে যে শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন, হাজার২ "সরমন" ও বক্তৃতাদ্বারা সেরূপ শিক্ষা দেওয়া যায় না।

বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান বালিকাদিগকে আমরা প্রীতিভাবে ও সবিনয়ে পরামর্শ দিই, তাঁহারা যেন কতকগুলি লোকের ভ্রমে পড়িয়া ভ্রান্ত না হন। স্ত্রীলোকের প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেওয়া না প্রকৃতির না খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনুমোদিত। ইহাতে অমঙ্গল বই মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

স্ত্রীস্বভাবসুলভ গুণ সকল নষ্ট না হইয়া যাহাতে তাহাদের আরও বৃদ্ধি হয়, তাহাদের তদ্বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এবিষয়ে তাঁহারা যদি উদাসীন হন, তাহাহইলে এমন এক প্রতিক্রিয়া (reaction) জন্মিবে যে উন্নতির চক্র আর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে না। যাহা আমেরিকা ও ইউরোপে সভ্যতম লোকে সাহস করিয়া করিতে পারে না, তাহা যদি আমরা একেবারে চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, তাহা হইলে আমরা উন্মত্তের কার্য্য করি সন্দেহ নাই।

গরিব ও অজ্ঞানদিগকে শিক্ষা দান।

(আচার্য্যগণের জন্য)

প্রভু বলেন ;—

১। আমি কাহারও মুখাপেক্ষা করি না ; সকল প্রাণীই আমার, সকলেই আমার রক্তে উদ্ধারপ্রাপ্ত।

গরিবই বল, ধনীই বল, সকলে আমার সমক্ষে সমান ; সকলেই অমর; যদি মুক্তি হয়, সকলের একই মহিমা ; যদি মৃত্যু হয়, সকলের একই দণ্ড।

স্বর্গে তাহাদের একই পিতা, পৃথিবীতে তাহাদের এক মাতা অর্থাৎ আমার মণ্ডলী, সংস্কার সমূহে একই আধ্যাত্মিক আহার।

সত্যং পিতা দরিদ্র লোকের নিকটে প্রচার করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। হে আমার পুত্র! তুমিও সেই কার্য্যের জন্য প্রেরিত হইয়াছ, অতএব দেখিও যেন তোমার পরিচর্য্যা সুচারুরূপে সংসাধিত হয়।

২। তুমি প্রচার কর, তুমি "কাটেকাইজ" ও কর, তবুও এমন কি অনেক লোক নাই যাহারা তোমা হইতে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে ?

তোমার কি এমন অনেক মেষ নাই, যাহারা দারিদ্র্যপঙ্কে ও পাপে নিমজ্জিত ও সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত রহিয়াছে ?

এমন অনেক লোক কি নাই যাহারা বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে অতিশয় লজ্জা বশতঃ উপাসনালয়ে শিক্ষা গ্রহণার্থ আসিতে সাহস করে না ? এমন অনেকে কি নাই যাহারা অনেক দূরে বাস করে বলিয়া অথবা অন্য কোন গৃহের প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত ভজনালয়ে আসিতে সত্য সত্যই অসমর্থ এবং এই প্রকারে অজ্ঞানতা ও অন্ধকারে বিচরণ করিতে থাকে।

হে মেষপালক! এই সকল মেষের বিষয় কি মনে কর ? তুমি বলিয়া থাক, আমি প্রচার করি, আমি "কাটেকাইজ" করি, তাহারা আসিয়া তাহা শ্রবণ করুক। হে আমার পুত্র ! তোমার কার্য্যত তাহাতে সমাপ্ত হইল না।

আমার প্রেরিতদিগকে আমি কি কেবল বলিয়াছিলাম, লোকদিগকে শিক্ষা দেও ? তাত নয়। আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা যাইয়া শিক্ষা প্রদান কর। আমি তোমাকেও বলি, হে বৎস! তুমি রাস্তা ও গলিতে গিয়া দুর্ব্বল ও অ[illegible] ও খঞ্জদিগকে অন্বেষণ কর। তাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক আনয়ন কর,

যেন আমার স্বর্গীয় গৃহ তাহাদিগেতে পরিপূর্ণ হয়।

৩। কিন্তু তুমি হয়ত বলিবে "আমি তাহাদিগকে উপদেশ শ্রবণ করিতে শিক্ষা প্রদান করি। হে বৎস! মেষপালক কি ভ্রান্ত মেষকে ডাকিলেই যথেষ্ট হইল? না, তাহা নহে। যতক্ষণ না মেষকে পাওয়া যায়, ততক্ষণ মেষপালক তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়িতে থাকে।

আমি উত্তম মেষপালক। যখন আমি পৃথিবীতে ছিলাম, তখন আমি এপ্রকার মেষের কেবল প্রতীক্ষায় ছিলাম এমন নহে, আমি যত্নপূর্ব্বক প্রান্তরে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে যাইতাম।

হে আমার পুত্র! আমি তোমার প্রতীক্ষায় কি কেবল ছিলাম? না আমি তোমাকে অন্বেষণ করিলাম? যদি তোমাকে প্রথমে অন্বেষণ করিয়া তোমাকে ফিরাইয়া না আনতাম তাহা হইলে বল দেখি আজ তোমার কি দশা হইত?

আমি শমিরোণীয় স্ত্রীকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত কূপের নিকট গমন করি। সেই খানে আমি তাহার নিকট সুসমাচার প্রচার করি, তাহাকে "কাটেকাইজ" করি।

দেখ প্রেরিতেরা সকলকে সত্য শিক্ষা, প্রসাদ, দীপ্তি ও শান্তির আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিবার নিমিত্ত রাস্তায়২ গৃহে২ গ্রামে২ ও প্রান্তরাদি স্থানে গমন করিত।

আমার সাধুরা সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া দুর্গম স্থানের ভিতর দিয়া দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার বার্ত্তা প্রচার করিতে যাইত।

৪। হে আমার পুত্র! তুমিও দুরন্ত মেষের নিকট দৌড়াও এবং তোমার রব তাহাদিগকে শ্রবণ করাও। আমি যেমন অরুণোদয় হইয়া ঊর্দ্ধ হইতে অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়াস্থিত লোকদিগকে আলোক দিই তেমনি তুমিও আলোক প্রদান কর। তাহাদিগকে সংগ্রহ কর যেন উপযুক্ত সময়ে তাহারা খাদ্য প্রাপ্ত হয়।

যদি তোমার বৃহৎপাল থাকে, এবং যদি মনে কর যে, সকল অজ্ঞান মেষকে একাকী শিক্ষা দেওয়া তোমার পক্ষে বড় সুকঠিন, তাহা হইলে এমন কোন উপায় কর যাহাতে জ্ঞানবান, বিবেচক ও প্রজ্ঞাবিশিষ্ট লোকদের দ্বারা তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সুবন্দোবস্ত হয়।

তুমি সকলের পর্য্যবেক্ষক ও প্রহরী সদৃশ হও। সর্ব্বদা হিসাব নিকাশ লইবে। যতক্ষণ না শুনিবে যে সকলে দীপ্ত ও পবিত্রতায় বিচরণ করিতেছে, সকলে শিক্ষিত ও ভক্ত হইতেছে, ততক্ষণ আপনাকে বিশ্রাম দিবে না।

হয়ত তুমি বলিবে, ইহাতে বড় পরিশ্রম হয়। কি বলিতেছ, তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছ, আমার পুত্র?

মনুষ্যের পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমার যে পরিশ্রম হইয়াছিল, তাহা একবার ধ্যান কর।

"হে সিদোন, লজ্জান্বিত হও, কেন না সমুদ্র কথা কহিয়াছে।" যদি তুমি ইহার কারণ অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে আমি বলিব। সামান্য লাভের জন্য লোকে অনেক দূরে যায় কিন্তু বহুমূল্য আত্মার জন্য মনুষ্য এক পদও উঠাইতে চায় না।

বিবিধ বিষয়।

লর্ড রিপণ ১০ই নবেম্বর সিমলা পরিত্যাগ করিবেন। অমৃতসর, দিল্লী ইত্যাদি স্থান দর্শন করিয়া ২রা ডিসেম্বর তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন। তাহার পর তাঁহার উড়িষ্যা যাইবার কথা আছে।

ভয়সী ও কনওয়ে নামক বিলাতী দুজন সাহেব বিলাতে এক রকম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, কিন্তু খবরের কাগজে দেখা গেল যে উহাদের প্রচারাদি কার্য্যের কোন ফল ফলিতেছে না। কনওয়ে সাহেব লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন আর ভয়সী সাহেব এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন যে মণ্ডলীর ব্যয় ভার চালান একেবারে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। বার বৎসর হইল কনওয়ে সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নূতন মণ্ডলী "মানবীয় অন্তঃকরণ ও চিন্তার মহাশ্রম স্বরূপ হইবে।" কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, ভয়সী অথবা কনওয়ের মণ্ডলীর এমন কোন তেজ ছিলনা যাহাতে একটী সামান্য ধর্ম্ম বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়।

কৃষ্ণনগরের ছাত্র মোকদ্দমা সম্বন্ধে কাগজ পত্রাদি ছোটলাট চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে যে মন্তব্যলিপি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ছোট লাট স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের যথোচিত নিন্দা করিয়াছেন। তিনি কেবল তিরস্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। মাজিষ্ট্রেট টেলর ও মেজর রামজেকে অপদস্থ করিয়া স্থানান্তরিত করিয়াছেন। বড় আক্ষেপের বিষয় যে, এমন উচ্চ পদাস্থিত কর্ম্মচারিগণ আপনাদের পদ মর্য্যাদা ও দায়িত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়া সময়ে২ আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া বসেন। আমরা ভরসা করি, মহামান্য লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণরের এই কার্য্যে বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন এবং ইহাতে অপরাপর কর্ম্মচারীগণও শিক্ষা লাভ করিবেন।

চীনের সহিত ফরাসীদের খুব যুদ্ধ বাধিয়াছে। চীন বদ্ধপরিকর হইয়াছে, কিন্তু বদ্ধপরিকর হইলে হইবে কি? চীনের ত ফ্রান্সের মতন রণ নৈপুণ্য নাই। চীন সম্রাট্ কোটি২ মুদ্রা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমেরিকা প্রবাসী চীনেরা যুদ্ধ সাহায্যার্থে ১২ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন। যোগাড় ভাল করিয়াই করা হইয়াছে, কিন্তু লাভের মধ্যে এই যে লক্ষ২ টাকা খরচ হইবে, অথচ অসংখ্য লোকের মিথ্যা২ প্রাণ নাশ হইবে।

রেঁাসো নামক একজন ফরাশীস নাস্তিক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন ;—এমন গম্ভীর জ্ঞানগর্ভ পুস্তক (বাইবেল) কি মনুষ্যের রচিত হইতে পারে? যে ব্যক্তির বিষয় ইহা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তিনিই, কি কেবল মনুষ্যমাত্র? ইহা কি একজন ধর্ম্মোন্মত্ত অথবা দুরাকাঙ্ক্ষী সাম্প্রদা-

য়িক ভাবাপন্ন ব্যক্তির ভাষা, তাঁহার (খ্রীষ্টের) ব্যবহার ও আচরণে কেমন বিশুদ্ধতা ও মধুরতা ! তাঁহার শিক্ষার কেমন হৃদয়গ্রাহী সৌন্দর্য্য ! তাঁহার উপদেশের কেমন গাম্ভীর্য্য ! তাঁহার বচন কতদূর গম্ভীরজ্ঞানসম্বলিত ! তাঁহার কেমন প্রত্যুৎপন্নমতি ! তাঁহার উত্তরে কেমন আশ্চর্য্য কৌশল ! যীশু আপনার কোন দেশীয়দের নিকট হইতে এমন উন্নত ও পবিত্র নীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা তিনি শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন ? ভয়ানক কুসংস্কার পরতন্ত্র লোকের মধ্য হইতে অতি উন্নত জ্ঞানের কথা শ্রুত হয়, এবং বীরত্ব গুণের সারল্য অতি ইতর ব্যক্তিকেও সম্ভ্রম প্রদান করে। হাঁ, যদি সক্রেটিসের জীবন ও মৃত্যু একজন দার্শনিকের উপযোগী হয়, তাহা হইলে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যু ঈশ্বরের উপযুক্ত বলিতে হইবে। আমরা কি বলিতে পারি যে সুসমাচার গল্পকথা মাত্র, কেবল মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল ? এ প্রকারে ত আমরা গল্প জাল করি না। কেননা যে সক্রেটিসের কার্য্য বিষয়ে লোকের সন্দেহ নাই, সেই কার্য্য সম্বন্ধে যত প্রমাণ আছে তদপেক্ষা যীশুখ্রীষ্টের কার্য্য সম্বন্ধে অধিক প্রমাণ আছে। কেবল নীতি সম্বন্ধে তাঁহারই সুসমাচার চির নিশ্চয়, চিরসত্য, চিরসংলগ্ন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। — —

বিগত এস, পি, জি, কনফরেন্সে শিক্ষা সম্বন্ধে ছবির আবশ্যকতা বিষয়ে কিছু কথাবার্ত্তা হয়। অনেকেই বলিলেন, যদি ভাল২ ছবি সম্বলিত পুস্তক দ্বারা আমাদের অল্প শিক্ষিত খ্রীষ্টীয়ানদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেকের উপকার হয়। অল্পশিক্ষিত কেন, ভাল শিক্ষিত লোকেরাও উত্তম২ চিত্র ও ছবি দর্শন দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। উত্তম২ কবিতা পাঠে যেরূপ উপকার হইতে পারে, সেই রূপ কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি উদ্ভূত চিত্র ও ছবি দ্বারা মনুষ্যের অনেক মানসিক ও অধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। আমরা শুনিয়াছি যে যদি কোন চর্চ মিশন এস, পি, সি, কে সোসাইটীকে ধর্ম্মপুস্তকের ছবির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে উক্ত সোসাইটী সন্তোষ সহকারে মিশনের ব্যবহারার্থ ঐ সকল ছবি বিনামূল্যে বিতরণ করিতে পারেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মিশনের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যেন চুপ করিয়া না থাকেন।

খাজনার আইনের একখানি বৃহৎ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র অক্ষরে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ। তাহা হইলে হয় কি ? প্রজার অবস্থা ভাল বোধ হয় না। জমীদারগণ আইনের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লাগিতেছেন, এদিকে মহামতি রিপণ বিলাতে গমনোন্মুখ। দেখা যাউক, লর্ড ডফরিন আসিয়া কি করেন। যে ধরণের সম্বাদগুলি দৈনিক পত্রাদিতে প্রকাশ হইতেছে তাহাতে প্রজাদের অবস্থা বড় ভাল ও আশাজনক বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের সহযোগী বঙ্গবাসী বলেন, "গত পুর্ণিমার দিন গ্রহণোপলক্ষে কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে স্নান যাত্রা দেখিয়া ক্রিষ্টিয়ান সংবাদপত্র ইণ্ডিয়ান উইটনেস অবাক হইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম এখন যে এত প্রবল, তাহা ভাবিয়াই আশ্চর্য্য। আমরাও এক দিন কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বস্থ প্রস্তর বেদিকায় উপবিষ্ট হইয়া হিন্দুগণের উৎসাহ ভক্তি দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্ম এত ঘোর অত্যাচারেও আজিও অক্ষত, ইহাই ইহার মহিমার প্রমাণ।"

বঙ্গবাসী লেখকের মন কি উপকরণে গঠিত বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি কি সত্য সত্যই মনে করেন যে, এই সভ্যতম যুগের শেষ প্রান্তে তিনি গঙ্গা স্নানকারিদের সংখ্যা দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ও মহিমা কীর্ত্তন করিবেন। শিক্ষিত হিন্দু কি ইহার গুঢ় রহস্য কিছুই বুঝেন না? গঙ্গাস্নানে উদ্যোগের সহিত কি আসল ধর্ম্মের লেশমাত্র সম্পর্ক আছে? হিন্দুধর্ম্মের যা একটুকু জীবন ছিল, তাহা বঙ্গবাসীর "হিন্দুয়ানী" একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে কৃতসংকল্প। আচ্ছা রক্ষকের হস্তে হিন্দুধর্ম্ম ন্যস্ত হইয়াছে!

ষ্টেটসম্যান বলেন যে, খাজনার আইন বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করায় ও অন্যান্য অবৈধ কার্য্য প্রযুক্ত বড় লাট ও তাঁহার সভ্য হাইকোর্টের প্রধানতম জজ্ সার রিচার্ড গার্থের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আবেদন করিয়াছেন। বড় লাটের ইচ্ছা যেন সার রিচার্ড গার্থ কার্য্য হইতে অবসৃত হন।

গত কলিকাতা প্রদর্শনীতে যে ব্রহ্মদেশীয় একটী বৃহৎ রৌপ্য পাত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা রাঙ্গুনের বিশপ ডাক্তার ষ্ট্রান সাহেব ক্রয় করিয়া ক্যানটেরব্যরির সেণ্ট আগষ্টিন কালেজে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছেন। উক্ত পাত্র আগষ্টিন কালেজের একটী বহুমুল্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হইবে। উক্ত কালেজের ছাত্রগণের মধ্যে ডাক্তার ষ্ট্রান সাহেবই এই প্রথমে বিশপের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে ডাক্তার ক্রউথর এখন আফ্রিকার একজন সুযোগ্য মিশনরী বিশপ, তিনি চর্চ মিশনরী সোসাইটীর সংক্রান্ত ইস্লিংটন কালেজের ভূতপুর্ব্ব ছাত্র। কলিকাতার ভূতপুর্ব্ব যোগ্য মিশনরী ডাক্তার ডাইসন এখন ঐ বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক।

কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এম, এ, এখন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু দুর্গাদাস দত্তের অনুপস্থিতিকালে চন্দ্রমুখী কালেজ ক্লাসে পড়াইতে পারিবেন। অনেক সম্বাদ পত্র প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও চন্দ্রমুখীর বেতনের বিশেষ প্রভেদ উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

একখানি মার্কিন কাগজে একটী নূতন কালেজ স্থাপনের কথা লিখিত হইয়াছে। এ কালেজটী সম্পূর্ণ নূতন

ধরণের। বানরের জন্য বিলাতে একটি কালেজ সংস্থাপিত হইয়াছে। পাঁচ ছয়জন ক্রমবিকাশমতাবলম্বী পণ্ডিত বানরদিগকে তাহাদের অভাব ব্যক্ত করিতে অথবা কথা কহিতে শিখাইতে যত্ন করিবেন। বানরের সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতি ও তাহার প্রকৃতিগত গুণ না থাকিলে এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া বড় দুষ্কর। সে যাহা হউক, দেখা যাউক বানরদিগকে মানুষ করা যায় কি না। মানুষকে বানর করা যায়, ইহা আমরা অনেক দেখিয়াছি।

সম্প্রতি ইতালীদেশে বিসূচিকা রোগের বড় প্রাদুর্ভাব হয়। তাহাতে ইতালীর রাজা হমবর্ট যেরূপ পরিশ্রম ও উপকার করেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, যে রোমের পোপও এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। চার লক্ষ টাকা দিয়া তিনি একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যাদাম ব্লাভেটস্কির যে সকল গুপ্ত চিটি ধরা পড়িয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের বোধ হয় যে তাহার মতন চতুর ও ধূর্ত্ত স্ত্রীলোক আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় প্রবঞ্চনা তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য। তিনি যে কত ভদ্র শিক্ষিত লোককে আপনার ফাঁদে ফেলিয়াছেন তাহা বলা যায় না। জানিয়া শুনিয়া সত্যের অপলাপ করার ন্যায় আর অধিক শয়তানিক কার্য্য কি আছে? এ দেশীয় শিক্ষিত লোকেরা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ছাড়া আর যাহাই হউক না সব হজম করিয়া ফেলিতে পারেন। ধন্য কুসংস্কারের প্রকোপ!

কয়েক মাসের মধ্যে চর্চ মিশনরী সোসাইটি সংক্রান্ত চার জন আফ্রিকা দেশীয় আচার্য্যের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের নাম, রেভ টি, জনশন, রেভ ডি-স্ট্রেঞ্জর, রেভ, মানাইটি আরো এবং ওয় রেযু প্যারাইযার। চর্চ মিশনরী সোসাইটি সংক্রান্ত সিরালিয়নের বিশপ বিগত মার্চ মাসে ২ জনকে নির্দ্ধারিত এবং দুই জনকে পরিচারক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

এস, পি, জি, সোসাইটীর নূতন সেক্রেটরী রাইকার্ড সাহেব কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। সুযোগ্য ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটরী ব্রে সাহেব বোধ হয় এবৎসরে বিলাত প্রত্যাগমন করিবেন না।

লর্ড রিপন মহোদয় কিছু দিনের পর স্বদেশে গমন করিবেন। তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছিলেন তাহা সকলে কার্য্যে পরিণত হইলে সুখের সীমা থাকিত না। কিন্তু তাঁহার কার্য্য যে বৃথা হইবে তাহা কখনই সম্ভবে না। তিনি যে উন্নতির বীজ বপন করিয়া গেলেন, তাহাতে কালে অশেষ ফল উৎপন্ন হইবার আশা আছে।

আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরাল

লর্ড ডফরিণ এক জন প্রতিভাসম্পন্ন ও বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। সম্বাদপত্রে যাহা পড়া যায় তাহাতে বোধ হইতেছে, তিনি যেখানে গিয়াছেন সেই স্থানেই খ্যাতি ও আদর লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সুখ্যাতিবিশিষ্টা, তিনি কনষ্টানটিনোপলে অবস্থিতি কালে জাতি ও ধর্ম্মভেদ না করিয়া সকলের সাহায্য করিতেন। বিগত বৎসরে দরিদ্রদের সাহায্যার্থ তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা তুলেন। ইণ্ডিয়ান চর্চম্যান বলেন, যদি তিনি কলিকাতার দরিদ্রদের সাহায্যার্থ একটী সুবন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অসংখ্য লোকের কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইবেন।

বিগত ১৮ অক্টোবর শনিবারে রেভ, ভবানীচরণ চৌধুরির গৃহে একটী সম্মিলনী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে ন্যূনাধিক পঞ্চাশজন সভ্য উপস্থিত থাকিয়া সভার উৎসাহ বৃদ্ধি করেন। দেশীয় আচার্য্যগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। মির্জ্জাপুর ট্রিনিটী গির্জ্জার সংকীর্ত্তন দল মধুর স্বরে ঈশ্বরের স্তব করিলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। রেভ, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সংস্কার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাগণ স্থির করিলেন যে, খ্রীষ্টীয়ানদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যত সহজে ও অল্প ব্যয়ে হইতে পারে তাহার চেষ্টা সকলেই করিবেন।

আমরা কতকগুলি পুস্তিকা সমালোচনার্থে প্রাপ্ত হইয়া প্রেরয়িতার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এবারে সময় ও স্থান হইল না, কিন্তু ভরসা আছে ক্রমে২ ঐ সকল পুস্তিকার সমালোচনা বঙ্গবন্ধুতে বাহির হইবে। পুস্তিকাগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল; পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য, Man's Revolt and Restoration, Regeneration, Christian Testimony, Justification continued, Wesley's Sermon on Perfection. পরিত্রাণ এবং Christian Conversion। দুই খানি ছাড়া সব গুলি এস, পি, জেকবস সাহেব প্রণীত। পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য, Christian Testimony এবং পরিত্রাণ, ধর্ম্মতলা মেথডিষ্ট গির্জ্জার পালক রেভ, জে, পি, মিক কর্ত্তৃক রচিত।

ফাদার কুরচি নামক রোমের এক জন বিদ্বান ও স্বাধীনচেতা পুরোহিত অনেক দিন ধরিয়া পোপের অতিরিক্ত ক্ষমতা ও অন্যান্য আধুনিক মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন। রোমীয় মণ্ডলীতে তাঁহার অনেক শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইতিহাস বিরুদ্ধ ভ্রান্তির উপর খড়্গহস্ত থাকিবেন, কিন্তু বার্দ্ধক্য ও অন্যান্য কারণ বশতঃ তিনি না কি সম্পূর্ণরূপে পোপের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছেন। ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। ফাদার কুর্চি আর প্রকাশ্যে রোমীয় মতের প্রতিবাদ না করিলে করিতে পারেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি যে সকল যুক্তিপূর্ণ ও চিন্তা-প্রসূত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট।

প্রেরিত পত্র।

সম্পাদক মহাশয়,

গত বারের বঙ্গবন্ধুতে "শ্রীজিজ্ঞাসু" যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা বড় গুরুতর। এরূপ আন্দোলনে বিশেষ ফললাভ হইতে পারে মনে করিয়া সংক্ষেপে উত্তর লিখিয়া পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন।

১। ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর সহিত অন্যান্য মণ্ডলীর বিশেষ পার্থক্য এই, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী শাস্ত্র ও ঐতিহাসিক নিয়ম অনুসারে চালিত হইয়া থাকে। ইহাতে ঐতিহাসিক প্রথা অনুসারে বিশপ, পুরোহিত, ও ডিকন এই তিন পদ অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। অন্যান্য মণ্ডলীতে তাহা নাই। সুতরাং সে গুলিকে শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে চালিত ও প্রকৃত মণ্ডলী বলা যায় না। "যেখানে বিশপ নাই, সেখানে মণ্ডলীই নাই।" সুতরাং এ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মণ্ডলী সংক্রান্ত সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

২। যাহাদের সহিত আমাদের মণ্ডলী সংক্রান্ত বিষয়ে একতা নাই, আমাদের মতে যাহারা মণ্ডলীসংক্রান্ত নিয়মাদি আদৌ বুঝে না, তাঁহারা কিরূপে আমাদের মণ্ডলী সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার করিতে পারেন? কেই বা তাঁহাদিগকে সে অধিকার দিতে পারে?

৩। দেশীয় হউন, বা বিদেশীয়ই হউন, একজন পুরোহিতের বিচার করিতে আর একজন পুরোহিতের অধিকার নাই। কারণ উভয়েরই পদমর্য্যাদা সমান। সে ক্ষমতা বিশপের হস্তে ন্যস্ত। যখন পুরোহিত নিজে তাহা পারেন না, তখন অন্য কোন লোকের, বিশেষতঃ ভিন্ন সম্প্রদায়ের কাহারও সে অধিকার থাকিতেই পারে না। একে তো এরূপ অধিকার দেওয়া অন্যায়। তাহাতে আবার বিশপের সম্মতি না লইয়া তাহা করা কতদূর অন্যায় সহজেই বুঝা যাইতেছে।

৪। পুরোহিতের কথা দূরে থাকুক, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর অপর কোন কর্ম্মচারীই সেরূপ লোকের দ্বারা বিচারিত হইতে বাধ্য নহেন।

শাস্ত্র বলে, "তোমাদের মধ্যে বিবাদ হইলে, পর জাতীয়দের নিকট গমন করিও না, আপনারাই তাহা নিষ্পত্তি কর।" যদিও বাপ্তিষ্ট ও ফ্রিচার্চ সম্প্রদায়কে আমরা পরজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করিতেছি না, তবুও মণ্ডলী সংক্রান্ত কোন বিষয়ের মীমাংসায় তাহাদিগকে পরজাতীয়দের ন্যায় গণ্য করিতে পারি। কারণ পুরোহিত কাহাকে বলে, তাহা যাঁহারা প্রকৃতরূপে অবগত নহেন, থাকিলেও সে পদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাহাদিগকে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা ভিন্নজাতীয়দের ন্যায় অপরিচিত বলিতে হইবে। তখন তাহাদিগের নিকট বিচারিত হইবার আবেদন সম্পূর্ণ অসঙ্গত সন্দেহ নাই। আর ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর পুরোহিত বাস্তবিক স্বীয় পদমর্য্যাদা জানিলে তাহা করিতে দিতে পারেন।

ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর একজন সভ্য।

৩য় খণ্ড, ৩ সংখ্যা। ডিসেম্বর, ১৮৮৪।

বঙ্গবন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

"যদ্যত্ সত্যম্ আদরণীয়ং ন্যায্যং সাধু প্রিয়ং সুখ্যাতম্ অন্যেন যেন কেন চিত্ প্রকারেণ বা গুণযুক্তং প্রশংসনীয়ং বা ভবতি তস্মৈব মনাংসি নিদধ্বং।" (ফিলি, ৪ ; ৮।)

কলিকাতা ;

ইমদাদ আলির লেন, ৮ নং, হইতে প্রকাশিত।

১৮৮৪।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা গত ও বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বঙ্গবন্ধুর মূল্য এখনও পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যেন তাঁহারা আপনা দের দেয় সত্বর পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন। পাঠক দিগকে বলা বাহুল্য মাত্র যে মূল্য প্রেরণে অতিশয় বিলম্ব হইলে আমা দের বড় অসুবিধা হয়।

শ্রী র, দত্ত।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিঠি পত্র সম্পাদক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। ডাক মাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য পত্রপ্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একাধিক বার বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

যাঁহারা বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রবন্ধ ও প্রেরিত পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে তাহা পাঠাইতে হইবে। নতুবা সে সকল প্রকাশ করা বড় দুষ্কর হইয়া পড়ে।

শ্রী আর দত্ত।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমহেন্দ্রলাল শীল	১৷৷০
শ্রী শ্রীধর পাল	১৷৷০
রেভ সার্থক বিশ্বাস	১৷৷০

ভবানীপুর; সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রী ব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক সম্পাদকের জন্য মুদ্রিত।
১০ নং রামমোহন দত্তের রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ১৮৮৪।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা গত ও বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বঙ্গবন্ধুর মুল্য এখনও পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যেন তাঁহারা আপনাদের দেয় সত্বর পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন। পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য মাত্র যে মুল্য প্রেরণে অতিশয় বিলম্ব হইলে আমাদের বড় অসুবিধা হয়।

শ্রী র, দত্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিঠি পত্র সম্পাদক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। ডাক মাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য পত্রপ্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একাধিক বার বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

যাঁহারা বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রবন্ধ ও প্রেরিত পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে তাহা পাঠাইতে হইবে। নতুবা সে সকল প্রকাশ করা বড় দুষ্কর হইয়া পড়ে।

শ্রী আর দত্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মুল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমহেন্দ্রলাল শীল	...	...	...	...	...	১৷৷০
শ্রী শ্রীধর পাল	...	...	...	...	...	১৷৷০
রেভ সার্থক বিশ্বাস	...	...	...	...	...	১৷৷০

ভবানীপুর; সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রী ব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক সম্পাদকের জন্য মুদ্রিত।
১০ নং রামমোহন দত্তের রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ১৮৮৪।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৩য় খণ্ড।] ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৪। [৩ সংখ্যা।

মিসন কার্য্য।

গত মাসের ১১ই তারিখে অপরাহ্ন ৬টার সময় ক্যাথিড্রেল্ মিসন ভুক্ত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ একত্র হইয়া এক সভা করেন। আপনাদের নিজের একটী উপাসনালয় হয়, এই তাঁহাদের ইচ্ছা। এই বিষয়ে কি করা যাইতে পারে, তাহা আলোচনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য। রেভরেণ্ড বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে উপস্থিত ভ্রাতৃগণ আপন২ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উক্ত উদ্দেশ্যে মাসের আয় দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। প্রত্যেকে এই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা স্বাক্ষর করিলে পর দেখাগেল যে, সেই সভাতেই ১,৪৬৭৷৷০ টাকার প্রতিজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া বঙ্গমণ্ডলীর হিতাকাঙ্ক্ষীরা আনন্দিত এবং উৎসাহান্বিত হইবেন, এই ভাবিয়া আমরা বঙ্গবন্ধুতে ইহা প্রকাশ করিলাম।

সভাতে পঠিত প্রবন্ধ।

সভাপতি মহাশয় এবং উপস্থিত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!

আজ আমাদের একটী আনন্দের দিন। এই গৃহে এখন যত ভ্রাতা ও ভগিনী উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁরা সকলেই উপাসনার্থে গীর্জাতে উপস্থিত হইয়া থাকেন, অতএব এত গুলি ভ্রাতা ও ভগিনীকে একস্থানে উপস্থিত দেখিলে স্বতঃ আমাদের মনে যে আনন্দের উদয় হয় সে আনন্দের কথা বলিতেছি না। অথবা এখানে উপাসনা করিতে সকলে উপস্থিত হইলে মনে যে আনন্দের উদয় হয় সে আনন্দের কথাও বলিতেছি না। এই মিসনভুক্ত লোকে আজ যে একটী

অতি মহৎ বাঞ্ছনীয় এবং হিতকর কার্য্য সম্বন্ধে আপনাদের উদ্যোগ দেখাইতে একত্র হইয়াছেন, ইহাই আজ আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয়।

আজ এই মিসন সম্বন্ধে একটী নূতন যুগের উদয় বলা যাইতে পারে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই মিসনের সূত্রপাত হয়, তখন আমাদের মাননীয় পুরোহিত মহাশয় কেবল ৫। ৭ লোক লইয়া ক্যাথিড্রেলে প্রথম বাঙ্গালা গীর্জ্জা করিতে আরম্ভ করেন। এই ২৫ বৎসরের মধ্যে তাঁহার এবং তৎসহকারীদিগের যত্ন ও পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ে ক্রমেই এই মিশনের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এখন ইহার লোক সংখ্যা বালক বালিকা লইয়া সর্ব্বসমেত ২৯২। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মিসনের উপর ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি এবং আশীর্ব্বাদ আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে লোকদের সংখ্যার পরিমাণ অনুসারে এই মিসনে কৃতবিদ্য লোকের সংখ্যা অতি কম ছিল। এখন আর সে দিন নাই। এখন লোকের সংখ্যার সঙ্গে২ ঈশ্বরানুগ্রহে কৃতবিদ্য এবং সচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের প্রতিবেশীরা এই মিসনকে হেয়জ্ঞান করিত। তাঁহাদের কেহ২ ইহাকে "সামান্য লোকের মিসন" বলিয়া আমাদের মনকষ্ট জন্মাইত। এখন আর তাহা করিতে পারে না। এখন আর সে দিন নাই। এখন আমাদের জ্ঞানবল, লোকবল, ধনবল এবং তৎসঙ্গে সামাজিক বলও অনেক অংশে বাড়িয়াছে। এতদিন কেবল সামাজিক বলের অভাবেই এই মিসনভুক্ত লোকদের মঙ্গলজনক চিরস্থায়ী কোন বিষয়ের উদ্যোগ করিতে কেহ সাহস করিতে পারে নাই। কিন্তু এই মিসনের সূত্রপাত এবং বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিলে সকলেই দেখিতে পাইবে যে, এখন সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে আমরা আপনাদের হিতজনক, আমাদের দেশের হিতজনক, খ্রীষ্টের গৌরববর্দ্ধক কোন না কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারি, এমন আশা করা যায়।

যে খানে খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, সেই খানেই এই রূপ ঘটিয়াছে। প্রথমে ২।১ জন লোক লইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে নানা প্রকার বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও তাহা ক্রমে বিস্তৃত হয়, তাহার বল ও শক্তি বাড়ে, তাহাতে শত্রুরাও ক্রমে মিত্র হইয়া উঠে। ভাবিয়া দেখিলে এই মিসনের প্রতিও তদ্রূপ ঘটিয়াছে তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। প্রথমে ইহা একটী সর্ষপ বীজের সদৃশ ছিল, এখন ইহা একটী বৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আমাদের উদ্যোগের সময়, এখন সকলে মিলিয়া উদ্যোগ করিলে যে আমরা আপনাদের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি জনক কোন না কোন কার্য্য সাধন করিতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তবে কথা এই, এ বিষয়ে একতা চাই। একতা থাকিলে এক জনের পক্ষে যাহা অসাধ্য, পাঁচ জনে অবলীলাক্রমে তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারে। একতাই সমা-

জের মূল, একতার উপরেই সমাজের বল, শক্তি, উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। আমাদের মধ্যে একতা থাকিলে বাহিরের কেহ আমাদের প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করে না; আমাদের মধ্যে কাহারও দৈন্যদশা উপস্থিত হইলে সহজেই নিবারণ করিতে পারা যায়। একতা থাকিলে আমাদের সমাজভুক্ত পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা সকলে যাহাতে জ্ঞানী, সুখী, সভ্য এবং ধার্ম্মিক হয়, সহজেই আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি। কেবল একতার গুণেই ইংরাজ জাতি এত বলবান, জ্ঞানবান, ধনবান এবং সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছেন। একতা বশতঃই ২০০। ৫০০ সৈনিক পুরুষে সহস্র২ লোককে পরাস্ত করিয়া দমনে রাখিতে পারে। একতা থাকাতেই ইংরাজ বণিকেরা প্রভূত ব্যয়সাধ্য ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া ধনী মানী হইতেছে। আমাদের প্রতিবেশী ডিসেন্টার ভ্রাতারা আপনাদের জন্য একটী সুন্দর উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার কারণও একতা। একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া সকলে উদ্যোগ না করিলে তাহারা কখনই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন না। যতই কেন বাধা থাকুক না, একতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া আমরা উদ্যোগ করিলে, আমরাও যে একটী ঈশ্বরের ঘর নির্ম্মাণ করিতে পারিব, এমন আশা করা যায়। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, যাহারা আপনার সাহায্য করে, ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য করেন। অতএব আমরা আপনাদের জন্য একটী উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উদ্যোগ করিলে ঈশ্বর যে আমাদের সাহায্য করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। এ ঈশ্বরের কায, অতএব যাঁহারা ঈশ্বরের পক্ষ, যাহারা ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এই কার্য্যে আমাদের উদ্যোগ দেখিলে যে হৃষ্টচিত্তে আমাদের সাহায্য করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, আজ আমাদের মিসন সম্বন্ধে একটী নূতন যুগের উদয় বলা যায়। ভাবিয়া দেখিলে সকলেই এই কথার সত্যতা দেখিতে পাইবে। কেননা এ পর্য্যন্ত এই মিসনে যে মহৎ এবং মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই, আজ আমরা তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই কার্য্যে —এই গুরুতর কার্য্যে সকলের সহানুভূতি, সকলের যত্ন এবং সকলের প্রার্থনা চাই। তাই হে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! আজ, এই মণ্ডলীর উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির ভার যাঁহারা লইয়াছেন, সেই চর্চ্চ কমিটী তোমাদিগকে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

আমরা এতকাল ক্যাথিড্রেলে উপাসনা করিয়া আসিতেছি। এই কারণ ক্যাথিড্রেলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আমরা চিরবাধ্য থাকিব। তাঁহারা নানা বিধানে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন অতএব তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। কিন্তু ক্যাথিড্রেল আমাদের নয়, কাযেই সেখানে আমাদের অনেক অসু-

বিধা হয়। সেখানে যে আমাদের অনেক অসুবিধা হয়, এ বিষয়ে বাহুল্য রূপে বলা অনাবশ্যক। কেননা ইহা সকলেই অবগত আছেন।

যে সময়ে আমাদের স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা সুবিধা মত উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতে পারে, এমন সময়ে ক্যাথিড্রেল খালি থাকে না; কাযেই গীর্জ্জাতে বিশেষতঃ বৈকালে এত কম লোক উপস্থিত হয়। কোন বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে যখন অধিক সংখ্যক লোক প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিতে উপস্থিত হয়, তখন সময় অভাবে এক দিকে আমাদিগকে তাড়াতাড়ি করিতে হয়, অন্য দিকে ইংরাজী গীর্জ্জার ঘন্টা পড়িতে থাকে এবং ইংরাজেরা হুটপাট করিয়া প্রবেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে নানা প্রকার শব্দ হইতে থাকে এবং আমাদের এই সর্ব্ব প্রধান উপাসনার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। এইটী যে মনকষ্ট দায়ক তাহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন এবং মুখেও অনেক সময়ে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রভুর জন্ম এবং পুনরুত্থান দিনে প্রায়ই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আবার ক্যাথিড্রেল এখান হইতে অনেক দূর হওয়াতে স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকারা সর্ব্বদা নিয়ম মতে গীর্জ্জায় উপস্থিত হইতে পারে না। প্রাতে যদিচ কখনং আসে বটে, কিন্তু বৈকালে একেবারে আসিতে পারে না। এই কারণেই আমাদের মাননীয়া মিস হের বৈকালে তাঁহার স্কুলের বালিকাদিগকে গীর্জ্জায় লইয়া যাওয়া দুষ্কর মনে করিয়া রবিবার সায়াহ্নে স্কুলগৃহে এক পৃথক উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন:

এই খানে এত খ্রীষ্টীয়ান আছে, কিন্তু একটী উপাসনালয়ের অভাবে আমাদের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রাতঃ এবং সায়ং প্রার্থনা হয় না। ক্যাথিড্রেলে করাও যা, না করাও তা। বুধবার প্রাতে সেখানে উপাসনা হয়, কিন্তু দূরতা বশতঃ কেহই সেখানে উপস্থিত হয় না।

আমাদের আদরের ধন প্রার্থনা পুস্তকের পদ্ধতিমতে আমরা সময়ের অসুবিধা বশতঃ সাধুদের দিন এবং অন্যান্য পর্ব্বদিন পালন করিতে পারি না। আগমন এবং উপবাসের সময় আমরা গীর্জ্জাঘরে বসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা, খ্রীষ্টের বিষয় ধ্যান করিতে পারি না; পুণ্য শুক্রবারের অমন উপাসনা আমরা গীর্জ্জাঘরে করিতে পাই নাই; সেই দিনের উপাসনা যে সকলে ভাল বাসে তাহার প্রমাণ এই যে, সেই ভয়ানক গ্রীষ্মের দিনে দুই প্রহরের সময় এই খোলার ঘর অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও ১২—৩টা পর্য্যন্ত এই ঘর-ঠাসা লোক নিঃশব্দে ধ্যান ও উপাসনা করিতে থাকে। যদি উপাসনায় আমাদের উপকার হওয়া সম্ভব, তবে সেই দিনের উপাসনা যেমন ফলপ্রদ এমন আর কিছুই নয়। ঈশ্বরের গৃহে বসিয়া এই উপাসনা করিতে পারিলে যে আমাদের আরও উপকার হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এই সকল অসুবিধা ছাড়া, নিজের গীর্জ্জাঘর না থাকাতে আমাদের উন্নতির একটী প্রধান মূলে কুঠারাঘাত লাগান

হইতেছে। আমরা পরের ঘরে উপাসনা করিয়া আসি, তাহাতে যতটুকু কাল সেখানে থাকি তত টুকুকাল তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ, কাযেই তাহার প্রতি আমাদের যত্ন ও মমতা জন্মে না। আবার নিজের নয় বলিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধির বিষয়ে আমাদের কোন ভাবনা নাই, কাযেই কোন একটী সাধারণ বিষয়ে আমাদের সকলের মনাকর্ষণ হয় না বলিয়া আমাদের মধ্যে বাঞ্ছানুরূপ সহানুভূতি, একতা এবং প্রেমও জন্মিতেছে না। আমাদের নিজের ঘর হইলে, সেটী আমাদের সকলের আদরের বিষয় হইবে, আমরা সকলেই তাহার শ্রীবৃদ্ধির বিষয়ে মনোযোগ করিব, তাহাতে এখন আমরা যেমন তফাৎ২ থাকি, তখন সে ভাব দূর হইয়া ক্রমে আমাদের সামাজিক এবং অধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি হইবে। আমরা স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিব যে হাঁ আমরা এক পরিবার ভুক্ত, আমরা এক খ্রীষ্টের অঙ্গ, আমরা এক সমাজের লোক। এ পর্য্যন্ত একতা এবং পরস্পর সহানুভূতির অভাবে আমাদের সামাজিক অস্তিত্ব নাই বলিলে হয়। কিন্তু এখন হইতে একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া এই কার্য্যে উদ্যোগ করিলে আমাদের সামাজিক অস্তিত্ব জন্মিবে; আমরা তখন পরস্পরের সুখে সুখী এবং পরস্পরের দুঃখে দুঃখিত হইব।

যে কারণ গুলি নির্দ্দেশ করিলাম সেই সকল কারণে আমাদের নিজের একটী উপাসনালয় হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। এবিষয়ে আমাদের মধ্যে কাহার যে দ্বিমত আছে, আমি তাহা অবগত নহি। যতদূর আমি জানি, এবিষয়ে সকলেরই একমত।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কিরূপ উপাসনালয় হওয়া আবশ্যক? এপ্রশ্নের উত্তরে আমি বলি এবং আমার মতে প্রায় সকলেরই মত আছে যে করিতে হইলে এমন ঘর হওয়া উচিত যদ্দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান অভাবগুলি দূর হয়, অল্পদিনের মধ্যে আবার যেন এই জন্যে লোকদিগকে বিরক্ত করিতে না হয়, অতএব পাকাঘর হওয়া উচিত। উপাসনালয় নিজ বাসস্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, এ প্রকার ইচ্ছা মনুষ্য মনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। হিন্দু মুসলমানেরাও এই কারণে আপনাদের উপাসনালয় উৎকৃষ্ট করিতে ত্রুটি করে না। তাহাতে আবার আমরা এতকাল বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনালয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া আসিতেছি। সেই উৎকৃষ্ট ঘর, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার ভক্তি উদ্দীপক ভাব সকল আমাদের হৃদয়ের স্তরে২ গাঁথিয়া গিয়াছে; এখন যেমন তেমন একখানি কাঁচাঘরে উপাসনা করিতে গেলে আমাদের মনে কখনই তদ্রূপ ভক্তির উদয় হইবে না। ভক্তিশূন্য উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নয়, অতএব কাঁচা ঘরে আমাদের অভাব দূর হইবে না।*

আমাদের লোক সংখ্যা এখন সর্ব্ব সমেত ২৯২। ঈশ্বরানুগ্রহে যে এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়িবে তাহার সন্দেহ

* পাকাঘরের আবশ্যকতা অন্য কোন কারণ দর্শাইয়া প্রতিপন্ন করিলে, বোধ হয়, ভাল হইত। বং সং।

নাই। এমন স্থলে অন্ততঃ চারি শত লোক বসিতে পারে, এমন পরিমাণের ঘর হওয়া আবশ্যক। এত বড় একখানি কাঁচা ঘরকে মজবুৎ করা সহজ ব্যাপার নয়, তাহাতে আবার আগুন ঝড়ের ভয় আছে। কাঁচা ঘর করিলে প্রায় বৎসরে বৎসরে তাহার মেরামত করিতে হইবে। অধিকন্তু কাঁচাঘর প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

যাহারা ঈশ্বরের ঘরকে আমাদের ন্যায় মনে করে না, সেই ডিসেন্টার ভ্রাতাদের একটী সুন্দর পাকা উপাসনালয় আছে। যাহারা এতদিন ক্যাথিড্রেলে উপাসনা করিয়া আসিতেছে তাহাদের পক্ষে সেই ঘরের পার্শ্বে একখানি কাঁচাঘরে বসিয়া উপাসনা বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িবে। কেননা ইহাতে আমাদের প্রতিবেশীরা মনে করিবে, বাঙ্গালী বলিয়া ঘৃণা করিয়া সাহেবেরা ক্যাথিড্রেল হইতে আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

এই সকল কারণে যে আমাদের একটী পাকা গীর্জ্জা হওয়া উচিত,তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। এখন কথা এই, ৪০০ শত লোক বসিতে পারে এমন একটী গীর্জ্জাঘর নির্ম্মাণ করিতে ২০,০০০ হাজার টাকা আবশ্যক। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? আমরা অতি দরিদ্র, এত টাকা কোথা পাব? তাহা সত্য। কিন্তু এ প্রকার কার্য্যে, এই সর্ব্বসাধারণ হিতজনক কার্য্যে, এই খ্রীষ্টের গৌরব বর্দ্ধক কার্য্যে,আমাদের সকলের উদ্যোগ দেখিলে, ঈশ্বর যে এই টাকা যোগাইয়া দিবেন না, এ কথা আমি স্বীকার করি না। এ প্রকার কার্য্যে খ্রীষ্টভক্ত লোকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। যত স্থানে গীর্জ্জা নির্ম্মাণ এবং স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তথায় এইরূপ সাহায্য দ্বারা কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এ কার্য্যে অন্যের সাহায্য যাচ্ঞা করিতে আমাদের লজ্জাবোধও হবে না, কেন না এ ঈশ্বরের কাজ। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথমে আমাদের উদ্যোগ দেখান চাই। প্রথমে আমাদিগকে মুক্তহস্ত হইতে হইবে নতুবা অন্যের নিকট কোন্ মুখে সাহায্য চাহিব, অন্যেই বা দিবে কেন?

সভার প্রারম্ভে যে পাঠ পড়া গিয়াছে, (যাত্রা ৩৫, ৪-৩০,) অনুরোধ করি এখন একবার সেই পাঠে বর্ণিত বিবরণটী স্মরণ কর। ঈশ্বরের আবাস নির্ম্মাণের জন্য ইস্রায়েল লোকেরা কেমন মুক্ত হস্তে দান করিয়াছিল। যাহাতে সেই আবাস নির্ম্মিত হয়, সেই বিষয়ে তাহারা কেমন যত্ন, পরিশ্রম এবং মুক্তহস্তে দান করিয়াছিল। হে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! আমরা সকল টাকা দিতে পারি, এমন শক্তি নাই, কিন্তু সাধ্যমত আমরা দিলে ঐ টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু না দিলে পাবার আশা করাও অন্যায়। অতএব আইস আমরা আপন২ সাধ্যমত দান করিয়া যাহাতে আমাদের একটী গীর্জ্জা হয় তাহার চেষ্টা করি। তাহাতে ঈশ্বরকৃপায় আমরা নিশ্চই কৃতকার্য্য হইব।

পরকাল।

(৩১ পৃষ্ঠার পর।)

যু। তোমার এই কথা সত্য হইলে, বিজ্ঞান মিথ্যা হয়। বিজ্ঞানবিৎ লোকে কখনই ইহা গ্রাহ্য করিবে না।

শি। ইহার দ্বারা বিজ্ঞান মিথ্যা হয়? কখন না। বৈজ্ঞানিক প্রথায় তর্ক কর, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। কিন্তু যাহারা কোন শিরা বা ধমনীর পরিচালনেই, অত্যাশ্চর্য্য মানসিক ক্রিয়ার উৎপত্তি দেখে, তাহাদের ন্যায় যদি কল্পনার স্মরণ লও, তাহা হইলে বিজ্ঞানের অবমাননা করিবে। বিজ্ঞানের শিক্ষা ভ্রষ্ট করিবে। যাহা হউক আত্মা শরীরের ন্যায় ভৌতিক পদার্থ নয়, ইহা স্বীকার করিতে কি এখন তোমার আপত্তি আছে?

যু। আর অধিক বল বিশিষ্ট যুক্তি না দর্শাইলে, মনকে ইহা স্বীকার করিতে সম্মত করিতে পারিতেছি না।

শি। মনে কর যেন শরীরের ন্যায় আত্মাও ভৌতিক। পরমাণুই কারণ। তাহার যে পরমাণুকে আত্মা বলিবে, তাহা কত বড়?

যু। তাহা আমি বলিতে পারি না।

শি। ড্যাল্‌টন বিজ্ঞানবলে ইহার যে আকার সাব্যস্ত করিয়াছে, তদপেক্ষা কি আত্মার পরমাণু বৃহৎ?

যু। তাহাও আমি জানি না।

শি। এই আত্মারূপী পরমাণু কোথায় স্থাপিত?

যু। জানি না।

শি। মস্তিষ্কে না অন্তঃকরণের মধ্যে ইহা স্থাপিত? মস্তিষ্ক কিম্বা অন্তঃকরণের কোন অনিষ্ট ঘটিলে, মনের অস্তিত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই নিমিত্ত এই দুয়েতেই আত্মারূপী পরমাণু স্থাপিত, এমন বোধ হইতে পারে। তজ্জনাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, মস্তিষ্ক না অন্তঃকরণের মধ্যে ইহা স্থাপিত?

যু। এই দুয়েতেই ইহা স্থাপিত, এমন বোধ হয়।

শি। তবে ইহা এক বৃহৎ পরমাণু খণ্ড?

যু। অবশ্য; ইহা মনুষ্যের সমুদয় শরীর।

শি। ক্ষমা কর। ইহা কখন হইতে পারে না। আমি আমার শরীরের অনেক অংশ (হাত, পা) হারাইতে পারি। তথাচ এখন আমি যে ব্যক্তি, তখনও আমি সেই ব্যক্তি থাকিব। আমার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। সমুদয় শরীর যদি আত্মারূপী পরমাণু হইত, তাহা হইলে এক হস্তের লোপে আত্মারও অনেক লোপ এবং পরিবর্ত্তন হইত। কিন্তু তাহা হইতে দেখা যায় না।

যু। আমার ভ্রম হইয়াছে। সমস্ত শরীর নয়; কিন্তু জীবনাধার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিই পরমাণুরূপী আত্মা।

শি। "জীবনাধার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিই পরমাণুরূপী আত্মা" অর্থাৎ যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জীবন থাকে, সেই গুলিতেই জীবনের অস্তিত্ব আছে; না; এ বড় মন্দ কথা নয়। যাহা হউক! বল দেখি, আমাদের কোন্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি জীবনের আধার? জীবনের

অস্তিত্বের জন্য কি সমস্ত অন্তঃকরণের প্রয়োজন? অন্তঃকরণ যদি জীবনাধার হয়, তবে তাহা হইবে বৈ কি।

যু। হাঁ, জীবনের অস্তিত্বের জন্য, একভাবে, সমস্ত অন্তঃকরণের আবশ্যক আছে বৈ কি। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুগণের মধ্যে আমি কখন এমন জন্তু দেখি নাই, যাহার অন্তঃকরণের কোন অংশ বিনষ্ট হইলেও তাহাতে জীবন থাকে। কিন্তু আবার ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, অন্তঃকরণের কোন অংশ বিনষ্ট হইলেও ইচ্ছা এবং বিচার শক্তির কিছুই হয় না। পূর্ব্বের ন্যায় সহজেই থাকে।

শি। তোমার কথার তাৎপর্য্য কি এই যে, জীবনের অস্তিত্বের জন্য অন্তঃকরণের কোন বিশেষ অংশের অধিকতর আবশ্যক আছে?

যু। তা না ত কি?

শি। ইতি পূর্ব্বে যেমন প্রমাণিত হইয়াছে যে, শরীরের কোন২ অংশ না থাকিলেও আত্মা থাকে, জীবন থাকে, জীবিত আছি ইত্যাকার জ্ঞানও থাকে। তদ্রূপ এখন তোমার এই কথা দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে, অন্তঃকরণেরও কোন২ অংশ নিতান্ত প্রয়োজনীয় নয়। অর্থাৎ অন্তঃকরণের কোন২ অংশ নিষ্কর্ম্মা থাকিলেও মনুষ্য জীবিত থাকিয়া চিন্তাদি মানসিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে পারে। এমন হইলে ঐ নিষ্কর্ম্মা অংশ স্থানান্তরিত করিতে পারিলেও মনুষ্যের অস্তিত্ব থাকিবে?

যু। তাহাই যদি স্বীকার করিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি?

শি। এমন কি কখন অনুমান করা যায় যে, অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ আছে, ইহার কোন অংশের কিছু অনিষ্ট হয় নাই। অথচ জীবিত আছি ইত্যাকার সংজ্ঞা নাই?

যু। এ বিষয়ে অনুমান করিবার তো কোন প্রয়োজন নাই। কেন না এ যে প্রকৃত ঘটনা। মৃত্যু উপস্থিত, অথচ অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, এমন দেখা গিয়াছে।

শি। তবে অন্তঃকরণই যে জীবনাধার এমন প্রমাণিত হইতেছে না। যদি অন্তঃকরণ নয়, তবে আর কোন অংশ? ভাল, মস্তিষ্কের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কেমন, মস্তিষ্ককে জীবনাধার বলিব?

যু। আমার বোধ হয় তাহাই। কেন না মস্তিষ্কের অনিষ্ট হইলে জীবিত আছি, ইত্যাকার জ্ঞান আর থাকে কৈ?

শি। মস্তিষ্কের কোন অংশের অনিষ্ট হইলেই কি এই জ্ঞান লোপ পায়?

যু। না; কিন্তু কোন বিশেষ অংশের অনিষ্ট হইলেই এই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শি। তবে তোমার মতে সেই অংশই আত্মা।

যু। না। তাহাও স্বীকার করিতে পারি না; কেননা, মৃত্যু উপস্থিত, তথাচ মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, এমন দেখা যায়।

শি। যদি কেবল অন্তঃকরণ কিম্বা কেবল মস্তিষ্ক জীবনাধার না হইল; তবে বোধ হয় বলিবে যে, অন্তঃকরণ এবং মস্তিষ্ক উভয়ই জীবনাধার। ইতিপূর্ব্বে

প্রমাণিত হইয়াছে এবং তুমিও স্বীকার করিয়াছ যে "আমি" শব্দবাচ্য পদার্থ (আত্মা) অমিশ্রিত, একক, অবিভাজ্য। কিন্তু এখন যাহা বলিতেছ, তাহা স্বীকার করিলে, ইহা হইতে এই আসিবে, যে অবিভাজ্য আত্মা দুই বিভাজ্য পদার্থ (অন্তঃকরণ ও মস্তিষ্ক) দ্বারা গঠিত; এবং আত্মার এই দুই অংশ (অন্তঃকরণ ও মস্তিষ্ক) পরস্পর এত পৃথক যে এক অংশ কলিকাতায় ও আর এক অংশ মান্দ্রাজে আছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য হইলে এই সম্পূর্ণ পৃথক দুই অংশের মধ্যে কোন না কোন বিরুদ্ধ ভাব দেখা যাইত।

যু। তাহা মানি। কিন্তু যত দিন জীবন থাকে তত দিন এই দুই অংশ পরস্পর পরস্পরের উপর এমন ভাবে আপন২ শক্তি চালনা করে যে, তদ্দ্বারা কোন প্রকার বিরুদ্ধভাব থাকিতে পারে না।

শি। কে উহাদিগকে এইরূপ কার্য্য করায়? কেননা ইহা নিশ্চয় যে এই প্রকার কার্য্য এক হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্য অংশের প্রতি বর্ত্তে।

যু। না, তাহা নয়। ইহারা এক কালেই আপন২ কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। তুমি বোধ হয় এমন মনে করিতেছ যে, প্রথমে হয় অন্তঃকরণ নয় মস্তিষ্ক হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইয়া অন্য অংশের উপর বর্ত্তে, পরে সেই অন্য অংশ আপন কার্য্য করিতে আরম্ভ করে।

শি। তবে তোমার মতে বোধ হয় "আমি জানিতেছি যে আমি জীবিত আছি" ইত্যাকার জ্ঞান কেবল এই দুইয়ের (অন্তঃকরণ ও মস্তিষ্ক) কার্য্য বিশেষ। ভাল, অন্তঃকরণ ও মস্তিষ্কের কার্য্য শব্দে তুমি কি বুঝিয়া থাক?

যু। এমন কোন আবশ্যক কার্য্য যাহা দুয়েতেই আছে।

শি। এই কথাতে আর একটী বিষয় উপস্থিত হইতেছে; অর্থাৎ জীবন। এবং জীবন এক কালে কার্য্য এবং কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহা যদি হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবন এমন এক কারণের ফল, যাহার ফল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। যাহা হউক মনে কর যেন তুমি শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অস্থি শিরা ধমনী প্রভৃতিকে অতি সূক্ষ্মরূপে বিভক্ত করিয়াছ। পরে এ অংশ নয়, ও অংশ নয়, এস্থানের পরমাণু নয়, ও স্থানের পরমাণু নয়, এই রূপ একে২ করিয়া সমস্ত বর্জ্জন করিয়া অবশেষে কোন এক স্থানের বিশেষ একটী পরমাণুকে জীবনাধার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ। এখন বল দেখি, কোন্ হিসাবে বলিবে যে ঐ অদৃশ্য জীবনাধার পরমাণু "আমি জানিতেছি যে আমি জীবিত আছি" ইত্যাকার জ্ঞান হারায়? তুমি যখন ঐ পরমাণু দেখিতে পাও না, তখন তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে যে আত্মা তাহার বিনাশ হয় কি না (বরং বিনাশ না হওয়াই সম্ভব) তুমি কিরূপে জানিবে? এতৎসম্বন্ধে ইহাই বলা বরং যুক্তিসঙ্গত যে ঐ পরমাণু আত্মার প্রভাবে সমুদয় আত্মিক কার্য্যই সম্পন্ন করিবে। তবে কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে শরীর সম্বন্ধে আমরা কার্য্য দেখিতে পাই। শরীরের

অবিদ্যমানে উহার কার্য্য দেখিতে পাই না।

যু। তাহা হইতে পারে।

শি। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে এবং তুমিও স্বীকার করিয়াছ যে, শরীরের অনেক অংশ নষ্ট হইলেও আত্মার ("আমি" ইত্যাকার বোধের) কিছুই অনিষ্ট হয় না। ভাল, ইহা হইতে এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে বাধা কি যে সমুদয় শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার ('আমি" ইত্যাকার বোধের) কোন অনিষ্টই হয় না? প্রাকৃতিক কার্য্যবিষয়ক অভিজ্ঞতাও এই সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষতা করিতেছে। বল দেখি দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে তোমার বোধ কি? চক্ষু, যদ্দ্বারা তুমি দর্শন কর, তাহাই কি দর্শনেন্দ্রিয়?

যু। না, চক্ষু কেবল মাত্র এক স্বচ্ছ তরল পদার্থ, এমন ভাবে স্থাপিত যে তদ্দ্বারা সূর্য্য প্রভৃতি দীপ্তির কিরণ পরিচালিত হয়।

শি। অর্থাৎ ইহা এক যন্ত্র মাত্র, যাহার সাহায্যে তুমি দর্শন করিয়া থাক। তদ্রূপ তোমার জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, প্রভৃতি এক একটী যন্ত্র মাত্র, যাহাদিগের সাহায্যে তুমি আস্বাদন, স্পর্শ, গ্রহণ, গমনাদি করিয়া থাক। তোমার একটী পা কিম্বা হাত কাটা গেলে শিল্প নির্ম্মিত হাত কিম্বা পায়ের দ্বারা তাহার স্থান পূরণ করিতে পার। ইহা কি সম্ভব নয়, যে, আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আর পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে—আর অধিক দূর ব্যাপী হইলে—শিল্প নির্ম্মিত যন্ত্রের দ্বারা শরীরের অন্যান্য স্বাভাবিক যন্ত্রের স্থান পূরণ করাইবে? অন্ততঃ বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য আবিষ্কার হইতে এরূপ আশা করা যায়। ইহাদ্বারা কি এমন প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি কেবল যন্ত্র মাত্র? কতকগুলি কার্য্য সমাধা করিবার জন্য দত্ত হইয়াছে? ফলতঃ ইহাদিগেতে আমাদের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা নাই?

হৃদয়োচ্ছ্বাস।

(৩৭ পৃষ্ঠার পর)

দুরন্ত কালের স্রোত দেখ ওই ভেসে যায়,
সুদূর পশ্চিমগায়, ধিকি! ধিকি! জ্বলে হায়,
বঙ্গের সমাজ হায়! এখনও দেখা যায়।

১৭

যায় যদি কুললক্ষ্মী বঙ্গ যুবাগণ!
ডুবিবে অতল জলে, তার সনে এককালে
সমাজের পূর্ণশশী এই সে লক্ষণ।
সকলই ভেসে যাবে দেখিতে কিছু না রবে,
কালের হিল্লোলে হায়! বহিয়ে উজান,
দেখে শুনে এ দৌরাত্ম্য হ'লে কি অজ্ঞান?

১৮

এ কিরে! অনন্ত লীলা ভাব বুঝা দায়!
আমরা মণ্ডলী স্তম্ভ, বলে থাক করে দম্ভ,
শেষেতে কুঠারাঘাত আমাদেরই পায়,
কেন হেন অকারণ, কর এত আস্ফালন,
বুঝেছি বুঝেছি আমি তোমাদের হায়,
তোষামোদই একমাত্র জীবনোপায়।

১৯

অবাধে প্রণয় ডোর কণ্ঠ হ'তে টেনে
ছিঁড়িলি লো সুহাসিনী সুহাস্য বদনে,
কেমনে সে সব ভুলে ঢালিলি কলঙ্ক কুলে

ডুবালি বঙ্গের নাম—স্বাধীনতা ধনে
স্বাধীন হ'ব বলে ভেবেছ কি মনে?

২০

তিব্বৎ, তাতার, চীন এরাও স্বাধীন
স্বাধীনতা ভাব এদের আছে চিরদিন,
আজও এদের তাপে, ভয়েতে সকলে কাঁপে,
এদের ললনা, লজ্জা দিয়ে বিসর্জ্জন
লেক্‌চারে ফাটাব ধরা করে কি মনন?

(Chorus)

(চিতেন)

সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছুনা রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।

২১

বঙ্গের মেয়ের হায়! ভাব বুঝা দায়!
ক্রোধেতে পিঞ্জর ভেঙ্গে, এলেচলে একবঙ্গে,
স্বাধীনতা কিবা ধন না জানিলে হায়।
হাতের বান্ধন খুলে, স্বাধীন স্বাধীন বলে,
দলালে পুরুষকুলে উন্মত্তের প্রায়,
অধীনতা কিন্তু কভু যাবার যে নয়?*

(চিতেন)

সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছুনা রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।

২২

দেখুন মহাত্মাগণ! একি হ'ল শেষে
যতনে আদর করে, রাখিতেন যারে ঘরে,
ছিঁড়িল সে প্রেম ডোর কর্ত্তৃত্ব মানসে
একেত বাঙ্গালীজাতি, প্রাণধরি খেয়ে লাথি,
রমণীর পদাঘাত স'তে হ'বে শেষে
কেন এল এ কুপ্রথা এ সোণার দেশে?

(চিতেন)

সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছু না রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।

২৩

বুঝিনু সমস্ত কিন্তু একি হ'ল দায়!
রমণী দেখিলে পরে তখনই নত শিরে,
নমিয়া পড়িতে হ'বে তাহাদের পায়,
একেত গৌরাঙ্গ পায়, প্রণমি পেটের দায়,
ঘরেতে প্রণাম—প্রণামের জ্বালায়
বাঙ্গালি জাতির বুঝি প্রাণ এবে যায়।

*আদি পুস্তক ৩; ১৬ পদ।

(চিতেন)

সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছু না রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।

(২৪)

নিরুপায় আজি বুঝি কুলগুরুগণ,
কি কাজ বা হাইকোর্টে, রান্নাঘরে মাছকুটে
রাঁধুন মনের সুখে বিবিধ ব্যঞ্জন।
যুবতী লেক্‌চার দেবে, বৃদ্ধেরা শুনিতে যাবে
সমাজ উন্নত হ'বে এই সে লক্ষণ;
সে ঘরে নাহিক আর নারি-প্রয়োজন।

(চিতেন)

সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছু না রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।

(২৫)

সাদরে সম্ভাষি আমি বলি পাদৃগণে
ছাড়িয়ে মণ্ডলী ভার, যান চলো কেন আর,
বৃথা এ সমাজ মাঝে—গহন বিপিনে
পরিয়ে সন্ন্যাসী বেশ, যাপিতে জীবনশেষ,
সদানন্দ নিরবধি পরমার্থ ধ্যানে।
চালাবে মণ্ডলীকাজ বঙ্গ কন্যাগণে।

(চিতেন)

সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছু'না রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।

(২৬)

আবার ডাকিয়ে বলি বঙ্গ যুবাগণ!
আজ হ'তে নারীসনে, সমাজে ঘোমটা টেনে
কবিবেক বাক্যালাপ, এতে কি সরম?
যখনকার যে রীতি, সে দিকে সবার গতি
বঙ্গকুল লক্ষ্মী এবে গিয়াছে যখন
কি হ'বে কাঁদিলে আর—অরণ্যে রোদন।

(চিতেন)

সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছু না রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।

(২৭)

যাপিলাম এত দিন ভাবিতে ভাবিতে
এলনা আমার ধ্যানে, হায়! হায়! কোন্ জ্ঞানে,
কুড়ালির কাজ চাও নরুণে সারিতে।
দিয়াছেন বিশ্বেশ্বর, পুরুষকে নারী ভার,

সবলে চাও কি হায় তাহাও নাশিতে
না জানি আর কি হ'ব কলির কালেতে।
(চিতেন)
সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছু না রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।
(২৮)
ধিক্‌রে অবোধ যত কঠিন হৃদয়।
এও কি হ'লনা মনে, তোদের সামান্য জ্ঞানে,
"যুবতীর যোগ ধর্ম্ম মিথ্যা সমুদয়।"
আমিত সম্পত্তিহীন, কাঁদিবই চিরদিন
দেখিব সমাজ যবে পাপে পাপময়
ধিক্‌রে অবোধ যত কঠিন হৃদয়।

(চিতেন)
সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছু না রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।
(২৯)
হাস হে যুবকবৃন্দ করতালি দিয়ে,
গাও হে প্রাচীনবর্গ নাচিয়ে কঁ দিযে,
'আমাদের বঙ্গনারী হইয়ে কৌপীনধারী,
স্বাধীন হবে সখের গাউন তাজিয়ে।"
কালের হিল্লোলে গেল সবই ভাসিয়ে।

জনৈক নিঃস্ব যুবক।
পর্ণকুটীর।

দুর্ভিক্ষে দাঁড়কাক।

বসন্তকাল উপস্থিত। চারিদিকে পাখীরা বাসা নির্ম্মাণ করিতেছে, চিক্কণ গোলাকৃতি ডিম পাড়িতেছে ও তা দিয়া তাহাদের ফুটাইতেছে। কতকগুলি পাখী ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। কেহবা ভূমিতলে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে ও কলাই তুলিয়া লইতেছে। কেহবা চঞ্চু দ্বারা মক্ষিকা ধরিতেছে, অপর কেহ বা পোকা মাকড়ের চেষ্টায় ঘুরিতেছে। যখনই ভূমির উপর একটি পোকা মাকড় দৃষ্ট হইতেছে তখনই অমনি একটি পাখী আসিয়া তাহার শাবককে আহার করাইবার নিমিত্ত তাহাকে ঠোক্রাইয়া শীঘ্র তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তিনিই এই পক্ষীদিগকে ঐ প্রকার জ্ঞান দিয়াছেন। উহাদিগকে দেখিলে কেমন পবিশ্রমী ও সুখী বলিয়া বোধ হয়। উহাদিগকে দেখিলে চক্ষু যেরূপ জুড়ায়, উহাদের মধুর গান শ্রবণে কর্ণও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হয়। উহারা সুখে পরিশ্রম করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে গান গাইয়া এই সুখপূর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

এই পাখীদের মধ্যে দুইটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ দাঁড়কাক দৃষ্ট হইতেছে। এ স্থান হইতে বহুদূরে নগরী মধ্যে একজন ব্যবসায়ী ব্যক্তি দোকানে বসিয়া রুটি ও মাংস বিক্রয় করিতেছিল। ঐ কাকদুটি প্রত্যহ সেই দোকানের নিকটে উড়িয়া যাইত। ঐ দোকানী চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগকে কৌতুক দেখাইবার নিমিত্ত প্রতিদিন উহাদের প্রত্যেককে একখণ্ড রুটি ও মাংস ফেলিয়া দিত। ঐ কাক দুটি ছোঁ মারিয়া তাহা ঠোঁটে করিয়া লইয়া যাইত, অমনি সকলে মিলিয়া করতালি দিত ও আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিত। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেই কাক দুটি ঐ দোকানের নিকটে আসিত এবং রুটি ও মাংসের প্রতীক্ষা করিত। তৎপরে রুটি ও মাংস পাইলে

পূর্ব্ববৎ উড়িয়া চলিয়া যাইত। পরদিবস দোকান খুলিতে না খুলিতে পুনর্ব্বার তাহারা তথায় আসিত, এবং রুটি ও মাংসখণ্ড লইয়া উড়িয়া যাইত, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর তাহাদের সে স্থানে দেখা যাইত না। তাহারা সন্ধ্যাকালে তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিত, পরে রুটি ও মাংস পাইলে উড়িয়া কে কোথায় চলিয়া যাইত, কেহই তাহার সন্ধান করিতে পারিত না। তাহারা উড়িয়া যে কোথায় যাইত অনেকে তাহা দেখিতে চেষ্টা করিত। সকলে অনুমান করিত নিকটেই ঐ কাকদের কোন বাসা থাকিবে, যথায় তাহারা নিজ শাবকদের আহারের নিমিত্ত ঐ রুটি ও মাংস লইয়া যাইত।

আমার বোধ হয়, উহাদিগের অনুমানে ভুল হইয়াছিল। কারণ, ঈশ্বর যে কেবলই শাবকদের আহার যোগাইবার নিমিত্ত পক্ষীদিগকে ঐরূপ শিক্ষা দিয়াছেন এমত নহে। ইতিপূর্ব্বে আমরা অপর এক প্রকার শিক্ষার বিষয় পাঠ করিয়াছি। আমরা ধর্ম্মপুস্তক পাঠে অবগত হই যে, ঈশ্বর এক সময়ে একজন ধার্ম্মিক ভবিষ্যদ্বক্তাকে আহার যোগাইবার নিমিত্ত দাঁড়কাকদের শিক্ষা দিয়াছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি ঐ দাঁড়কাকদের সহিত উড়িয়া গিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বিমোহিত হইতেন। দাঁড়কাকেরা যে কোথায় মাংস পাইত তাহা কেহই জানে না, কিন্তু সে যাহাহউক যখনই উহারা মাংসখণ্ড পাইত তখনই তাহা লইয়া অপর এক দেশে উড়িয়া যাইত। উহারা এমন এক দেশের উপর দিয়া উড়িয়া যাইত যেখানকার প্রত্যেক বস্তু বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক ও ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। এদেশে সম্বৎসর বৃষ্টি হয় নাই, নদ নদী সমূহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র একটি মধুরনিনাদিনী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী শিলা খণ্ড হইতে প্রবাহিত হইয়া শুষ্ক ভূমির উপবিভাগ দিয়া বহিয়া যাইত, তাহাও আর এক্ষণে বহিতেছে না, আর তাহার অস্পষ্ট মধুর শব্দ কাহারও শ্রুতিগোচর হইতেছে না। শস্যক্ষেত্র সমূহ ঝল্‌সিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে শস্য জন্মে না। ভূমিতল উত্তপ্ত বালুকায় আকীর্ণ রহিয়াছে, ঘাস সকল শুকাইয়া গিয়াছে, যাহা দু একটি অবশিষ্ট ছিল তাহাও এক্ষণে গরুতে খাইয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্যগণের বদনমণ্ডল বিশীর্ণ ও বিশুষ্ক। তাহাদিগের গণ্ডস্থল বসিয়া গিয়াছে, তাহারা ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে চারিধারে নিরীক্ষণ করিতেছে। বারি অভাবে তাহাদিগের জিহ্বা বিশুষ্ক, তাহারা আহার ও বারি অন্বেষণে ইতস্ততঃ হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও আহার নাই, বারি নাই, সকল বস্তুই জীর্ণ ও বিশুষ্ক, সকল বস্তুই মৃত প্রায়।

শিশু। সে দেশে কি ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল?

পিতা। হাঁ বৎস, সে স্থানে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সে দেশের লোক সকল ঈশ্বরের অভিপ্রায় লঙ্ঘন পূর্ব্বক পাপ করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হইয়া মেঘকে বারি বর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যদি তুমি ঐ দাঁড়কাকের সহিত উড়িয়া যাইতে তাহা হইলে দেখিতে যে ঐ দেশের চারিধার

সবলে চাও কি হায় তাহাও নাশিতে
না জানি আর কি হ' ব কলির কালেতে।
(চিতেন)
সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছু না রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।
(২৮)
ধিক্‌রে অবোধ যত কঠিন হৃদয়!
এও কি হ'লনা মনে, তোদের সামান্য জ্ঞানে,
"যুবতীর যোগ ধর্ম্ম মিথ্যা সমুদয়।"
আমিত সম্পত্তিহীন, কাঁদিবই চিরদিন
দেখিব সমাজ যবে পাপে পাপময়
ধিক্‌রে অবোধ যত কঠিন হৃদয়।

(চিতেন।)
সকলই ভেসে যাবে, দেখিতে কিছু না রবে,
কালের হিল্লোলে হায় বহিয়ে উজান।
(২৯)
হাস হে যুবকবৃন্দ করতালি দিয়ে,
গাও হে প্রাচীনবর্গ নাচিয়ে কঁ দিয়ে,
'আমাদের বঙ্গনারী হইবে কৌপীনধারী,
স্বাধীন হবে সখের গাউন ত্যজিয়ে।"
কালের হিল্লোলে গেল সবই ভাসিয়ে।

জনৈক নিঃস্ব যুবক।
পর্ণকুটীর।

দুর্ভিক্ষে দাঁড়কাক।

বসন্তকাল উপস্থিত। চারিদিকে পাখীরা বাসা নির্ম্মাণ করিতেছে, চিক্কণ গোলাকৃতি ডিম পাড়িতেছে ও তা দিয়া তাহাদের ফুটাইতেছে। কতকগুলি পাখী ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। কেহবা ভূমিতলে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে ও কলাই তুলিয়া লইতেছে। কেহবা চঞ্চু দ্বারা মক্ষিকা ধরিতেছে, অপর কেহ বা পোকা মাকড়ের চেষ্টায় ঘুরিতেছে। যখনই ভূমির উপর একটি পোকা মাকড় দৃষ্ট হইতেছে তখনই অমনি একটি পাখী আসিয়া তাহার শাবককে আহার করাইবার নিমিত্ত তাহাকে ঠোকরাইয়া শীঘ্র তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তিনিই এই পক্ষীদিগকে ঐ প্রকার জ্ঞান দিয়াছেন। উহাদিগকে দেখিলে কেমন পরিশ্রমী ও সুখী বলিয়া বোধ হয়। উহাদিগকে দেখিলে চক্ষু যেরূপ জুড়ায়, উহাদের মধুর গান শ্রবণে কর্ণও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হয়। উহারা সুখে পরিশ্রম করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে গান গাইয়া এই সুখপূর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

এই পাখীদের মধ্যে দুইটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ দাঁড়কাক দৃষ্ট হইতেছে। এ স্থান হইতে বহুদূরে নগরী মধ্যে একজন ব্যবসায়ী ব্যক্তি দোকানে বসিয়া রুটি ও মাংস বিক্রয় করিতেছিল। ঐ কাকদুটি প্রত্যহ সেই দোকানের নিকটে উড়িয়া যাইত। ঐ দোকানী চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগকে কৌতুক দেখাইবার নিমিত্ত প্রতিদিন উহাদের প্রত্যেককে একখণ্ড রুটি ও মাংস ফেলিয়া দিত। ঐ কাক দুটি ছোঁ মারিয়া তাহা ঠোঁটে করিয়া লইয়া যাইত, অমনি সকলে মিলিয়া করতালি দিত ও আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিত। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেই কাক দুটি ঐ দোকানের নিকটে আসিত এবং রুটি ও মাংসের প্রতীক্ষা করিত। তৎপরে রুটি ও মাংস পাইলে

পূর্ব্ববৎ উড়িয়া চলিয়া যাইত। পরদিবস দোকান খুলিতে না খুলিতে পুনর্ব্বার তাহারা তথায় আসিত, এবং রুটি ও মাংসখণ্ড লইয়া উড়িয়া যাইত, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর তাহাদের সে স্থানে দেখা যাইত না। তাহারা সন্ধ্যাকালে তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিত, পরে রুটি ও মাংস পাইলে উড়িয়া কে কোথায় চলিয়া যাইত, কেহই তাহার সন্ধান করিতে পারিত না। তাহারা উড়িয়া যে কোথায় যাইত অনেকে তাহা দেখিতে চেষ্টা করিত। সকলে অনুমান করিত নিকটেই ঐ কাকদের কোন বাসা থাকিবে, যথায় তাহারা নিজ শাবকদের আহারের নিমিত্ত ঐ রুটি ও মাংস লইয়া যাইত।

আমার বোধ হয়, উহাদিগের অনুমানে ভুল হইয়াছিল। কারণ, ঈশ্বর যে কেবলই শাবকদের আহার যোগাইবার নিমিত্ত পক্ষীদিগকে ঐরূপ শিক্ষা দিয়াছেন এমত নহে। ইতিপূর্ব্বে আমরা অপর এক প্রকার শিক্ষার বিষয় পাঠ করিয়াছি। আমরা ধর্ম্মপুস্তক পাঠে অবগত হই যে, ঈশ্বর এক সময়ে একজন ধার্ম্মিক ভবিষ্যদ্বক্তাকে আহার যোগাইবার নিমিত্ত দাঁড়কাকদের শিক্ষা দিয়াছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি ঐ দাঁড়কাকদের সহিত উড়িয়া গিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বিমোহিত হইতেন। দাঁড়কাকেরা যে কোথায় মাংস পাইত তাহা কেহই জানে না, কিন্তু সে যাহাহউক যখনই উহারা মাংসখণ্ড পাইত তখনই তাহা লইয়া অপর এক দেশে উড়িয়া যাইত। উহারা এমন এক দেশের উপর দিয়া উড়িয়া যাইত যেখানকার প্রত্যেক বস্তু বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক ও ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। এদেশে সম্বৎসর বৃষ্টি হয় নাই, নদ নদী সমুহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র একটি মধুরনিনাদিনী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী শিলা খণ্ড হইতে প্রবাহিত হইয়া শুষ্ক ভূমির উপবিভাগ দিয়া বহিয়া যাইত, তাহাও আর এক্ষণে বহিতেছে না, আর তাহার অস্পষ্ট মধুর শব্দ কাহারও শ্রুতিগোচর হইতেছে না। শস্যক্ষেত্র সমুহ ঝল্‌সিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে শস্য জন্মে না। ভূমিতল উত্তপ্ত বালুকায় আকীর্ণ রহিয়াছে, ঘাস সকল শুকাইয়া গিয়াছে, যাহা দু একটি অবশিষ্ট ছিল তাহাও এক্ষণে গরুতে খাইয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্যগণের বদনমণ্ডল বিশীর্ণ ও বিশুষ্ক। তাহাদিগের গণ্ডস্থল বসিয়া গিয়াছে, তাহারা ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে চারিধারে নিরীক্ষণ করিতেছে। বারি অভাবে তাহাদিগের জিহ্বা বিশুষ্ক, তাহারা আহার ও বারি অন্বেষণে ইতস্ততঃ হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও আহার নাই, বারি নাই, সকল বস্তুই জীর্ণ ও বিশুষ্ক, সকল বস্তুই মৃত প্রায়।

শিশু। সে দেশে কি ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল?

পিতা। হাঁ বৎস, সে স্থানে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সে দেশের লোক সকল ঈশ্বরের অভিপ্রায় লঙ্ঘন পূর্ব্বক পাপ করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হইয়া মেঘকে বারি বর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যদি তুমি ঐ দাঁড়কাকের সহিত উড়িয়া যাইতে তাহা হইলে দেখিতে যে ঐ দেশের চারিধার

হইতে অবিরাম কাতর নিনাদ, ক্রন্দনধ্বনি ও হাহাকার রব উঠিতেছে।

বল দেখি, দাঁড়কাকেরা মাংসখণ্ড ঠোঁটে করিয়া কোন স্থানে উড়িয়া যাইতেছিল? তাহারা ঐ সমস্ত দেশ অতিক্রম করিয়া একটী বিজন গিরিগহ্বরের নিকটে যাইতেছিল। তথায় তাহাদের নিজের বাসা ছিল না। সেই বিজন স্থানে এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি কখন পদচরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কখন বসিতেছিলেন, কখন বা জানুপাতিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছিল, তিনি ব্যতিরেকে এই নদীর বিষয় অপর কেহই জ্ঞাত ছিল না। সেই পবিত্র মহাত্মা ব্যক্তি জানুপাতিয়া ঊর্দ্ধহস্তে শূন্যপানে চাহিয়া বলিতেছিলেন "হে প্রভো ঈশ্বর! এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তুমি আমাকে জীবিত রাখিয়াছ, এবং তোমার আজ্ঞায় এই কাকেরা আমাকে প্রতিদিন আহার যোগাইতেছে। অদ্য তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, হে ঈশ্বর! তুমি আমার প্রভু ও আমি তোমার ভৃত্য।"

পরে কিয়ৎক্ষণের জন্য ঐ গিরিগহ্বর ছায়াবৃত হইল, কারণ, তৎকালে দাঁড়কাকেরা পাখা বিস্তার পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিল ও সেই সাধুব্যক্তির চরণপ্রান্তে রুটি ও মাংসখণ্ড ফেলিয়া দিল। অনন্তর সেই সাধুব্যক্তি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মাংসখণ্ড কুড়াইয়া লইয়া পাক করিয়া খাইলেন ও নিকটস্থ নির্ঝরের জল পান করিয়া সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইলেন। এত দূর হইতে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত নগরী অতিক্রম করিয়া ঐ কাকগুলি প্রতিদিন তাঁহার নিমিত্ত মাংস লইয়া যাইত। ইহা কেবল করুণাময়ের মহিমা ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে? ঐ ব্যক্তি এই বিজন নিস্তব্ধ গিরিগহ্বরে জানুপাতিয়া সরলান্তঃকরণে ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ করিতেন।

পিতা। বৎস! এ গল্পটি কোথায় আছে বলিতে পার?

শিশু। হাঁ, বলিতে পারি। ধর্ম্মপুস্তকের প্রথম রাজাবলির সপ্তদশ অধ্যায়ে এই গল্পটী দেখিতে পাই।

পিতা। দাঁড়কাকেরা যাঁহাকে আহার দিতেছিল, সে ব্যক্তি কে বল দেখি?

শিশু। তাঁহার নাম এলীয়। তিনি কিরিথ নদীর পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

পিতা। ঈশ্বর কেন তাঁহাকে এত যত্ন করিয়াছিলেন?

শিশু। কারণ, তিনি ঈশ্বরের একজন বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন।

পিতা। হাঁ বৎস যথার্থ কহিয়াছ। ঈশ্বরকে যাঁহারা বিশ্বাস করেন ও আন্তরিক ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। যে সন্তান তাঁহার উপাসনা করেন, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি চিরকালই প্রসন্ন থাকেন ও সততই তাঁহাকে রক্ষা করেন।

"সিংহশাবকদের অনাটন ও ক্ষুধাতে ক্লেশ হয়, কিন্তু যাহারা যিহোভার অন্বেষণ করে, তাহাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।"

প্রভাত সমীর।*

একদা নিদাঘ নিশি অবশেষে,
ললিত অধরে ঈষত হেসে,
মধুর শীতল মলয় পবন,
ধীরে ধীরে গৃহে করি আগমন,
কহিল বসন ধরি,—

"সুখের মুদিত নয়ন খুলি,
নিরখ বারেক চীবুক তুলি,
বদন ছটাতে গগন উজলি,
পূর্ণিমার শশী কোথা গেছে চলি,
জগত আঁধার করি।"

বলিতে বলিতে সহসা আসি,
ছিঁড়িল কে যেন বীণার তার,
ফুরালো মধুর সঙ্গীত রাশি,
বহিল না সে স্বর লহরী আর।
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।

উঠিনু বড়ই বেদনা পেয়ে,
কোথা গেল সেই মধুর মলয়?
অদূরে সরসী দেখিনু চেয়ে,
মৃণালে মৃণালে মৃণালময়।—
সলিলে প্রেমের ডোর।

পর্ব্বতে সাগরে নদনদী পরে,
কোথাকার বায়ু কোথায় বয়,
পশিয়ে তখন সরসী ভিতরে,
আদরে আদরে সরোজ কয়,—
"কেঁদনা সুন্দরী আর।

পোহালো রজনী, আর কেন ধনী,
বিরস বদনে বসিয়ে রও?
সুখে দুঃখে ভাসে জীবন তরণী,
সকলেরি তুমি একাকিনী নও।—
কুমুদ প্রমাণ তার।"

দেখিতে দেখিতে দেখিনু আবার,
চলি গেল দূরে মৃণাল ফেলি,
কহিল কণক কুসুমে সোণার,—
"কর কর কর সুখের কেলি,
ছুলিয়ে সাধের দোল।"

কাননে সেথায় আঁধার করে,
বসে ছিল এক পাখী গুণবান,
বলিল তাহার চরণে ধরে,
"ধর ধর ধর পঞ্চমে গান,
ছাড়িয়ে মধুর বোল।"

ধীরে ধীরে নদী যেতেছিল চলে,
সাগরের পানে, আধ আধ পায়,
কানে কানে তার কি কথাটী বলে,
পাগলিনী করে ছেড়ে দিল তায়,—
এই প্রভাতীয়া বায়!

নাচি ত নাচিতে চলিল সলিল।
সরসীর নীরে দেখা দিল ফুল।
শাখে বসি সুখে গায়িল কোকিল।
প্লাবিল সে সুরে নদীর দুকূল।
এই প্রভাতের বায়!

চুপি চুপি শেষে এই প্রভাতের বায়,
পশিল শবের সমাধি আলয়,
বিষাদে বহিল, কহিল সেথায়,—
"এখন এখন এখন তো নয়।
এখন বিরাম কর।

"ওই যে উদিছে দেখ নব প্রভাকর।
সোণার বরণ ধরি, নবীন নীরদোপরি,
হাসিতেছে খেলিতেছে প্রেমে থর থর—
ওই দিবাকর।
তমোরাশি বিনাশিতে, জগতের জ্যোতি দিতে,
উহারে গড়িল যবি যেই কারিকর,
সেই জানে কবে তুমি পাবে কলেবর।—
তুমি পাবে কলেবর।"

শ্রী মঃ———

* লংফেলোর Morning breeze নামক পদ্যের আংশিক অনুকরণে লিখিত।

আত্মসংযম ও চিত্তশুদ্ধি।

যাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। ইংলণ্ডে হউক, ভারতবর্ষে হউক, খ্রীষ্টীয়ান হইলেই একটী গুরুতর ভার গ্রহণ করা হইল। যাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষয় পাঠ করিয়াছে, তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎকর্ষ অবশ্যই বোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ না করিলেও খ্রীষ্টভক্তদের কি কর্ত্তব্য তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। খ্রীষ্টীয়ান আপনার ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলে, তাহারা চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে পারে। অতএব এ বিষয়ে আমাদের যত দূর সতর্ক হওয়া যাইতে পারে তাহাই হওয়া সর্ব্বপ্রকারে বিহিত ও অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যেরূপে চলে সেই রূপে যদি আমরা চলি তাহা হইলে আমাদিগেতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শক্তি কি রূপে প্রকাশিত হইল?

বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়াছেন, "নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।" তিনি আর বলেন, "তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালের লোকেরা বলিয়াছেন ব্যভিচার করিও না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলি, যে কেহ কামভাবে কোন স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে আপনার অন্তঃকরণে তখনিই ব্যভিচার করিল।"

বাহিরে কোন পাপ করিলেই যে কেবল পাপ হইল এমন নহে। অন্তর্যামী ঈশ্বর অন্তঃকরণ দেখেন। অন্তঃকরণের প্রকৃত অবস্থা ভাবগতি, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি দেখিয়া তিনি বিচার করেন। যাহাদের মন কলুষিত হইয়াছে, যাহাদের চিন্তা কামাভিলাষে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহারা সুযোগ ও সময় পাইলেই আপনাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। সুবিধা বিহীনে তাহাদের কামাভিলাষ কার্য্যে পরিণত হইল না বলিয়া যে তাহাদের কোন পাপ হইল না, এমন কথা আমরা কখন বলিতে পারি না। সর্ব্ব প্রকার গুপ্ত শারীরিক পাপ নিষিদ্ধ। ভ্রষ্ট মনুষ্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সহস্র২ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। পুরোহিত, শিক্ষক, পিতা মাতা যদি অকার্য্যকর ও হানিজনক লজ্জার বশীভূত হইয়া বালক ও বালিকাদিগকে পবিত্রতা ও শুদ্ধতায় তাহাদের নিজের শরীরকে রক্ষা করিতে স্পষ্ট করিয়া শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শেষে যে তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়, তাহার তাহাদিগকেই কারণ বলিতে হইবে।

সাধু পৌলের বচনে অবধান কর। তিনি গালাতীয়দের প্রতি পত্রের ৫ অধ্যায়ে বলেন, "শারীরিক ও ভাবের ক্রিয়া সকল ব্যক্ত আছে; তাহা ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, অশুচিতা, স্বৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, বিবিধ শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য্য, নরহত্যা, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য২ দোষ। এই সকলের বিষয়ে যেমন আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহিয়াছি, তেমনি পুনরায় কহিতেছি,

যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।”

আমরা ডাক্তার নহি। অশুদ্ধতা-নিবন্ধন কিং ভয়ানক রোগের সঞ্চার হয়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়, তাহা ব্যক্ত করা আমাদের কার্য্য ও অভিপ্রেত নহে। কিন্তু ঈশ্বরের বচন দেখাইয়া বলিব যে, শরীর, আত্মা ও মনের নিমিত্ত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ আচরণ সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন।

যে দিন ঈশ্বরপুত্র মাংস ধারণ করিলেন, যে দিনে তাঁহার মৃত্যু, পুনরুত্থান, আরোহণ হইল, সেই দিন হইতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে একটী নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। সেই সম্বন্ধ অতি আশ্চর্য্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম পুস্তকে “খ্রীষ্টে থাকা” এই দুটী কথা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে। পবিত্র সংস্কার স্থাপনের পর যেশু খ্রীষ্ট বলিলেন, “আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা।” খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্টের মাংস ও অস্থি স্বরূপ হইয়া তাঁহাতে সংযুক্ত। অতএব খ্রীষ্টের সেবক যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। তাঁহার পদ ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিবে। তাঁহার হস্ত কোন দুষ্কর্ম্মে রত থাকিবে না। তাঁহার জিহ্বা এমন কোন কথা কহিবে না যাহাতে ঈশ্বর অথবা মনুষ্যের অপমান হয়। বাইবেল কি বলে? “তোমরা কি জান না যে তোমাদের শরীর খ্রীষ্টের অঙ্গ? আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া বেশ্যার অঙ্গ করিব?”

হে ঈশ্বরের দাস! এটী বড় সামান্য ব্যাপার নহে। তোমার শরীর কি পদার্থ ভাবিয়া দেখ। ইহা ধৌত হইয়াছে, ইহাকে পবিত্র করা হইয়াছে, অতএব নির্ম্মল হও, শুদ্ধচিত্ত হও। নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য ও পৃথিবীর জন্য সর্ব্ব বিষয়ে শুচি হও। অবতীর্ণ ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত ও পবিত্র আত্মার আধার জানিয়া সংযত ও পবিত্র হও। নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার যখন প্রবৃত্তি জন্মে তখন প্রকাশিত পুস্তকের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত পদ গুলি স্মরণ কর। “তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও চারি প্রাণীর ও প্রাচীনবর্গের সম্মুখে এক নূতন গীত গান করে; কিন্তু পৃথিবী হইতে ক্রীত ঐ এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক ব্যতিরেকে আর কেহ সেই গীত শিখিতে পারিল না। তাহারাই কামিনীদের সংসর্গে কলুষিত হয় নাই, কারণ তাহারা অমৈথুন; যে কোন স্থানে মেষশাবক গমন করেন, সে স্থানে তাহারা তাঁহার অনুগামী হয়; ঈশ্বরের ও মেষ শাবকের নিমিত্ত অগ্রিমাংশ বলিয়া তাহারা মনুষ্যদের মধ্য হইতে ক্রীত হইয়াছে। আর তাহাদের মুখে কোন ছলের কথা পাওয়া যায় নাই; কেননা তাহারা নির্দ্দোষ, এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে অবস্থিত।”

দুরাকাঙ্ক্ষা।

(আচার্য্যগণের জন্য।)

১। হে আমার পুত্র! আমি স্বর্গ হইতে কেন নামিয়া আসিয়াছিলাম? পৃথিবীতে রাজত্ব করিবার নিমিত্ত আসি নাই, কেননা আমার রাজ্য ইহসংসারের নয়। তবে কেন আসিয়াছিলাম বলিতে পার? পথভ্রান্তদিগকে পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছিলাম।

তুমি কেন আসিয়াছ? তোমাকে কি বলিয়া দিতে হইবে যে আমার অনুগামী হইয়া তোমাকে মস্তুষধারী হইতে হইবে? আমার মণ্ডলী-রাজ্যে আমার দক্ষিণ অথবা বাম হস্তের নিকট বসিবার নিমিত্ত তুমি আইস নাই।

সমাজ গৃহের প্রধানতম স্থানে বসিবার নিমিত্তে নয়, কিন্তু সকলের পরিচারক, সকলের দাস হইবার নিমিত্ত আসিয়াছ।

আমার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবার সময় কি প্রার্থনা করিয়াছিলে? হে আমার পুত্র! তুমি কি প্রার্থনা কর নাই যেন প্রভু তোমার অধিকার ও পান পাত্রের অংশ হন।

যদি প্রভু তোমার অধিকারের অংশ হন, তাহা হইলে মহিমা উচ্চপদ, অথবা শাসনকর্ত্তৃত্ব তোমার অধিকারের অংশ হইবে না।

২। কিন্তু হে আমার পুত্র! সেই পুরাতন সর্প শয়তান এখন মরে নাই। সে এখন আমার সন্তানগণের নিকট আগমন করে। সে জানে যে লোভ ও অহঙ্কার সমস্ত অনর্থের মুল, সেই জন্য সে আমার পরিচারক ও পুরোহিতদের মনে গৌরব ও মান্যের ইচ্ছা উৎপাদন করিয়া দেয়।

সে তাহাদিগকে মন্দিরের চূড়ার উপর লইয়া যায় এবং সেখানে সে তাহাদিগকে মণ্ডলী-রাজ্যের গৌরব দেখাইয়া বলে, দেখ তোমাদের কতদূর উন্নতি হইতে পারে। চেষ্টা করিলেই তোমরা দেবগণের সদৃশ হইবে।

দেখ অমুক২ ব্যক্তি যে রূপে উন্নত হইয়াছে, তোমরাও সেই প্রকারে উন্নত হইতে পারিবে।

অমুক২ কর্ম্মের জন্য তোমরা অমুক২ ব্যক্তির অপেক্ষা কিসে নিকৃষ্ট, তাহাদের যোগ্যতা তোমাদের অপেক্ষা এমন বেশী কিসে?

এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা অনেকে ভ্রান্ত হইয়াছে। এবং অনেকে সামান্য সামান্য কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য বলিয়াই বোধ করে না।

অল্প দিনের পরেই তাহারা বড়২ কর্ম্ম করিবার অভিলাষ প্রকাশ করে। তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া এ দিকে ও দিকে গিয়া চেষ্টা করে, বড় মানুষকে উপরোধ করে, যেন উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়।

তাহারা ভুলিয়া যায় যে, প্রকৃত শিষ্য আপনার জন্য কর্ম্ম মনোনীত করে না। প্রভু তাহাকে নিজের কার্য্যের জন্য মনোনীত করেন। সে হারোণের ন্যায় আহূত না হইলে উচ্চ পদ পাইতে পারে না।

হে আমার পুত্র! আমি মহাযাজকের পদে আপনি আপনাকে উন্নীত করি নাই, কিন্তু যিনি বলিয়াছিলেন, তুমি

আমার পুত্র, তিনি আমাকে উন্নত করিয়াছিলেন।

৩। হে আমার পুত্র! আমাকে সম্ভ্রম কর, আমার গৌরব অন্বেষণ কর।

সাংসারিক বস্তুতে মন সংলগ্ন করিও না। কেননা সাংসারিক সমস্তই অসার ও ক্ষণভঙ্গুর।

সত্যং আমি তোমাকে বলি, হে আমার পুত্র! আপনাকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে; সকলই আমার হস্তে সমর্পণ কর।

হে আমার পুত্র! আমার ইচ্ছা তোমাতে পূর্ণ হউক। তোমার পক্ষে যাহা ভাল তাহা আমি জানি। আমি সকলকে আমার ইচ্ছানুসারে আমার রাজ্যের কর্ম্মে নিযুক্ত করি।

সত্যং আমি তোমাকে কহিতেছি, তুমি আপনার বিষয় যত ভাবিত হও তাহার অপেক্ষা অধিক আমি তোমার বিষয় ভাবিয়া থাকি।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(৩৯ পৃষ্ঠার পর।)

পূর্ব্বোল্লিখিতের পর তবতুলিয়ন খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য কর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি কি প্রকারে ভূত ছাড়াইয়াছিলেন, অন্ধদিগকে চক্ষুদান করিয়াছিলেন, কুষ্ঠ রোগাক্রান্তদিগকে কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, পক্ষাঘাতিদিগকে আরোগ্য করিয়াছিলেন, মৃতদিগকে উত্থাপন করিয়াছিলেন, জল বায়ুকে আপনার সেবকস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ঝড় থামাইয়াছিলেন, সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, এবং আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই সকল বিষয় তিনি বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করেন। পন্তিয় পিলাতের রাজত্ব কালে খ্রীষ্টের দুঃখ ও মৃত্যু সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তিনি সেই সকল আপত্তি খণ্ডন করেন। তিনি বলেন যে, যেমন খ্রীষ্ট আপনার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তেমনি প্রবাচকেরা অনেক পূর্ব্বে তাঁহার বিষয়ে তাহাই করিয়াছিলেন। ক্রূশে বিদ্ধ হইয়া তিনি আপনার স্বেচ্ছা ও শক্তিতে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পর তবতুলিয়ন খ্রীষ্টের মৃত্যু, তৎসাময়িক অপূর্ব্ব অন্ধকার ও তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থানের বিষয় উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, খ্রীষ্ট অনেককে দর্শন না দিয়া কতিপয় মনোনীত ব্যক্তিকে দর্শন দিয়াছিলেন, যেন তাহাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়।

তিনি ভিন্নজাতীয়দের উপধর্ম্ম ও অপধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের তুলনা করেন। তিনি বলেন, ভিন্নং অপধর্ম্ম মনুষ্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরপ্রদত্ত। উপধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃত উপকার সাধন করিতে পারে না। খ্রীষ্টীয়ানদের ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এবং প্রার্থনার উত্তর দাতা। আমরা দেবদেবীগণের অপেক্ষা অধিক উপকার করিতে পারি। আমরা

তোমাদের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। আমরা অনন্ত, সনাতন, নিত্য-স্থায়ী ঈশ্বরের নিকট সম্রাটদের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করি। সম্রাটেরা স্বর্গের ঈশ্বরের অধীন। তাঁহা হইতেই তাঁহারা সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে সম্রাট সৈন্যসামন্ত লইয়া স্বর্গ জয় করুন, স্বর্গকে বন্দিত্বে পরিণত করুন, স্বর্গে আপনার প্রহরী স্থাপন করুন, স্বর্গে কর আদায় করুন। তিনি তাহা করিতে পারেন না। সম্রাট নিজে বড় বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার অধীনে, যিনি স্বর্গের অধিপতি। আমরা হস্তবিস্তার করিয়া ও শুধু পায়ে সম্রাটদের জন্য প্রার্থনা করি। আমরা প্রার্থনা করি যেন তাঁহাদের দীর্ঘ জীবন হয়, তাঁহাদের সাম্রাজ্য ও গৃহ নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ হয়; তাঁহাদের সৈন্য সামন্ত সাহসী, সভা বিশ্বস্ত, প্রজা ধর্ম্মশীল, এবং তাঁহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আমি ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কাহারও নিকট এই রূপ প্রার্থনা করিতে পারি না, কেননা আমি জানি, তিনিই কেবল প্রার্থনা শুনিতে পারেন। কিন্তু এমন করিলেও তোমরা আমাদিগকে যন্ত্রণা দিয়া থাক, তোমরা কাঁটা দিয়া আমাদিগকে বিদ্ধ কর; তোমরা আমাদিগকে ক্রুশে উত্তোলন কর, তোমরা আমাদিগকে জলে ডুবাইয়া দেও, তোমরা আমাদিগকে খড়্গাঘাত কর, তোমরা বন্য পশুর সমক্ষে আমাদিগকে নিক্ষেপ কর। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, প্রার্থনাশীল খ্রীষ্টীয়ান তোমাদের আঘাত সহ্য করিতে প্রস্তুত। হে শাসনকর্ত্তৃগণ! অগ্রসর হও। যাঁহারা তোমাদের সম্রাটের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এই প্রকারে যন্ত্রণা দাও।”

তরতুলিয়ন শাসনকর্ত্তৃগণের আধীন্য স্বীকার করা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। খ্রীষ্টীয়ান যেমন শত্রু ও তাড়নাকারিদের জন্য প্রার্থনা করিতে, তেমনি রাজা ও শাসনকর্ত্তাদের জন্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য। (১ তিম ২,২)

প্রার্থনা সভা সম্বন্ধে তিনি বলেন, “একই ধর্ম্মভাব, শাসন প্রণালী ও আশা থাকিলে যে সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, সেই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আমরা একটী সমাজ হইয়াছি। আমরা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি, যেন প্রার্থনা রূপ বল দ্বারা তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারি। এরূপ বল প্রয়োগে তিনি সন্তুষ্ট হন। রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য ক্ষমতাপন্ন লোক, পৃথিবী, সাধারণ শান্তি এবং শেষ সময়ের বিলম্ব জন্য আমরা প্রার্থনা করি। আমরা ঐশিক গ্রন্থ দ্বারা উত্তেজিত হইতে, এবং ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় চিন্তা অথবা তাহার সিদ্ধির বিষয় ধ্যান করিতে সমাগত হই। ঐশিক বচন দ্বারা বিশ্বাস পরিপোষণ, আশা উত্তেজিত এবং বিশ্বাস বদ্ধমূল করি। সেই সমাজে উপদেশ, দণ্ড, ঐশ্বরিক শাসন বিধান প্রচারিত হয়। ঈশ্বরের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া যে বিচার সম্পাদন করা হয় তাহাতে লোকেরা বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি প্রার্থনা-সমাজ অথবা কোন প্রকার

পবিত্র সঙ্গ হইতে নিষ্কাশিত হইবার যোগ্য কোন দুষ্কর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহাকে ভবিষ্যৎ বিচার শুনান যায়। মনোনীত পুরোহিত এই প্রকার সমাজে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। যিনি টাকার দ্বারা নয়, কিন্তু স্বীয় গুণ দ্বারা এই পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনি মনোনীত হন। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় কোন দ্রব্য টাকা দ্বারা ক্রীত হয় না। আমাদের একটী সাধারণ বাক্স আছে, তাহাতে কেহ২ মাসে২, কেহ২ স্বেচ্ছামতে অন্য সময়ে আপনাদের চাঁদা দান করে। এই দান সম্পূর্ণ রূপে স্বেচ্ছাধীন, এ বিষয়ে কোন বল প্রয়োগ করা হয় না। ইহা আমাদের "ধর্ম্ম-ব্যাঙ্ক" স্বরূপ। এই টাকা গরিব, অসহায়, অপারক, বৃদ্ধ, নানা প্রকার ক্লিষ্ট, অথবা বিশ্বাস প্রযুক্ত কারাগারে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য খরচ করা হয়। এ সকল কার্য্যের জন্য কেহ২ আমাদের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পরস্পরকে ঘৃণা করে বলিয়া বলে, দেখ ইহারা কেমন পরস্পরকে প্রেম করে; দেখ ইহারা কেমন অন্যের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমরা প্রার্থনা না করিয়া আহার করি না; আমরা আহার পানে পরিমিতাচারী; কেননা আমরা জানি যে রাত্রিকালে আবার ঈশ্বরের আরাধনা করিতে হইবে। আমরা ঈশ্বরকে বিদ্যমান জানিয়া কথোপকথন করি। হস্ত প্রক্ষালন ও প্রদীপ আনয়ন করা হইলে বিশ্বাসীবর্গ গীত গান করেন। সকলই শিষ্টাচার ও পবিত্রতার সহিত সম্পাদিত হয়। আমাদের সভা আরম্ভে যেমন, তেমন শেষেও প্রার্থনা করিয়া সমাপ্ত করা হয়।

সভার এরূপ প্রকৃতি হইলেও আমরা সাধারণ লোকের ঘৃণার পাত্র। সাধারণের বিপদ ও কষ্ট হইলে তোমরা খ্রীষ্টীয়ানদিগকে উক্ত বিপদের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর। যদি টাইবর (নদী) তোমাদের প্রাচীর পর্য্যন্ত উঠে, অথবা যদি নীল (নদ) তোমাদের ক্ষেত্রে জল না দেয়, যদি বৃষ্টি না হয়, যদি ভূমিকম্প দুর্ভিক্ষ্য অথবা মারি হয়, তাহা হইলে সকলে বলিয়া উঠে, খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সিংহের সম্মুখে নিক্ষেপ কর।

লোকে কখন২ বলে আমরা অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য। কিন্তু আমরা যখন তোমাদের সহিত বাস করি, তোমাদের সহিত আহার করি, তোমাদের মতন পরিচ্ছদ ব্যবহার করি, এবং যখন আমাদের অভাব ও প্রয়োজন তোমাদেরই মতন, তখন তাহাদের কথা কি প্রকারে সত্য হইতে পারে?"

ক্রমশঃ

মহাত্মা ফসেটের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৮৩৩ খ্রীঃ হেনরি ফসেট সেলিসবারি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ডব্লিউ ফসেট। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ট্রিনিটি হল কালেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৫৬ খ্রীঃ অতি উচ্চ শ্রেণীর গণিতে অনার

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ মৃগয়ার্থে বহির্গত হইলে, দৈবদুর্বিপাক বশতঃ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হইল বটে, কিন্তু হৃদয়ের সেই অসাধারণী শক্তি, অমানুষিকী প্রতিভা যেমন তেমনই রহিল। এবং সেই বুদ্ধি এবং প্রতিভাবলে "অর্থনীতি এবং অর্থব্যবহার শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" (Manual of political Economy) নামধেয় গ্রন্থ প্রণয়নান্তর "ইংরেজ শ্রমজীবিগণের পরিমিত ব্যয়শীলতা" (Economic position of the British labourer) নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করিয়াই যে তিনি রচনা বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন, এমত নহে; প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র সমূহে "পরিমিত ব্যয়িতা" সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখেন এবং ১৮৬৩ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি এবং অর্থব্যবহার শাস্ত্রের অধ্যাপকের (Professor of Political Economy) পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৮০ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে গ্লাডেষ্টোন সাহেব রাজমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হইলে ফসেট সাহেব ডাকবিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ (Post Master General) গ্রহণ করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৩শে এপ্রিল সাফোল্কের অন্তর্গত এলডেনবাগবাসী নিউসন গেরেট সাহেবের, মিলিসেন্ট নাম্নী দুহিতাকে পরিণয় করেন। মিলিসেন্ট ১৮৪৭ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ খ্রীঃ "অর্থ নীতি এবং অর্থব্যবহার শাস্ত্র" সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মহাত্মা ফসেট এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী একযোগে "অর্থ নীতি এবং অর্থ ব্যবহার শাস্ত্র" সম্বন্ধে অনেক গুলি প্রবন্ধ লিখেন।

সারস্বত পত্র।

বিবিধ বিষয়।

চুচুঁড়া নিবাসিনী কুমারী বেক্ক এক খানি বাঙ্গালা সংগীত পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। দেখিলাম অনেক গুলি সুন্দর২ ইংরাজি সুরের গীত অনুবাদিত হইয়াছে। ইংরাজি গীত সুর বজায় রাখিয়া বাঙ্গালায় অনুবাদ করা প্রায় দুঃসাধ্য, অতএব উক্ত পুস্তকে সকল গীত গুলি যে সুপাঠ্য ও সুমধুর হইবে, তাহার আশা করা যায় না; কিন্তু যাঁহারা কতকগুলি সুন্দর২ ইংরাজি গানের ভাবার্থ লইয়া গান করিতে চান, তাহাদের এই নব প্রকাশিত পুস্তকের দ্বারা মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে। এই পুস্তক সম্বন্ধে মিস্ বেক্ক অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, অতএব বঙ্গ খ্রীষ্টীয় বিদ্যালয় সমূহে ইহা প্রচলিত হইলে আমরা সুখী হইব। আমাদের বোধে ইহার মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে।

সম্প্রতি এক জন উদারচেতা অপরিসীম প্রতিভাসম্পন্ন ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার নাম হেনরি ফসেট্। তিনি ভারতের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া জন সমাজে পরিচিত

ছিলেন। ভারতের দুঃখ ব্যক্ত করা ও তাহার নিবারণ উপায় নির্দ্দেশ করা তাঁহার জীবনের মুখ্য কর্ম্ম ছিল। হৃৎপিণ্ড রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এস্, পি, জি, সোসাইটীর সুযোগ্য ও কার্য্যদক্ষ সেক্রেটরী ব্রে সাহেব কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বোধ হয় বিলাত প্রত্যাগমন করিবেন। তিনি প্রায় বার বৎসর ধরিয়া যেরূপ দক্ষতা সহকারে কার্য্য করিয়াছেন, এবং যেমন ছোট বড় সকলের সহিত সৌজন্য পূর্ব্বক আচরণ করিয়াছেন, তাহা এস্, পি, জি, কর্ম্মচারিদের কাহারও অবিদিত নাই। আমরা ভরসা করি, তাঁহারা কৃতজ্ঞতার বিশেষ চিহ্ন না দেখাইয়া ব্রে সাহেবকে যাইতে দিবেন না।

বিগত মাসে অনেক গীর্জ্জায় শস্যোৎসর্গ পর্ব্ব পালিত হয়। কলিকাতা সেন্ট জেমস্, সেন্ট পল কেথিড্রেল্, সেন্ট সেভিয়র ও খিদিরপুর সেন্ট বার্ণবা গীর্জ্জায় সমারোহের সহিত শস্যোৎসর্গ পর্ব্ব পালিত হইয়াছিল। এটি বড় ভাল লক্ষণ। সর্ব্ব বিষয়ে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা খ্রীষ্টীয়ানের কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি ক্রমে২ সমস্ত বঙ্গদেশীয় মণ্ডলীতে এই প্রথা প্রচলিত হইবে। ইংলণ্ডে প্রথম২ এই বিষয়ে অনেক কুসংস্কার ছিল, কিন্তু ক্রমে২ উহা তিরোহিত হইতেছে।

বিগত ২৯ নবেম্বর সেন্ট সেভিয়র গীর্জ্জায় মিসনের জন্য সমবেত প্রার্থনা সভা হইয়াছিল। প্রায় একশত পঞ্চাশ জন খ্রীষ্টভক্ত উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পাদ্রিগণ উপাসনা কার্য্য সমাধা করেন। রেভ, ভবানীচরণ চৌধুরী, রেভ, অনন্ত চন্দ্র শীল, রেভ, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, রেভ, রজব দত্ত, রেভ, হেনরী হোয়াইটহেড এবং রেভ, বরদাচরণ ঘোষ। রেভ বরদাচরণ ঘোষ তদুপলক্ষে উপদেশ দেন। উপাসনার পর মির্জ্জাপুরের সঙ্কীর্ত্তন দল গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে এবং বোর্ডিং স্কুলে উৎসাহ ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরের সঙ্কীর্ত্তন করেন। মধুর সঙ্কীর্ত্তনে সকলেই মোহিত হইয়াছিল। আমরা আশা করি এই সঙ্কীর্ত্তন দল দ্বারা কলিকাতায় খ্রীষ্টের মহিমা কীর্ত্তিত ও ঘোষিত হইবে।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, খ্রীষ্টমস সপ্তাহে খ্রীষ্টীয়ানদিগের সমবেত উপাসনা কেথিড্রেল উপাসনালয়ে করা হইবে। তাহার পর নগরকীর্ত্তন হইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন, দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা বাহুল্য রূপে সত্য, একতা ও পবিত্রতার আত্মায় একীভূত হইয়া প্রভুর জন্ম দিনের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়েন। নূতন জন্ম, নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম ও নূতন সাহসের সহিত আমরা যেন আরাধ্য প্রভুর অভ্যর্থনা করি।

সুযোগ্য ও ধার্ম্মিক মিশনরী রাউস্ সাহেবের সহধর্ম্মিণী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যেশুর অনন্ত বিশ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ভক্ত ও পবিত্র

স্ত্রীলোক অতি অল্পই এ দেশে আসিয়াছেন। কলিকাতার সহস্র২ লোক তাঁহার কাছে ঋণী। তিনি যেং কার্য্য ঈশ্বরের শক্তিতে করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই সকল কার্য্য তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। কত লোককে যে তিনি ধর্ম্ম ও পবিত্রতার পথে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সেই মহা দিবসে ব্যক্ত হইবে। যাঁহারা প্রভুতে মরে, তাঁহারাই ধন্য। আমাদের প্রার্থনা, যেন এই পরলোকগতা সাধ্বীর স্বামী ও সন্তানগণ সর্ব্বশান্তিদাতা মঙ্গলময় ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শান্তি বাহুল্য রূপে উপভোগ করেন।

পুস্তক প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা নিম্ন লিখিত গ্রন্থ উপহার স্বরূপ পাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আগামী বারে সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। ১, বাইবলোক্ত নারী চরিত। ২, বাপ্তিস্ম ব্যতীত আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি কি না? ৩, অনুতাপীর সাহায্যকারী। ৪, পণ্ডিত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ খ্রীষ্টীয়ান হইলেন কেন? ৫, বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়ানদের ব্যবহারার্থে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালীন ও পুণ্য সহভাগের সেবার্থে সরল প্রার্থনা। ৬, আমুবা অবরোধ। ৭, A word for peace on Justification, being a letter to the Rev. Henry Williams of the C. M. S. by the Rev. Charles Gore.

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "বঙ্গবন্ধু" সম্পাদক মহাশয়!

আপনি ও আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে ট্রিনিটী মণ্ডলী সংক্রান্ত প্রায় ২৫ জন বালক ও যুবক মিলিয়া একটী সঙ্কীর্ত্তন সভা স্থাপন করিয়াছেন। জন সমাজে যীশু গুণ কীর্ত্তন ও সঙ্গীত দ্বারা জগৎত্রাতার মহিমা ও গৌরব বর্ণনা করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য। কয়েক জন ভদ্র, ও খ্রীষ্টীয় সমাজের মান্য গণ্য লোক অনুগ্রহ পূর্ব্বক উল্লিখিত সভাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গীত শ্রবণান্তর পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন; ফলে তাঁহাদের উদ্যোগ ও যত্ন দেখিয়া সভার যৎপরোনাস্তি উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, যেন এই সভা দ্বারা তাঁহার মহিমা ও গৌরব প্রকাশ হয়॥

এক্ষণে উল্লিখিত সঙ্কীর্ত্তন সভার নিবেদন এই যে, খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতৃগণ বিবাহ, বাপ্তিস্ম, জন্মোৎসব পালন অথবা অন্য কোন উপলক্ষে উক্ত সভাকে নিমন্ত্রণ করিলে তাহারা আনন্দ সহকারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইবে। সভার নামে পত্রাদি লিখিতে হইলে সম্পাদকের নিকটে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশশীভূষণ বিশ্বাস।
সঙ্কীর্ত্তন সভার সম্পাদক।
৩৩ আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩য় খণ্ড ৪র্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। জানুয়ারি, ফিব্রুয়ারি ও মার্চ্চ ১৮৮৩

বঙ্গবন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন)

শ্রীববদা চবণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

ইমদাদ আলির লেন ৮ নং হইতে প্রকাশিত।

১৮৮৩।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

একটী বিশেষ বেবন্দোবস্ত বশতঃ এতদিন বঙ্গবন্ধু বাহির হইতে পারে নাই। এখন সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে, সম্পূর্ণ আশা আছে এখন হইতে বঙ্গবন্ধু নিয়মিতরূপে বাহির হইবে। পাঠকবর্গকে আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করি, তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনে এমন কখন ঘটে নাই, ঘটিবেও না, তাঁহারা মনে রাখিবেন।

যাঁহারা বিগত দুই বৎসরের মূল্য এখনও দেন নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা চিরকৃতার্থ হইব। তাঁহারা মনে রাখিবেন আবার একবৎসরের শেষ হইতে চলিল।

শ্রীবরদাচরণ ঘোষ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

৮ নং ইমদাদ্ আলীর লেন।

বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিটিপত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর অগ্রিম মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য, প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একবারের অধিক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

শ্রীবরদাচরণ ঘোষ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গ বন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৪র্থ খণ্ড।] জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারী, মার্চ ১৮৮৬। [৩, ৪, ৫, সংখ্যা।

বিশ্বজনীন খৃষ্ট।

আজ কাল দুই রকম খ্রীষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ঐতিহাসিক গ্রন্থকর্ত্তা এক্সিহোমো (Ecce Homo) নামক একখানি গভীর চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থ লিখেন। গ্রন্থকর্ত্তা এই গ্রন্থে অসাধারণ চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাশ্চাত্য খ্রীষ্টের নিদর্শন স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। যদিও এই পুস্তকে পাশ্চাত্য বিষয়ের নাম গন্ধ নাই, তবুও অনেক লোক দ্বারা তাহা পাশ্চাত্য ভাবের পরিচায়ক স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। সেটী আমাদের বোধে বিষম ভ্রম। যদিও তাহাতে আংশিক খ্রীষ্টের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তবুও স্বীকার করিতে হইবে, তাহাতে পাশ্চাত্য ভাবের নাম গন্ধ নাই। আংশিক খ্রীষ্টের চিত্র দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু আংশিক এই জন্য নয়, যে তাহাতে পাশ্চাত্য ভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, আংশিক এই জন্যই বলিতেছি, কেননা তাহাতে যদিও মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে, তথাচ খ্রীষ্টের অস্তিত্বের মূলাধার কারণ, শ্রেষ্ঠ অংশ যেরূপে বিবৃত হওয়া উচিত, এই পুস্তকে সেরূপে বিবৃত হয় নাই। এক অংশ প্রকৃষ্ট রূপে, বিস্তারিত ও সুন্দর রূপে বর্ণীত হইয়াছে, কিন্তু যে অংশটী না দিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, সেই শ্রেষ্ঠ অংশটী দেওয়া হয় নাই। এই জন্যই এই উপাদেয়, আদরের সামগ্রীটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সন্তোষকর হয় নাই। আমরা কেবল আংশিক খ্রীষ্টের

পরিচয় প্রাপ্ত হই। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীকেশবচন্দ্র সেন আর একজন খ্রীষ্টের বিষয় ভাবিতেন। তিনি পাশ্চাত্য খ্রীষ্ট, এই কথাগুলি ব্যবহার করিতেন না। তিনি আপনার কল্পনা প্রসূত প্রাচ্য খ্রীষ্টের বিষয় ভাবিতেন। তাঁহার প্রিয় সহচর ও শিষ্য বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার তাঁহার মতানুকরণ করিয়া প্রাচ্য খ্রীষ্টের সম্বন্ধে একখানি উপাদেয়, পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে রচয়িতার লিপিচাতুর্য্য ও চিন্তাশীলতা সম্যক রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পুস্তকখানি আদরের জিনিস হইলেও আংশিক খ্রীষ্টকে প্রকাশ করিয়াছে মাত্র।

আংশিক খ্রীষ্ট সম্বন্ধে "এক্সি হোমোর" রচয়িতা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা বেশী কিম্বা অধিক উপাদেয় কিছু বলা অতি অল্প লোকেরই সাধ্য। প্রতাপ বাবু আপনার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি আপনারই দুর্ভাগ্য বশতঃ কেবল আংশিক খ্রীষ্টকেই প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা এতক্ষণ আংশিক খ্রীষ্টের বিষয় আলোচনা করিলাম। আংশিক খ্রীষ্টে আমাদের আত্মার পরিতৃপ্তি হয় না। কল্পনা প্রসূত ধর্ম্মে কাহারও পরিতৃপ্তি জন্মে না। আমরা সুসমাচার বর্ণিত প্রকৃত ঐতিহাসিক খ্রীষ্টকে চাই। ইতিহাসের খ্রীষ্ট আংশিক নহেন, তিনি পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, অবিকৃত খ্রীষ্ট। মথি, মার্ক, লূক ও যোহন সুসমাচারে সেই পূর্ণ খ্রীষ্টের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে কেবল এই মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের খ্রীষ্ট, ইতিহাসের খ্রীষ্ট। তিনি প্রাচ্য বা পশ্চাত্য নহেন, তিনি বিশ্বজনীন খ্রীষ্ট, তিনি জগতের খ্রীষ্ট, এসিয়ার খ্রীষ্ট, ইউরোপের খ্রীষ্ট; এসিয়ার লোকের যেরূপ তাঁহাতে আত্মার পরিতৃপ্তি হইতে পারিত, সেইরূপ ইউরোপের লোকেরও তাঁহাতে পরিতৃপ্তি হইবে।*

বিশ্বজনীন খ্রীষ্ট সুসমাচারের বিষয়ীভূত, তাঁহাতে কোন কাল ভেদ নাই। তাঁহাতে কোন প্রকার অপ্রশস্ত, সংকীর্ণ জাতীয় ভাব নাই। তাঁহার শিক্ষাতে এমন একটীও কথা নাই, যাহাতে প্রকাশ পায় যে, তাঁহার দেশের কি জাতির এমন কিছু শ্রেষ্ঠতা আছে, যাহা অন্য কোন দেশে কি জাতির নাই। আমরা অনেক সংস্কারক ও সাধুর কথা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের কথা ও ব্যবহারে সংকীর্ণ জাতীয় ভাবের সূচনা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষায় কিছু মাত্র জাতীয় ভাব দৃষ্টি গোচর হয় না।

পৌল, মথি, লূক, বার্ণবা যে রূপে খ্রীষ্টে আপনাদের আত্মার গভীর শান্তি পাইয়াছিলেন, সেই রূপ ঠিক গ্রীস ও রোম দেশের লোকেরা পাইয়াছিল। তাহাদের শান্তি সম্ভোগে কিছু মাত্র

প্রভেদ ছিল না। ক্লেমেণ্ট, অরিজিন, আথানিয়ুস সেই রূপ অবিমিশ্র শান্তি খ্রীষ্টে পাইয়াছিলেন। আফ্রিকা নিবাসী সাধু আগষ্টিন ঠিক সেই রূপে খ্রীষ্টে পরিতৃপ্তি পাইয়াছিলেন। এখনও আটল্যানটিক ও প্রশান্ত সমুদ্রস্থ দ্বীপ পুঞ্জ নিবাসী অসভ্য ও অজ্ঞান খ্রীষ্ট ভক্তেরা সেইরূপ শান্তি ও সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের অসংখ্য ২ সভ্য ও অসভ্য লোক খ্রীষ্টকে বিশ্ব জনীন খ্রীষ্ট জানিয়া আপনাদের পাপ, তাপ, তাঁহার নিকট আনিয়া অনন্ত শান্তি ও সুখের অধিকারী হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য ভাবে না, সকলেই তাঁহাকে বিশ্ব জনীন জানিয়া আপনাদের আত্মার অনন্ত বিশ্রাম রূপে গ্রহণ ও সম্ভোগ করিতেছেন। তবে যাহাদের পাপ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব আছে, তাহারাই খ্রীষ্টকে আংশিক ভাবে গ্রহণ করে। যাহারা মনে করে, পাপ বিশ্ব জনীন, তাহারা খৃষ্টকেও বিশ্বজনীন বলিয়া গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইবে না।

কোম্‌তের মতের সহিত সুসমাচারের সম্বন্ধ।

যখন সুসমাচার নিহিত অমূল্য সত্যে মনুষ্যের যথোচিত দৃষ্টি না থাকে, তখন ঈশ্বর অতি বিচিত্র রূপে আপনার মণ্ডলীর দণ্ড সাধন করেন। সত্যের একটী অংশ বা অল্প চূর্ণ লইয়া একজন হয়ত একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মপ্রণালী সংগঠন করিবে। যাহা আংশিক আকারে সত্য ছিল, তাহা পূর্ণ বিকাশ ও দেহ প্রাপ্ত হইয়া হয়ত একটী প্রকাণ্ড ভ্রান্তি-পূর্ণ মত প্রণালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের সমুত্থানের পর যত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের এই ইতিহাস। একটী উপেক্ষিত সত্যকে সাজাইয়া বৃহৎ কাণ্ড করা হইয়াছে। আচার্য্যবর, উদারচেতা সাধু পৌল আথেন্স নিবাসীদের উপধর্ম্মের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা সেই ২ পূর্ণ বিকশিত, ভ্রান্ত ও কুসংস্কার পূর্ণ ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি, "তোমরা অজ্ঞাতসারে যাহার উপাসনা করিতেছ, আমি তাঁহাকে তোমাদের নিকট প্রচার করিতেছি।"

উদাহরণ স্বরূপ আমরা অন্য একটী বিষয়ের অবতারণা করিব। কোম্‌ত জীবতত্ত্বের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা মূলে খ্রীষ্টধর্ম্মের অননুমোদনীয় নহে। জীবনের স্থায়িত্ব, একতা, সামঞ্জস্য ও সমষ্টির বিষয় কোম্‌ত যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের যে কেবল সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়, তাহা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোম্‌ত এবিষয়ে কিছুই নূতন বলেন না। তাঁহার কথায় কেবল খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষা প্রতিফলিত ও নিদর্শিত হয়। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা খ্রীষ্টধর্ম্মকে কখন ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি যে পরিমাণে পূর্ণ

ও বিশাল হইতে থাকে, সুসমাচার সম্বন্ধে সেই পরিমাণেও আমাদের দৃষ্টি পূর্ণ ও বিশাল হইবে। বাইবলে আমরা পাঠ করি, "ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় ছিল যে কালের পূর্ণতা বিধানে তিনি স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ তাবৎ বিষয় খ্রীষ্টে সম্মিলিত করেন।" ইফি, ১; ১০। অবতীর্ণ হইয়া খ্রীষ্ট দুঃখ ভোগ করাতে "ঈশ্বরও তাঁহাকে উন্নত করিয়াছেন ও তাঁহাকে সকল নামের উপরে এমন এক নাম দিয়াছেন যে, সেই যেশু নামে স্বর্গের কি মর্ত্ত্যের কি পাতালের সকল জানুকেই পাতিত হইতে হইবে, আর সকল বদনকে স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বরপিতার মহিমার জন্য যেশু খ্রীষ্টই প্রভু।" ফিলি ২; ৯, ১০। খ্রীষ্ট অর্থাৎ মস্তক হইতে "সমস্ত শরীর সংযোজিত ও ঘনিষ্ঠ রূপে সংশ্লিষ্ট হইতেছে, এবং পরস্পরের উপকার সাধন ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা দ্বারা বৃদ্ধি পাইতেছে অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গের স্ব স্ব কার্য্যকারিতার পরিমাণানুসারে শরীরটি আপনার বৃদ্ধি সাধন করিতেছে, তাহাতে যেন শরীরটি প্রেমে আপনি আপনাকে উদগ্রস্থিত করে।" ইফি ৪, ১৬। "সৃষ্টি উৎগ্রীব হইয়া ঈশ্বরের সন্তান গণের প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। সমস্ত সৃষ্টি আজি পর্য্যন্ত এক সঙ্গে মিলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে ও প্রসব বেদনায় ব্যথিত হইতেছে।" রোম ৮; ১৯, ২২।

মণ্ডলীর ইতিহাস।

ইগনেশিয়ুস।

খ্রীষ্টের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধু ইগনেশিয়ুস ইফিস্‌বাসীদিগকে বলেন, "শারীরিক ও আধ্যাত্মিক একজনই চিকিৎসক; তিনি জাত ও অজাত, মাংসে অবতীর্ণ ঈশ্বর, দুঃখভোগী ও দুঃখভোগাতীত।" আবার তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দাবিদ ও মরিয়ম সুত ছাড়া তোমাদের সহিত কথা কহে, তাঁহার কথা সম্বন্ধে বধিরবৎ হও। তিনি (খ্রীষ্ট) বাস্তবিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভোজন পান করিয়াছিলেন, বাস্তবিকই পন্তিয়পিলাতের অধীনে ক্রুশে নিহত হইয়াছিলেন, এবং পার্থিব, স্বর্গীয় ও ভূতল গর্ভস্থ দ্রব্যের সমক্ষে মৃত হইয়াছিলেন। তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে বাস্তবিক পিতার শক্তিতে উত্থান করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে তাঁহার সদৃশ্যে উত্থান করাইবেন, তাঁহা ব্যতিরেকে আমাদের প্রকৃত জীবন থাকিতে পারে না।" স্মুর্ণাবাসীদিগকে তিনি বলেন, "আমি তাঁহাকে জানি ও বিশ্বাস করি, যিনি পুনরুত্থানের পর শরীর ধারণ করিয়া পিতর ও তাঁহার সহচর দিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমাকে স্পর্শ করিয়া দেখ, আমি শরীর বিহীন আত্মা নহি।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ ও তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল। এই জন্য তাঁহারা মৃত্যুর উপর জয় লাভ করিয়াছিলেন।

পুনরুত্থানের পর বাস্তবিক শরীরী (যদিও আধ্যাত্মিক ভাবে পিতার সহিত সংযুক্ত) হইয়া তিনি তাহাদের সহিত ভোজন পান করিয়াছিলেন। যাহারা এই মত অগ্রাহ্য করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "যাহারা এই মত অস্বীকার করে, তাহাদের বিষয়ে আমি তোমাদিগেকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। তাহারা মানবীয় আকারে বন্য পশু সদৃশ, তাহাদিগকে গৃহে গ্রহণ করাও উচিত নহে, এমন কি, তাহাদের সহিত পথিমধ্যেও সাক্ষাৎ করা অবিধেয়। কেবল তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর যেন তাহাদের মনঃ পরিবর্ত্তন হয়। এটী কঠিন বিষয় বটে, কিন্তু আমাদের প্রকৃত জীবন খ্রীষ্ট ইহা করিতে সক্ষম। যদি বল এই সকল আমাদের প্রভু বাস্তবিক করেন নাই, লোকের দর্শনের ভ্রম মাত্র, তাহা হইলে আমার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া ও দৃষ্টির ভ্রম মাত্র। তবে কেন আমি মৃত্যু, অগ্নি, খড়্গ ও বন্য পশুর জন্য আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি? ইহা কি সত্য নয় যে খড়্গের নিকটস্থ হইয়া, আমি ঈশ্বরের নিকটস্থ হইয়াছি, বন্য পশুর করায়ত্ত হইয়া ঈশ্বরের করায়ত্ত হইয়াছি। কেবল যেশু খ্রীষ্টের নামেই আমি এই সকল সহ্য করিতেছি যেন আমি তাঁহার সহিত সহ্য করিতে পারি, যিনি সম্পূর্ণ মনুষ্য হইয়া আমাকে এইরূপ করিতে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন।

তিনি পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধেও আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার সার মর্ম্ম এই: "পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে, নূতন নিয়ম ব্যতিরেকে ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না। মাগনিসীয়লোকদিগকে বলেন, যদি যিহুদী নিয়মের অধীন হই, তাহা হইলে এই প্রকাশ করি যে আমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই নাই। পবিত্র দৈববক্তৃগণ খ্রীষ্ট মুখী জীবন যাপন করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া তাঁহারা উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন (১ পিত ১; ১১)। ইহার উদ্দেশ্য যেন অবিশ্বাসীরা জানিতে পারে যে কেবল এক ঈশ্বর আছেন, আর তিনি আপনার নিত্য শব্দ তাঁহার পুত্র যেশু খ্রীষ্ট দ্বারা সপ্রকাশ হইয়াছেন," ইত্যাদি। পুনশ্চ তিনি বলেন, "যেশু খ্রীষ্টের প্রসঙ্গ করা এবং যিহুদী নিয়মের অধীন হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।" ফিলাডেলফিয়া নিবাসীদিগকে তিনি বলেন, "মণ্ডলীর যাজকেরা উত্তম, কিন্তু যাঁহার হস্তে মহাপবিত্র স্থানের ভার, যিনি ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয়ের ভাণ্ডারী, সেই মহাযাজক আরও উত্তম। তিনি পিতার নিকটে যাইবার দ্বার, তাঁহার দ্বারা আব্রাহাম, ইস্‌হাক, যাকুব, দৈববক্তৃগণ, প্রেরিত বর্গ, মণ্ডলী এই সকলই ঈশ্বরের একতায় প্রবেশ করে। প্রিয় ভবিষ্যবক্তৃগণ তাঁহার দূত ছিলেন, কিন্তু সুসমাচার অবিনাশিতার পূর্ণতা।"

১। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি স্মূর্ণাস্থ মণ্ডলীর বিশপ পলিকার্পকে একখানি পত্র লিখেন। পলিকার্প বয়সে

ইগনেশিয়ুশের কনিষ্ঠ। তাঁহার এই পত্র পাঠ করিলে মৃত্যুর পূর্ব্বে পৌল, তিমথী ও তীতকে যে পত্র গুলি লিখিয়াছিলেন তাহা স্মরণপথে আরূঢ় হয়। দুই একটী স্থল উদ্ধৃত করা যাইতেছে মাত্র। তিনি বলেন, "যে অনুগ্রহে তুমি পরিহিত হইয়াছ তাহা দ্বারা আমি তোমাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, আপনার গতি সম্বন্ধে অবধান কর, আর সকলকে শিক্ষা দেও যেন তাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হয়। কায়িক ও আত্মিক পরিশ্রম দ্বারা বিশপ পদের মান্য রক্ষা কর। যাহার অপেক্ষা মূল্যবান পদার্থ আর নাই, সেই একতা বিষয়ে মনোযোগী হও। প্রভু যেমন তোমাকে ধারণ করেন, তেমনি তুমি অন্যকে ধারণ কর। তোমার রীত্যনুসারে প্রেম পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি সহিষ্ণুতা কর। অনবরত প্রার্থনা করিতে বিরত হইও না। আর বুঝিবার শক্তির জন্য প্রার্থনা কর, অতন্দ্রিত আত্মার সহিত জাগ্রত থাক, ঈশ্বরের সাহায্যে নির্ভর করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ কর। সিদ্ধ ব্যায়ামকারির ন্যায় সকলের দৌর্ব্বল্য সহ্য কর। যত অধিক কষ্ট তত অধিক লাভ। যদি তুমি সমাজের সাধুলোক দিগকেই ভাল বাস, তাহা হইলে লাভ কি হইল? বরঞ্চ দুরন্ত দিগকে মৃদুভাব দ্বারা জয় কর। একই মলমে সকল ঘা আরাম হয় না। দুঃসহ যন্ত্রণা দ্বারা তাহা হ্রাস কর। সর্পের ন্যায় সকল বিষয়ে চতুর, কপোতের ন্যায় নির্দ্দোষ হও। আপনাকে ঈশ্বরের যোদ্ধা জানিয়া পরিমিতাচারী হও; অবিনাশিতা ও অনন্ত জীবন তোমার পুরস্কার। দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাক। উত্তম ব্যায়ামকারী কষ্ট স্বীকার করিয়াও জয়ী হয়। এখন যেরূপ আছ, তাহাপেক্ষা অধিক উদ্যোগী হও। সুযোগের প্রতীক্ষা কর। কালাতীত যিনি তাঁহার অপেক্ষা কর; যিনি কালবিহীন, অদৃশ্য হইয়াও যিনি আমাদের জন্য দৃশ্য হইলেন, তাঁহার প্রতীক্ষায় থাক। যিনি স্পর্শেন্দ্রিয় ও দুঃখের অতীত হইয়া আমাদের জন্য সকলই সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার প্রতীক্ষায় থাক। মণ্ডলীর বিধবাগণের তত্ত্বাবধারণ কর, কেননা প্রভুতে তুমি তাহাদের তত্ত্বাবধারক। মণ্ডলীতে তোমার অজ্ঞাতসারে কিছুই সম্পাদিত না হউক, আর তুমি ঈশ্বর ব্যতিরেকে কিছুই সম্পাদন করিবে না। তুমি যাহাই কর না কেন, স্থির থাকিও, সদাসর্ব্বদা সভা কর, নাম ধরিয়া প্রত্যেকের অন্বেষণ কর। ক্রীতদাস ও দাসীকে অবজ্ঞা করিও না। কিন্তু তাহাদিগকে স্ফীত হইতেও দিও না। তাহারা বরং উত্তমতর স্বাধীনতার জন্য ঈশ্বরের গৌরব উদ্দেশে পরিচর্য্যা করুক।"

ক্রমশঃ।

ধর্ম্মপুস্তকের ব্যাখ্যা।

১ করিঃ ১, ১—৩ "পাউল ঈশ্বরেচ্ছায় খ্রীষ্ট য়েশুর আহূত প্রেরিত ও ভ্রাতা সস্থেনেস নগরস্থ ঈশ্বরের সমস্ত অর্থাৎ খ্রীষ্ট য়েশুতে পূতগণ আহূত পবিত্রগণ, তৎসঙ্গে যাহার সর্ব্বত্র স্ব স্ব স্থানে আমাদের সেই প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করেন—যিনি তাঁহাদের ও আমাদের প্রভু, তোমাদের সকলের প্রতি আমাদের পিতা ঈশ্বর হইতে ও প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ত্তুক।

এই পদ গুলিতে তিনটী বিষয় আলোচ্য বলিয়া বোধ হয়, (১) লেখকদের পদ (২) যাহাদিগকে লেখা যাইতেছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) আশীর্ব্বাদ বচন।

১। লেখকগণের পদ। পৌল একজন আপস্তল বা প্রেরিত ছিলেন, সস্থিনেশ "আমাদের ভ্রাতা।" যে সত্য গুলি প্রেরিত দিগের নিকট গচ্ছিত হইয়াছিল, সেই সত্য গুলিন প্রচার করিতে তাঁহারা আপনাদিগকে বাধ্য মনে করিতেন। পৌল খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক, ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা, প্রেরিত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। এই বিশ্বাসই তাঁহার শক্তির মূলাধার কারণ। সাধু পৌল আপনাকে অতি সামান্য লোক বলিয়াই জানিতেন, তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, তিনি প্রেরিত পদের যোগ্য ছিলেন না, তিনি আপনাকে সকলের নিকৃষ্ট মনে করিতেন, সকলের অপেক্ষা আপনাকে পাপ পরায়ণ মনে করিতেন। এরূপ আত্মজ্ঞান থাকিলেও তাঁহার দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, তিনি খ্রীষ্টের প্রেরিত, ঈশ্বরের দূত, রাজার পরিচারক। তাঁহার বিলক্ষণ বোধ ছিল, যে কথা তিনি প্রয়োগ করিতেছেন তাহা তাঁহার নিজের নহে, তাহা তাঁহার প্রেরয়িতা ঈশ্বরের। যখন এই সত্যটী পূর্ণ প্রভাবে তাঁহার অন্তরে উদয় হইত, তখন তাঁহার সাহস উত্তপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, নৈরাশ্যরূপ তিমির একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইত, লোকের নিন্দাবাদে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, তখন অটল অচল পর্ব্বতের অনন্ত বক্ষে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারিতেন। মহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করিতে গেলে আমাদেরও ঐ প্রকার সংস্কারের প্রয়োজন আছে। আমাদের যদি এ বিষয়ে ধ্রুব জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে আমাদের কার্য্য ও জীবন নির্জীব, উদ্দেশ্য ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। যদি আমরা মনে করি যে, আমরা নিজে আপনাদের কার্য্য বাছিয়া লইয়াছি, ও তাহা অন্ধ ঘটনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায় কোথায় রহিবে? পৌল নিন্দা ও দুঃখভোগ করিয়াছিলেন কেমন করিয়া? "ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আমি প্রেরিতরূপে আহূত"—ইহাই

তাঁহার আধ্যাত্মিক বলের মূলীভূত কারণ স্বরূপ। ইহাই আমাদেরও একমাত্র অবলম্বন। ঈশ্বর কি আমাকে কাট কাটিতে, জুতা গড়িতে, ছোট ছেলেদিগকে পড়াইতে, রাস্তায় ঝাঁট দিতে পাঠাইয়াছেন? কেনই বা না পাঠাইবেন? ঈশ্বর আমাদিগকে অগ্নিময় শিক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে কোন কার্য্য সামান্য, হেয় নহে। ঈশ্বর যাহা পবিত্র করিয়াছেন আমরা তাহাকে অপবিত্র করিব কি করিয়া?

আবার আমরা এইস্থলে দেখি, পৌল নিজের নামের সহিত সস্‌থিনেশের নাম যোগ করিয়াছেন। তিনি যে কেবল নিজেই ঈশ্বরের অধিকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবেন এমন নহে। "আমি প্রেরিত—ঈশ্বরের ইচ্ছা কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রেরিত, কিন্তু সস্‌থিনেশ আমার ভ্রাতা।" সস্‌থিনেশের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারা যায়। কেহ২ মনে করেন তিনি প্রেরিতদের ক্রিয়ার অষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত সস্‌থিনেশ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অপূর্ব্ব শক্তি তাঁহারও অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৌল যেমন ভক্ষক থাকিয়া রক্ষক হইয়াছিলেন, সস্‌থিনেশও ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কিছুই জানি না, আমরা কেবল ইহাই জানিতে পারি যে, তিনি করিন্থ নিবাসী খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের পরিচিত ছিলেন, আর এই পত্র লিখিবার সময় পৌলের সহিত ইফিস নগরে ছিলেন। ইহাতে পৌলের বিনয়ের সূচনা পাওয়া যায়। তিনি দলাদলির ধার দিয়া যাইতেন না, তিনি আপনাকে প্রথম, অত্যুচ্চ মঞ্চে স্থাপন করেন নাই, যাহাতে, তাঁহার বোধে আর কাহার বসিবার অধিকার ছিল না।

ক্রমশঃ।

"প্রীতিভোজ।"

এক রকম প্রীতিভোজ আজকাল এদেশে বেশ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, অতএব এ বিষয়ে দুই এক কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রাচীন মণ্ডলিতে Agapae অর্থাৎ প্রীতি ভোজের প্রথা ছিল। যদিও ইহা ঐশ্বরিক নিয়োজন নহে, তথাপি নিশ্চয়রূপে ইহাকে প্রৈরিতিক বলিতে হইবে। Holy Eucharist, অর্থাৎ পবিত্র ধন্যবাদার্থক বলির সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সাধু যিহুদা "Agapae" অর্থাৎ প্রীতিভোজের উল্লেখ করেন। ইহার উৎপত্তি বোধ হয় নিম্নলিখিত প্রকারে হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বাসীবর্গ একত্র বাস করিত, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে এক প্রকার সাধারণ তন্ত্র ছিল, (প্রেরিত ক্রিঃ ২; ৪৪।) কিন্তু যখন তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আর যখন নানা ভিন্ন২ সম্প্রদায় হইতে লোকে খ্রীষ্টমণ্ডলীভুক্ত হইতে লাগিল. তখন দ্রব্যাদির সাধারণ অধিকার ও ব্যবহার সংরক্ষণ সুদূর

পরহিত বলিয়া বোধ হইল। অন্য ২ আনুষঙ্গিক ব্যাপার বিলুপ্ত হইল, কিন্তু একটী বিষয় পূর্ব্বকার প্রেম ও একতার চিহ্ন স্বরূপ বজায় রহিয়া গেল। ইহা-কেই লোকে সাধারণ ভোজ বা প্রীতি ভোজ বলিত।

প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ হইতে জানা যায় যে, প্রীতি ভোজে কোন প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর করা যাইত না, এবং ইহাতে পরিমিত রূপে ভোজন পান করা হইত। কনিষ্ঠ প্লিনীর (Pliny) ট্রাজানের প্রতি পত্রে লেখা আছে যে, খৃষ্টীয়ানেরা কোন ২ দিবসে অতি প্রত্যুষে সমবেত হইত, তাহার পর উত্তর প্রত্যুত্তরে খৃষ্টকে ঈশ্বর জ্ঞানে স্তব করিত; কিছু বেলা হইলে সকলে মিলিয়া একটী আড়ম্বরশূন্য ও নির্দ্দোষ ভোজে উপবেশন করিত। ধনীলোকেরা প্রভুর ভোজের জন্য যে রুটি ও দ্রাক্ষারস পাঠাইত, তাহার যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত আর অন্যান্য উপকরণ দ্বারা ভোজ সম্পাদিত হইত। প্রভুর ভোজের পূর্ব্বে অথবা পরে প্রীতি ভোজ হইত কি না ইহার মীমাংসা করা কিছু দুষ্কর। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই বলেন যে প্রভুর ভোজের পরেই ইহা সম্পাদিত হইত। সাধু জেরোম বলেন যে, খৃষ্টীয়ানেরা উপাসনালয়ে যাইবার সময় প্রত্যেকে আপন ২ নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া যাইত। মহাভাগ গ্রহণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই সকলে মিলিয়া সাধারণ ভোজে ভক্ষণ করিত। চতুর্থ খৃঃ শতাব্দীতে ধর্ম্ম সাক্ষীগণের বাৎসরিক স্মরণার্থক উপাসনায় প্রভুর ভোজ সম্পাদিত হইত। ইহার পরেই প্রীতিভোজ হইত। আনুষঙ্গিক স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধ ব্যবহারের বিষয় সাধু অগষ্টিন "সার্ব্বসভার প্রথা" নামক পুস্তকে উল্লেখ করেন। প্রভুর ভোজের পূর্ব্বে যে প্রীতি ভোজ হইত না তাহার একটী প্রমাণ, প্রভুর ভোজের পূর্ব্বে উপবাস প্রথায় নিদর্শিত হইতে পারে। প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভক্তেরা প্রায় কোন খাদ্য ভোজন করিতেন না, তাঁহারা বলিতেন, প্রভুর শরীর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অন্য কিছু গ্রহণ করা ভক্তি সঙ্গত নহে। এখনও অনেকে উপবাস করিয়া প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন। ৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সাধু ক্রুসস্তম বলেন, "কেহ ২ বলে যে আমি আহারান্তে কাহাকে ২ প্রভুর ভোজ সম্পাদন করিয়াছি। আমি যদি ইহা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার নাম বিশপদের নামের তালিকা হইতে বিলুপ্ত হউক। সত্য বিশ্বাসের পুস্তকে আমার নাম লিখিত না থাকুক। যদি এমন কিছু আমি করিয়া থাকি, তাহা হইলে খ্রীষ্টও আমাকে তাঁহার রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবেন।" সাধু আগ-ষ্টিন স্বীয় ধারণা, পবিত্র আত্মার অনুমোদনীয় বোধ করিয়া বলেন যে, যে, অন্যান্য খাদ্য মুখে স্পর্শ করিবার অগ্রে প্রভুর শরীর গ্রহণীয়। ইহারই জন্য এই প্রথা প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছিল। কার্থেজের তৃতীয় সভা ও

(৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) এইরূপ মীমাংসা করেন। কতকগুলি আধুনিক গ্রন্থকার বলেন, প্রীতি ভোজের পর প্রভুর ভোজ সম্পাদিত হইত, কারণ প্রভু আপনি শেষ ভোজ সংস্থাপন করিবার পরে আপনার শরীর ও রক্তের সংস্কার স্থাপন করেন। এই মত ১ করিন্থীয় একাদশ অধ্যায় ১৮-২২ পদের সহিত যেন কিছু মিলে। উক্ত স্থানে সাধু পৌল এই জন্যই খ্রীষ্টীয়ানদিগকে ভৎর্সনা করিতেছেন যে, তাহারা অন্যের অপেক্ষা না করিয়া স্ব২ আহারীয় বা পেয় ভক্ষণ ও পান করিয়া কেহ বা ক্ষুধিত কেহ বা মত্ত হইত। ইতিহাস-বেত্তা (Bingham) বিংহাম বলেন, এবিষয়ে কোন স্থির নিয়ম ছিল না। কখন প্রভুর ভোজের অগ্রে, কখন বা পরে প্রীতি ভোজ হইত। প্রথমে ২ উপাসনালয়ের ভিতরে, প্রীতি ভোজ সম্পাদিত হইত, কিন্তু লেওডিসিয়ার প্রথম সভা আদেশ করেন, উপাসনালয়ের ভিতরে কেহ ভোজন পান করিবে না।

এই সুন্দর প্রথা এতদূর বিকৃত হইয়াছিল যে, প্রাচীনকালে কয়েকজন বিধর্ম্মী বলিয়াছিল যে, খ্রীষ্টীয়ানেরা মনুষ্যের মাংস ও ছোট ছেলেদের রক্ত পান করিত। অথেনাগরস, তরতুলিয়ান, জষ্টিন মার্টর ইহার অনেক প্রতিবাদ করেন। কিন্তু অপরিমিতাচার ও মত্ততা পরে যে প্রশ্রয় পাইয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য অল্প-কালের মধ্যেই প্রীতি ভোজ অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। এখন agapae বা প্রীতি ভোজ খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার পুনরুদ্ধার হওয়া উচিত কি না তাহা বিবেচনাধীন।

মিসনরী সভা।

বিগত জানুয়ারি মাসে কলিকাতা ডালহৌসী ভবনে একটী মিসনরী সভা হয়। আগে টাউনহলে মধ্যে ২ বাৎসরিক মিসনরী সভা হইত, কিন্তু এখন বোধ হয় সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। উক্ত সভাতে অনেক গুলি ইংরাজ ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গের লেপ্টনান্ট গবর্ণর স্তর রিভর্স টমসন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এস, পি, জি সোসাইটীর সেক্রেটরী রেভ বিলিং সাহেব, চর্চ মিশনরী সোসাইটীর সেক্রেটরী রেভ ক্লিফোর্ড সাহেব, চর্চ মিসনারী সোসাইটীর মিসনরী রেভ ডাক্তার বোমান সাহেব এবং কলিকাতার লর্ড বিশপ সাহেব বক্তৃতা করেন। বিলিং সাহেব মান্দ্রাজ অঞ্চলে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার কতকটা আভাস দেন। তিনি এতদ্দেশীয় খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিদের খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া যে গুটীকতক কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনার যোগ্য। তিনি হতভাগ্য দেশীয় খ্রীষ্টানদের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, সমুদায় দেশীয় খ্রীষ্টানকে একেবারে স্বার্থ বিবর্জ্জিত, উন্নত খ্রীষ্টীয়ান মনে করা সম্ভব নহে। [illegible] উন্নত ও

সভ্য জাতিগণের ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া বলিলেন আমাদের মধ্যে কত লোকের উদ্দেশ্য খাঁটি, কেবল ধর্ম্ম সঙ্গত তাহা বলা সহজ নহে। কতটুকু কার্য্য আমরা কেবল ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া করি, আর কত কার্য্য কেবল মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়া করি, তাহা বলা দুরূহ। বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টানদের অবস্থা বাস্তবিক ইউরোপবাসী খ্রীষ্টানদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। লণ্ডনের পূর্ব্ব অঞ্চলে যেমন সাংসারিক উদ্দেশ্যের সহিত পারমার্থিক উদ্দেশ্য বিমিশ্র থাকে, তেমনই এখানে হইবে। বিলিং সাহেব আর বলিলেন অনেকে হয়ত নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের বংশে অনেকের জন্ম হইয়াছে, যাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে।

যে ইংরাজেরা এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অশ্রদ্ধা করেন তাহাদের পক্ষে বিলিং সাহেবের কথাগুলি যথেষ্ট উত্তর। কিন্তু তবুও আমরা বিলিং সাহেবের মতের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না। জানিয়া শুনিয়া আমরা এক জন অশিক্ষিত, অসৎ উদ্দেশ্য বিশিষ্ট লোককে কি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি? শাস্ত্রে ঈশ্বর আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে যাহারা সত্যরূপে অনুতাপী করিয়া খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে, তাহারাই বাপ্তিস্মের পাত্র। পরে ভাল হইলেও হইতে পারে বলিয়া আমরা কি কোন প্রকারে অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে পারি? তাহা যদি হয় তাহা হইলে এমন কি দুষ্কর্ম্ম আছে, যাহা কর্ত্তব্য হইয়া না পড়ে? আমরা কেবল আপনাদের বর্ত্তমান জ্ঞানানুসারে সদুপায়ের দ্বারা সৎকার্য্য করিতে বাধ্য তাহাতে লাভালাভ, উপকার অপকার ঈশ্বরের হস্তে। একজন ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে সত্য ফল ভাবিয়া সঙ্কুচিত হয়, সে সত্য সত্যই নহে। সে যাহাহউক বিলিং সাহেবের উদ্দেশ্য সাধু এইজন্য আমরাও তাঁহাকে সাধুবাদ করি।

দ্বিতীয় বক্তা বিস্তারিতরূপে কলিকাতায় আপনার মিসনরী কার্য্য বিবৃত করিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের গুণে অনেক ব্যক্তি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ভরসা করি যাহারা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে।

অবশেষে লর্ড বিশপ সাহেব একটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় একটী অতি আবশ্যকীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল। সে কথাটী এই, যেখানে ইংরাজদের গীর্জ্জা আছে ও গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত চ্যাপ্লেন আছেন, সেইখানে ইংরাজ খ্রীষ্টীয়ানদের অবশ্য কর্ত্তব্য দেশীয় মণ্ডলীর উপকার করা, সর্ব্ববিধায়ে দেশীয় মণ্ডলীর সাহায্য করা।

বিশপ মহোদয় সভাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, আগে যাহারা খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, তাহার মঙ্গল সাধন করা কর্ত্তব্য। যদি তাহারা খ্রীষ্টীয়ানের মতন আচার ব্যবহার না করে, তাহা

হইলে মিসনরীরা অন্যদের কাছে প্রচার করিয়া কি করিবেন?

আমরা একান্ত ভরসা করি, ইংরাজ ও দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের পরস্পরের সাহায্য সম্বন্ধে বিশপ মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে। ইংরাজ খ্রীষ্টীয়ানেরা দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের অপেক্ষা ভাল অবস্থাপন্ন, এক একটী ইংরাজি গির্জ্জা এক একটী দেশীয় গীর্জ্জার ভার গ্রহণ করিলে কত যে মঙ্গল হয়, তাহা বলা যায় না। সুখের বিষয় কোন কোন স্থলে বিলাতী খ্রীষ্টীয়ানগণ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের সহিত যোগ দিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে, মিসনক্ষেত্রে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহাতে পরস্পরের সাহায্য হইবে, পরস্পরে উপকৃত হইবেন লোকেও দেখিবে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে জাতিগত পার্থক্য নাই। খ্রীষ্টে গৃক কি বর্ব্বর ইংরাজ কি জর্মণ, বাঙ্গালী কি ফিরিঙ্গী কিছুই নাই, সকলেই তাঁহাতে এক। হাজার হাজার উপাসনা যাহা করিতে পারে নাই, তাহা এই উপেক্ষিত মহৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা সংসাধিত হইবে।

বঙ্গভাষায় বেদের অনুবাদ।

কতকগুলি সংকীর্ণ মনা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে যাইতেছে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে হাড়ে হাড়ে চটিয়াছেন। চটিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ হইয়া অনেক প্রলাপ বকিয়াছেন। এক্ষণে সে সকল আন্দোলনের আবশ্যক নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহারা বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ বিষয়ে যে সকল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন সেরূপ অসার যুক্তি আমরা অনেক দিন ধরিয়া পাঠ করি নাই। যাঁহারা এই ভ্রম ও কুসংস্কার বিজৃম্ভিত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে সেই সকল যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বেদের বঙ্গানুবাদ হয়, ইহাতে লোকের আপত্তি কেন? আমরা বোধকরি ইহার কোন গূঢ় রহস্য থাকিবে।

বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ হইলে আপমর সকল লোকেই দেখিতে পাইবে যে, যেরূপে স্বার্থান্বেষী পণ্ডিতগণ, ইহার কীর্ত্তি গাহিয়াছেন, সেই কীর্ত্তি ও প্রশংসার ইহা বাস্তবিক যোগ্য নহে। ইহা স্বীকার্য্য যে, ইহাতে অনেক ভাল কথা আছে, কিন্তু আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, যে সকল আর ২ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তাহাদের অপেক্ষা ইহা অনেক অংশে নিকৃষ্ট। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদ হইলে, কুসংস্কার বিহীন সত্যান্বেষী সরল লোকেরা দেখিতে পাইবে যে তাহারা এত দিন বালুকার উপরে আপনাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল স্থাপনকরিয়াছিল। তাহা হইলে তাহারা দেখিতে পাইবে যে, বাইবলের সহিত ইহার সেইরূপ সম্বন্ধ যেরূপ আলোকের সহিত অন্ধকারের

সম্বন্ধ। বাইবলের একটী খণ্ড লও, আর তাহার সহিত সমস্ত বেদের তুলনা কর। দেখিবে কত প্রভেদ, দেখিবে বাইবেল কত অংশে উন্নত, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র। যখন রাজর্ষি দায়ূদ আপনার স্বর্গীয় গীতগুলি রচনা করেন তখন কি বোধ হয় না, আলোক, সত্যজ্যোতি, কেবল পালেষ্টাইন দেশেই বিরাজমান ছিল? এত বৎসর হইয়া গিয়াছে তবুও দায়ূদের গীত অগ্রে যেমন, এখনও তেমনি? বর্ত্তমানকালে শত২ সাধু, ধর্ম্ম জীবন দায়ূদের গীতের আদর্শ অনুসারে সংগঠিত করিয়াছেন। দায়ূদের গীত যেমন দায়ূদের সময়ে তমনি খ্রীষ্টের সময়, তেমনই আজিকারও দিন আধ্যাত্মিক জীবনের উপাদেয় আহার স্বরূপ। তেমনই আবার হিব্রু কবিবর যিশায়ার অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

কেমন আশ্চর্য্য ও পবিত্র সত্য সকল অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাষাতে বিবৃত হইয়াছে। যাহাতে মনুষ্যের প্রয়োজন আছে, যাহা দ্বারা মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অভাব দূর হয়, যাহাতে মনুষ্য বর্ত্তমান জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে পারে, যাহাতে মনুষ্য ব্যক্তিগত একতা রক্ষা করিয়া পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, এই সকল সত্য কেমন সুন্দর কেমন সামঞ্জস্য ও পূর্ণভাবে বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে।

অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়মস একজন অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি বেদ অভ্যাস করিয়াছেন। বাইবলও অভ্যাস করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, বাইবলের উৎকৃষ্টতা বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা কিছুই আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। সরল ও অকপটভাবে, এই দুইখানি পুস্তক পাঠ ও তুলনা করিলেই মনিয়র উইলিয়মের সহিত একমত হইতে হইবে।

প্রত্যক্ষভাবে, গৌণভাবে, ঈশ্বরের সত্যের অবশ্যই জয় হইবে। লোকদিগকে স্বীকার করিতে হইবে ঈশ্বরের সত্য অবিনশ্বর সত্য।

সুখের বিষয় বেদ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে। আমাদের সন্দেহ নাই, অনুবাদকেরা অজ্ঞাতভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। সাধারণ লোকে বেদের সঙ্গে সঙ্গে বাইবল পড়িয়া দেখিবে, উভয়ের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্তের প্রভেদ।

খ্রীষ্টের প্রতি সাক্ষ্য।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল (JohnS tuart Mill) বলেন:—বিবেকানুমোদিত সমালোচনা দ্বারা আমাদের হইতে যাহাই কেন অপহৃত হউক না, খ্রীষ্ট থাকিবেন—তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কাহার সদৃশ না হইয়া তিনি এক অদ্বিতীয় ও অনুপম ব্যক্তিরূপে বিরাজিত থাকিবেন। সুসমাচার বর্ণিত খ্রীষ্ট ঐতিহাসিক ব্যাপার নহেন, কি কি চমৎকার বিষয় তাঁহার অনুগামীদিগের কিম্বদন্তী দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে—

এতাদৃশ কথা বলিলে চলিবে না। তাঁহার শিষ্য অথবা অনুগামীদিগের মধ্যে এমন কাহাকে দেখাইয়া দিতে পার যে সুসমাচার প্রকাশিত জীবন ও চরিত্র কল্পনা করিয়া লইতে পারিত, অথবা খ্রীষ্ট যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, সেই সকল সে নিজে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইত? গালীলের ধীবরগণের এ ক্ষমতা ছিল না, প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাদের কথা দূরে থাকুক। যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, যে খ্রীষ্টের জীবনে ও শিক্ষায় এক অপূর্ব্ব মৌলিকতা ও প্রভাব আছে যাহার জন্য নাসরথের দৈববক্তাকে প্রতিভা সম্পন্ন মনুষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিতে হইবে। যখন এই অসাধারণ প্রতিভা সম্ভবতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক সংস্কারকে দৃষ্টিগোচর হয় তখন বলিব যে, মনুষ্যত্বের এই আদর্শ, প্রতিনিধি ও নেতাকে মনোনীত করিয়া ধর্ম্ম মন্দ কাজ করে নাই। এখনও কোন অবিশ্বাসী যদি সৎকর্ম্মের নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে চায়, তাহা হইলে এমন করিয়া চলা উচিত যেন খ্রীষ্ট আমাদের আচরণে সন্তুষ্ট হন।"

থিয়োডর পার্কর বলেন:—"চমৎকার উপদেশ ও স্বর্গীয় কার্য্যের সমাবেশ খ্রীষ্টে দেখিতে পাওয়া যায়। ভবিষ্যদ্বক্তা ও সাধুদিগের স্বপ্নের অতীত বিষয় এখানে প্রত্যক্ষমান। তিনি আপনার সময় জাতি ও সম্প্রদায়ের কুসংস্কার হইতে কেমন বিমুক্ত! তাঁহার উপদেশ স্বর্গের ন্যায় উচ্চ, ঈশ্বরের ন্যায় সত্য। অপরাপর শিক্ষকের যেরূপ পরীক্ষা কর, সেইরূপ তাঁহারও কর। তাঁহারা শিক্ষা প্রদান করেন, কেহ কেহ তাহাদের সমাচার গ্রহণ করে, কখন কখন অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি হইলেও শিক্ষককে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। আমরা সামান্য ব্যক্তি হইলেও প্লেটো, সক্রেটিস্ ও লুথর যাহা কখন দেখেন নাই, তাহা দেখিতে পাইতেছি। আঠারশত বৎসর হইল মনুষ্যত্বের সূর্য্য য়েশুতে এতদূর পর্য্যন্ত উদিত হইয়াছিল। কোন্ মনুষ্য কোন্ সম্প্রদায় তাঁহার চিন্তা বুঝিয়াছে, তাঁহার ধর্ম্ম প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং তাহা জীবনে পরিণত করিয়াছে? যে স্থানে ও সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিয়া য়েশুর ধর্ম্ম শিক্ষার পরিমাণ কর। অনন্ত সত্যের সহিত তাহার তুলনা কর। তাঁহার কার্য্য ও বাক্য পৃথিবীতে কি কার্য্য সাধন করিয়াছে তাহা বিবেচনা কর। প্রগাঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁহার অপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম করিতে পারেন নাই, ধর্ম্মের বিষয়ে কোন নূতন সত্য আবিষ্কার করেন নাই। অশেষ গুণালঙ্কৃত হৃদয় তাঁহার অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মভাব অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই—ঈশ্বর প্রতি পূর্ণ প্রেমের উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই। পৃথিবীতে যে ছায়া তিনি বিক্ষিপ্ত

করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহার পরিমাণ কর। না, তাহা নহে—যে জ্যোতি তিনি বিকীর্ণ করিয়াছেন তাহা দ্বারা তাঁহার পরিমাণ কর। কেহ কি বলিবে যে এমন কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই? সমস্ত ইতিহাস মিথ্যাতে পরিপুর্ণ? আমরা কি বলিব প্লেটো ও নিউটনও জন্মগ্রহণ করেন নাই? তবে কে তাহাদের আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিল, কে তাঁহাদের অপুর্ব্ব চিন্তা চিন্তিল? নিউটন ছাড়া কেহ নিউটনের কার্য্য করিতে পারে না। য়েশু ছাড়া কেহ য়েশুর কার্য্য করিতে সমর্থ নন।

অগস্ত কোম্‌ত বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ—বাদের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি বিখ্যাত টমাস্ একেম্পিসের খ্রীষ্টের অনুকরণ (Imitation of Christ) নামক পুস্তক প্রত্যহ পাঠ করিতেন। তিনি বলেন, ভক্তের অগ্রগণ্য আপনার জন্য যে নিয়ম করিয়াছিলেন আমি সেই নিয়ম দ্বারা ব্যক্তিগত পর্ণতা লাভ করিবার মানস করিঃ—"হে খ্রীষ্ট আমি তোমাকে আপনার অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতে ও আপনাকে তোমারই জন্য ভাল বাসিতে চাহি।"

ডাক্তর কনগ্রীব বলেন "যতই তুমি খ্রীষ্টের সেবা করিবে, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে মিশাইয়া যাইবে, ততই তোমার তীক্ষ্ণ সহানুভুতি ও ভালবাসা জন্মিবে। আহ্লাদের বিষয় যে তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদিগকে গৌণভাবে খ্রীষ্টের দাস মনে করিয়াছে।"

ডাক্তার চ্যানিং বলেনঃ—য়েশুর প্রাপ্য সম্মান, ভক্তি ও প্রেম আমি আর কি প্রকারে বাড়াইব? যখন আমি দেখি যে অতুল গৌরবের অধিকারী হইয়া মনুষ্য স্বভাবের সাম্য স্বীকার করিতেছেন, যখন দেখি, কোমল সম্বন্ধে মনুষ্যের সহিত আবদ্ধ হইতেছেন, আপনার ক্ষতি করিলেও সকলকে প্রেম পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে বিরত নন, তখন আমি শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া যাই। আমার প্রতীতি ইহা মনুষ্য কল্পিত চরিত্র নহে। প্রতারণা, কল্পনা অথবা মনুষ্যের উদ্যোগে এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চরিত্র কল্পিত হয় নাই।

উইলিয়ম গ্রেগ খ্রীষ্টের বিষয় এইরূপে লিখিয়াছেনঃ—তাঁহার কার্য্যের স্বভাব, তাঁহার প্রকৃতি এবং অন্যান্য বিষয় সর্ব্ব বিষয়ে অন্যান্য লোক হইতে স্বতন্ত্র। কোন বিবেচক ব্যক্তি এ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারে না। য়েশুর স্বভাবের মতন স্বভাব আর কোথাও দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয় না। তাঁহার মানসিক ও নৈতিক স্বভাবের সামঞ্জস্য প্রযুক্ত এরূপ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি জন্মিয়াছিল যে তাহা প্রায় ভাববাদিত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহা লোকের মনে এরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, যে ইহাই খ্রীষ্টের ধর্ম্মের বিশেষ প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।"

কুমারী কব বলেন, :—খ্রীষ্টধর্ম্মের দ্বারা পৃথিবীতে যে পরিবর্ত্তন সাধিত

হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই খ্রীষ্টের মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। একটী বিষয় বিশ্বাস করিতে হইবে যে যাঁহাকে এই কার্য্য সমর্পিত হইয়াছিল, তিনি আধ্যাত্মিক মার্গের চরম প্রান্তে বিচরণ করিয়াছিলেন—সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ প্রগাঢ়, প্রত্যাদেশ বাস্তবিক খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সমাজের সৃষ্টিকর্ত্তা আপন সময়ের লোকদের অগ্রগণ্য। যদি তিনি জ্ঞানগর্ভ উপদেশগুলি দিয়া না থাকেন, তবে বল দেখি ঐ সকল কাঁহার প্রদত্ত ?"

"এক্সি হোমো" (Ecce Homo) নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলেনঃ—"অলোক সামান্য ক্রিয়া অথবা উপদেশের সৌন্দর্য্যের জন্য খ্রীষ্ট যে পুজ্য হইয়াছেন এমন নহে। তিনি ইহার জন্যই পুজ্য হইয়াছেন যে, অভুতপূর্ব্ব ক্ষমতা ও মহত্ত্বের অধিকারী হইয়াও তিনি সেই ক্ষমতা প্রয়োগে ত্যাগ স্বীকার করিতেন, ক্ষমতা অতি সামান্যই জ্ঞান করিতেন, মনুষ্যদের সঙ্গে তাহাদেরই এক জনের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতেন, তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন, পরস্পরকে ভাল বাসিতে শিক্ষা দিতেন, লোকে অপবাদ দিলে তিনি সহিষ্ণুতা সহকারে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন, শত্রুদল ঘোর শত্রুতাচরণ করিলেও মৌনী হইয়া থাকিতেন, মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিবার সময় তিনি আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। মহত্ত্ব ও ত্যাগ স্বীকারের সমাবেশে মনুষ্যের মন আকর্ষিত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টের ক্রুশ শাসন ও আধিপত্যকে সংযত করিতে লাগিল।"

সুপেরন্যাচর্যাল রিলিজন (Supernatural Religion) নামক গ্রন্থের রচয়িতা খ্রীষ্টের বিষয় নিম্ন লিখিত সাক্ষ্য প্রদান করেন ঃ—

"তাঁহার চরিত্রে অতুলনীয় নির্ম্মলতা ও উন্নত ভাব দেখা যায়। নৈতিক মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মোদ্যোগে তাঁহার সহিত শাক্যমুনির তুলনা হয় না। সক্রেটিস্, প্লেটো এবং অপরাপর গ্রীক দার্শনিকদের শিক্ষা তাঁহার শিক্ষার কাছে নিষ্প্রভা মহত্ত্বে যত প্রকার সামঞ্জস্য সম্ভব, তাহা তাঁহাতে ছিল, এবং এই প্রকারে "খ্রীষ্টের অনুকরণ" তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের সার অঙ্গ হইয়াছে।"

পুর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ কর্ত্তাদের গ্রন্থগুলিতে এমনও কথা আছে যাহা উল্লিখিত পদগুলির সহিত সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। উক্ত গ্রন্থ কর্ত্তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভিন্নতা থাকিলেও, দুইটী বিষয়ে কোন মতান্তর দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ সকলেই খ্রীষ্টের চরিত্রের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং সকলেই তাঁহাকে অবতীর্ণ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা সকলে এক স্বরে ঐতিহাসিক খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্বীকার করেন এবং তিনি কিরূপ মনুষ্য ও শিক্ষক ছিলেন, তদ্বিষয়ে আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করি-

আমাদের বক্তব্য এই যে তাহাদের যুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত করিলে কোনরূপে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে না। আমরা বলি তাঁহারা যতদূর স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা খ্রীষ্ট অসীম ভাবে উৎকৃষ্ট ছিলেন। চ্যানিং বলিয়াছেন, "মানুষিক মত প্রণালী দ্বারা কখন খ্রীষ্টের চরিত্রের অর্থ নির্ণয় করা যায় না।"

য়েশু খ্রীষ্টের সমস্ত মন্ত্রিকেরা তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এই মনুষ্য এসকল কোথা হইতে পাইল?" এই প্রশ্নের উত্তর লেমক শতপতি দিয়াছিলেন, "বাস্তবিকই ইনি ঈশ্বরের পুত্র।" যদি তিনি কেবল একজন গালীল নিবাসী মনুষ্য হইতেন, তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে আপনার দেশ ও সময়োচিত সংস্কার হইতে এতদূরে থাকিতে পারিতেন? যতই আমরা সেই সময়ের অবস্থা সমালোচনা করি, ততই অবিশ্বাসীদের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

যে মনুষ্যের সহজ জ্ঞান এত স্বচ্ছ ছিল (১), যাঁহার চরিত্র আদর্শ ও পূর্ণ চরিত্র ছিল (২), যাঁহার জীবন ও মৃত্যুতে ঐশিকতা দেদীপ্যমান (৩), যিনি ঐতিহাসিকের দুর্বোধ্য বিষয় সহজ করিয়া দেন (৪), যিনি খ্রীষ্টীয় জীবনের বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠতার আকর (৫), যিনি মনুষ্য হৃদয়ে উপস্থিত না থাকিলে পূর্ণ ধর্ম্ম বিকাশ সম্ভবে না (৬), যাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী লোকদের কাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না (৭), যাঁহার চিন্তা ও শিক্ষা প্রণালী কোন সম্প্রদায়স্থ লোক এখনও বোধগম্য করিয়া কার্য্য করিতে পারে নাই (৮), যিনি তদানীন্তন ও সর্ব্ব সময়ের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি (৯), যাঁহার নিকট চৈতন্য, সক্রেটিস্ প্লেটো, ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকগণ নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ (১০), তিনি বাস্তবিক তাহাই ছিলেন যাহা স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গ হইতে আগত শিক্ষক। তিনি ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র।

ডাক্তর লিবিংষ্টন।

যদিও ডাক্তার লিবিংষ্টনকে আমরা বিখ্যাত পর্য্যটক বলিয়া জানি, তবুও যাহারা তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাহারা বিলক্ষণ জানেন যে, ডাক্তার লিবিংষ্টন একজন অত্যন্ত উদ্যোগী মিসনরী ছিলেন। যৌবন-কাল হইতে প্রচারক হইবার তাঁহার

(১) স্পিনোজা।
(২) লেকী।
(৩) রোনো।
(৪) ভন মলর।
(৫) লেকী।
(৬) ষ্ট্রাউস।
(৭) জন ষ্টুয়ার্ট মিল।
(৮) থিয়োডর পার্কর।
(৯) কুমারী কব।
(১০) সুপেরন্যাচরল রিলিজন প্রণেতা।

গাঢ় ইচ্ছা ছিল। তাঁহার সমস্ত পর্য্যটন ও আবিষ্কারের মধ্যে তিনি এইটী ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হন নাই।

সকল সময় যে পর্য্যটনে যাইতে হইত এমন নহে। যে ষোল বৎসর আফ্রিকায় কাটাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আট নয় বৎসর অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

তিনি এমন স্থানে যাইতেন, যেখানে আর কোন কর্ম্মচারী তাঁহার অগ্রে যান নাই। তিনি আপনার মিসনক্ষেত্র স্থাপিত করিতেন, আপনার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতেন। তিনি স্বহস্তে কোলোবেং নামক নদীর তীরে আপনার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আফ্রিকায় গৃহ নির্ম্মাণ বড় সহজ ব্যাপার নহে। নিবীড় জঙ্গলে গিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইবে, কাষ্ট আহরণ সমাপ্ত হইলে ইষ্টক গড়িতে হইবে। যেরূপ ঘর নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সেইরূপ ইষ্টকও নির্ম্মাণ করিতে হইবে। আফ্রিকার মিসনরী হইলে, কেবল বাইবল হস্তে লইয়া গেলে চলিবে না, অন্য অন্য দ্রব্যেরও প্রয়োজন হয়। তাঁহাকে সব কাজের কিছু না কিছু শিখিতে হইবে। তাঁহার গৃহিণী বিলাসিনী হইলে চলিবে না। স্বামীর ন্যায় তাঁহাকে খাটিতে হইবে। এই সব তাহার পত্নীর ছিল। ডাক্তার লিবিংষ্টন বলেন, একজন দেশীয় কর্ম্মকার আমাকে লৌহ গলাইতে শিখাইল, এই বিদ্যা কিছু শিক্ষা করিয়া ছুতার ও মালীর কাজ শিখিলাম। তাহার পর প্রায় অন্য সব কার্য্য শিখিলাম। আমাকে ডাক্তারী ও প্রচার করিতে হইত।" লিবিংষ্টনের পত্নী বাতি, সাবান, কাপড়, রুটি, মাখন, স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

কোলোবেঙ্গে নামক স্থানে প্রত্যহ তিনি যে কার্য্য করিতেন তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"আমরা প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতাম, কেননা দিনের বেলা যতই গরম হউক না কেন, সকাল ও সন্ধ্যা কাল অত্যন্ত রমণীয় ছিল। পারিবারিক উপাসনা ও প্রাতঃ ভোজনের পর আমরা স্কুলে যাইতাম, পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকাদিগকে ডাকিয়া আনিতে হইত। এগারটায় সময় স্কুল বন্ধ হইলে, মিসনরীর স্ত্রী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, মিসনরী আপনাদের অথবা আপন লোকদের প্রয়োজনানুসারে কখন বা ছুতারের, কখন বা মালির কার্য্য করিতেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মিসনরীর পত্নী, বালক বালিকাদের স্কুলে শিক্ষা দিবার জন্য গমন করিতেন। বালক বালিকারা শিখিতে বড় ভাল বাসিত। তিনি শেলাইও শিখাইতেন। সকল কার্য্যই তাহাদিগকে পরিদর্শন করিতে হইত। এইরূপে কার্য্যে সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যার পর সেই স্থানের লোকদের সহিত ধর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে কথোপকথন

করিতে যাইতেন। সপ্তাহের মধ্যে তিন রাত্রিতে, গরুর দুগ্ধ দোহন সাঙ্গ হইলে পরে আমরা একটী প্রার্থনা সভা করিতাম, এবং তাহার পর ছবি ও চিত্র দ্বারা বৈষয়িক (Secular) বিষয় শিক্ষা দিতাম। তাহার পর রোগী-দিগকে অবেক্ষণ করিতে হইত; তাহা-দিগকে ঔষধ ও পথ্য দিতে এবং দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তিদেব তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত। তাহাদের শারীরিক উপকার করিয়া, আমরা তাহাদের স্নেহের পাত্র হইতে চেষ্টা করিতাম। বন্ধুতার সামান্য সামান্য কার্য্য, সদয় ভাব, সন্তোষ ব্যঞ্জক চাহনি, মিসনরী অস্ত্রশস্ত্রের অকিঞ্চিৎকর অংশ নহে।"

যদিও তাঁহাদিগকে একেবারে অনাহারে থাকিতে হইত না, তথাচ অনেক বার তাহাদের মাংস জুটিত না। কখন কখন কেহ কেহ তাঁহা-দিগকে যে মাংস পাঠাইয়া দিত, তাহা ইংলণ্ডে হইলে, তাঁহারাই অখাদ্য মনে করিতেন। কখন কখন লোকে পঙ্গপাল, মধুর সহিত রন্ধন করিয়া তাঁহাদের আহার জন্য পাঠাইয়া দিত। আরও এমন এমন জিনিস পাঠাইয়া দিত, যাহার নাম করিবার প্রয়োজন নাই। লিবিংষ্টন সন্তানগণ ভেক সুখাদ্য বলিয়া আহার করিত।

লিবিংষ্টনের সহিত আফ্রিকা নিবাসী অসংখ্য জাতিগণের সহিত যে যে কথোপকথন হয়, তাহাতে তাহাদের ধর্ম্ম ভাব অনেক পরিমাণে জানা যাইতে পারে। উত্তর অঞ্চল নিবাসীরা আপেক্ষিক ভাবে কিছু সভ্য। কিন্তু তাহাদের নৈতিক ভাব যে অত্যন্ত বিকৃত তাহাতে সন্দেহ নাই। সেখানে ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস এক প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশ্বাস বলিতে হইবে। বাক্-ওয়ান্স নামক এক জাতির মধ্যে কতক-গুলি লোক ভাল মন্দের বিষয় যাহা ভাবিত, তাহার সহিত খ্রীষ্টীয় মতের অনেক সাদৃশ্য আছে; প্রভেদ এই, তাহারা একটীর পরিবর্ত্তে বারটী স্ত্রীকে বিবাহ করা দূষ্য ভাবিত না ডাক্তর লিবিংষ্টন বলেন. "আমরা যেমন ঈশ্বরকে সৃষ্টি, মৃত্যুর, কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহারাও তাহাই করিয়া থাকে।" তাহারা কথায় কথায় সচরাচর বলিয়া থাকে. "ঈশ্বর কেমন আশ্চর্য্যরূপে তাবৎ বিষয় সৃষ্টি করিয়া-ছেন!" তাহারা আবার বলে, "অমুক ব্যক্তি রোগে মরে নাই, ঈশ্বরই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন।" তাহারা প্রতিমা বা বাহ্যিক কোন পদা-র্থের পূজা করে না, কিন্তু এমন বোধ হয় না যে, তাহাদের ধর্ম্মমতে তাহাদের ভক্তি কি অপর কোন গুণের উন্মেষ হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে তাহাদের বিলক্ষণ তৎ-পরতা দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে মোফাট ও অন্যান্য ধার্ম্মিক লোকদের পরিশ্রম বিফল হয় নাই। যাহারা মিশনরী বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়াছে, এবং যাহারা উপধর্ম্মের ঘোর অন্ধ-কারে অবস্থিত, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক প্রভেদ। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি? শত শত বৎসরের

নৈতিক অবনতি দুই চারি বৎসরের পরিশ্রম দ্বারা যে অপসারিত হইবে, তাহা সম্ভব পর বলিয়া বোধ হয় না।

ডাক্তার কে।

একজন অদ্বিতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। বঙ্গদেশবাসী অনেক খ্রীষ্ট ভক্ত, হয়ত তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার নাম উইলিয়ম কে। তিনি প্রসিদ্ধ বিশপ্স কালেজের তৃতীয় প্রিন্সিপাল ছিলেন। বিশপ্স কালেজের প্রথম অধ্যক্ষের নাম ডাক্তার উইলিয়ম মিল। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত এদেশে বোধ হয় কখন আসেন নাই। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে পর তাঁহার পদে ডাক্তার উইদরুস সাহেব নিযুক্ত হন। তিনিও একজন সুযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পরে ডাক্তার কে বিশপ্স কালেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। কালেজে যখন প্রথম আসেন, তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প ছিল। বয়স অল্প হইলে হইবে কি, তিনি এক খানি বিদ্যার জাহাজ স্বরূপ ছিলেন।

বিলাতের ন্যারেসবরো নামক স্থানে ডাক্তার কের জন্ম হয়। উক্ত গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লিনকন কালেজে প্রবিষ্ট হন। সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিয়া তিনি অতি সুখ্যাতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর মাত্র ছিল। ইহার পরে স্বীয় কালেজের সভ্য ও শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে তিনি বিশপ্স কালেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রাচ্য ভাষাদির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। কালক্রমে তিনি একজন অগাধ হিব্রু শাস্ত্রবিৎ হয়েন। গ্রীক, হিব্রু, লাটিন, ও ইউরোপীয় নানা ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিশপ্স কালেজে, যখন তাঁহার সময় কোন য়িহুদী যাইত, তিনি তাহার সহিত হিব্রু ভাষায় কথা কহিতেন, যদি কোন গ্রীক যাইত, তিনি তাহার সহিত গ্রীক ভাষায় কথা কহিতেন। হিন্দু দর্শন ও ইউরোপীয় দর্শনে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। কলিকাতায় যত খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিল, সকলই ডাক্তার কে কে মান্য করিত।

ডাক্তার কে যেমন সুপণ্ডিত তেমনই আবার ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস, ভক্তি, সৌজন্য ও বিনয়ে তিনি সকলকেই মুগ্ধ করিতেন। বুদ্ধি বৃত্তি তাঁহার যেমন সতেজ ছিল, ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও ঠিক তদ্রূপ ছিল। চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটীর পূর্ব্ববর্ত্তী সেক্রেটরী (এখন বিশপ) ষ্টুয়ার্ট বলিতেন, ডাক্তার কের সহিত যাহার আলাপ হইয়াছে, সেই জানিতে পারিয়াছে

যে, ডাক্তার কে ধর্ম্ম ভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহার ভাব ভক্তি, চাল চলন, কথাবার্ত্তা সকলই ধর্ম্মে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি যে সর্ব্বদা ধর্ম্মের কথা কহিতেন এমন নহে, কিন্তু কথা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মের শক্তি তাঁহাতে প্রকৃতরূপে প্রতিফলিত থাকিত।

ডাক্তার কে দেশীয়দিগ ক অকৃত্রিম প্রেম করিতেন। তিনি প্রকৃত বন্ধুবৎ সর্ব্ববিধায়ে তাঁহাদের মঙ্গল খুঁজিতেন। তাঁহার ন্যায় প্রেম, বাৎসল্য ভাব, সহানুভূতি অতি• অল্পেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাক্তার কে কেবল ছাত্রদের শিক্ষক ছিলেন, এমন নহে। এমন পাদরিই তাঁহার সময় কলিকাতায় ছিল না, যিনি ডাক্তার কের কাছে কিছু না কিছু শিক্ষা করিয়াছেন।

তাঁহার আন্তরিক বাসনা ছিল, অনেক দিন ধরিয়া বিশপ্স কালেজের অধ্যক্ষ থাকিয়া বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজ অশেষ উপকার করিবেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা চরিতার্থ হয় নাই। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অগত্যা তাঁহাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে হইয়া ছিল। ভারতবর্ষ ছাড়িতে তাঁহার যে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা তিনি ও তাঁহার সহ অধ্যাপকগণই জানিতে পারিয়াছিলেন। যে দিন তিনি বিশপ্স কালেজ পরিত্যাগ করিয়া জাহাজে আরোহণ করিলেন, সেই দিন ছাত্রবর্গ অনাথ হইল, বিশপ্স কালেজের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইল। তাঁহার গমনা-বধি বিশপ্স কালেজ, তেজহীন, জীবন-হীন, গৌরবহীন হইয়া পড়িয়াছে। বিশপ্স কালেজ এক সময় ভারতবর্ষের সমস্ত কালেজের অগ্রগণ্য ছিল, এখন কিন্তু বিশপ্স কালেজের অস্তিত্ব বিষয়েও অনেকের সন্দেহ।

বিলাতে গমন করিয়া তিনি ইচ্ছা করিলে বড় কাজ পাইতে পারিতেন। তিনি নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী হইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার রুচি অন্য প্রকার ছিল। শাস্ত্রালোচনা, ধ্যান, নির্জ্জনবাস, প্রার্থনা ইত্যাদি তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। তিনি কোন প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। গ্রেট্লি নামক স্থানের আচার্য্য হইয়া পুরোহিতের যেরূপ কার্য্য করিতে হয়, তাহা নিয়মিতরূপে তিনি করিতেন। মণ্ডলীস্থ যে সকল লোক হিব্রু ভাষা আলোচনা করিতে চাহিত, তাহাদিগের সহিত তিনি হিব্রু পাঠ করিতেন, ধর্ম্ম পুস্তকের টীকা, টিপ্পনী ইত্যাদি লিখিতেন। তাহার পাণ্ডিত্য অগাধ ছিল। ধর্ম্ম পুস্তক ও তৎসম্বন্ধীয় বিদ্যায় তাঁহার এতদূর পারদর্শিতা ছিল, যে কোন ২ বিলা-তস্থ পণ্ডিত মনে করেন, যে মৃত মহাত্মা ডাক্তার পিউসী ব্যতিরেকে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না।

ডাক্তার কে বিলাতে ছিলেন বলিয়া যে ভারতবর্ষকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন এমন নয়। তিনি ভারতবর্ষ বিষয়ে চিন্তা করিতেন, ভারতবর্ষের ধর্ম্মো-ন্নতি সাধনার্থে বিলাতে যে একটী সভা

আছে, তাহার তিনি বিশেষ উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি প্রকৃত বৈরাগী ও ভক্ত ছিলেন। ধর্ম্ম ভাবে তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন। লোকের প্রশংসা তিনি কখন খুঁজিতেন না। বিবেকের সম্পূর্ণ বিস্ফুরণ হইলে যে ভক্তির অসদ্ভাব অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা ডাক্তার কের দৃষ্টান্তে বিশেষ প্রতিফলিত ছিল। ডাক্তার কে কে হারাইয়া ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টমণ্ডলী একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন। আমাদের প্রার্থনা যেন সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য ডাক্তর কের ন্যায় মহাত্মাগণ ভারতবর্ষের জন্য প্রাণপণ করেন।

বমওয়েচ সাহেবের অনুবাদিত নূতন ধর্ম্ম নিয়ম।

কি কুক্ষণেই বমওয়েচ সাহেব ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি এত পরিশ্রম, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া নূতন নিয়মের অনুবাদ করিলেন, লোকেরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া, যাহাতে তাঁহার পরিশ্রম ব্যর্থ হয় তাহারই চেষ্টা পাইতেছে। যাহাদের সমালোচনা করিবার আদৌ ক্ষমতা নাই, যাহারা বাঙ্গালা ভাষা অভ্যাস করেন নাই, যাহাদের গৃকের বোধ নাই, যাহাদের দায়িত্ব বোধ নাই, তাহারাই তীব্র সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এবিষয়ে কলিকাতা বাইবল সোসাইটীর কার্য্য কলাপ দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। বাইবল সোসাইটী আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। বাইবল সোসাইটীর যে মহৎ উদ্দেশ্য, বাইবল সোসাইটী যেরূপে পৃথিবীর উপকার সাধন করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া কোন খ্রীষ্টীয়ান না কৃতজ্ঞতা ভাবে পরিপূর্ণ হইবে? বাইবল সোসাইটীর মঙ্গল প্রার্থী বলিয়া আমরা বলিতেছি, তাঁহারা আর কত দিন অর্থের অযথা অপব্যয় করিবেন? বিলাতের গরীব, কাঙ্গাল খ্রীষ্টীয়ানেরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে চাঁদা দেন, সেই চাঁদার কতদিন শ্রাদ্ধ করিবেন? আমরা শুনিলাম, কমিটীর অশুদ্ধ বাঙ্গালা বাইবলের অনুবাদ ছাপাইতে হাজার ২ টাকা খরচ হইতেছে। এই টাকা যদি আমাদের নিজের হইত, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম এরূপ কার্য্যে কত ব্যয় করিতাম। বাইবল সোসাইটীর টাকার মা বাপ নাই, এক রকমে ব্যয় করিলেই হইল। তাই কি নয়?

একটী খ্রীষ্টীয়ান কাগজ বিচিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। মনুষ্যের আদিম ভাষা কি ছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত কেহই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, কোনটী আদিম ভাষা ছিল তাহা নির্ণয় করা অতীব দুষ্কর, তবে কেহ২ অনুমান করেন, যেটী আদিম ভাষা ছিল, সেই ভাষা হইতেই সংস্কৃত, গৃক,

লাটিন ইত্যাদি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এইত গেল আদিম ভাষার উৎপত্তি ও তদ্বিষয়ক সিদ্ধান্ত। কিন্তু উক্ত সমাচার পত্র খানি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অতি বিচিত্র, অতি সান্তনাপ্রদ। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা, "খ্রীষ্টীয় প্রহরী" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"অনুবাদ বঙ্গভাষার রীতি অনুযায়ী হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিব না, কিন্তু অনুবাদের ভাষা যে সরল, সুবোধ্য নয়, তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।"

বমওয়েচ সাহেবের বাঙ্গালা ভাষা বঙ্গ ভাষার রীতি অনুযায়ী হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে প্রহরী সম্পাদক কিছু না বলিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন, বিজ্ঞেরই কাজ করিয়াছেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহা সরল ও সুবোধ্য হয় নাই তাঁহাকে কে বলিল? যে সকল সমাচার পত্র আছে, তাহাদের ভাষা কিরূপ? প্রহরী সম্পাদক কি অবগত আছেন যে বঙ্গবাসী বা দৈনিক সমাচার পত্র আজ কাল বাঙ্গালীর ঘরে ২ পঠিত হইয়া থাকে? বাঙ্গালা বাইবল কি সমাচার পত্রের বাঙ্গালা হইতেও সহজ করা বাঞ্ছনীয়? হিন্দু ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম পুস্তক আছে। সে সকলের ভাষা কিরূপ? লোকদের জ্ঞানানুসারে কি ভাষা গড়িতে হইবে, না ভাষার গাম্ভীর্য্য অনুসারে লোকদিগকে উন্নত করিতে হইবে?

"প্রহরী" সম্পাদকের ন্যায় অনেকের বিষম ভ্রম আছে। বাইবলের ইংরাজি অনুবাদ তো খুব সহজ, কিন্তু তাহা প্রকৃত গাম্ভীর্য্য বিহীন নহে। লোকেরা বিবেচনা করে না, যে ভাষা প্রযুক্ত বাইবল দুর্ব্বোধ্য হয় না, বাইবলের অর্থ ও ভাব প্রযুক্তই তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। সাধু পৌলের পত্রগুলি যেরূপ ভাষাতেই অনুবাদ কর না কেন, গভীর অর্থ নিহিত থাকাতে তাহা কখনই সহজ পাঠ্য হইতে পারে না। ইতর ভাষাতেই লিখিলে কি বালক, বালিকারা ধর্ম্ম পুস্তকের গভীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে?

যে আবিষ্কারের কথা আমরা বলিতেছিলাম, সেটী এই—প্রহরীর মতে স্বর্গে ইতর ভাষায় প্রয়োজন হইবে। কার্য্যতঃ এই কথাই এক রকমে বলা হইয়াছে। স্বর্গে যদি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও সাধু ভাষার দরকার না হয়, তাহা হইলে আর কিছু অকাট্য যুক্তি দিয়া প্রহরী সম্পাদককে দেখাইয়া দিতে হইবে যে, স্বর্গে অবিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও অসাধু ভাষার বড় দরকার আছে। এটী তিনি যতক্ষণ না দেখাইয়া দিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ আমাদের মত বজায় থাকিবে।

খ্রীষ্ট সমাজে ইতর বাঙ্গালা ভাষা প্রবেশ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান বালক, বালিকা, যুবক, যুবতীর বাঙ্গালা শুনিলে কাণে হাত দিতে হয়, লজ্জায় মুখ

হেট করিতে হয়। "খ্রীষ্টানী" বাঙ্গালায় লিখিত পুস্তক কোন ভদ্র লোক পাঠ করিতে চায় না। এমন দুর্দ্দিনে, একজন সম্পাদক ধীর, গম্ভীর ভাবে উপদেশ করিতে বসিলেন, তোমরা ইতর ভাষা শিক্ষা কর, তাহা হইলে স্বর্গে কথা বার্ত্তা বুঝিবার বেশী সুবিধা হইবে! বড আক্ষেপের বিষয় যে এ কথাও আজ আমাদিগকে শুনিতে হইল।

সাবিত্রী সভা।

দৈনিক হইতে উদ্ধৃত

বীরেশ্বর বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে সেদিন সভাস্থলে যাঁহারা তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ২।৪ জনের কথার স্থূল মর্ম্ম ও সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্যের সার সংকলন করিয়া দিলাম।

শ্রীযুক্ত অন্নদা কাস্তগিরি—

হিন্দুর পরিচ্ছদ কি তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমরা এই ত' আজ দেখিতেছি, কত জনের কতরূপ পোষাক। বলা উচিত, সেদিন সভাস্থলে বিলাত প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত এন, ঘোষ, শ্রীযুক্ত বি, এল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, সি, বনারজী ও শ্রীযুক্ত কাস্তগিরি স্বয়ং এই কয়জন ছাড়া হ্যাটকোটধারী আর কেহ ছিলেন না, আর সমস্ত বাঙ্গালীই ধুতি চাদর পরা, দুচারিজন চাপকান ও চোগাধারী। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকার এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বক্তাকে বলিলেন, "আজ আর তা বলিবার যো নাই যে, হিন্দু বাঙ্গালীর পোষাকের স্থিরতা নাই।" পূর্ব্বে শেলাই করা বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ ছিল, আজ কার গায়ে জামা নাই? কজনের পায়ে এ গ্রীষ্মের দিনে মোজা নাই? আমরা চিরকালই অনুকরণ করিয়া আসিতেছি। মুসলমানের চাপকান লইয়াছি; এখন সাহেবের কোট লইয়াছি। চাদর খুলুন, ভিতরে প্রায় সকলেরই কোট আছে, উহা কি সাহেবী পোষাক নয়? সকল বিষয়েই এরূপ। ঋষিরা, ফল মূল আহার করিতেন, আর আমাদের মধ্যে কখন মৎস্য, মাংস আর গোপনে কত কি চলে কি বলিব! আমাদের আচার ব্যবহার উন্নতিশীল। হিন্দু বড় বুদ্ধিমান, কিছুতেই ঠিক থাকে না। যা ভাল, তাহার উন্নতি আমরা করিব, আপনারা সেই বিষয়েই উদ্যোগী হইবেন, আমি বিলক্ষণ উদ্যোগী আছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র।—আচার ব্যবহার বা পরিচ্ছদের উপর কোন জাতির উন্নতি অবনতি নির্ভর করে না। হিন্দুর অবনতি হইল কিসে? আর্য্যজাতির চরিত্রে একটী বিচিত্র ভাব ছিল, সে বিচিত্রতা হিন্দুর ধর্ম্মপূর্ণ জীবন। ধর্ম্ম আলোচনা নয়, ধর্ম্ম চর্চ্চা নয়, ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয়, ধর্ম্ম সাধন, ধর্ম্মময় জীবন। হিন্দুর সেই সাধন, হিন্দুর সেই জোর বিলুপ্ত

হইয়াছে। আজকার দিনে কয় জন আত্মাকে যোগে নিবিষ্ট করেন। কয় জন দিনান্তে পরম পিতাকে একবার স্মরণ করেন? আজ শুনিলাম, কর্ম্মই প্রধান। কিন্তু আর্য্যবংশে জন্মিয়া, আমরা যোগপূর্ণ জীবন অবলম্বন করিব। যোগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, ঈশ্বর কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করিব। বক্তা বলিয়াছেন, আর এক বিষয়ে আভ্যন্তরিক উন্নতি হইলে, তাহা উন্নতি নয়। সকল ভাবের সামঞ্জস্যে সমাজ গঠিত করিতে হয়। বক্তার আর কোন কথায় আমি দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই, কেবল ঐ কথাটিই আমার শ্রদ্ধেয়। এখন দেখিতেছি, আর্য্যভূমে আবার সেই যোগের স্পৃহা বলবতী হইয়াছে। যোগ, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, কার্য্য ও দক্ষতা এইরূপ সকল বৃত্তি মিশ্রিত হইয়া জাতীয় চরিত্র গঠিত হউক। এরূপ হইলে কিন্তু আর ভেদাভেদ করিতে পারিব না। হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার হইলে জাতিভেদ মানিতে পারিব না। আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গরাজ্য হইতে বজ্রকণ্ঠে ভীমরবে আদেশ করিতেছেন, "সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছি; ভাইয়ের সঙ্গে ভেদাভেদ করিব কিসে? আমি প্রেমে মগ্ন হইয়াছি। জাতিভেদে যদি কিছু পাণ্ডিত্য থাকে সে পাণ্ডিত্য চাই না। সর্ব্বভূতে আমার সমান দেখিতে হইবে। (একজন সভ্য বলিলেন কুকুর, বিড়াল, গুলাও ত' সর্ব্বভূতের অন্তর্গত)। পণ্ডিতা রমাবাই এক দিন আমায় বলিয়াছেন "বর্ণভেদ মানি না, জাতিভেদ মানি।" আমিও তাই মানি। অর্থাৎ পশু হইতে আমাদের পার্থক্য মানি। মানুষে মানুষে ভিন্নভাব নাই। আমার যে মানুষের সহিত আহার করিতে রুচি হইবে, তাহার সহিত আহার করিব, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কন্যা দিব। যাহার সহিত ইচ্ছা হইবে না, তাহার সহিত আহার ব্যবহার করিব না।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—

ইংরেজ সমাজ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠক যা বলেছেন তাহার প্রমাণ নাই। এক জন বুলগ্রন্থ প্রামাণ্য হইতে পারে। ইংরেজ সমাজ ভাল কি মন্দ তা আমি সবিশেষ জানি না, জন বুলের কথা সত্য কি না তাহাও জানি না। ইংরেজ সমাজ ভাল কি মন্দ তাহাও আমি কিছু বলিতেছি না। আমি বলি প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া, বক্তা ইংরেজ সমাজের প্রতি ঐরূপ কটাক্ষপাত করায় ইংরেজ সমাজের প্রতি উঁহার বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইতেছে,—সত্যের প্রতি অনুরাগের অভাব লক্ষিত হইতেছে। হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে যা বলা হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ আবশ্যক। হিন্দু বিবাহ যদি পবিত্র হয়, তবে পবিত্রতাটুকু কেবল স্ত্রী পক্ষেই থাকিলে, পুরুষের পক্ষে থাকিবে না কেন? একীকরণ যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, উভয় পক্ষ এক

না হইলে একীকরণ হইবে কিরূপে? স্ত্রীবিয়োগের পর স্বামী যদি বিবাহের জন্য লালায়িত হয়, বিবাহ করিতে পারে, তবে একীকরণ কি কেবল এক জনকে লইয়া হয়? প্রবন্ধের সকল কথার আলোচনা এস্থলে অসম্ভব।

শ্রীযুত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

বক্তা বলিয়াছেন—ইংরেজের অনুকরণ করিবে না। আমি সমস্ত অনুকরণ করিতে বলিতেছি না। কিন্তু ইংরেজের সাম্য স্বাধীনতা সবই কি নিন্দনীয়? বক্তা বলিয়াছেন, অসভ্য জাতির ব্যবহার ও প্রকৃতি সভ্য জাতির থাকিতে পারে না। গারো জাতি অসভ্য, কিন্তু তাহারা বড় সত্যবাদী, তা বলিয়া কি আমরা সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা বলিব? বক্তৃতা একপেশে হইয়াছে; কি করা উচিত, কি উচিত নয়, কি আদর্শ হওয়া উচিত, কি অনুচিত, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, কি অনুচিত, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই। বক্তা জাতি ভেদের গৌরব করিয়াছেন, কিন্তু আমি একটা কথা বলি, কায়স্থ জাতীর ইতিবৃত্ত আমি ঠিক জানি না (শ্রীযুত গঙ্গাচরণ সরকার;—না জানা কথা ভবে নাই বলিলেন) তবু আমার বিশ্বাস কায়স্থ উচ্চ বর্ণ নয়। ইহাঁরা আগে বেদ পাঠ করিতে পাইতেন না, ব্রাহ্মণের মজলিসে উচ্চাসনে বসিতে পাইতেন না। আজ যিনি সভাপতির আসনে বসিয়াছেন, তিনি ত জাতিতে কায়স্থ। কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণের সমক্ষেত্রে ধর্ম্মচর্চ্চার কথায়, সভাপতিত্ব করিতেছেন বলিয়া কি তাঁহার নাসিকাচ্ছেদন করা হইবে? এই যে শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত অধিবেশনে বিধবা বিবাহ ও শাস্ত্র তত্ত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তিনিও ত কায়স্থ, শাস্ত্র চর্চ্চায় তাঁহার অধিকার কি? শুধু কায়স্থ কেন, সদ্গোপ বংশীয় শ্রী ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কি সভাস্থলে সম্মানিত হন না? তিনি ব্রাহ্মণকেও বিজ্ঞান শিক্ষা দেন বলিয়া কি তাঁহার রসনাচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হয়? জাতিভেদ কি ক্রমে লোপ হইতেছে না? বক্তা বলিলেন, বৃত্তি ব্যবসার বিভাগের জন্য জাতিভেদ। কিন্তু ব্যবসাদার তবে ছোট জাতি কেন? জাতি বিশেষ কে হিন্দু অস্পর্শ্য মনে করে কেন? ব্যবসাদার জাতিকে এইরূপ ঘৃণা করাতেই ত, ভারতে ব্যবসার উন্নতি হয় নাই,—কল কারখানা হইতেছে না। ব্যবসায় সম্মান না থাকিলে, ব্যবসায় লোকের আগ্রহ হইবে কেন? আমি ভদ্র, যে অভদ্র তাহাকে চিরকালই অভদ্র করিয়া রাখিব কেন? যে কুটীরে শয়ন করে সে দ্বিতল গৃহে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিতে পাইলে সে কি বলে, না বাবু, আমি চাই না? যাহারা অভদ্র তাহারা কি আজ ভদ্র

হইতেছে না, তবে জাতি ভেদের এ গৌরব কেন? দেশহিতৈষীরা দোহাই দিয়া ফাঁকা বলিলে সম্মানের আশায় কি আজ কাল এই সব বক্তৃতা হয়? অতএব অনুরোধ যাহারা বড় লোক তাঁহারা ন্যায়ক সম্মান করিয়া যেন চলেন; নতুবা হিতৈষণার নামে ভারতের মস্তকে বজ্রপাত করিবেন না।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

জাতিভেদ ব্যবসার পক্ষে ভাল হইলেও বন্ধনের ভাব উন্নতির ভাবের সঙ্গে মিলে না। নিয়ম ছাড়া, বন্ধন ছাড়া, এক পা চলিতে পাইবে না। যে কাজ, যে ব্যবসা যেরূপ ধরণে চালাইতে শাস্ত্রে উপদেশ আছে, তদতিরিক্ত কেহ কিছু চেষ্টা করিবে না, এই ভাবটুকু উন্নতির প্রতিকূল। মনে করুন, যুদ্ধবিদ্যায় সাহেব শাস্ত্রে যে প্রকারে শর প্রয়োগ করিতে বিধি আছে, তাহা লইয়া, তীর ধনুক লইয়া কি ইউরোপীয় আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তিষ্ঠিতে পারা যায়? প্রাচীন ঋষি, যেটি বলিয়াছেন তদতিরিক্ত কেহ পাটী বাড়াইতে পাইবে না, এইরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম সমাজবিজ্ঞান মতে সমাজোন্নতির একান্ত বিরোধী। বক্তা এইটুকু দেখিলেই তাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর হইত।

শ্রীযুক্ত রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর-

বক্তার প্রবন্ধে অনেক সার কথা আছে। তবে কোন কোন কথায় আমার ঐক্য নাই। প্রবন্ধের যে নাম, তদনুসারে উহা আলোচিত হয় নাই। আর্য্য জাতির কিসে অবনতি হইল, প্রবন্ধপাঠক তাহা প্রমাণ না করিয়া, ইংরেজ সমাজের সহিত আর্য্যসমাজের তুলনা করিয়াছেন। বক্তা এক কথা বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে আর্য্যজাতির পতন হইয়াছে। এ কথার আমি অনুমোদন করিতে পারি না। বুদ্ধদেব, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এবং "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এই মহামন্ত্র উপদেশ করাতে যে ভারত অধঃপাতে গিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি? ইতিহাস ইহার বিপরীত সাক্ষ্য দিতেছে। অশোকের সময়েই ভারত অভ্যুন্নত। ভারত যদি কখন এক হইয়া থাকে তবে সে অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজাদের আমলেই হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালেই, চীন জাপানে ভারতের যশঃ গৌরবনিশান উড়িয়াছিল। তবে বৌদ্ধের উপদ্রবে ভারত উৎসন্ন গেল, এ কথা কেমন করিয়া বলি? বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত হইল বলিয়াই ভারতের অবনতি হইল কি না, বরং এই কথাই বিচার্য্য। আমার বোধ হয়, ভারতসমাজ গঠনের দোষ ছিল। সমাজ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে দুই বর্ণই শিক্ষা,

প্রাপ্ত হইয়াছিল ও নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত ছিল। সমাজের এক ভাগের হীনাবস্থা, কাজেই সমাজ সহজেই ভঙ্গপ্রভা হইয়াছিল। যতদিন না বহির্দেশ হইতে প্রবল শত্রু আসিয়াছিল, ততদিন সমাজ দাঁড়াইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়বংশ এক প্রকার লোপ হইল, বীরধর্ম্ম, যুদ্ধবিদ্যা সমাজে বিলুপ্ত হইল, সমাজ জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ক্ষত্রিয় ছাড়া আর কাহার যুদ্ধ চর্চ্চার অধিকার নাই, সমাজ বীরশূন্য হইল, কাজেই ক্রমে আরও ক্ষীণতর হইয়া সহজেই বহিঃশত্রুর আক্রমণে পরাজিত ও পদদলিত ও অবসন্ন হইয়া গেল। আমার এই মত টুকুর সহিত প্রবন্ধ পাঠকের মতের ঐক্য নাই। ক্রমশঃ।

গব্যের গুণ কি ভুলা যায়।

দুগ্ধের গুণগান করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। অদ্য আমরা দধি, নবনীত এবং ঘৃতের কথা লইয়া আলোচনা করিব। গব্যের গুণগানে হিন্দু পাঠকের কখনই অরুচি হইবে না। দুগ্ধ হইতে দধি; দধি হইতে নবনীত এবং নবনীত হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয় পাঠকগণকে প্রথমে দধির উপহার দিতেছি। দধি, অম্ল, গুরু, বাতরোগ নাশক, মলরোধক, মূত্রকারক, বলকর, শোথকর, এবং অরুচির প্রশমনকারী, দাহশক্তিকর, কাস, হাঁপানী, পীনস (নাসারোগ), বিষমজ্বর এবং কম্পজ্বরে হিতকর, রক্তবর্দ্ধক, উষ্ণ, ক্ষুধাকারক, স্নিগ্ধ, পিত্তক্ষয়ে এবং মোহক্ষয়ে উপকারী, স্বাদু, মনোজ্ঞ।

অপক্কদুগ্ধজাত দধির এই গুণ; পক্কদুগ্ধজাত দধির বিশিষ্ট গুণ; উহা পিত্ত ও বায়ুদোষ নষ্ট করে, মাখন তোলা দুগ্ধের দধি লঘু, গ্রহণীরোগ নাশক। দধি যদি আবার চিনি মিশ্রিত হয় তাহা হইলে তৃষ্ণা প্রশমন করে এবং রক্তের অতুষ্ণতা নষ্ট করে। দধির সহিত গুড় মিশাইয়া খাইলে বাত নাশ হয়, বলবৃদ্ধি, এবং তৃপ্তিলাভ হয়। রাজনির্ঘণ্ট, রাজবল্লভ, ভাব প্রকাশক, চক্রদত্ত সকলেই এইরূপে দধির গুণগান করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যাভিষকদিগের কথায় কি আর্য্যজাতির অশ্রদ্ধা হইতে পারে? রক্তপিত্ত এবং কফজ্বর বিকারে দধি একেবারেই নিষিদ্ধ, কিন্তু ঘৃত, চিনি, মধু বা আমলকির রস মিশাইয়া খাইলে দোষ নাই, আর গরম করিয়া গরম ভাতে বা মুগের ডালের ঝোলের সঙ্গে খাইলেও দোষ নাই। পাঠক দেখিতেছেন, চিনিপাতা দইটী সকল সময়েই বেশ চলে।

কিন্তু সকল ঋতুতে দধি পান করা উচিত নহে। হেমন্ত, শীত, বর্ষায় দধি প্রশস্ত, শরৎ, গ্রীষ্ম এবং বসন্তে প্রায়ই দধিপানে অপকার হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা গো দধিই উৎকৃষ্ট মহিষ দধি কিছু কোষ্ঠবৃদ্ধি রাখে, আর রক্ত এবং কফেরও দোষ উৎপাদন করে।

ছাগীদধিও বড় প্রসস্ত। মেষদধি বড়ই উপকারী, কফরোগের বড়ই উত্তেজক। অশ্বীদধি চক্ষুর উপকারী। উষ্ট্রদুগ্ধ অপেয়, ইহা অতিশয় অম্ল, ক্ষারওল [লোনতা] এবং পরিপাককালে কটু। হস্তিনী দধি কফবাত নাশক। মানুষী-দধি মধুর, বলকর, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর। নববিভাকরের সুন্যপায়ী পাঠক থাকিলে আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ পাইতাম।

সর্ব্ববিধ দধিরই পাঁচ ব্যবস্থা,

আদৌ মন্দং ততঃ স্বাদু স্বাদ্বম্লঞ্চ ততঃ পরং।

অম্লঞ্চতুর্থমত্যম্লং পঞ্চমং দধি পঞ্চধা॥

দই যে অবস্থায় বসে নাই, তাহাই উহার মন্দাবস্থা। এ দধি পান করিলে মলমূত্র বৃদ্ধি হয়। কফাদি ত্রিদোষ এবং দাহ উৎপন্ন হয়; সুতরাং অপেয়। দই না বসিলে যে অপেয় তাহা আমাদের গৃহিণীরা বেশ জানেন। মধ্য অবস্থায় যখন দই বেশ বসিয়াছে, তখনই উহা সুস্বাদু, সুপেয় এবং সুপথ্য। তাহার পর স্বাদু, কিন্তু অম্ল। ইহাও অপথ্য নহে। চতুর্থ অবস্থায় দধি অম্ল, সুতরাং শ্লেষ্ম বর্দ্ধক। পঞ্চম অবস্থায় অত্যম্ল, সুতরাং অপথ্য।

পাঠক দধির কথা শুনিলেন; এইবার নবনীতের গুণ শ্রবণ করুণ;

শীতংরুচ্যন বোদ্ধৃতং সুমধুরং বৃষ্যঞ্চ বাতপহং।

কাশঘ্নরং ক্রমিনাশনং কফহরং সংগ্রাহি শূলাপহরং॥

বল্যং পুষ্টিকরং তৃশার্ত্তিশমনং সন্তাপ-বিচ্ছেদনং।

চক্ষুশ্যং শ্রমহারিতর্পণকরং দধ্যুদ্ভবং পিত্তজিৎ॥

টীকা নবনীত শীতল, মনোজ্ঞ, সুমধুর, তেজস্কর, বায়ুনাশক, কাশ-রোগনাশক, ক্রমিঘ্ন, কফনাশক, মল-বর্দ্ধক, শূলনাশক, বলকারক, পুষ্টিকর, তৃষ্ণানিবারক, সন্তাপনাশক, চক্ষুর উপকারী, শ্রমনাশক, তৃপ্তিকর এবং সর্ব্বগুণময় নবনীত কলিকাতায় দুষ্প্রাপ্য!

নবনীতং হিতং গব্য বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ।

সংগ্রাহিবাতপিত্তাসৃক্ক্ষয়া শোঽর্দ্দিত-কাশহৃতৎ॥

তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ।

নবনীতং মহিষ্যাস্তু বাতশ্লেষ্মকরং গুরু।

দাহপিত্তশ্রমহরং মেদঃশুক্র বিবর্দ্ধনং॥ ২।

গো নবনীত তেজস্কর; বাতপিত্ত, রক্তরোগ, ক্ষয়, অর্শ, কাশ এই সকল রোগ নষ্ট করে; ইহা বালক, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই উপকারী, শিশুর ত কথাই নাই। মহিষ নবনীত বাত-শ্লেষ্মকর কিন্তু দাহ, পিত্ত এবং শ্রমজন্য দুর্ব্বলতার পক্ষে বিলক্ষণ উপকারী, মেদ এবং শুক্রও ইহার সেবনে বৃদ্ধি পায়।

ছাগনবনীত ক্ষয়কাশ, মেহরোগ, এবং কফ নাশ করে, বলকর ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। মেষীনবনীত লঘু, মলদ্বার এবং প্রস্রাবেরদ্বারে বেদনা হইলে তাহা

দূর করে। বন্যছাগী নবনীত দুর্গন্ধি, মেধানাশক, গুরু; পুষ্টিও স্থূলতা উৎপাদন করে, অগ্নিমান্দ্য এবং ক্ষুধা মান্দ্যকরে. সুতরাং অসেব্য। হস্তিনী নবনীত তিক্ত রস কিন্তু মলবন্ধক এবং পিত্ত কফ দোষ নষ্ট করে আর কৃমি নষ্ট করে। অশ্বিনী নবনীত কষায়, কফবাত নাশক, চক্ষুর হিতকর উষ্ণ, বাত পিত্তের পক্ষে কিঞ্চিত উপকারী। গর্দ্দভী নবনীত কষায়, কফ বাতনাশক, বলকর, ক্ষুধাবর্দ্ধক শীঘ্র পাক পায়। মূত্রদোষ নষ্ট করে। উষ্ট্র নবনীত ব্রণ, কৃমি, কফ রক্তদোষ এবং বাতদোষ নষ্ট করে।

আর্য্যেরা কোন জন্তুর নবনীতই আর পরীক্ষা করিতে বাকী রাখেন নাই। নারী নবনীত যে লঘু, চক্ষুর উপকারী, ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং সর্ব্বরোগ-বিনাশক তাহাও ইহারা পরীক্ষাদ্বারা প্রতিফলিত করিয়াছেন। দধিজ নবনীতের গুণই যে পরীক্ষিত হইয়াছিল এরূপ নহে।

দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু চক্ষুষ্যং রক্ত পিত্তনুৎ।
বৃষৎ বল্যমতি স্নিগ্ধং মধুরং গ্রাহী শীতলং॥

দুগ্ধজাত নবনীত যে চক্ষুর উপকারী, পিত্তনাশক, তেজস্কর, মধুর, মলবন্ধক এবং শীতল তাহাও আর্য্যেরা জানিতেন। আর্য্যদিগের অপরীক্ষিত আর কিছুই ছিল না। যখন সকল জন্তুর নবনীত গুণ পরিজ্ঞাত ছিল, তখন যে সর্ব্ব জন্তুরই ঘৃত গুণও পরিজ্ঞাত থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

গব্য ঘৃত চক্ষুর পক্ষে বড়ই উপকারী; শীতল, বাত পিত্ত, কফ দোষ নাশক, সংক্রামক দোষ হারক। শুক্র, অগ্নি, মেধা, লাবণ্য, কান্তি, তেজ বৃদ্ধি করে, জরা নিবারক, আয়ুর্বর্দ্ধক, বুদ্ধি-স্মৃতিবর্দ্ধক, শ্রমনাশক। গব্য ঘৃতের কাছে অমৃতও পরাজিত হইতে হয়। এহেন ঘৃতে নব্যদিগের অনাদর! ইহা বাড়া দুখের বিষয় আর কি আছে?

মহিষ ঘৃতও বুদ্ধি, সুখ, কান্তি, বল, বর্ণ বৃদ্ধি করে, চক্ষুর উপকার করে। বাত শ্লেষ্মা, অর্শ, গ্রহণী রোগ নাশ করে। মন্দাগ্নি উত্তেজিত করে। কিন্তু কিছু গুরু। ছাগী ঘৃত ও অগ্নি-বর্দ্ধক চক্ষুর উপকারক, বলকর, কাস শ্বাস এবং ক্ষয় রোগে হিতকর, কফ নাশক। মেষী ঘৃত পিত্ত ও মেদ বৃদ্ধি করে। কিন্তু শোষ কফ ও বায়ু করে। কিন্তু শোষ কফ ও বায়ু রোগে হিত। অর্শ এবং উন্মাদ নষ্ট করে। শোথ ও কম্প রোগে উপকারী। মেষী দুগ্ধ কিন্তু বড় গুরু, মানুষকে কিছু নির্ব্বোধ করে। হস্তিনী ঘৃত কফ, পিত্ত ও কৃমি নাশক, মলবন্ধক, অগ্নিকারক। অশ্বিনী দুগ্ধ ঈষৎ অগ্নি-বর্দ্ধক, মূর্চ্ছানাশক। গর্দ্দভী ঘৃত অগ্নি বলকর, মূত্রদোষ কফ নাশক। উষ্ট্রী দুগ্ধ কুষ্ঠ কৃমি গুল্ম নাশক। নারী ঘৃত সর্ব্বাময়নাশী, প্রমেহ নাশী।

আর কত বলিব? ঘৃতের অশেষ

গুণ। গব্য ঘৃতই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহিষ তাহার নীচে। গব্যমাত্রেই অমৃতোপম। গব্যের গুণ হিন্দুর ছেলে কোন কালেই ভুলিতে পারিবে না। নববিভাকর।

ধাতুরূপ করণ হলণ্ডবাসী।

একদিন দুইজন ইংরাজ ভদ্রলোক পারিস [ফ্রান্স] নগরের একটী কফী-গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলেন যে একজন বিদেশীয় লোক বসিয় আহার করিতেছে। তাহার আকার দেখিলে মনে ভয় জন্মে।

ইংরাজ দুইজন আসিয়া আর এক টেবিলে খাইতে বসিলেন। তাঁহাদের কথোপকথন আরম্ভ হইলে, একজন বলিলেন—"That celebrated dwarf has arrived in Paris" অর্থাৎ একটী বামন আসিয়া পারিসে উপস্থিত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সেই বিকটাকার বিদেশী বলিল, "I arrive, [আমি উপস্থিত হইয়াছি] thou arrivest, he arrives; we arive, you arrive, they arrive."

ইংরাজ বিদেশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Did you speak to me, sir?" [তুমি কি আমাকে ও কথা বলিলে] সে বলিল, "I speak [আমি বলি] thou speakest, hespeaks; we speak, you speak, they speak."

"ইংরাজ কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, How is this, do you mean to insult me?" [এ কি! তুমি কি আমাকে অপমান করিতে চাহ?] সে বলিল "I insult [আমি অপমান করি] thou insultest, he insults; we insult, you insult, they insult."

ইংরাজ আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "If you have any spirit, come along with me." [যদি তোমার তেজ থাকে তাহা হইলে চলে এস] বিদেশী "I come. [আমি আসি] thou comest, he comes; we come, you come, they come," বলিয়া গাত্রোত্থান করিল।

সেকালে সকলেই প্রায় তলবার সঙ্গে রাখিত, তাহারা দুইজনেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া একটী গলিতে প্রবেশ করিল। ইংরাজ তলবার বাহির করিয়া বলিলেন, "Now you must fight with me." [এখন এস লড় যাও] প্রতিদ্বন্দ্বী বলিল "I fight [আমি লড়ি] thou fightest, he fights; we fight [আমরা লড়ি বলিয়া সজোরে আঘাত করিল] you fight, they fight" ["তাহারা লড়ে বলিয়া ইংরাজকে নিরস্ত্র করিল।"] ইংরাজ বলিলেন, "well you have the best of it and I hope you are satisfied." [ভাল তুমি জিতিলে, এখন বোধ হয় সন্তুষ্ট হইয়াছ] বিদেশী বলিল, "I am satisfied [আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি] thou art satisfied,

he is satisfied, we are satisfied, you are satisfied, they are satisfied."

ইংরাজ বলিলেন, তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ শুনিয়া আমি বড় খুসী হইলাম, আমার সঙ্গে আর এপ্রকার তামাসা করিও না, এখন ভাঙ্গিয়া বলদেখি তোমার অভিপ্রায় কি?

বিদেশী বলিল আমি হলণ্ডবাসী, তোমাদের ভাষা শিক্ষা করিতেছি, সেই জন্য ক্রিয়ার [verb] ভিন্ন ভিন্ন আকার মনে রাখিবার নিমিত্ত এই সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছি। আমার শিক্ষক আমাকে বলিয়াছেন যে যখনই আমি কোন ক্রিয়া [verb] শুনি তখনই তাহা যেন রূপ (conju gate) করিতে চেষ্টা করি। আর আমি সেই উপায় অবলম্বন করিয়াছি, ও সেই জন্যই প্রথমে কাহাকেও উত্তর না দিয়া যত ধাতু শুনি সকলই রূপ করিতে থাকি; এই আমার অভিপ্রায়।

ইংরাজ এই কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি তাহাকে তাঁহার সহিত ভোজন করিতে [To dine] নিমন্ত্রণ করিলেন। বিদেশী বলিল, "I wilt dine, [আমি ভোজন করি] thou wilt dine, he will dine; we will dine, you will dine, they will dine, we will all dine together."

এই গল্প হইতে আমরা একটী শিক্ষা পাই যে যখন কোন একটী নূতন ভাষা শিক্ষা করি তখন তাহার যত ক্রিয়া (verb) গুনি সকলই যেন রূপ করিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলে ভাষা জ্ঞান অতি উত্তমরূপে জন্মিবে। তাই বলিয়া আমি কাহাকেও হলণ্ডবাসীর ন্যায় কোন কথায় উত্তর না দিয়া কেবল ধাতু রূপ করিতে বলি না, কিন্তু মনেং করিলেই ভাল হয়। তাহা না হইলে হয়ত কাহার সহিত তলবার অভাবে ঘুসা ঘুসী বাধিয়া যাইবে।

প্রার্থনার ভাব।

আমরা এই সংসারে পরীক্ষা বেষ্টিতং এই পৃথিবী পরীক্ষার স্থল। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলময় পিতা হইয়া আমাদের নিকট পরীক্ষার সময় দণ্ডায়মান থাকেন। তিনি আমাদের সংগ্রাম দেখিতেছেন। আমাদিগকে দৃঢ় ও সবল করিয়া তাঁহার অনন্ত ধামের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন।

এই পরীক্ষা বেষ্টিত সংসারে ঈশ্বর আমাদিগের নিকট বর্ত্তমান। তিনি আমাদের একমাত্র পিতা। আমরা তাঁহার সন্তান। পরীক্ষার সময় আমাদের উপায় কি? আমরা কি তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিব না? আমরা আপনাদের এই নির্ভর ভাব বা কি প্রকারেই প্রদর্শন করিব? প্রার্থনা দ্বারাই তাহা করিতে হইবে। প্রার্থনা মহান অস্ত্র। ইহার মত অস্ত্র, ইহার মত উপায় আর নাই।

প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরকে জয় করা যায়। দায়ুদের প্রার্থনার আগ্রহ, ঐকান্তিকতা একবার মনে কর।

কিন্তু সকালে, বিকালে, রবিবারে, দুইবার প্রার্থনা করিলেই কি যথেষ্ট হইল? তাহা নহে। প্রার্থনার জ্বলন্ত ভাব কখন হৃদয়ে নির্ব্বাণ হইবে না। এই ভাব তোমার হৃদয়কে স্বর্গতুল্য করিয়া ফেলুক। হাটে, বাজারে, সংসারে, কর্ম্মস্থলে, যেখানেই থাক না কেন, সর্ব্বদর্শী অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বর তোমার হৃদয়ের সমস্ত চিন্তা দেখিতেছেন, জানিয়া হৃদয় মন্দিরে ঈশ্বরের জন্য একটী বেদি নির্ম্মাণ কর। তাহার ভিতরে পবিত্র স্থান, মহাপবিত্র স্থান থাকিবে। আত্মার যাগযজ্ঞ সেই নিভৃত স্থানে ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। ঈশ্বর হৃদয় মন্দির বড় ভাল বাসেন।

প্রার্থনার ভাব তোমার হৃদয়ের কর্ণধার হউক। দিবসিক সমস্ত ঘটনায় ঈশ্বরের হস্ত নিরীক্ষণ কর, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর। কি করিয়া তাহা করিতে হয়, তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত আমরা পরে সন্নিবেশিত করিব। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আকাঙ্ক্ষা, অবস্থা অভাব ও প্রয়োজনানুসারে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করিবেন।

"সমাপ্ত হইল।"

গুড্ ফ্রাইডের ধ্যান।

অদ্য ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে কি অদ্ভুতপূর্ব্ব অচিন্ত্যপূর্ব্ব, গভীর ভাব পূর্ণ কথা শ্রুত হইল। এমন কথা কেহ কহে নাই, কেহ শুনে নাই। এই কঠোর যন্ত্রণার মধ্যে, এই নিদারুণ ক্লেশের মধ্যে কি অপূর্ব্ব বিশ্রাম, কি অনির্ব্বচনীয় শান্তি!

মনুষ্যের বাঞ্ছা, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্মজীবনের উৎস, পিতার অদ্বিতীয় পুত্র, মনুষ্যের আদর্শ, আত্মার মুক্তিদাতা, পিতার ইচ্ছা সাধন করিয়াছেন। পিতার ইষ্টক্রিয়া সাধনই তাঁহার মহৎ ব্রত ছিল। সেই কার্য্য সাধনে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হইত না। তাহা করিতেই তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আসেন নাই। এইটী লক্ষ্য করিয়াই তিনি সর্ব্বদিন কার্য্য করিতেন। তিনি গভীর নিশীথেও সেই কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। এক দিনের জন্যও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নাই।

"সমাপ্ত হইল" কথাগুলি তাঁহার মুখে কেমন শোভা পাইল! আমাদের মুখে সেই কথাগুলি কি শোভা পায়? একবার নেত্র মুদিয়া ধ্যান কর। দেখিবে তাহার, জীবনের সহিত তোমার জীবনের প্রভেদ কত! সংসারের কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি, দ্রুত গতিতে যেন তেন প্রকারে কাজ সারিয়া লইতেছি, একটী কর্ত্তব্যের শেষ আর একটী কর্ত্তব্য করিতেছি, এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি ভাবিবার সময় নাই, কতই কাজ অসম্পূর্ণ অসিদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

যখন প্রভুর এই কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন ঈশ্বর কি বজ্র-নিনাদে আমাদিগকে বলেন না যে, অনেক কাজ পড়িয়া রহিয়াছে যাহা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য? যদি এই পবিত্র দিনে, এই পবিত্র সময়ে, এই পবিত্র কথাগুলির অর্থ বুঝিয়া তাহার অমূল্য শিক্ষাগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার দৃঢ় কামনা ও প্রতিজ্ঞা করি, তাহা হইলে বুঝিব আমাদের চিন্তা একেবারে বৃথা হয় নাই। এত কাজ আমরা অসম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহার মধ্যে চার পাঁচটী, এমন কি, একটীতে মনোযোগ প্রদান করিলেও বুঝিতে পারিব, আমাদের ধ্যান একেবারে বৃথা হয় নাই। কেহ কেহ হয়ত আপনার হিসাব পত্র ভাল করিয়া দেখে না; তাহারা যে প্রতারণা করিতে সংকল্প করিয়াছে এমন নহে, কিন্তু তাহারা অলস, তাহারা উদাসীন। এই আলস্য ও ঔদাসীন্য বশতঃ তাহারা বন্ধু বান্ধবের অসুবিধাও ক্ষতি জন্মায়। "সমাপ্ত হইল," কথাগুলি আন্দোলন করিয়া সে যদি বলে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে অসৎ উপায় অবলম্বন না করিলেও তিনি আমাকে যথেষ্ট দিয়াছেন। যদি সাংসারিক বিষয় প্রণালীবদ্ধ করি, তাহা হইলে অধিক সুশৃঙ্খলা হইবে, অধিক অবসর লাভ হইবে, অধিক শান্তি ভোগ হইবে, ধর্ম্মপুস্তক পাঠের প্রার্থনা ও ধ্যানের আরও সুবিধা হইবে।"

"সমাপ্ত হইল" কথাগুলি প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য সামান্য ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমরা প্রভুর মতন ত ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিতে পারিব না। আমাদের সকলের কত দোষ, কত খুঁত। কিন্তু তবুও আমরা যদি পরিশ্রম করি, যত্ন করি; তাহা হইলে আপনাদের কর্ম্ম নিয়মিত করিতে পারিব, আপনাদিগকে সংযত করিতে পারিব। তাহা হইলে আমাদের জীবন শক্তিপূর্ণ হইবে, অধিক ফলদায়ক হইবে, ঐশ্বরিক বিধানের সহিত আমাদের জীবনের সামঞ্জস্য থাকিবে। অনেক মহৎ লোক আছেন যাহারা কার্য্যে অমনোযোগ ও ঔদাসীন্যই বাস্তবিক, মহত্ত্ব বোধ করেন।

দেখ ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা মহান। তিনি ভৌতিক, মানসিক, নৈতিক বলের কিরূপ আশ্চর্য্য সমন্বয় করিতেছেন। কিন্তু বিশ্বমণ্ডলের সমস্ত গুরুতর ব্যাপার সাধন করিলেও কি তিনি সামান্য ২ শিলাখণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা, প্রজাপতির পক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র বিচিত্র অংশ সকল সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন না? তিনি কি আপনার হস্ত রচিত সামান্য সামান্য কার্য্যের প্রতি উদাসীন?

সংসারের সমস্ত ঘটনায়, দৈনিক বিষয় কার্য্যে "সমাপ্ত হইল" কথাগুলি স্মরণ করিব, দেখিব কিরূপে উত্তমরূপে আপনাদের কার্য্য সমুদয় সমাপ্ত করিতে পারি। আমাদের প্রভুর পক্ষে এই কথাগুলির অনেক গভীর অর্থ ছিল। কারণ পিতা ও পবিত্র আত্মার সহিত পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য যে সকল উপায় তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা

চিন্তা করিলেন। তিনি বলিতে পারিতেন, আমি নিরূপিত সময়ের অপেক্ষা করিয়াছি। যতক্ষণ না সমস্ত পৃথিবী প্রস্তুত হইল, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করিলাম, সময়ের পূর্ণতা পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিলাম; আমি উপযুক্ত সময়ে অসিয়াছি। দৈববক্তা যেখানে আমার জন্মের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেইখানে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার বিষয় যেরূপ উক্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ আমি উপদেশ দিয়াছি, কার্য্য করিয়াছি, দুঃখ সহ্য করিয়াছি। পূর্ণ সহিষ্ণুতা, পূর্ণ অক্লান্ত সহিষ্ণুতা, পূর্ণ অক্লান্ত প্রেমে নিজস্বদিগকে ভাল বাসিয়া, তিনি তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত ভাল বাসিলেন। তাঁহার অকৃত, অসম্পূর্ণ কিছুই রহিল না। সকলই তিনি ভাল রূপে করিয়াছিলেন—ঠিক সময়ে, ঠিক স্থানে, ঠিক পদ্ধতিতে করিয়াছিলেন। "সমাপ্ত হইল," এখন তিনি কার্য্য সমাপনান্তে বিশ্রাম করিতে পারেন।

হায়! ভ্রাতৃগণ আমরা ত কখনই ঐরূপে বলিয়া থাকি না। তিনি যে সমস্তই সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দ হইয়াছিল। এখন মহা যজ্ঞ উৎসৃষ্ট হইল, এখন ঈশ্বরের মেষ শাবক নিহত হইলেন, পৃথিবীর ঋণ পরিশোধ হইল।

এ সকলই উক্ত কথার অন্তর্গত, সিদ্ধযজ্ঞ সাধিত হইল। আমরা মুক্তি পাইলাম; আমরা যেশুর রক্তে মুক্তি পাইলাম। তিনি আমাদের পাপ ভার বহন করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। আমরা পাপী হইলেও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। আমরা ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, তাঁহার ব্যবস্থা পালন করি নাই সত্য ব'ট, কিন্তু খ্রীষ্টের মৃত্যুতে একটী নূতন ও জীবিত পথ তাঁহার রক্ত দ্বারা উন্মুক্ত হইয়াছে।

তিরস্করিণী বস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, পার্থক্য প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে, অতএব খ্রীষ্টের সিংহাসনের নিকট গমন করিবার অবারিত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে; ইচ্ছা করিলেই মনুষ্য পরিত্রাণের অধিকারী হইতে পারে। তাহাই পিতার ইচ্ছা, তাহারই জন্য পুত্র এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই কার্য্য সিদ্ধ করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "সমাপ্ত হইল।" স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যেন সেতু সংগঠিত হইল? যাকুবের সোপান স্থাপিত হইল, তাহা দ্বারা অত্যন্ত দরিদ্র, অশিক্ষিত, অজ্ঞান মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারে। "সমাপ্ত হইল" বলাতে এই সকলই প্রকটিত হয়।

ভ্রাতৃগণ! এই সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের দুঃসাধ্য, ইহা এত বাঞ্ছনীয়, এত উত্তম যে সত্য কি না ঐ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিলেও জন্মিতে পারে। ইহারই জন্য, যে দিনে আমাদের প্রভু ও পবিত্রাণ কর্ত্তা অকথ্য ও কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, সেই দিনকে "গুড" অর্থাৎ শুভ শুক্রবার বলিয়া আমরা

আখ্যাত করি। ইহা আমাদের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর, ইহা আমাদের পক্ষে অতি কল্যাণকর। সকলই সমাপ্ত হইয়াছে। আমাদের জন্যে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে প্রভু মৃত্যুর হুল ধ্বংস করিয়া সকল বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গ রাজ্য খুলিয়াছেন। আমাদের জন্য ত্রাণ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্য, কুআত্মা, এমন কি শয়তান তাহা ব্যর্থ করিতে পারে না। এক জনই কেবল স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করিতে সমর্থ, অর্থাৎ তুমি নিজেই। তুমি যদি এখন পরিত্রাণের অধিকারী না হও, তাহা হইলে দোষ তোমারই। খ্রীষ্ট দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন, আমাদের দুরাচার দুর্ম্মতি ব্যতিরেকে কোন পদার্থই আমাদিগকে তাঁহার অসীম, অপার প্রেম হইতে পৃথক করিতে পারে না। সেই কাষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের যে বিশ্রাম ও আনন্দ হইবে, সে আনন্দ, সে বিশ্রাম কেহ আমাদের হইতে অপহরণ করিতে পারিবে না। ~ বাও

হে ধন্য যেশু! আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর! তুমি বিশ্বাসী বর্গের জন্য স্বর্গ দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছ, আমি যেন স্বদোষে, স্বহস্তে সেই দ্বার রুদ্ধ না করি।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ইসলাম দর্শন। বাবু যাকুব কান্তিচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত। ২৩ নং চোরঙ্গী ভবনে প্রকাশিত। আমরা এই সুবৃহৎ পুস্তক খানি উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। সময়াভাবে সমালোচনা এবারে হইল না, আগামীবারে করা যাইবে।

২। চর্চ্চ কাটেখিস্ম প্রথম ভাগ। সাপ্তাহিক যন্ত্রে মুদ্রিত। এই কাটেখিস্ম খানি পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিক প্রীতিলাভ করিয়াছি। ভাষা সরল, বিষয় ছোট ছেলেদের অবশ্য জ্ঞাতব্য। চর্চ্চ অব ইংলণ্ডে যে সকল পুরাতন কাটেখিস্ম আছে, সে সকল সুপাঠ্য নহে, বড় ব্যবহৃতও হয় না। যিনি এই কাটেখিস্ম খানি সঙ্কলন করিয়াছেন তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। ৮নং ইমদাদ আলি ভবনে অথবা বঙ্গবন্ধু কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

৩। দৈনিক পঞ্জিকা। ট্রাক্ট সোসাইটী হইতে প্রকাশিত। দৈনিক পঞ্জিকার এক পয়সা মূল্য বটে, কিন্তু ইহা বড় কাজের জিনিস, ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যাহা জানিবার জন্য অনেক সময় চার পয়সা পর্য্যন্ত ব্যয় করিলেও অধিক ব্যয় বলিয়া বোধ হয় না।

বিবিধ।

আমাদের মাননীয় বন্ধু রেভ বিকরষ্টেথ সাহেব অগ্রে দিল্লী কেমব্রিজ মিসনের অধ্যক্ষ ছিলেন। অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাকে বিলাতে ফিরিয়া যাইতে হয়। তিনি ভারতবর্ষে পুনরাগমনের আশা প্রায় একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি এতদূর স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন, যে পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে জাপানের বিশপ করিয়া পাঠাইয়াছেন। বিকরষ্টেথ সাহেব যে বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মোদ্যোগে বিশপ হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ঈশ্বর আপনার দাসকে আত্মায় পরিপূর্ণ করুন। ভারতবর্ষের অলাভ বটে কিন্তু জপানের অশেষ লাভ হইল।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে দিল্লিস্থ উক্ত কেমব্রিজ মিসনের একজন উদ্যোগী মিসনরী বিলাতে মারা পড়িয়াছেন। তাঁহার নাম রেভ ব্লাকেট সাহেব। মৃত্যুর অগ্রে তিনি বিলাতে প্রপাগেশন সোসাইটীর এক জন পর্য্যটনকারী সেক্রেটারী ছিলেন। কিরূপে মিসনরী কার্য্যে লোকদিগকে উত্তেজিত ও আকর্ষিত করিতে পারা যায়, কিরূপে টাকা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, সম্পাদকীয় কার্য্য কিরূপে সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক করা যাইতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে যে একটী চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কোন কোন কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধটী পাঠ করিলেই ব্লাকেট সাহেবের উদ্যোগ, ভক্তি ও পরিশ্রমশীলতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যায়।

আফ্রিকার বিশপ হ্যানিংটন সাহেব অসভ্যদিগের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। আফ্রিকায় মিসনরীর কাজ করিতে গেলে আপনার প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয়। ক্যানটেরবরির আর্চবিশপ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ লোকেরা এই শোকজনক ঘটনায় ব্যথিত হইয়া তাঁহার বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি সূচক পত্র লিখিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর কত বিশপ এইরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন? আনন্দের বিষয়, এই সংবাদ শুনিবা মাত্র অনেক কৃত বিদ্য যুবক আফ্রিকায় সেই মহৎ কাজ করিবার জন্য [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন যে ক[illegible] বিশপ হ্যানিংটন আপনার মহামূল্য প্রাণ হারাইয়াছেন। সাক্ষীদিগের রক্ত কি মণ্ডলীর বীজ নহে?

ব্রাউন কোম্পানির বিখ্যাত পুস্তকের কারবারটী ৪১ হাজার টাকায় এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করা হয়, এই লিকুইডেটারগণ আগামী বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে দরখাস্ত করিবেন। ওরিয়েণ্টেল ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন এরূপ বিক্রয়ে আপত্তি করিবেন। তাঁহারা বলেন ফারম নীলামে বিক্রয় হওয়া আবশ্যক।

চীনের সম্রাটের বিবাহ হইবে।

তথাকার বড় বড় রাজকুমেরা আপন আপন সুন্দরী কন্যাকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিতেছেন। বালক সম্রাট তাহার মধ্যে পছন্দসই কন্যা বাছিয়া লইবেন।

মিসরের নক্‌সার নগরে স্থলে খুঁড়িতে খুঁড়িতে মিশরের প্রসিদ্ধ রাজা দ্বিতীয় রামিসিস ও তাঁহার কন্যার দুইটী সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তি দুইটী মিউজিয়মে রক্ষার্থ কাইরোতে পাঠান হইয়াছে।

এবারকার অক্সফোর্ড ইউনিবার্সিটীর সংস্কৃত বোডেন ছাত্রবৃত্তি, মিঃ অব্রে-পেনেল নামক একজন ক্রাইষ্টচর্চ্চ কলেজের ছাত্র পাইয়াছেন।

প্রশান্ত সাগরের উপকূলে একখানি জাহাজের উপর উল্কাপাত হইয়া, জাহাজের কিয়দংশ পুড়িয়া গিয়াছিল। জাহাজের লোকেরা আগুন দেখিতে পাইয়া দূর করিয়া ফেলিয়াছিল। উল্কা প্রস্তর দুইচারি খানা জাহাজে পাওয়া গিয়াছে, কোন কোনটা মানুষের মাথার মত বড়।

রায় কানাইলাল দে বাহাদুরের পুত্র বাবু প্রিয়নাথ দে পিতার সুযোগ্য পুত্র। মাদক দ্রব্যের অংশ থাকিবে না, এইরূপে নেবুর নির্য্যাস প্রস্তুত করিয়া ইনি গবর্ণমেণ্টের কাছে সুখ্যাতি ও মহামেলায় মেডেল পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি ইনি কয়েকটা উপাধি পাইয়াছেন। বিলাতের রসায়ন সমিতির ফেলো, বৃটিশ ফার্ম্মাকিউটিকেল সমিতির মেম্বর এবং লণ্ডনের কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রির মেম্বর।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে একটী কারখানা শ্রেণী (Technical class) হইবার কথা চলিতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পেডলার বাহাদুর এই কথা তুলেন। অধ্যাপক গ্রিফিথস্‌ এবং ডাইরেক্টর টনি বাহাদুরের এই বিষয়ে মত হওয়ায়, ডাইরেক্টর বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় এই কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেনেট সভারও ইহাতে মত হইয়াছে; এখন এই বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেকলটী সমিতির বিচারাধীন। যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে ফেকলটী সমিতিরও এ বিষয়ে সম্পুর্ণ মত হইবে।

ফরাসী দেশের রাজধানী পারিস নগরে একজন ব্যবসাদার মেয়ে ভিখারী আড়াই লক্ষ টাকার অধিকারিনী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এ ভিক্ষাবৃত্তিতে বাহাদুরী আছে।

ইউরোপে সৈনিক শ্রেণীর আজ কাল বড়ই বাড়াবাড়ি। সমগ্র ইউরোপে আজ যত সৈনিক আছে, তাহাদিগকে পাশাপাশি সারি করিয়া দাঁড় করাইলে, তিন হাজার ক্রোশ লম্বা সার হয় এই সারে ৯০ লক্ষ সেনা হইবে। দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটে গেলেও ৫।৬ দিনের কম সমস্ত সৈন্য পরিদর্শন করা যাইতে পারে না।

ফরাসী জাতি মিসরে ইংরেজের শত্রুতাচরণ করিতেছেন। তাঁহারা স্বতঃ পরতঃ খেদিব্‌কে বুঝাইতেছেন

যে, তিনি ইংরেজকে বলুন, নিজের রাজ্য তিনি নিজে শাসন করিবেন, ইংরেজের সহায়তায় কাজ নাই।

মিশরের অবস্থা ভবসাজনক নয়। সর চার্লস্ ওয়ারেণ বিবেচনা করেন, ওস্‌মান পাশাকে অস্ত্রবলে এ বৎসর খর্ব্ব করা সম্ভাবনা নাই। তবে তিনি এমন নির্দ্দেশ করেন, যে সকল জাতি তাঁহার প্রতি সুহৃদভাবাপন্ন আছে, তাহাদিগকে তাঁহার পক্ষ হইতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

দশ বৎসর পুর্ব্বে লণ্ডনে, কেবল শস্যাদি উদ্ভিজ্জাত খাদ্য খাইয়া থাকে, এমন লোক দেখা যাইত না। এক্ষণে মাংসত্যাগী ও উদ্ভিদভোজীর সংখ্যা তথায় ২০০০ হইয়াছে।

বোর্ণিও দ্বীপে প্রভুর কার্য্য বেশ চলিতেছে। মিসনারীগণ সেস্থানে গিয়া স্কুল স্থাপন করিয়া সেই দ্বীপ নিবাসীগণকে শিক্ষা দিতেছেন।

সার টি মাধব রাও নায়র স্ত্রীলোকদিগের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাইয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন নায়র রমণীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রথম এন্ট্রান্স পাশ করিবেন, তাঁহাকে দুই শত, যিনি সর্ব্ব প্রথম এফ, এ, পাশ করিবেন তাহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। নায়র স্ত্রীলোকগণ যাহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, ডাক ঘর ও তার ঘরের মাষ্টার ছাপাখানার কাজ শিখিতে পারে, তিনি তাহার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের রমণীগণ নিজে করিয়া খাইতে পারে না, তাই তাহারা চিরদুঃখিনী, যিনি তাহাদিগকে জীবিকা উপার্জ্জনের পথ করিয়া দিতে পারেন, তিনি নারীকুলের প্রকৃত বন্ধু।

ইনকম ট্যাক্সের ব্যাপারে একটা নুতন খবর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আরচার ও উড নামে দুই জন জকি'বা ঘোড়সওয়ার আছে। তাহারা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ায় চাপে। এই ব্যাপারে ইহাদের বার্ষিক আয় ৮ হাজার পাউণ্ড, দুইলক্ষ টাকারও উপর।

বিলাতের একজন ডাক্তার পরামর্শ দিয়াছেন যে খ্যাপা কুকুরে কামড়াইলে, ক্ষত স্থানে তপ্ত লৌহ না দিয়া কষ্টিক দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া ভাল। তাহাতে যন্ত্রণা কম অথচ উপকার বেশী হয়।

আগামী জুন মাসে মহারাণীর ৫[illegible] সর রাজত্ব পুর্ণ হইবে। এই উপ[illegible] নানা প্রকার ধুমধামের কথা হই[illegible] পরমেশ্বর মহারাণী ভা[illegible] দীর্ঘায়ু করুন।

একখানি ইংরেজী কাগজে মনুষ্যের পরমায়ু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে;—"গড়পড়তা মনুষ্য ৩৩ বৎসরের অধিক বাঁচে না। সিকি মনুষ্য ৭ বৎসর বয়স হইবার পুর্ব্বেই মরিয়া যায়। ১৭ বৎসর পুর্ণ হইবার পুর্ব্বে অর্দ্ধেক মনুষ্য মরে। প্রতি এক হাজার লোক মধ্যে একজন শত বৎসর বাঁচে। একশতের মধ্যে হদ্দ একজন ৮০ বৎসর বাঁচে। পৃথিবীতে একশত কোটী লোকের বাস।

তন্মধ্যে প্রতি বৎসর ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩ শত ৩৩ জন লোক প্রতি বৎসর মরে। প্রতিদিন পৃথিবীতে ৯১ হাজার ৮ শত ১৪ জন লোকের মৃত্যু হয়;—প্রতি ঘণ্টায় ৭ হাজার ৭ শত ৭০ জন মরে, প্রতি মিনিটে ৬০ জন এবং প্রতি সেকেণ্ডে ১ জন মরে। ঠিক ঐ পরিমাণে জন্মও হইয়া লোক সংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে।"

অপূর্ব্বঘটনা।

অদ্য ৩।৪ দিবস হইল এক ব্রাহ্মণপত্নী তাহার একমাত্র পঞ্চমবর্ষীয় পুত্ত্র সমভিব্যাহারে গড়বেতা হইতে পিত্রালয় রাধানগরে আসিতেছিল, পথমধ্যে বিষ্ণু- এক গাড়োয়ানের সহিত সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণপত্নীকে একলা দেখিয়া য়ান কহিল যে, তাহার গাড়ি খালি ও সোণামুখী যাইতেছে, যদি অল্প ভাড়াতে তাহার ড়তে সে রাধানগরে নামাইয়া দিয়া যাইবে। স্ত্রীলোকটী সম্মত হইয়া ভাড়া চুকাইয়া গাড়িতে যাইতে যাইতে ঘুমাইয়া পড়িল; নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখে যে সরকারি রাস্তা ছাড়াইয়া গাড়োয়ান তাহাকে এক জঙ্গলের ভিতর লইয়া গিয়াছে, লইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় নৃশংস গাড়োয়ান কহিল যে আমি তোমাদিগকে মারিয়া যাহা আছে কাড়িয়া লইব। স্ত্রীলোক এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিতের ন্যায়, কতকক্ষণ থাকিয়া গাড়োয়ানের পায়ে ধরিয়া কহিল যে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রাণে না মারিয়া ছাড়িয়া দাও; তাহাতে যখন দেখিল যে ঐ ব্যক্তি কোন প্রকারে শুনিল না, তখন কহিল তবে পুত্ত্রকে মারিবার পূর্ব্বে আমাকে বধ কর। তৎপরে একটী শালবৃক্ষের গুঁড়িতে স্ত্রীলোকটীকে ও তাহার পুত্ত্রকে বাঁধিয়া কুঠার উঠাইয়া দুরাচার যেমন স্ত্রীলোকটীকে আঘাত করিতে গেল অমনি বাঁট খসিয়া কুঠার পড়িয়া গেল, কুঠার উঠাইয়া দ্বিতীয় বারের চেষ্টাও ঐ প্রকার বিফল হইয়া এক উইঢিপির উপর কুঠার পড়িয়া কিঞ্চিৎ গাড়া যায়। গাড়োয়ান যেমন উইঢিপি হইতে কুঠার উঠাইতে গেল অমনি এক গোখরা সর্প তাহার অঙ্গুলির মধ্যে কামড়াইয়া ধরিল। কতকক্ষণ পরে দুর্ম্মতি পাষণ্ড মৃত্যুমুখে পড়িল। স্ত্রীলোকটীর চিৎকারে এক গোপালক বনে গরু চরাইতে চরাইতে শুনিতে পাইয়া আসিয়া দেখে যে, গাড়ী ও গরু রহিয়াছে, একটী স্ত্রীলোক ও বালক বান্ধা রহিয়াছে, এবং এক ব্যক্তি সর্পের ... দংশিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পাছে তাহাকে কেহ সন্দেহ করে এই আশঙ্কায় সে আরও দুই একজন লোক যাহারা বনে কাষ্ঠ আনিতে গিয়াছিল ডাকিয়া আনিয়া স্ত্রীলোকটীর ও তাহার পুত্ত্রের বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং স্ত্রীলোক মুখে সবিশেষ অবগত হইল। এখন পুলিস গাড়োয়ানের বাড়ী ও ঠিকানার তল্লাস করিতেছেন। দৈনিক

২খণ্ড, ৯সংখ্যা।   মে, ১৮৮৫।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচনা।)

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বিষয়।   পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

ইমদাদ আলির লেন ৮নং, হইতে প্রকাশিত।

১৮৮৫।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী সেপ্টেম্বর হইতে বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র স্থির করা গেল। মফঃস্বলের গ্রাহকগণকে পৃথক ডাকমাশুল দিতে হইবে না।

বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ্ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিটিপত্র সম্পাদক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একবারে অধিক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

যাঁহারা নিয়মিত রূপে বঙ্গবন্ধু এতাবৎ কাল পান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জ্ঞাত করিবেন।

শ্রী আর দত্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন ।)

১ম খণ্ড।] ১লা মার্চ ১৮৮৫। [৯ সংখ্যা।

বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা।

প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল, বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়। দুঃখের বিষয় এই যে এই বিষয়ে যত সাহায্য ও উৎসাহ পাইবার আশা ছিল, তাহার কিছুই আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। যাঁহারা নিয়মিত রূপে লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের কথা রক্ষা করেন নাই, যাঁহারা সময়ে সময়ে লিখিবেন বলিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধ হয় একেবারেই সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা নিয়মিতরূপে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মূল্য পাঠাইতে যার পর নাই উদাসীন। এমন লোক আবার অনেক আছেন, যাঁহাদের কাছে মূল্য চাহিলেই অমনি বলিয়া উঠেন, "মূল্য পাঠাইতেছি, কিন্তু আর আমাকে কাগজ পাঠাইবেন না।"

এ বিষয়ে গ্রাহকদের, আমাদের নিজের ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি বক্তব্য আছে। পাঠকবর্গ ধৈর্য্য সহকারে সেই কথাগুলি শুনিলে আমরা যার পর নাই কৃতকৃতার্থ হইব। যদি কোন কথা অন্যায় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগকে ঔদার্য্যগুণে ক্ষমা করিবেন।

[illegible]ীয় খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা আপনাদের মাতৃ ভাষা জানেন না, জানিতে ইচ্ছাও করেন না। যদি কিছু জানেন, তাহা হইলে তাহা অপ্রকাশিত রাখিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদের ভয়, পাছে লোকে টের পায় তাঁহারা বাঙ্গালা জানেন। এ প্রকার লোকের কথা মনে হইলে আমাদের লজ্জা ও ঘৃণা হয়। এমন লোকের হাতে বঙ্গবন্ধুর নির্য্যাতন। এমন লোকে বঙ্গবন্ধু স্বভাবতঃ পাঠ করিতে চাহে না।

আবার কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা একটুকু ইংরাজি জানেন, বাঙ্গালার ভাগটাই বেশী। কিন্তু তাঁহাদের সংস্কার, তাঁহাদের মত ইংরাজি জানিলে বাঙ্গলায় কিছু পড়িবার দরকার নাই। তাঁহাদের লেখা পড়া যথেষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালায় এমন কি আছে, যাহা পাঠ করিলে তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে। ফল কথা এই, তাঁহারা আপনাদের আত্মম্ভরিতায় অন্ধীভূত হইয়া থাকেন। তাঁহারা না জানেন বাঙ্গালা না জানেন ইংরাজি।

আবার কতকগুলি দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান্ ভাই আছেন, যাঁহারা ইংরাজ মিসনরী মহাপুরুষদের কাছে শুনিয়া থাকিবেন "বঙ্গবন্ধু" সাম্প্রদায়িক কাগজ। হয়ত অক্সফোর্ড মিসনরিদের মন্ত্রণা, পরামর্শে ও সাহায্যে চালিত। এ কাগজ লইলে খ্রীষ্টসমাজের ক্ষতি ও সর্ব্বনাশ হইবে। এই কাগজ পড়িলেই লোকদিগকে "রিচুয়ালিষ্ট" হইতে হইবে, এবং অবশেষে পোপের চরণ চুম্বন পর্য্যন্তও করিতে হইবে।

আমরা অগ্রে বলিয়াছি, যে রূপ সাহায্যের অপেক্ষা করিয়াছিলাম,

সে রূপ সাহায্য একেবারেই পাই নাই। খ্রীষ্টীয়ান ভায়াদের যেরূপ আগ্রহ ও উদ্যোগ তাহাতে যে কাগজ খানি এতদিন তিষ্ঠিয়া গেল ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি আমরা একেবারেই বুঝিতাম যে, কাগজখানির দ্বারা একটীও অভাব দূর হইতেছেনা, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা বন্ধ করিয়া দিতাম। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সে প্রকার নহে। অনেক বন্ধু আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে। উঠিয়া গেলে অনেকেই দুঃখিত হইবে। তবে যে লোকে পয়সা খরচ করিতে চায় না, তাহাত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কোন্ বিষয়ে তাহারা পয়সা খরচ করিতে চাহে? বাইবল, প্রার্থনা-পুস্তক, গীতপুস্তক, যখন তাহারা কিনিতে চায় না, তখন যে বঙ্গবন্ধু কিনিতে চাহিবে, তাহা কি কখন সম্ভবে?

অভাব আছে বলিয়া আমরা বঙ্গবন্ধুর প্রাণনাশ করিতে ইচ্ছা করিলাম না। বঙ্গবন্ধু থাকিবে। কিন্তু যাহাতে থাকে, তাহার জন্য আমরা সকলকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি। আমাদের ইচ্ছা বঙ্গবন্ধু সমগ্র দেশীয়খ্রীষ্টীয়ানদের মুখপত্র হয়। সকলে ইহাতে অতঃপর স্বাধীন ভাবে লিখিতে পাইবে। সম্পাদকের মতের সহিত যদি কোন প্রবন্ধের মতৈক্য না হয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। সম্পাদক আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন। লেখকেরা সচ্ছন্দে আপনাদের মনোগত ভাব প্রকাশ করুন। বঙ্গবন্ধু আজ হইতে সমগ্র দেশীয়মণ্ডলীর মুখপত্র স্বরূপ হইল। সকলে স্বাধীন ভাবে ইহাতে লিখিতে পারিবেন। ইহাতে কোন প্রকার সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবের চিহ্ন মাত্রও দৃষ্টিগোচর হইবে না। আমরা প্রথমাবধিই বলিয়া আসিতেছি, সকলে স্বাধীন ভাবে ইহাতে লিখিতে পারিবেন, কিন্তু কতকগুলি শত্রু নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন, যেন বঙ্গবন্ধু ভাল করিয়া প্রচলিত না হয়। তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না বলিয়া আমরা নিতান্তই দুঃখিত হইলাম।

মণ্ডলীর ইতিহাস।

১০ অধ্যায়।

তরতুলিয়ান ও অন্যান্য খ্রীষ্টভক্তগণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ঐশিকতা প্রমাণার্থ অনেক গ্রন্থাদি লিখিয়াছিলেন। আমরা এখন একজন অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিতের নাম করিব, যিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। সকল বিষয়ে আমাদের সহিত যে তাঁহার মতের ঐক্য ছিল তাহা বলিতেছি না, কিন্তু খ্রীষ্টমণ্ডলীর আদ্যাবস্থা আলোচনা করিতে গেলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, অরিজিন (Origen) একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ছিল, তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার দ্বারা আমাদের শিক্ষা লাভ হইতে পারে।

অরিজিনের জীবন ও গ্রন্থাদি বিচার করিতে গেলেই বিলক্ষণ প্রতীত হইবে, তাঁহার সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তা আকর্ষণ করিতে ছিল। যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন এমন অনেক দার্শনিক ছিলেন, তাঁহারা যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে তুচ্ছনীয় ও ঘৃণার্হ পদার্থ জ্ঞান করিতেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এতাদৃশ একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির আপত্তি খণ্ডনার্থে তিনি একখানি গ্রন্থ লিখেন। সেই গ্রন্থ অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে এবং সাদরে পঠিত হয়। যাঁহার আপত্তি খণ্ডনার্থে উক্ত পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছিল তাঁহার নাম সেলসস্ (Celsus)। এই সেলসস্ একজন ইপিকিউরীয় মতাবলম্বী দার্শনিক ছিলেন। তিনি সংশয়বাদী ও বিদ্রূপকারী লুসিয়নের (Lucian) বন্ধু। লুসিয়ন আপনার একখানি পুস্তক সেলসসের নামে উৎসর্গ করেন।

সেলসস্ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে গ্রন্থ লিখেন, তিনি তাহার নাম

"লগস্ অ্যালিথিস্" অর্থাৎ "সত্যশিক্ষা" দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের ভিত্তিমূলে যদিও "ইপিকিউরিয়ন" মত নিহিত আছে, তবুও ইহাতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিপরীতে য়িহুদী আপত্তি রাশি রাশি দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন যেন বোধ হয়, তিনি প্লাতোর (Plato) মতে অনুমোদন করিয়া বলেন যে, এক অসঙ্গ (Absloto) সত্তা আছে, আর বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন জীব কেবল তাহারই দিকে আপনার লক্ষ্য রাখিবে এবং তাহাকে কামনা করিবে। সেই সত্তার অধীনে আর একটী সত্তা আছে, যিনি আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। পৃথিবী সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কর্ত্তৃক উৎপন্ন। স্বর্গীয় জ্যোতির্ম্মণ্ডল, ঐশিক সত্তা এবং উচ্চ বিবেকে তাহা পরিপুরিত। জাতীয় দেবতাগণ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিকারী এবং তজ্জন্য সকলের উপাস্য। পরমাণু এই ঐশিক সত্তার প্রতিকূলাচারী। ইহা সকল মন্দের মূলীভূত কারণ, ইহার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব আছে, এবং ইহা হইতে মন্দ আত্মাগণ নিঃসৃত হয়।

বৃদ্ধাবস্থায়, প্রায় ২৪৯খৃষ্টাব্দে, তিনি আপনার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কিছু পরে, অর্থাৎ ২৫১ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালীন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর হইয়াছিল। ইহাতে তিনি কেবল খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পোষকতা করিয়াছেন এমন নহে, ইহাতে ধর্ম্ম ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি আপন হিতকাঙ্ক্ষী বন্ধু আম্‌ব্রোসিয়স্‌কে উৎসর্গ করেন। এই আম্‌ব্রোসিয়সই তাঁহাকে সেলসসের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

উক্তগ্রন্থে কুমারীর গর্ভে খ্রীষ্টের জন্ম, তাঁহার কার্য্যকলাপ, দুঃখভোগ, গৌরবান্বিত দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁহার অলোকসামান্য দয়ার কার্য্য, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কার্য্যগত ফল, খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের জীবন ও মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ের উপর অরিজিন আপনার প্রধান ২ বিচার্য্য

বিষয় গ্রথিত করেন। তিনি স্পষ্টরূপে প্রমাণ করেন যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিবেকানুমোদিত ধর্ম্ম। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এমন দরিদ্র অশিক্ষিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী আছে, যাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সর্ব্ব আপত্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে। এরূপ হইলেই তিনি বলেন তাহারা বিশ্বাস করিতে সমর্থ এবং বিশ্বাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

সেলসস্ বলিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয়ানদের বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস। অরিজিন এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, যাহারা এই রূপ দোষ দেয়, তাহারা নিজে রাস্তার যাদুকরের ন্যায় কেবল রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া মূর্খ লোকদের বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করে, জ্ঞানী ও চতুর লোকদের কাছে যাইতে সাহস করে না। অরিজিন এবম্প্রকার অপবাদকারিদের বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহা এখনও বর্ত্তমান খ্রীষ্টধর্ম্ম বিদ্বেষীদের প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহারা সুশিক্ষিত খ্রীষ্টীয়ানদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে ভয় পাইয়া অশিক্ষিত খ্রীষ্টীয়ান অথবা শিক্ষিত হিন্দুর কাছে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের "অসারতা" প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে।

বিশ্বাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিক্ষক। এখন আমরা সেই বিশেষ বিশ্বাসের বিষয় আন্দোলন করি, যাহার উল্লেখ নূতন নিয়মে করা হইয়াছে—প্রথমে সুসমাচারে, তাহার পরে প্রেরিতদ্বয় পৌল ও যাকুবের পত্রে। যাহাদের জন্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাদের বিশ্বাস খৃষ্ট কর্ত্তৃক প্রশংশিত হইয়াছে। শতপতি, সাইরোফিনিসিয়ন, অনুতপ্ত দস্যু এবং

অন্যান্য ব্যক্তিদিগের বিশ্বাসের সহিত খৃষ্টের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস, তাহার কি কোন প্রভেদ প্রতীয়মান হয়?

ছাত্র। তাহাদের বিশ্বাস এক প্রকার সহজ ছিল।

শি। তাহা বটে। আমরা যে ২ বিষয়ে বিশ্বাস করি, তাহারা সেই সমুদয় বিষয়ে বিশ্বাস করিত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্টের পুনরুত্থানে তাহাদের স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল না। একদা তিনি কয়েকজন অন্ধের বিশ্বাসের উল্লেখ করেন। তোমার কি সেই কথা স্মরণে আছে? তাহার পর কি ঘটিয়াছিল বলিতে পার?

ছা। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যে ইহা করিতে পারি তাহা কি তোমরা বিশ্বাস কর?" তাহারা 'হাঁ' বলাতে তিনি তাহাদিগকে আরোগ্য দান করেন।

শি। এখানে দেখিতেছি, খৃষ্টের অলৌকসামান্য শক্তিতে বিশ্বাস করাতেই তাহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু শক্তিতে বিশ্বাস করা কি অবশ্যই ভাল বলিতে হইবে?

ছা। না। কিন্তু ইহারা খৃষ্টের ভাল কার্য্য করিবার শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল।

শি। ঠিক বলিয়াছ। পিতার প্রতি যেরূপ বিশ্বাস, ইহাদের বিশ্বাস সেইরূপ ছিল। এরূপ বিশ্বাসে প্রেম মিশ্রিত আছে। ঐ সকল অন্ধেরা বিশ্বাস করিয়াছিল, খৃষ্ট আরোগ্য করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, খৃষ্টের শক্তির সীমা নাই। আমরা কিন্তু বিশ্বাস করি যে, খৃষ্ট আমাদিগকে আত্মিক ও শারীরিক উভয় বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনি আমাদের পাপ বহন করেন, তিনি সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান, তিনি নিত্যস্থায়ী এবং মৃত্যুকে পরাভব করিয়াছেন, পিতার সহিত এক হওয়াতে তাঁহার শক্তির সীমা নাই। কিন্তু যাহারা বলিয়াছিল, "তুমি আমাদিগকে সুস্থ করিতে পার", তাহাদের ও আমাদের বিশ্বাস মধ্যে বড় প্রভেদ নাই। গালীল প্রদেশস্থ যে কৃষকেরা

অন্তরে বিশ্বাস করিয়াছিল, যেহেতু খ্রীষ্ট ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত এবং ঐশিক ক্ষমতাযুক্ত, তাহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা যেমন সুকঠিন ছিল, আমাদের পক্ষেও বিশ্বাস করা তদ্রূপ কঠিন। তাহারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছিল, ঈশ্বর প্রেম ও করুণাময় এবং যাঁহার মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না, যিনি দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, তিনিই তাঁহাদের উপযুক্ত প্রতিনিধি। ফিরুশী, সিদুকী লোকেরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। অনির্ম্মল চিত্তেরা খৃষ্ট ও ঈশ্বরের দর্শন পাইল না। নির্ম্মল লোকেরা দয়ালু শিক্ষকের শিক্ষা গ্রাহ্য করিল না। লোভী ও আত্মাভিমানী লোকেরা ঈশ্বরের যাথার্থ্য অবজ্ঞা করিল। খৃষ্টে বিশ্বাস করা তখনও যেমন কঠিন এখনও সেইরূপ কঠিন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল, তাঁহাদের আচার ব্যবহারে সেই বিশ্বাস বিশেষ রূপে প্রতিভাত হইত। তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যে ও বাক্যে সেই বিশ্বাস প্রতিফলিত হইত। লোকেরা ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টের অনুগামী হইত। যাহাদের জীবন অধর্ম্ম ও পাপে অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহারাই হঠাৎ পবিত্র আচরণের আদর্শ স্বরূপ বলিয়া জন সমাজে পরিচিত হইত। খৃষ্ট যদি একবার বলিতেন, "তোমার পাপ ক্ষমা হইল", তাহা হইলেই পাপীর জীবনগতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত হইত। খৃষ্টে বিশ্বাস কিরূপে এই প্রকার কার্য্য সাধন করিত?

ছা। আমরা বুঝিতে পারি না কি রূপে।

শি। আমরা খৃষ্টের শক্তি ও পবিত্রতার গাম্ভীর্য্য তলাইয়া বুঝিতে পারি না বলিয়াই এই বিষয়টী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। কিন্তু আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারি। একজন মনুষ্যের সম্বন্ধে আর একজনের যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা যে আধ্যাত্মিক নিয়মের অন্তর্গত তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বেকন (Bacon) নাস্তিকতা সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "বিশ্বাস ও ভরসার শক্তি

ইতর জীব জন্তুর শক্তি বিকাশেও প্রতীয়মান হয়।” তিনি বলেন, “কুকুরের দৃষ্টান্ত মনে কর। যখন কোন মনুষ্য দ্বারা ইহা পালিত হয়, তখন ইহার কত ভালবাসা ও সাহস দেখা যায়। সেই রূপ মনুষ্য যখন ঐশিক অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নিভর করে, তখন সে এত বল ও বিশ্বাস সংগ্রহ করে যে শুদ্ধ মানব প্রকৃতি হইতে তাহা কখন উদ্ভূত হইতে পারে না।” আমরা জানি সন্তানেরা আপন পিতামাতার অনুকরণ করে। তাহার পর যাহাদিগকে তাহারা ভাল বাসে তাহাদের অনুকরণ করিয়া থাকে। খৃষ্ট এই প্রকারে ও অন্যান্য উপায়ে আমাদিগেতে অসীমরূপে আপনার কার্য্যকারিতা শক্তি প্রকাশ করেন। একটী কথা অথবা বিশ্বাস দ্বারা যে এত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, এমন অন্যত্র দেখা যায় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, খৃষ্টীয় বিশ্বাস কেবল মস্তিষ্কের শুষ্ক বিশ্বাস, তাহাতে মনুষ্যের কার্য্য সম্বন্ধে কোনই উপকার হয় না। ইহার উত্তর এই যে, বন্ধু কিম্বা পিতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে যদি উপকার হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃ খৃষ্টে বিশ্বাস করিলে কি আর উপকার হইবে না? খৃষ্টেবিশ্বাস করিলে পর, ঈশ্বর, মনুষ্য পাপ, মৃত্যু, এবং যুগাবসানের সহিত আমাদের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। যদি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত খৃষ্ট ও তাঁহার শিক্ষায় বিশ্বাস করি, তাহা হইলে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস কি রূপ হইবে?

ছা। আমরা তখন বিশ্বাস করিব, তিনি আমাদের পিতা।

শি। ঠিক বলিয়াছ। কেবল পিতা নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পিতা—প্রার্থনা শ্রবণকারী ও পাপ ক্ষমাকারী পিতা। যখন পরীক্ষা ঘটে, তখন আমরা ঈশ্বরকে আদি কারন, নিয়ন্তা, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা ইত্যাদি নামে অভিহিত করি। কিন্তু খৃষ্ট এতদ্বিরুদ্ধে কি শিক্ষা দিয়াছেন?

ছাত্র। তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর ক্ষেত্রের তৃণকে সুশোভিত করেন, পুষ্পকে অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে সামান্য পক্ষী ভূতলে পতিত অথবা তাঁহার সন্তানগণের মস্তকের একটী কেশও বিনষ্ট হয় না।

দণ্ড ও পুরস্কার।

ধঃ শিঃ। এইখানে একটি বিষয় বিবেচনা কর। বহুদর্শিতা তোমায় নয় এই পর্য্যন্তই বলিতে পারে যে, এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। কিন্তু ঘটিবে না, এমন কথা, বহুদর্শিতা নয়, বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রকৃতির কার্য্য সকল সমভাবেই ঘটিবে, এ যেমন বহুদর্শিতা নয় কিন্তু বিশ্বাসের কথা, তদ্রূপ প্রকৃতিতে উদ্দেশ্যের লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্য আছে, ইহাও বিশ্বাসের কথা।

যুঃ। ভাল। ইহা স্বীকার করিলে বর্ত্তমান বিবেচ্য বিষয়ের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ প্রতীত হইবে?

ধঃ শিঃ। ইহা স্বীকার করিলে, দুইটী বিষয়ের মীমাংসা হইতেছে যথা—প্রথম, প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে তোমার যে মত তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে না। এতৎসম্বন্ধে তোমার মত এই যে ইহা কেবল বহুদর্শিতার ফল মাত্র। কিন্তু উপরে দেখান হইল যে, বহুদর্শিতা দ্বারা একটি ঘটনার অতীতকালের বিষয়ই বলা যায়, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে একভাবে ঘটিবে ইত্যাকার বোধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। অতএব তোমার মত সত্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে উদ্দেশ্যের লক্ষণ দেখা যায়, সেখানে উদ্দেশ্য অস্বীকার করিলে, প্রকৃতি তাহার কার্য্যেতে অপরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ সকল সময়ে একইভাবে কার্য্য করিতেছে, এ বিশ্বাস রক্ষা করা যায় না।

যুঃ। কিন্তু এমন অনেক বিষয় কি দেখান যায় না, যেখানে উদ্দেশ্যের লক্ষণ পাওয়া কঠিন?

ধঃ শিঃ। হাঁ। তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তুমিও বোধ হয় ইহা অস্বীকার করিবে না, যে আমাদিগের ইন্দ্রিয় এবং মনোবৃত্তি সকল সীমাবদ্ধ, অতএব অনেক বিষয়ের তত্ত্ব আমরা নিরূপণ করিতে পারি না। ভাল! আমিও জিজ্ঞাসা করি—এমন অনেক বিষয় কি দেখা যায় না, যেখানে প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয়-তার ব্যত্যয় হইয়াছে?

যুঃ। হাঁ। কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই ঐ সকল ব্যভিচার স্থল ভালরূপে বুঝিতে পারিব।

ধঃ শিঃ। তদ্রূপ আমিও বলি যে, সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, ততই, যে যে স্থলে উদ্দেশ্যের লক্ষণ দেখা যায় না, সেই সেই ব্যভিচার স্থল ভালরূপে বুঝিতে পারিব। ইহা সত্য, যে প্রকৃতির কার্য্যের ন্যায় মনের কার্য্য ইন্দ্রিয় গোচর নয়। অতএব প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় মানসিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতেও তো ইন্দ্রিয়ের সাহায্য পাওয়া যায় না। অতএব এই এক ভাবের যুক্তির দ্বারা প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয়তার প্রতিও দোষার্পিত হইতেছে?

এখন বিবেচনা কর, অনেক স্থলে সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যের লক্ষণ পাওয়া যায়। আর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই উৎপন্ন হয় না। সকল কার্য্যের মূলেই ইচ্ছা আছে। ইহা হইতে কি এমন বোধ হইতেছে না যে, সমস্ত প্রকৃতি একজনের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইতেছে?

যুঃ। ইহা যদি স্বীকার করি, তাহাতে হইবে কি?

ধঃ শিঃ। যখন পূর্ব্ববর্ত্তী কোন একটী কারণ হইতে কোন প্রকার একটী ফলস্বরূপ কার্য্যের উৎপত্তি দেখি, তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা

অন্যায় নয়, যে উক্ত কারণে এই প্রকার ফল সংলগ্ন আছে। এই নিমিত্ত, যখন কোন কার্য্যের ফল স্বরূপ সুখ, কিম্বা দুঃখের উৎপত্তি হয়, তখন তৎসম্বন্ধে এই রূপ সিদ্ধান্ত করিব, যে কোন্ কার্য্য করা বিহিত এবং কোনটীই বা অবিহিত, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য বিহিত কার্য্যে সুখ ও অবিহিত কার্য্যে দুঃখ সংলগ্ন আছে। কার্য্যের ফল স্বরূপ এই সুখ্ এবং দুঃখ স্বাভাবিক পুরস্কার এবং দণ্ড।

যুঃ। মনুষ্য যে নিয়ম (আইন) করে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডেরও বিধান থাকে; এবং একজন বিচারপতি দ্বারা সেই দণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু তুমি যে স্বাভাবিক দণ্ড ও পুরস্কারের কথা বলিতেছ, সেই দণ্ড ও পুরস্কার দিবার নিমিত্ত বিচারক কৈ? আর বিচারক না থাকিলে, নিয়মের (আইন) এক অঙ্গই থাকিতেছে না। যদি এমন ঘটিত, যে কোন ব্যক্তি একটি অন্যায় কার্য্য করিবা মাত্রই স্বর্গ হইতে অগ্নি আসিয়া তাহাকে দগ্ধ করিল, তাহা হইলে বরং একদিন তোমার কথা মানিলেও মানিতে পারিতাম। এই সকল স্থলে কষ্ট সমভাবে সকলেরই উপর উপস্থিত হয়। এখানে দোষী, নির্দ্দোষী বাচ বিচার নাই। কি দোষী কি নির্দ্দোষী সকলেই কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

ধঃ শিঃ। স্বাভাবিক দণ্ড এবং পুরস্কার সম্বন্ধে তুমি কোন বিচারক দেখিতে পাও না, আর কি দোষী কি নির্দ্দোষী সকলে সমভাবেই ইহা ভোগ করিয়া থাকে, অতএব এই বিষয়ে তুমি বিচারকের কার্য্য (বিবেচনা ও বিচার) দেখিতে পাও না। এই তোমার আপত্তি?

যুঃ। হাঁ।

ধঃ শিঃ। মনুষ্যের নিয়ম সম্বন্ধে কি একজন বিচারকের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা আছে?

যুঃ। তা আছে বৈ কি?

ধঃ শিঃ। কিন্তু মনে কর, যদি কোন নিয়ম (আইন) কর্ত্তা

কতকগুলি নিয়ম করিয়া, তাহাতে এমন ভাবে দণ্ড ও পুরস্কার সংলগ্ন করিতে পারে যে, বিচারপতি ব্যতিরেকে উক্ত নিয়মগুলি নিজে নিজেই দণ্ড ও পুরস্কার দিবে। তাহা হইলে কি এমন বলিবে যে, ও নিয়ম, নিয়মই নয়? কিম্বা এমন বলিবে যে, নিয়মকর্ত্তা ঐ প্রকার দণ্ড ও পুরস্কার নিরূপণ করেন নাই?

যুঃ। এমন হইলে আমি সেই নিয়ন্তার বুদ্ধি, জ্ঞান ও পূর্ব্বদর্শিতাকে অলৌকিক বলিয়া গণ্য করিব। কেননা মনুষ্য দ্বারা এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

ধঃ শিঃ। ঈশ্বরেতে আমি এই ক্ষমতার আরোপ করি। তিনি জগতকে সৃষ্টি করিয়া এমন ভাবে স্থাপন করিয়াছেন যে, ইহা নিজ স্বাভাবিক গতিতে এই প্রকার দণ্ড এবং পুরস্কার দিয়া থাকে। এবং তদ্বারা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে।

যুঃ। কিন্তু ইহা দ্বারা যে সময়ে সময়ে অন্যায় হইয়া থাকে? অনেক সময়ে নির্দ্দোষীরাও যে দণ্ড প্রাপ্ত হয়?

ধঃ শিঃ। ভৌতিক জগতে আমাদের বোধের অগম্য অনেক বিষয় আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয় এবং মনের শক্তি সীমাবদ্ধ হওয়াতেই আমরা সকল বস্তুর গুণ, ক্রিয়া, গতি প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে অক্ষম। অধিকন্তু, এমন প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বর সাধারণনিয়মে জগতের শাসন করিতেছেন; অতএব প্রত্যেক সময়ে দোষী নির্দ্দোষী বাছিয়া ঐ সাধারণ নিয়মের কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করেন না। তাহা করিলে সাধারণ নিয়ম থাকে না। এইখানে আর একটী বিষয় স্মরণ করা আবশ্যক, অর্থাৎ আমাদের বিবেচ্য বিষয়ের নিশ্চয়তা না পাইলেও, কেবল মাত্র যদি সম্ভাবনা প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলেই সন্তুষ্ট হইবে।

যুঃ। হাঁ। আমি স্বীকার করি যে, অধিকাংশ স্থলে স্বাভাবিক নিয়ম অন্যায়রূপে দণ্ড ও পুরস্কার দেয় না। তবে যে কোন কোন স্থলে অন্যায় করিতে দেখা যায়, তাহা বোধ হয় আমাদের বুঝিবার ভুল।

ধঃ শিঃ। ভৌতিক পদার্থের (অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতির) গুণ, ক্রিয়া, ফলাফল এবং উদ্দেশ্যের বিষয় আর তর্ক বিতর্ক না করিয়া, আইস আমরা এখন নীতি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এতৎ-সম্বন্ধে, বর্ত্তমান দণ্ড এবং পুরস্কার দেখিয়া ভবিষ্যৎ দণ্ড এবং পুরস্কার থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ করার বিশেষ কারণ দেখান যাইতে পারে। মনুষ্য জীবনে যত প্রকার সুখ এবং দুঃখ ভোগ করা যায়, সে সকল কি আমাদের নিজের উপর নির্ভর করে না?

যুঃ। হাঁ। যাহারা অদৃষ্টবাদী অর্থাৎ যাহারা বলিয়া থাকে, যাহা কিছু ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, তাহারা ভিন্ন আর কেহই ইহা অস্বীকার করিবে না। কতকগুলি এমন লোক আছে, যাহারা বলিয়া থাকে যে, আমরা যত কার্য্য করিয়া থাকি তাহার একটী করিতে কিম্বা না করিতে আমাদের নিজের কোন শক্তি নাই। কিন্তু আমি ইহা স্বীকার করি না। কেননা ইহা আমি স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারি যে, ভবিষ্যৎ বিষয় দেখিবার আমার ক্ষমতা আছে এবং ইচ্ছার উপর আমার শক্তি চালনা করিয়া ইহাকে হয় সৎপথে নয় অসৎ-পথে চালাইতে পারি, এমন ক্ষমতাও আছে।

পর্য্যটন।

তটিনীতটে।

দুরন্ত শীত কিছু দিন প্রাণীগণের উপর আধিপত্য করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। মানব মাত্রেই কোন না কোন রূপে পরাধীন—কিন্তু প্রকাশ্যভাবে অপরের আধিপত্য সহ্য করিতে বড় কষ্ট বোধ করে। শীতের আধিপত্য গিয়াছে—বড়ই আনন্দ। আবার ওদিকে শুনিতেছি কে একজন বৃক্ষান্তরাল হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, 'তোমাদের বহুদিন বাঞ্ছিত নূতন রাজা আগত প্রায়'। সেই মঙ্গলময় মধুরস্বরে মুগ্ধ হইয়া আজ সকলে আনন্দে মাতিয়া বেড়াইছে। বিটপী শ্রেণী—পুরাতন পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নববসনে রঞ্জিত পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কাননচয় নিজ প্রজাগণকে অলঙ্কার বিহীন দেখিয়া মনোমত পুষ্পালঙ্কার দিয়া সাজাইতেছে। এই অলঙ্কারের নিকট কোন্ অলঙ্কার পরাভূত না হয়। মলয়ানিল তাহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সৌগন্ধময় গাত্রে মৃদু মৃদু বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি মৃতবৃক্ষ সজীব হইয়া উঠিল। বিহঙ্গমকুল ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের শাখা প্রশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক কত কথা বার্ত্তা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। এক দল আসে, এক দল যায়, যেন তাহারা বিটপীর পুনর্জীবন প্রাপ্তির বিবরণ জানিতে আসিতেছে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতেছে—উত্তর পাইতেছে না—তোষামোদ করিতেছে—তাহাতেও উত্তর নাই—তখন উড়িয়া যাইতেছে। নূতন রাজার আগমনে সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। এ রাজা ব্যক্তি মাত্রেরই প্রিয়। ক্রমে চারিদিক হইতে

সম্ভাষণ গান উঠিল। এখন বসন্তের আধিপত্য, তাহার প্রিয় সহচর কোকিল পূর্ব্ব হইতেই মধুর কুজনে কানন কলরব পূর্ণ করিয়াছিল, এখন দ্বিগুণ আনন্দে মাতিয়া—উচ্চঃরবে গাইয়া—সুগায়িকার অহ-ঙ্কার চূর্ণ—ভাবুকের চিত্তরঞ্জন এবং তরুণের আনন্দ লহরী উঠাইয়া দিল। বালকগণ হিংসায় তাহার স্বরের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল।

পৌর্ণমাসী রজনী। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। এমন সময় এক দিন সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলাম পূর্ণচন্দ্র নীলাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সুধাময় কিরণ ছড়াইতেছেন। সে কিরণে সকলেরই সমান অধিকার—এই জন্যই বুঝি তিনি সাধারণের আদরণীয়। জীবগণ প্রকৃতী দেবীর ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছে। তিনি কখন নিজ পুণ্যাত্মা গুণধর, সুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তানগণের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে হাসিতেছিলেন; কখন পাপাশয়-ব্যসনাসক্ত-অধম সন্তানগণের মুখ পানে চাহিয়াই মলিনমুখ হইতেছিলেন। এই অসংখ্য প্রাণী এবং কলরব পূর্ণ ধরণী একেবারে নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে কুক্কুর শিবা অথবা ঝিল্লিরব শ্রুত হইতেছিল। শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ না হওয়ায় অনতিদূরস্থ এক নদীতীরে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলাম। সেই কৌমুদী পরিশোভিত রজনী যোগে তটিনীতটে উপবেশন পূর্ব্বক যে সকল চিত্তরঞ্জক শোভা দেখিয়াছিলাম তাহা মন মনকেই স্পষ্টরূপে নানা ভাবে বলিতে পারে; অপর কাহাকেও সেরূপ বলিতে অক্ষম।

দেখিলাম প্রবাহিনী মৃদু মৃদু সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে—তাহার উপর কৌমুদী রাশি—ঠিক যেন সুবর্ণ স্রোত বহিয়া যাই-তেছে! মলয়ানিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকলকে মৃদু মৃদু নানাভাবে নাচা-ইতেছে—কুমুদ-রঞ্জন আবার তাহাদের মস্তকে সুবর্ণমুকুট পরাইয়া দিয়াছে। সলিল মধ্যেও দেখি নীল গগনপটে অগণ্য তারকা পরি-শোভিত পূর্ণচন্দ্র। কিন্তু এ গগনের চন্দ্র সর্ব্বদাই চঞ্চল ক্ষণে ক্ষণে

ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। এই কাল জলে সোণার চাঁদের খেলা কি মনোরম! কোন স্থানে কতকগুলি জলজগুল্ম গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক চারিদিক দৃষ্টি করিতেছে—আর তাহাদের আদরের ধন নানা বর্ণের কুসুমরাজি তাহাদের মস্তকে উঠিয়া গর্ব্বভরে দুলিতেছে—নাচিতেছে—হাসিতেছে। এই সকল শোভা দেখিতে দেখিতে আমি এক ক্রমনিম্ন নবীন দূর্ব্বাদল পরিশোভিত তটে উপবেশন করিলাম। দেখিলাম চারিদিকে নীহারবিন্দু—তাহার উপর সুধাংশুর প্রতিবিম্ব—সেই আসনে উপবেশন করিয়া নরপতিগণের হীরকখচিত বহুমূল্য আসনও তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। দরিদ্রদিগের দুঃখ কিসের? দীননাথ দীনগণের নিমিত্ত এই ধরণীকে অশেষ প্রকার সুখ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন—তবে সকলের চক্ষু তাহা অন্বেষণ করিতে অক্ষম।

অনতিদূরেই দেখিলাম সেই তটিনীবক্ষে এক অপ্রশস্ত সেতু, কতক দূর জলের দিকে গিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। বুঝিলাম জলের গতি পরিবর্ত্তনই এই সেতুর উদ্দেশ্য। তখন ভাবিলাম কালের কি বিচিত্র গতি! এই নদী এক দিন দুর্ভেদ্য শৈলাবলী বিদীর্ণ করিয়াছে—স্রোতপ্রভাবে কত শত গ্রাম উচ্ছিন্ন করিয়াছে—প্রচণ্ড ঊর্ম্মিমালা কত হতভাগ্যকে তরণী সহ গ্রাস করিয়াছে—আর আজ ইহার এই পরিবর্ত্তন! এক অত্যাশ্চর্য্য অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন! এমন সময় আমার কর্ণে যেন কে বলিয়া দিল 'মানবেরও ঠিক এই দশা।' আজ যৌবনমদে মত্ত—কল্য ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত—কেহ জ্ঞানাভিমানী—কাহারও বা রূপ লাবণ্যের গৌরব। কেহ হয়ত বাক্‌শক্তি সত্ত্বেও গৌরবে তাহা বিহীন প্রায়! কিন্তু তাহাদের এ দশা কত দিন স্থায়ী? দুদিন পরেই হয়ত তাহারা দ্বারের দ্বারী—পথের ভিখারী—উদরের অন্নের নিমিত্ত ব্যাকুল! সংসার অসার—ইহার কার্য্যাবলী ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু আমরা জানিয়াও অজ্ঞান! বুঝিয়াও অবোধ! আমরা অহঙ্কারের

দাস! কিন্তু তটিনী তুমি ধন্য। তোমার এত পরাক্রম তথাপি সামান্য মানবের অল্পায়াসে নির্ম্মিত সেতুটী বক্ষে সাযত্নে ধারণ পূর্ব্বক নিজের গতি নিজেই পরিবর্ত্তন করিয়াছ! অথচ তুমি এক প্রকার জীবের গতি। ক্রমশঃ।*

বঙ্গবাসীর দৈনিক।

বঙ্গবাসীর দৈনিক প্রকাশিত হওয়াতে আমরা যাহার পর প্রীত ও আহ্লাদিত হইলাম। মুক্তকণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আজ বঙ্গীয় সাহিত্যের এক নুতন যুগের উদয় হইল। যখন প্রথম বাঙ্গালা সমাচার পত্র প্রকাশিত হয়, তখন এক দিন ছিল, আজ আর এক দিন। কোন্ বাঙ্গালী হৃদয় বঙ্গবাসীর দৈনিক প্রচার দেখিয়া পুলকিত ও কৃতজ্ঞ না হইবে?- যাহার শতাংশের একাংশ মাত্র মাতৃ ভাষার প্রতি ভক্তি আছে, সেও আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইবে।

বঙ্গবাসী একটী নুতন যুগের প্রবর্ত্তনা করিলেন। বঙ্গবাসীর গৌরব বাড়াইলেন, বাঙ্গালীর অসার জীবনের মধ্যেও যে অচল প্রতীজ্ঞা, দৃঢ় অধ্যবসায় ও প্রবল ইচ্ছা থাকিতে পারে, তাহার যথেষ্ট অকাট্য প্রমাণ দর্শাইলেন।

যতদূর আমরা দৈনিক কাগজখানি পড়িয়াছি ও দেখিয়াছি, ততদূর আমাদের আশা ভরসা উদ্দীপিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল বিষয় আন্দোলিত হয়, তাহা কোন কোন অংশে দৈনিক ইংরাজী কাগজের প্রবন্ধাদি অপেক্ষা চিন্তা, আন্দোলন ও পাঠের যোগ্য। ইংরাজি কাগজে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা একবার পড়িলে আর পড়িতে ইচ্ছা হয় না, পড়িবার দরকারও হয় না, কিন্তু বঙ্গবাসীর

দৈনিকে এমন অনেক বিষয় থাকে, যাহা একবারের অপেক্ষা অধিকবার পড়া যাইতে পারে, যাহা চিন্তার সামগ্রী ও রক্ষিত হইবার জিনিস।

এমন সুন্দর উপাদেয় দ্রব্য বাঙ্গালীর হস্ত হইতে পাওয়া যায়, ইহা কি কম আনন্দের বিষয়! সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ, লেখকগণের পক্ষে কোন দোষ দেখিতেছি না, এখন দেখা চাই, সমগ্র বাঙ্গালী ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কি এই মহৎ কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিবে? সকল বাঙ্গালীর ঘরে এই কাগজের স্থান পাওয়া অবশ্য বিধেয়। যদি বাঙ্গালীর অযত্ন, শিথিলতা, আলস্য অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ এমন এক মহা উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে জানিব, বাঙ্গালী যাহা ছিল তাহাই আছে, তাহার উন্নতির আশা নাই—তাহার কলঙ্ক পদে পদে, তাহার কলঙ্ক দুরপনেয়।

বিবিধ বিষয়।

পণ্ডিত ও সাধুদের অগ্রগণ্য লিংকনের বিশপ ডাক্তর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। ডাক্তর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইংলণ্ডের এক জন অদ্বিতীয় ও পূজনীয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন। তাঁহার মতের সহিত অনেকের মিল না হইলেও সর্ব্ব সাধারণ লোকে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও সাধুতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সমস্ত বাইবেলের যে টীকা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্বরূপ থাকিবে। প্রাচীন পিতৃগণের (Fathers) গ্রন্থাদিতে তাঁহার যে রূপ ব্যুৎপত্তি ও অধিকার

ছিল, সে রূপ ব্যুৎপত্তি বোধ হয় ইংলণ্ডে দুই এক ব্যক্তি ছাড়া আর কাহার ছিল না। যাহাতে মণ্ডলীর একতা সাধন হয়, যাহাতে বিচ্ছিন্ন মতভেদীগণ মণ্ডলীর একতায় প্রত্যাগত হয়, তাহার জন্য তিনি সাধ্যমতে চেষ্টা ও যত্ন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ডের বিশপ মণ্ডলী একটী অমূল্য অসামান্য রত্ন হারাইলেন। প্রার্থনা করি তাঁহার উত্তরাধিকারী, শ্রদ্ধেয়, ভক্তিভাজন ডাক্তর কিং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন। ডাক্তর ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের এক পুত্র অক্সফর্ডের এক জন অধ্যাপক। তিনি ইঁহার মধ্যেই এক জন ধর্ম্মতত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

চর্চ্চ মিসনরী "গ্লিনর" হইতে আমরা কাশীর প্রসিদ্ধ পরলোকগত মিসনরী লিউপল্ট সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনীর সারাংশ গ্রহণ করিলাম। চার্লস্ বেঞ্জামিন লিউপল্ট স্যাক্সনীর রাইকেনাউ নগরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২১ অক্টোবরে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই দিবস ট্রাফালগরের যুদ্ধে মহাবীর নেলসন হত হন। বাল্যকালে তিনি সামান্য কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সুসমাচার প্রচারের ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হওয়াতে তিনি বাসেল মিসনরী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। এই বিদ্যালয় হইতে অনেক প্রচারক দূরদেশে প্রচারার্থে গমন করিয়াছে। বাসেলে পাঠ সাঙ্গ হইলে তিনি ইস্লিংটন মিসনরী কালেজে গিয়া কিছু দিন অধ্যয়ন করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টম্যাস দিনে তিনি বিশপ ব্লুমফিল্‌ড কর্ত্তৃক পরিচারক-পদে নিযুক্ত হন। তাহার কিছু দিন পরেই তিনি ভারতবর্ষে আসিবার জন্য জাহাজে আরোহণ করেন। বিশপ দানিয়েল উইলসন কলিকাতার বিশপপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। উক্ত বিশপ কিছু দিন পরে একটী চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, লিউপল্ট দ্বিতীয় সোয়ার্টস বলিয়া উক্ত হইলেও হইতে পারে।

কাশীতে লিউপল্টের প্রায় সমস্ত মিসনরী জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁহার প্রণীত পুস্তক পাঠ করিলে জানা যাইবে তিনি কি রূপ যুক্তি, কৌশল ও সহিষ্ণুতার সহিত আপনার দৈনিক জীবন-ব্রত সমাপন করিতেন।

লিউপল্ট এবং তাঁহার ভার্য্যা কাশীতে অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি আমাদের বোধে তত্রস্থ অনাথাশ্রমের দ্বারা অধিক চিরস্মরণীয় হইবেন। তাহার দ্বারা তাঁহারা উভয়েই অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি প্রায় ৬৬৪ অনাথকে বাপ্তাইজ করিয়াছিলেন। কেবল মুখের দ্বারায় নহে, পুস্তক রচনা দ্বারায়ও তিনি অনেক প্রকার সৎকর্ম্মের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।

বিলাতে প্রত্যাগমন করিলেও তিনি ভারতবর্ষে প্রভুর কর্ম্ম ভুলিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটীর জন্য একটী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যেমন ভারতবর্ষের অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকদের জন্য, তেমনই আপনার অধীনস্থ লোকদের আত্মিক মঙ্গল সাধনার্থ তিনি অশেষ পরিশ্রম, যত্ন ও প্রার্থনা করিতেন। যখন তিনি জীবিত ছিলেন তখন তাঁহার মণ্ডলীস্থ লোকেরা বলিত, "তাঁহার যদি ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমাদের সকলকে বলপূর্ব্বক স্বর্গে লইয়া যাইতেন।" মৃত্যু-শয্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, "ত্রাণকর্ত্তা সর্ব্বদাই আমার নিকটস্থ।" এই মহামূল্য সত্যে বিশ্বাস করিয়াই তিনি আপনার জীবনকে মধুময়, প্রেমময় ও জীবন্ময় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখন তিনি সর্ব্বতোভাবেই ত্রাণকর্ত্তার নিকট। কোন ব্যবধান নাই, কোন বিঘ্ন নাই। এখন তিনি আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার পাইয়াছেন। "যাহারা প্রভুতে মরে তাহারাই ধন্য।"

আফ্রিকার এক জন মিসনরী নিম্ন লিখিত পত্রখানি একটী মিস-

নরী সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন। ইহা সকলের মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। পত্রখানি এই ;—

"প্রভুর কার্য্যক্ষেত্রে এত অল্প কার্য্যকারী কেন? 'আমি কি আমার সাধ্যানুসারে প্রভুর কার্য্য করিতেছি?' বিধর্ম্মীদের সুসমাচার প্রচারকদের পথ রুদ্ধ হয় নাই। আমরা কেন তবে সাহসপূর্ব্বক দ্বার দিয়া প্রবেশ না করি? মিসনরীদের পত্রে আমি নিত্য নিত্য এই চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করি, আমাদিগকে জীবনের বাক্য প্রদান কর। আমেরিকার তুষারাবৃত স্থল, আফ্রিকার অগ্নিময় মরু-ভূমি, হিন্দু এবং নিরক্ষর লোকদের দেশ হইতে একই স্বর উত্থিত হইতেছে। 'সহায় হও সহায় হও, আমি মরিলাম।' ইহাদের চীৎ-কারে কে মনোযোগ করে? টাকা নাই আমরা কেবল এই কথাই শুনিয়া থাকি। আমরা অনেকের কথা শুনি, যাহারা বিনা চুক্তিতে, বিনা নির্দ্ধারিত বেতনে চীন দেশের মিসনকার্য্যের জন্য গমন করে। তাঁহারা প্রভুর উপর নির্ভর করিয়া যান, তিনিই তাহাদিগকে দৈবসিক আহার দিবেন এই মনে করিয়া। আমরা কি গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিব? নানা সম্প্রদায়স্থ লোকে যাহা অবলীলা ক্রমে সাধন করিতেছে, তাহা কি চর্চ অব ইংলণ্ড কেবলই করিতে অক্ষম হইবে? যখন অন্যান্য সম্প্রদায়স্থ লোকেরা আত্মবিসর্জ্জন করিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক আপনাদের গুরুতর ব্রত সাধন করিতে তৎপর হইবে, আমরা কি কেবল আত্মবিসর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ হইব?

আইস আমরা খৃষ্ট যেখানে লইয়া যান, সেইখানেই যাই, এবং খৃষ্ট যাহাদের জন্য মরিয়াছেন, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই।

আমি এক জন আফ্রিকার মিসনরী। আমরা (আমি এবং আমার স্ত্রী) আমাদের মাসিক বেতনের ছয় ভাগের এক ভাগ নূতন মিস-নরীর বেতন জন্য দান করিতে সম্মত আছি। এই রূপ ভাবই প্রকৃত

নিঃস্বার্থতার পরিচায়ক। যেখানে সত্য, ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, সেইখানেই প্রকাশ্যে হউক অপ্রকাশ্যে হউক ত্যাগ স্বীকার ও নিঃস্বার্থ ভাবের লক্ষণ পাওয়া যাইবে।

বিবিধ।

কলিকাতার লর্ড বিশপ আসাম অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি সাওতাল দেশও পরিদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

বিগত ২৫শে এপ্রিল কলিকাতা সেন্ট সেভিয়র গির্জ্জায় সম্মিলনী সভার অধিবেশন হয়। সভায় ৬০, ৭০ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। 'সার্ব্ব সভার প্রকৃত লক্ষণ' সম্বন্ধে দুই একটী প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। স্থলাভাবে আমরা এবারে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিতে পারিলামনা। ভরসা আছে, আগামী বারে সভার বিবরণ দেওয়া হইবে।

কলিকাতা এস, পি, জি, সোসাইটীর নূতন সেক্রেটরী রেভ বিলিং সাহেব বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি এখন মান্দ্রাজে আছেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

ধর্ম্মবন্ধু। পাক্ষিক কাগজ ছিল, এখন মাসিক হইয়াছে। ইহাতে অনেক উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। ইহাতে অনেক সুপাঠ্য ও উপদেশ পূর্ণ প্রবন্ধ আছে। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া যদি নিম্ন লিখিত আমার পিতার মৃত্যুর বিবরণ আপনকার সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন,

তাহা হইলে বড় সুখী হইব। কারণ আমি এই ঘটনাটী সকলকে জানাইতে চাহি।

গত সোমবার ২৭শে এপ্রিল রাত্রি সাড়ে দশটার সময় পূজনীয় পিতৃদেব বাবু রাখাল দাস সরকার পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ছয় মাস কাল পীড়িত ছিলেন। ইদানীন্তন তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া আসিতেছিল। সোমবার তিনি কার্য্যে আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় তিনি আপনাকে কেমন কেমন বোধ করিতে লাগিলেন। সাড়ে দশটার সময় তাঁহার জ্বর আসিল। জ্বর আসাতে তাঁহার হাঁপানীর বৃদ্ধি হইল এবং বেলা তিনটার সময় যাতনার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় যাতনা সব কমিয়া আসিল। কেবল গলা ঘড়ঘড়ানি বৃদ্ধি হইল। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় তিনি আমার মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া প্রার্থনা করিতে কহিলেন, আর বলিলেন যে তুমি জান না খৃষ্টীয়ানের মৃত্যু মৃত্যুই নয়। আমি জীবনে যাইতেছি। মাতার প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে তিনি এই প্রার্থনাটী করিলেন। "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তিতে যে এক ঈশ্বর—যে ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি—তিনি আমার আত্মাকে গ্রহণ করুন। পাপে আমার জন্ম হইয়াছে। পাপ-সাগরে আমি ডুবিয়া রহিয়াছি, আমায় উঠাও। পাপ-সাগর হইতে উঠাইয়া আমাকে পরিষ্কার করিয়া তোমার শান্তি নিকেতনে আমায় গ্রহণ কর। আর যদি আমাকে বাঁচাও, তবে সমস্ত কষ্ট হইতে শান্তি দাও। আমার ইচ্ছামতে নয় কিন্তু তোমার ইচ্ছামতে—এই প্রার্থনা আমার পুণ্যতার অনুরোধে নয়—কারণ আমার একটুকুও নাই, কিন্তু তোমার পুণ্যবান্ পুত্রের অনুরোধে ইহা সুগ্রাহ্য কর। আমেন। ইহার এক ঘন্টার পরে তিনি সকল কষ্ট, শোক, তাপ এড়াইয়া অনন্ত সুখালয়ে গমন করিলেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার।

৩খণ্ড, ১০সংখ্যা। জুন, ১৮৮৫।

বঙ্গবন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন)

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

ইমদাদ আলির লেন ৮নং, হইতে প্রকাশিত।

১৮৮৫।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী সেপ্টেম্বর হইতে বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র স্থির করা গেল। মফঃস্বলের গ্রাহকগণকে পৃথক ডাকমাশুল দিতে হইবে না।

বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ্ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিটিপত্র সম্পাদক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষের নামেপাঠাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য, প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একবারে অধিক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

যাঁহারা নিয়মিত রূপে বঙ্গবন্ধু এতাবৎ কাল পান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জ্ঞাত করিবেন।

শ্রী আর দত্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৩য় খণ্ড।] [illegible] [১০ম সংখ্যা।

বেঙ্গল খ্রীষ্টীয়ান ফেমিলি পেন্‌শন ফণ্ড।

উপরোক্ত ইংরাজী নামটীর অর্থ এই ;—বাঙ্গালা দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের পরিবারিক বৃত্তি সংস্থান। অর্থাৎ ইহাতে খ্রীষ্টীয়ানদিগের স্ত্রী কন্যা ও পুত্রগণ মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। কেবল বাঙ্গালা দেশীয় নয়, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণও ইহাতে প্রবিষ্ট হইতেছেন। আজি কালি লোকের অর্থের যেরূপ টানাটানি, তাহাতে আপনার মরণোত্তর পরিবারের ভরণপোষণের উপযোগী যথেষ্ট টাকা রাখিয়া যাওয়া দুর্ঘট। এই জন্য এইরূপ ফণ্ড প্রায় সকল ভদ্র সমাজেই স্থাপিত হইতেছে। এক এক ব্যক্তি এইরূপ ফণ্ডে কিছু কিছু করিয়া টাকা জমা দিলে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যাগণ মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

এই বেঙ্গল খ্রীষ্টীয়ান ফেমিলি পেন্‌সন ফণ্ড ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক জন হিতৈষী ব্যক্তি প্রদত্ত সাত শত টাকা মূল ধন, ৩২ জন স্বাক্ষরকারী ও মাসিক ১০০ শত টাকার আয় লইয়া স্থাপিত হইয়াছে।

সবস্ক্রিপশন্ (চাঁদা) দাতার বয়স এবং তাঁহার স্ত্রীরা পুত্র বা কন্যা যাহার

জন্য টাকা জমা দিবেন, তাহার বয়স, এই দুই বিবেচনা করিয়া টাকা জমা দিবার হার (রেট্) বাঁধা আছে। বয়সের তারতম্য অনুসারে টাকা প্রতি সবস্ক্রী- পশন্ দিতে হয়। মনে কর স্বামীর বয়স যদি ২৮ বৎসর হয়,আর স্ত্রীর বয়স যদি ২১ বৎসর হয়, তবে তাঁহাকে সেই স্ত্রীর জন্য এক টাকার প্রতি (।/০) পাঁচ আনা (দশ টাকার প্রতি ৩৶০, পনেরো টাকার প্রতি ৪॥৵০) এইরূপ হিসাবে সবস্ক্রিপশন্ দিতে হইবে। এই রূপ অল্প অল্প করিয়া জমা দিতে আরম্ভ করিলে পর যদি পুরুষের মৃত্যু হয়, তবে তাহার স্ত্রী বিধবাবস্থায় যাবজ্জীবন সেই নির্দ্দিষ্ট পেন্‌শন্ মাসে মাসে পাইতে থাকেন। পুত্রের জন্য জমা থাকিলে সেই বালক ২১ বৎসর পর্য্যন্ত ও কন্যার জন্য জমা থাকিলে সেই কন্যা বিবাহকাল পর্য্যন্ত কিম্বা অবিবাহিতাবস্থায় যাবজ্জীবন সেই নির্দ্দিষ্ট পেন্‌শন্ পাইতে পারিবে। এইক্ষণে এই ফণ্ড হইতে ৩০ জন বিধবা মাসিক ৩০০ শত টাকা এবং ১৪ জন বালক বালিকা মাসিক ৮৫ টাকা পেন্‌শন্ পাইতেছেন। যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আপনাদের পরিবারের জন্য এই সহজ, সুলভ ও সুবিধা-জনক ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি অল্প দিন মাত্র টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিবার এই ফণ্ড হইতে মাসে মাসে পেন্‌শন্ পাইয়া সচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে। পেন্‌শন্ ফণ্ড সংস্থাপনের প্রথম বৎসরে এক জন নিঃস্ব সভ্য তাহার পরিবারের নিমিত্ত কেবল দুই টাকার পেন্‌শন্ জন্য চাঁদা দিতে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি এক মাসের চাঁদা কেবল কয়েকগণ্ডা পয়সা মাত্র দিয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সেই নিঃসম্বল বিধবা পত্নী আজি ২৫ বৎসর কাল মাসিক দুই টাকা পেন্‌শন্ পাইতেছেন। সেই বিধবার এই দুইটী টাকা সম্বল না থাকিলে যে কি প্রকার কষ্টে দিনপাত হইত তাহা সহজে অনুভব করা যাইতে পারে। গত ১৮৮৩ সালের এপ্রেল মাসে বালেশ্বর নিবাসী শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় স্ত্রীর জন্য মাসিক ১৫ টাকার পেন্‌শন্ এবং ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসে দুইটী শিশু সন্তানের নিমিত্ত মাসিক ৩০ টাকার পেন্‌শন্ জন্য চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। গত নবেম্বর মাসে তিনি তরুণ বয়স্কা ভার্য্যা ও দুইটী অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম কেবল ২৭ বৎসর মাত্র। শশী বাবু স্ত্রীর জন্য ১ বৎসর ৭ মাস ও সন্তানদের নিমিত্ত ৮ মাস কাল চাঁদা

দিয়াছিলেন। তিনি সমুদায়ে ১৩৯৷৵০ টাকা চাঁদাস্বরূপ দিয়া এইক্ষণে পরিবারের ভরণপোষণ নিমিত্ত মাসিক ৪৫৲ টাকার পেন্‌শন্ রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন; তাহাতে একটীভদ্র মহিলা বিধবা হইয়াও অন্নকষ্টের নিমিত্ত সন্তানদিগকে লইয়া অপরের বদান্যতার উপর নির্ভর না করিয়া এক্ষণে সচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছেন। কিন্তু এই ফণ্ডে প্রবেশ না করিয়া যদি শশী বাবু অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে মৃত্যুকালে ১৪০ টাকার অনধিক রাখিয়া যাইতে পারিতেন কি না তাহাও সন্দেহ স্থল। এইরূপে অনেকেই অল্পকাল চাঁদা দিয়া চিরকালের জন্য আপনাপন পরিবারের ভরণপোষণের উপায় করিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল চাঁদা দিতেছেন, তাঁহাদেরও পক্ষে মহীয়ান্ খ্রীষ্টধর্ম্ম সঙ্গত এই একটী পরম সন্তোষকর বিষয় যে তাঁহাদেরই প্রদত্ত ধনে পিতৃহীন সন্তান ও বিধবাদিগের নিমিত্ত এখন এই দ্বিলক্ষাধিক মুদ্রার সংস্থান হইয়াছে এবং ইহা বর্দ্ধিত হইয়া কিয়ৎকাল পরে দশ লক্ষও হইতে পারিবে। খ্রীষ্টীয়ানগণ মধ্যে নিরুপায় শিশু ও অবলাদিগের নিমিত্ত এত অর্থরাশির সঞ্চয় থাকা অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

এই ফণ্ডে যত লোক চাঁদা প্রদান করেন, বর্ষে বর্ষে কলিকাতায় তাঁহাদের এক সভা হয়। তাহাতে তাঁহারা ১২ জন ডাইরেক্টর্ নিযুক্ত করেন। সে ১২জন ডাইরেক্টর অর্দ্ধেক কিম্বা অর্দ্ধেকের বেশী চাঁদাদাতাদিগের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই সভার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সোসাইটীর সেক্রেটরী, ইউরোপীয় মিশনরি, উকিল, ডাক্তার, পাদরীও হিসাবপত্রে সুদক্ষ লোক মনোনীত হইয়া থাকেন। এই বারো জন ডাইরেক্টরের মত লইয়া একজন সেক্রেটরী এই ফণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সুতরাং এই ফণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারিতার পথ নাই। ইহার মুলধন সম্প্রতি(২২৮০০০) দুই লক্ষ আটাশ হাজার টাকা। তাহাতে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া নিরাপদে রক্ষার্থ ইণ্ডিয়াগবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অতএব মুলধন নষ্ট হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতি অল্প ব্যয়ে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এইক্ষণে চাঁদা-দাতার সংখ্যা ১৯৭জন। এই ১৯৭ জন স্ত্রীদিগের নিমিত্ত ২৩৬৫ টাকার মাসিক পেন্‌শন্ এবং সন্তানদের নিমিত্ত ১২৭০ টাকার মাসিক পেন্‌শন্ জন্য ১১৫৭ টাকা মাসিক চাঁদা দিয়া থাকেন। কোম্পানীর কাগজের মাসিক সুদ ৭৬০ টাকা। কোম্পানীরকাগজের সুদে ও সবস্ক্রিপশনে ইহার মাসিক

আয় ১৯১৭ টাকা। মাসিক ১২৫ হইতে ১৫০ টাকার মধ্যে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

বিলাতের ব্যাঙ্ক বিষয়ে মহাপণ্ডিত (Actuary) লোকেরা ইহার আয় ব্যয় নিয়মিত করেন। তাঁহাদের মতে ব্যয় অপেক্ষা আয় অনেক অধিক হওয়াতে, যাহারা বহুকাল টাকা জমা দিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট সবস্ক্রিপসন্‌-কিছু কম করিয়া লওয়া হইতেছে। টাকা জমা দিবার অনেক সুবিধা আছে। সর্ব্বত্র গবর্ণমেন্ট ট্রেজরীতে এই ফণ্ডের নামে টাকা জমা দেওয়া যাইতে পারে। অথবা গবর্ণমেন্টের কর্ম্মকারীরা আপনাদের বেতনের তালিকা হইতে এই ফণ্ডের নামে সবস্ক্রিপশন্‌ কাটাইয়া দিতেপারেন। যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া নারী তাহার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া সংসারিণী হইয়াছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া নব নব শিশু সন্তান ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হইতেছে, তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যেন তাঁহার এই পরিবার চিরদিন সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, যে অন্নের নিমিত্ত তাহাদিগকে অন্যের দ্বারে দাঁড়াইতে না হয়। পবিত্র বাইবেলে এই বিষয়ে স্পষ্ট লিখিত আছে—"পরন্তু কেহ যদি আপনার সম্পর্কীয়, বিশেষতঃ নিজবাটীর অন্তরঙ্গ লোকদের জন্যে চিন্তা না করে, তাহা হইলে সে বিশ্বাস অস্বীকার করিয়াছে এবং অবিশ্বাসী হইতে অধম হইয়াছে।"

এতৎপক্ষে এই ফণ্ড কেমন সৎ, সহজ ও সুবিধাজনক উপায়, এমন উপায় আর নাই। ইহাতে বিধবাগণ তাঁহাদের স্বামীর যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয়ের বহুগুণে ফল প্রাপ্ত হয়েন। যে সকল ফণ্ড একবারে টাকা দেয়, তদপেক্ষা এই ফণ্ডের বিশেষ উপকারিতা এই যে, ইহা হইতে বিধবাগণ ও পিতৃহীন সন্তানগণ মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট পেন্‌শন্‌ পাইবেন। তাহাতে অপব্যয়ের কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহাদের টাকা নষ্ট হইতে পারিবে না। অতএব প্রত্যেক সস্ত্রীক ব্যক্তিকে ও সন্তানের জনককে কিছুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া এই পেন্‌শন্‌ ফণ্ডে যোগ দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইহার অপর অপর বিশেষ বিবরণ এবং নিয়মাদির কাগজপত্র নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীব্রজমাধব বসু।
১০ নং রামমোহন দত্তের রোড্‌।
ভবানীপুর কলিকাতা।

পরলোক গত ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিভাজন বঙ্গীয় খৃষ্ট-সমাজের অধিনায়ক ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত মে মাসের ১১ তারিখে যেশুতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাগুলি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। অতি বাল্যকালে তাঁহার অসাধারণ শক্তি নিচয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৃহে নিয়মিত রূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়া তিনি কলিকাতা হিন্দুকালেজে প্রবিষ্ট হন। সেই সময় অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ডিরোসিয় সাহেব তথাকার শিক্ষক ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রে ও ইংরাজি সাহিত্যে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। বিশপ্‌সকালেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার মিল ডিরোসিয়ের বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ডিরোসিয়ের ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বিদ্যাবুদ্ধিতে এক প্রকার সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন। যদিও তিনি প্রকৃতরূপে ডিরোসিয়ের ছাত্র ছিলেন না, তবুও কালেজের ছুটী হইলে কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার সহাধ্যায়িরা তাঁহার সহিত নানা শাস্ত্রতত্ত্বের আলোচনা করিতেন। ডিরোসিয় নিজে খৃষ্টান ছিলেন না, কিন্তু যাহাতে স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। তিনি কোন প্রকার স্থিতিশীল (Conservative) প্রথার অনুমোদন করিতেন না। ডিরোসিয়ের সংস্পর্শে পড়িয়া তাঁহার ছাত্র ও সঙ্গিরা দেশীয় রীতি নীতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকের স্বাধীনতা কেবল বিদেশীয় ভোজন পান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আত্মার ও মনের স্বাধীনতা তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব প্রকার স্বাধীনতার শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার মনে অদ্ভুতপূর্ব্ব স্বাধীনতা বিকশিত হওয়াতে, বাহিক আচার ব্যবহারেও তাহা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ডিরোসিয় স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল প্রথার অনুমোদন করিতেন না, কৃষ্ণমোহনও অনেক বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে ডিরোসিয়ের ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিতে হইবে তাহা তিনি ভাবিলেন না। ধর্ম্মভাব তাঁহার অন্তরে অঙ্কুরিত ও বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ধর্ম্মের তৃষ্ণা তাঁহাকে যেন অধিকার করিল। ডিরোসিয়ের সহবাসে থাকিয়া যে টুকু উপকার হওয়া উচিত, তাহা তাঁহার হইল। কিন্তু তিনি

কেবল তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইলেন না; সাধু আগষ্টিনের কথা যেন তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিল, "হে ঈশ্বর তুমি আমাদিগকে তোমার নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমাতে বিশ্রাম না হইলে আমাদের প্রাণ আকুলিত হইয়া উঠে।" বিদ্যা বুদ্ধিতে সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আত্মার ব্যাকুলতা কিসে মিটিয়া যাইবে, ঘোর জীবন সংগ্রামে শান্তি ও বিশ্রাম কোথা পাওয়া যাইবে, এই চিন্তায় তিনি ক্রমশঃ ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মের জন্য "ক্ষুধিত ও তৃষিত লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা, পরিতৃপ্ত হইবে।" ঈশ্বর তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিলেন, তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন। যখন হিন্দু সমাজ চিন্তিত ও বিরক্ত, পিতা যখন তাঁহার উপর খড়্গ হস্ত, বন্ধু বান্ধব যখন তাঁহার বিষয় সন্দিহানচিত্ত, তখনও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। পিতা সমাজ ভয়ে তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন, তাহাতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। পিতা মাতা তাঁহাকে সংসারের ভয়ে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু জগৎপিতা আপন ক্রোড়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণমোহন কোন বিষয়েই পশ্চাৎপদ হইবার নহে। যে পথ অবলম্বন করা ভাল বিবেচনা করিতেন, সে পথ শত শত বাধা সত্ত্বেও তিনি অবলম্বন করিতেন। যখন হিন্দু সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, তখন ঘটনাক্রমে অসাধারণ হাগ্মী ডাক্তর ডফের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাহার কিছু পরেই অর্থাৎ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। সেই সময়ে তিনি "এনকোয়েরর" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। বাপ্তিস্মের কিছুদিন পরে কৃষ্ণমোহন চর্চ অব্ ইংলণ্ডভুক্ত হন। কৃষ্ণমোহন ও মহেশচন্দ্র খৃষ্টীয়ান হওয়াতে ডিরোসিয় যে চটিয়া গিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। কেননা ডিরোসিয় তাঁহার ছাত্রদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "যাহাতে সত্যের সম্বন্ধ আছে, তাহা সত্যের সম্মান রক্ষার্থে পরিশ্রম সহকারে অনুমোদন করিবে।"

তাঁহাদের খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বনে হিন্দু কালেজের কতকগুলি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আদেশ করিলেন, কেহ ডাক্তার ডফের বক্তৃতা শুনিতে যাইতে পারিবে না। কিন্তু এ আদেশে স্বাধীনচেতা ডিরোসীয় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তিনি বলিলেন স্বাধীনরূপে তর্ক বিতর্ক ও ধর্ম্মানুসন্ধানের তিনি কখনই বিরোধী হইতে পারিবেন না।

কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া তিনি

১৮৩৭ খৃষ্ট অব্দে চর্চ অব্ ইংলণ্ডের আচার্য্য পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা সিমুলিয়ার উপাসনালয় এখনও "কৃষ্ণবন্দ্যোর গির্জ্জা" বলিয়া আখ্যাত। এই উপাসনালয়ের অধ্যক্ষতার তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গ্রহণ করেন। যে দিনে প্রথম তিনি সেখানে উপাসনা ক্রিয়া সম্পাদন করেন, সেই দিন গির্জ্জা ইংরাজ ও বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হয়। যখন তিনি তথাকার আচার্য্য ছিলেন, তখন তিনি যে কত নিঃসহায় ও দরিদ্র লোকের সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা বলা দুঃসাধ্য। যত লোক ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িত ও নিষ্কাশিত হইত, তত লোক কৃষ্ণমোহনের গৃহে আশ্রয় পাইত। সাধ্যমতে তিনি তাহাদের উপকার করিতেন। ছোট বড় কিছুরই বাচবিচার করিতেন না। কতলোক তাঁহার অন্নে পালিত, তাঁহার সাহায্যে উন্নত হইয়াছে। আপনি যেমন উন্নত হইয়াছিলেন, তেমনই তিনি অন্যদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেন। হিংসা ও বিদ্বেষ ভাব লেশ মাত্র তাঁহার ছিল না। অনেক বড় লোককে দেখা গিয়াছে, যাহারা আপনাদের মহত্ত্বে এত স্ফীত ও গর্ব্বিত যে উপকার করিতে স্বীকৃত হইলেও উপকারের পাত্রদিগকে অনেক দূরে রাখিতে ভাল বাসেন। কৃষ্ণমোহন কিন্তু সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি নিজে হস্ত ধারণ করিয়া লোকদিগকে উঠাইতে চেষ্টা করিতেন।

সময়ক্রমে তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি সম্মান ও যশের প্রয়াসী ছিলেন না, তোষামোদ ও লোককে সন্তুষ্ট করিয়া বড় লোক হইব এমন চিন্তা বোধ হয়, এক দিনের জন্য তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। মান, সম্ভ্রম, উচ্চপদ তাঁহাকে খুঁজিয়া লইয়াছিল, তিনি সে সকলকে খুঁজিয়া লইবার জন্য কখন তাঁহার স্পৃহা ছিল না।

যে সময়ে তিনি সতেজ ও সগৌরবে কলিকাতায় কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময় শিবপুর বিশপ্স কালেজের অবস্থা অতি উত্তম। ডাক্তর কে তখন তাহার প্রিন্সিপ্যাল। ডাক্তার কে এবং অন্যান্য বন্ধুর অনুরোধে তিনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বিশপস কালেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ১৬ বৎসর অতিশয় দক্ষতা সহকারে অধ্যাপনা করিয়া সকল ছাত্রের সম্মান ও প্রীতি ভাজন হইয়া তিনি নানা কারণে কালেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেও তিনি পরীক্ষকের পদে আসীন ছিলেন। কলিকাতার

বিশ্ব বিদ্যালয় তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব বর্দ্ধনার্থে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "ডাক্তর অব ল" উপাধি প্রদান করেন। তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষক, কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী ও মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যশীল সভ্য, কলিকাতা লর্ড বিশপের অবৈতনিক চ্যাপলেন এবং ইউরোপীয় নানা বৈজ্ঞানিক সভার অবৈতনিক সভ্য ছিলেন। কলিকাতার এমন সমাজ কি সভা ছিল না, যাহার সঙ্গে তাঁহার কোন না কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত একটী অমুল্য রত্ন হারাইলেন।

কৃষ্ণমোহন যাবজ্জীবন অতীব পরিশ্রমশীল ছিলেন। আজি কাল দেখা যায় অনেকে পরিচ্ছদ ও ভোজনপানে ও অন্যান্য অসার বিষয়ে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া থাকেন। বাহিরে সাহেব ভিতরে বাঙ্গালীর বাঙ্গালী। কৃষ্ণমোহন কিন্তু ইংরাজের যে সকল উৎকৃষ্ট গুণ তাহা আপনার সত্ত্বার অংশ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বজনীন উদারতাও সহানুভূতি ছিল। জাতীয় ভাব যত দূর থাকা উচিত তাহাই তাঁহার ছিল। যাহা থাকা উচিত নয়, যাহা অপ্রশস্ত ও অনুদার ভাবব্যঞ্জক, তাহা তিনি একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় নৈতিক ধর্ম্মদণ্ড দ্বারা সমস্ত বিষয়ের পরিমাণ লইতেন। যদি সেই নৈতিক নিয়মের বহির্ভূত কোন আচার ব্যবহার দেখিতেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার কাছে কোন প্রকারেই প্রশ্রয় পাইত না। পরিশ্রম করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। অনেক বয়স হইলেও তিনি কখন দিনের বেলা বিশ্রাম করিতেন না। সমস্ত দিন ২০ বৎসরের যুবকের ন্যায় চৌকিতে বসিয়া পড়িতেন, লিখিতেন ও পড়াইতেন।

বঙ্গের এক জন অমূল্য রত্ন অন্তর্হিত হইল। ইহার ন্যায় লোক ভারতে নাই বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। এক জন নাই, যিনি ইহার সমকক্ষ হইতে পারেন, আশাও নাই যে শীঘ্র এমন লোক পাওয়া যাইবে। তিনি আত্মনির্ভর ও আত্মসংযমের উপর নির্ভর করিয়াই এত বড় হইয়াছিলেন। তিনি কোন প্রকারে কাহার মুখাপেক্ষা করিতেন না। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন তাহাই করিতেন।

তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইউরোপেও তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। গ্রীক, লাটিন, হিব্রু ও সংস্কৃত তিনি ভাল করিয়া জানিতেন। ইউরোপ ও ভারতের কতকগুলি আধুনিক ভাষাও তিনি কিছু কিছু জানিতেন। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য

ছিল। বিজ্ঞানের সার তত্ত্বও তিনি অবগত ছিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দুদর্শনে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। এ দেশে অতি অল্প লোকই আছেন যিনি কৃষ্ণমোহনের ন্যায় ইংরাজি লিখিতে পারেন। বিশপ কটনের ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহার Dialogues on Hindu Philosophy এবং Lectures to Educated Natives পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে কৃষ্ণমোহনের ইংরাজি অনেক বড় বড় ইংরাজের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

যাঁহারা ডাক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা ভাল করিয়া জানেন যে, বঙ্গদেশে সততা ও স্বাধীনতার এমন উজ্জ্বল ছবি পাওয়া অতি দুষ্কর। অনেক বড় বড় লোকের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। কিন্তু তিনি কাহারও খোষামোদ করেন নাই। খোষামোদ করা দূরে থাকুক, সত্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি অনেকের বিদ্বেষভাজন হইয়াছেন।

এই আদর্শ চরিত্র হইতে সকলেই শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। কোন কোন্ হিন্দু সহযোগী বলিয়াছেন যে, খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই। এটী তাঁহাদের মহাভ্রম। তাঁহারা যদি সেই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুশয্যার নিকট দণ্ডায়মান থাকিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, খ্রীষ্টীয়ানের আশা, শান্তি ও বিশ্রাম কিরূপ। তাঁহার মুখমণ্ডলে যে অপূর্ব্ব দীপ্তি ও শান্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহার আত্মা যে প্রগাঢ় শান্তি ভোগ করিয়াছিল, সে শান্তি ও সে আশা পাইবার জন্য এমন কিছুই নাই যাহা করিতে পারা যায় না, কিছুই নাই যাহা সহ্য করিতে পারা যায় না। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা এই বীর পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমরা দেখিলাম তাঁহার ভয় নাই, সন্দেহ নাই, নিরাশা নাই। তিনি ঈশ্বরকে আপনার আশ্রয় স্থল জানিয়া তাঁহারই বক্ষে নিরাপদে নির্ভয়ে শয়ন করিয়াছিলেন। খাইবার শক্তি নাই, উঠিবার শক্তি নাই—কিন্তু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের সহিত সহবাসজনিত অপার আনন্দে মগ্ন হইয়া কেবল এই প্রার্থনা করিতেছেন, "প্রভু আমি মহাপাপী, আমার পাপ মেষ শাবকের রক্তে ধৌত করিয়া, আমাকে তোমার আলয়ে লইয়া যাও। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এখনি আমাকে ঘরে লইয়া চল। যেখানে শোক নাই, পাপ নাই, তাপ নাই, সেইখানে তোমার দয়ার গুণে আমাকে রাখিয়া দাও।"

তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় খ্রীষ্ট তাঁহাকেও মৃত্যুঞ্জয় করিয়াছেন। "যাঁহারা প্রভুতে মরে তাঁহারা ধন্য।" "আমাদের শেষ গতি যেন তাঁহারই ন্যায় হয়।"

স্বর্গ।

(১)

সুদূর অম্বরে ছাড়ি ভূধর শিখর
ছাড়িয়ে দৃষ্টির পথ অনিল উপর
"যাও বায়ু পাখা ধরি," ছার ধরা পরিহরি
যাও দেখ মর্ত্ত্যবাসী, উল্লাস অন্তর
গাহিছে অমর যত গীত নিরন্তর।

(২)

বহিছে মলয়ানিল রহিয়া রহিয়া
গন্ধে আমোদিত সব চৌদিক ব্যাপিয়া।
কৃতাঞ্জলি পুটে দেব, পূজিছেন মহাদেব
অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি ধ্যানেতে ডুবিয়া
বহিছে মলয়ানিল রহিয়া রহিয়া।

(৩)

ধাইতেছে কল্লোলিনী কুল কুল স্বরে
হাসিতেছে কমলিনী সলিল উপরে
তটিনীর তটোপরি, বৃক্ষ মালা সারি সারি
সে বৃক্ষের মাঝে আহা! বীণা লয়ে করে
গাহিছে অমর যত প্রফুল্ল অন্তরে।

(৪)

কারা এঁরা কি কারণে ওহে মর্ত্ত্যবাসী!
বিভোর হইয়া আহা ভুলি দিবানিশি
"জ্বলন্ত অনল প্রায়, থাকিয়া মেঘের গায়"
গাহিছে মধুর গীত দলে দলে মিশি
কারা এঁরা, জান কিহে ওহে মর্ত্ত্যবাসী!

(৫)

ভাসায়ে অকুল নীরে সুখের বাসনা
ভুলেছে জন্মের তরে মায়াময় এ সংসারে—
ডুবেছে যাদের আশা যাদের ভাবনা
তারা এরা মর্ত্ত্যবাসী, হইয়ে ত্রিদিব বাসী
গাইছে এহেন গীত ভুলিয়ে যাতনা
জনমে দুঃখের স্বাদ কভুও পাবে না।

(৬)

মহাক্লেশে উত্তরিয়া এ ভব পাথার
ধুয়েছে রুধির স্রোতে, সকলে উল্লাস চিতে
বসন আপন সব—পেয়েছে আবার
নূতন জনম সবে, ত্যজিয়ে অসার ভবে
পরেছে নূতন বেশ শুক্ল রং যার
জনমে হবে না এঁরা ব্যথিত অন্তর।

(৭)

"পরিত্রাণ" গাইলেক অমরের দল
"মোদের প্রভুর দান," উঠিল রে সেই তান
রোধিয়ে বায়ুর গতি ছিঁড়ি শতদল,
পড়িল উবুড় হয়ে, তাল বৃন্ত হস্তে লয়ে
আতঙ্কে উল্লাসে সবে শুনি সেই রোল
"আমেন" গাইলেক পুন অমরের দল।

(৮)

চলি গেলা সেই ধ্বনি ত্রিদিব প্রান্তরে
আবার ধ্বনিত হয়ে, অম্বরেতে বয়ে বয়ে
আবার এলরে ফিরে পশিল অন্তরে
পশিল সলিল তলে, পশিল পর্ব্বত কোলে
"আমেন আমেন" রব উঠিল অম্বরে
পূরিল মধুর দেশ সে মধুর স্বরে।

(৯)

শুনিয়াছি হে ভবেশ! তোমার আবাসে,
না পশে, দুঃখের স্বর, হাসে সবে নিরন্তর
বিরাজে বসন্ত চির, তোমার সে দেশে!
জগদীশ বিশ্বেশ্বর, দেখাও তোমার ঘর
ভক্তিভাবে আসিয়াছি ভিখারীর বেশে
পাই যেন চির সুখ এ জীবন শেষে।

জনৈক নিঃস্বযুবক
পর্ণকটীর

পিটর দি গ্রেট ।

রুশিয়ার সম্রাট পিতর এক জন অসামান্য লোক ছিলেন। তিনি আপনার বিশাল সাম্রাজ্যের লোকদিগকে বাণিজ্য ব্যবসায় শিখাইবার নিমিত্ত আপনি নিজহস্তে শিল্প ও অন্যান্য শ্রমসাধ্য শারীরিক কার্য্য করিতেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষাদান তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্বহস্তে যে সকল কার্য্য করিতেন, তেমন বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন রাজা কখন করেন নাই। তিনি রুশিয়ায় একটী নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে রুশেরা অত্যন্ত অসভ্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ভাল ভাল শিল্প কার্য্য প্রায় কেহই জানিত না। বিদ্যাশিক্ষা ছিলই না বলিতে হইবে। তাহারা এত অসভ্য ও অজ্ঞান ছিল যে, ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা তাহাদের সহিত এক প্রকারে আচার ব্যবহার করিত না। এই হীন অবস্থা চিন্তা করিয়া পিতরের বড় দুঃখ হইল, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহাতে এই অবস্থার তিরোভাব হয়, তজ্জন্য যার পর নাই চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে রুশিয়া বড় বড় জাতিগণের মধ্যে গণিত হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। সমুদ্রপথে যাহাতে রুশিয়ার বল বিক্রম বাড়ে, সেই দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আর কেহ হইলে বোধ হয় এ বিষয় স্বপ্নের অতীত বলিয়া বোধ করিতেন, কিন্তু পিতরের সেরূপ বোধ হইল না। যাহা অন্যের নিকট অসম্ভব ও অসাধ্য বলিয়া স্বভাবতঃ বোধ হইত, তাহা পিতরের কাছে সম্ভব ও সাধ্য বলিয়া বোধ হইল। যখন রুশিয়ায় একটীও বন্দর, পোত রাখিবার স্থান, নাবিক অথবা জাহাজ ছিল না, তখন তিনি বিশ্বাসনেত্রে দেখিলেন যে, রুশিয়া এক দিন সভ্য হইয়া ঐ সকলেরই অধিকারী হইবে। তিনি বৃথা কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছা করিয়াই নিরস্ত রহিলেন না, দেখিতে লাগিলেন, কি প্রকারে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তিনি অন্যের অপেক্ষায় থাকিলেন না, দেখিলেন আপনার উপর নির্ভর করিয়া কত দূর মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। তিনি শূন্যের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন না, তিনি কার্য্যতঃ দেখাইতে চাহিলেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বলবতী ইচ্ছা কি সাধন করিতে পারে।

সেই সময়ে রুশিয়াবাসীরা সমুদ্রপথে বড় যাইত না, যাইবার বড় দরকারও হইত না। স্থলচরের সমস্ত ভাব ও অভ্যাসে তাহারা অভ্যস্ত হইয়াছিল

অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে তাঁহারা জলপথ দিয়া গমনাগমন করিত না। পিতর মনে মনে করিলেন, এরূপ হইতে দেওয়া হইবে না। "অসম্ভব" শব্দটী অভিধান হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

ক্রমে ক্রমে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। অনেকবার পরাভূতও হইলেন, আর কেহ হইলে নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া যাইতেন, কিন্তু পিতর অন্য উপকরণে নির্ম্মিত। তিনি কোন মতে নিরুৎসাহ হইবার লোক ছিলেন না। সময় ও ভাগ্যক্রমে তিনি তুর্কীর উপকূলস্থ কতকগুলি বন্দর বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং সুইডদের হস্ত হইতে কতকগুলি দেশ লইয়া তাহারই উপর-বর্ত্তমান সেন্টপিটরসবর্গ ও ক্রণষ্ট্যাড এই নগরদ্বয় স্থাপন করিলেন।

ইহা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তাঁহার উদ্যোগ দ্বিগুণতর প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। নগরদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এখন ভাবিলেন, জাহাজ ও নাবিকের সৃষ্টি করিতে হইবে। দৃষ্টান্তের শক্তি তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, যদিও তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন, প্রজাদিগের দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে পারিতেন, তবুও তিনি ভাবিলেন, তিনি নিজে নেতা হইলে সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিবে। তিনি নিজে সমুদ্রে যাইতে ভয় করিতেন।

কথিত আছে বাল্যকালে সামান্য নদী পার হইতে হইলে তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। এমন কি একবার ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভয়কে এরূপ পরাজয় করিয়াছিলেন যে, ইহার পরে নদীতে পোতারোহণ করিয়া বেড়ান তাঁহার দৈনন্দিন ক্রিয়ার অংশ হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া যখন বাল্টিক উপসাগরে যাইতেন তখন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। এইরূপে অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার গুণে অনতিকাল মধ্যে বন্দর, জাহাজ ও নাবিক হইল।

এখনও সেন্ট পিটর্স্ বর্গে একটী পোত দৃষ্ট হয়, যাহা পিতর দি গ্রেট্ অন্যান্য কর্ম্মকারীর সহিত আপন হস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের জাহাজও নির্ম্মিত হইল। পিতরের গুণে এখন রুশিয়ায় অসংখ্য জাহাজ ও নাবিকদল সৃষ্ট হইয়াছে। স্বহস্তে তিনি যে পোত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

যে কাষ্ঠ তিনি স্বহস্তে চিরিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে, যে সকল কীলক আপনার হস্ত

দ্বারা বসাইয়াছিলেন জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অবশিষ্টটুকু যাহা আছে তাহা রুশিয়ার লোকেরা যথেষ্ট মান্য করিয়া থাকে।

উক্ত প্রসিদ্ধ সম্রাট্ কার্য্য করিতে লজ্জা করিতেন না, শিক্ষা করিতেও লজ্জা করিতেন না। রুশিয়াতে শিখিবার যথাবিধ উপায় না থাকাতে তিনি বিদেশে গিয়া শিক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে কতকগুলি যুবকগণকে এতদর্থে প্রেরণ করেন, অবশেষে আপনি ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ড যাত্রা করেন। এই সময় তাঁহার ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। সেয়ারডামে পঁহুছিয়া তিনি একটী ডচ্ নামে আপনাকে অভিহিত করিলেন, এবং কাফ্ নামক এক জন সামান্য জাহাজ নির্ম্মাতার অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ছুতোরের কায করিয়া যে সামান্য বেতন পাইতেন তাহার দ্বারা আপনার উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বাসার্থে একখানি কুটীর ভাড়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি নিজে আপনার শয্যা, রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

অন্যান্য কার্য্যকারীর ন্যায় তিনিও কার্য্য করিতেন। কেবল প্রভেদ ছিল এই যে আপনার দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও তিনি নিত্য নিত্য আপনার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নিজে দেখিতেন। কায করিতে করিতে তিনি সৈন্য, যুদ্ধ ও রাজ্যের অপরাপর নানা বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইতেন। কার্য্যস্থলে ইউরোপের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞেরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিলে সকলেরই শিক্ষা লাভ হইতে পারে।

"অসম্ভব" কিছুই মনে করিও না। অজেয় ও বলবতী ইচ্ছা সকল বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম ও পরাভব করিতে পারে।

সামান্য ভাবে কোন কার্য্যের সূত্রপাত করিতে কুণ্ঠিত হইও না। অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিলে ইহা হইতেই অসামান্য ফলোৎপাদন হইবে।

শিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করিও না। যে শিখিতে লজ্জা করে সে যাবজ্জীবন অন্ধকারে ও অজ্ঞানাবস্থায় কালাতিপাত করিবে।

সৎপথে থাকিয়া যে কোন কার্য্যই করা যাউক না, কোন কার্য্যই নীচ ও অবজ্ঞাস্পদ নহে। পরিশ্রমের গৌরব কোন রূপে তুচ্ছনীয় নহে।

তটিনীতটে—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কি চমৎকার মহত্ব! কি অনির্ব্বচনীয় সহিষ্ণুতা! এ জগতীতলে তুমি বিনীতের আদর্শ। কিন্তু আমরা এমনই অধম যে, বিনয়কারীর বিনয় রক্ষা করা দূরে থাকুক, তাহাদের কথায় হয়ত কর্ণপাতও করি নাই! আপন আপন মনের গতি নিবারণে অক্ষম। সে যে দিকে চালাইতেছে সেই দিকেই চলিতেছি। যে দিকে ফিরাইতেছে সেই দিকেই ফিরিতেছি। যাহা বলিতেছে কৃতদাসের ন্যায় তাহাই করিতেছি। তটিনি! তোমার গতির অবরোধকারী সামান্য সেতু, কিন্তু আমাদের মনের গতির অবরোধকারী যিনি তোমার স্রষ্টা। দুরন্ত মন সে বাধাও মানে না। বল দেখি প্রবাহিনি! তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে? কোন্ সুপ্রসিদ্ধ স্থানে তোমার আলয় ছিল? কি রূপে তুমি এত প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজন আদরনীয় হইলে? মানব চরণ যে স্থান স্পর্শ করে নাই—শ্রবণ যে স্থানের নাম শ্রবণ করে নাই—এমন স্থান কি তোমার আলয় ছিল? তবে কেন সকলে তোমার গুণ ব্যাখ্যা করে? বুঝেছি—তোমার পরোপকারিতা গুণই তাহার মূল। তুমি নিজ মনোরম সুশীতল গুপ্ত আলয় ত্যাগ করিয়াছ—শৈল উল্লঙ্ঘন করিয়াছ—বন্ধুর দুর্গম পথ দিয়া ভ্রমণ করিয়াছ—অবশেষে গ্রাম, নগর, প্রভৃতির মধ্য দিয়া কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছ। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসীদিগকে বলিতেছ, 'আমি বক্ষে করিয়া নানা স্থান হইতে তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত নানা দ্রব্য বহন করিয়া আনিয়াছি'; কৃষাণদিগকে বলিতেছ, 'তোমরা ভাবিও না আমি তোমাদের আশা পূর্ণ করিব।' বিনা আহ্বানে পল্বল সরসী প্রভৃতির নিকট গিয়া তাহাদের ক্ষীণ দেহ পরিপুষ্ট করিতেছ। যথার্থ উপকার কাহাকে বলে তুমিই জান। বিনা প্রার্থনায়—বিনা লাভে পরোপকারে দেহ ঢালিয়া দিয়াছ অধম মানব কিসে উপকৃত হয় এই বাসনা! যদিও কাহারও উপকার করিল তবে 'কিসে সকলে জানিবে'—কিরূপে প্রশংসা লাভ করিব'—এই সকল চিন্তাই সদা চিন্তনীয় হইল।

প্রবাহিনি! তোমার নিকট আজ আর একটী নূতন বিষয় শিখিলাম। তুমি এত কার্য্যে ব্যস্ত তথাপি নিজের কার্য্য ভুলিয়া যাও নাই। সর্ব্বদাই সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছ। জলধিগর্ভে নানাবিধ রত্ন নিহিত আছে—তাহার উদ্দেশে তুমি ছুটিতেছ। কিন্তু

হায়! মানব মন সেরূপ নয়! তাহারা জানে, কোথায় অমূল্য অক্ষয় রত্ন আছে—তাহা লাভের ইচ্ছাও আছে—কিন্তু তোমার ন্যায় একাগ্রতা নাই! তাহারা সর্ব্বদাই পশ্চাৎপদ! দীর্ঘসূত্রতা তাহাদের ভয়ানক শত্রু। আজ নয় কা'ল এইরূপ করিয়া তাহাদের জীবনের লীলা ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু সেই অক্ষয় রত্ন লাভের চেষ্টা নাই! কেবল নশ্বর পদার্থেই বাসনা। তোমার যেমন গতি সময়েরও ঠিক সেইরূপ গতি। সেই দ্রুতগামী সময় কাহারও নিমিত্ত অপেক্ষা করে না—মানবের সম্মুখ দিয়াই—হাসিয়া—ভুলাইয়া চক্ষে ধূলি দিয়া—চলিয়া যাইতেছে। তাহার পর মানব তাহাকে আহ্বান করিতেছে! কিন্তু সে কি আর আসে? তাই বলি মানব সময় থাকিতে থাকিতে সময় বুঝিয়া লও।

স্রোতস্বতি! তুমি যাহার নিকট যাইতেছ, তাহার তুলনায় তুমি অতি সামান্য। এত সামান্য হইয়াও কিরূপে সেই মহতের সন্ধান করিলে? এই কথা মনে ভাবিতেছি, এমন সময় একটী বায়ু আসিল। সর্ সর্—তড় তড় শব্দে শুষ্ক পত্র পড়িল—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা তটের দিকে আসিয়া কল্ কল্ পৎ পৎ শব্দে চলিতে—লাফাইতে লাগিল। বোধ হইল যেন নদী হাসিয়া—করতালি দিয়া বলিল "অবোধ মানব তোমরা যেমন প্রথম হইতেই হতাশ্বাস হও, আমরা সেরূপ হই নাই। পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়াছি—কিয়ৎদূর আগমন করিয়াছি—কিছু সন্ধান পাইয়াছি—আবার সেই অনুসারে আগমন করিয়াছি। পরে ক্রমে ক্রমে আসিয়া এখন উদ্দেশ্য রত্নাকরে আসিয়া মিশিয়াছি—শান্তি লাভ করিয়াছি। কিন্তু তোমাদের শান্তির আগার কোথায়? জান কি? শুনিয়াছ কি? যদিও শুনিয়া থাক বিশ্বাস নাই! বিশ্বাস্য কি না জানিবার চেষ্টাও নাই! বড় দুঃখের বিষয়। যত দূর জান অগ্রসর হও—পরে আরও জানিতে পারিবে। ক্রমে ক্রমে তোমরাও শান্তির আগার দেখিতে পাইবে। যদি বহু দূরে একটী আলোক জ্বলিতে দেখ, তবে একেবারেই কি তাহা কিসের আলোক জানিতে পারিবে? যত অগ্রসর হইবে ততই স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।" এই সকল কথা শুনিয়া বলিলাম তটিনী! এত দিন জানিতাম যে তুমি স্রোতবিশিষ্ট জলরাশি মাত্র। কিন্তু অদ্য দিব্য চক্ষে দেখিলাম, তুমি 'মানবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ নিয়মাবলী।' এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

শ্রীবিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য।

উপদেশের সার-সংগ্রহ।

১। শিশুগণ।

(মথি ১৯, ১৩১৫। মার্ক ১০; ১৩। লূক ১৮, ১৫-১৭)

আভাষ। দৃশ্য বর্ণন—তৃণময় প্রান্তর, খ্রীষ্ট উপবিষ্ট, জনতার মধ্য দিয়া কতকগুলি স্ত্রীলোকদের আগমন,ক্রোড়ে শিশুগণ—শিষ্যগণের ভ্রূকুটি—খ্রীষ্টের প্রেমগর্ভ উক্তি।

পুরাকালীন দার্শনিক ও অধ্যাপকবর্গের কেহই শিশুদের সম্বন্ধে এরূপ আশ্চর্য্য প্রেমভাব প্রকাশ করেন নাই। শিষ্যগণ এরূপ ব্যাপারকে আপনাদের গুরুর অপমান বা বিরক্তিজনক মনে করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছিলেন। তাঁহারা তখনও তাঁহার মনের ভাব সম্পূর্ণ অবগত হন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহাদের ব্যবহারে "অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন" মার্ক ১০; ১৪।

এই বৃত্তান্তে আমরা এই এই শিক্ষা পাই ঃ—

১। খ্রীষ্টের আশীর্ব্বাদ অন্বেষণ। "বাল্যাবস্থায় তাঁহার অন্বেষণ কর।" সকলেই "অনাজ্ঞাবহতার সন্তান।" শিশু বলিয়া মৃত্যু কাহাকেও ছাড়িয়া যায় না। খ্রীষ্ট নিতান্ত শিশুদিগকেও স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করিতে পারেন। শিমুয়েল—১শিমু ২; ২৬। যোশিয়া—২রাজা ২২; ২। তীমথি—২তীম ১; ৫। ৩; ১৫।

২। খ্রীষ্টের নিকট শিশুগণকে আনয়ন করা পিতা মাতা ও শিক্ষকবর্গের কর্ত্তব্য। প্রার্থনা দ্বারা। তিনি যখন তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে এত আগ্রহ করেন, তখন তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া কি আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য নহে। আমাদের নিজের জন্যও যাওয়া কর্ত্তব্য। খ্রীষ্টের হৃদয়আকর্ষণকারী স্বভাবের অনুকরণ করা উচিত। এই গুণেই মাতৃগণ তাঁহার নিকটে আকর্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রেমস্বভাব যেন আমাদেরও হয়, এ জন্য পবিত্র-আত্মার শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক।

৩। খ্রীষ্টের নিকট যাইতে কাহাকেও বাধা দেওয়া অকর্ত্তব্য। যদি আমাদের অমনোযোগ, ঔদাস্য, অজ্ঞতা অথবা পাপ প্রযুক্ত ঈশ্বরের কোন সন্তান ফিরিয়া যাইতে অথবা নিরাশ হইতে বাধ্য হয়, খ্রীষ্ট অবশ্যই আমাদের প্রতি "অত্যন্ত বিরক্ত" হইবেন। মথি ১৮; ৬।

৪। শিশুদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রেম-

খ্রীষ্টের প্রেম মনুষ্যপ্রেমকে অনেক দূর ছাড়াইয়া যায়। শিষ্যগণ সদয়-হৃদয় ছিলেন বটে; কিন্তু শিশুদের প্রতি তাঁহাদের দয়ার উদ্রেক হইল না। শিশুদের সম্বন্ধে অনেকেরই ঔদাস্য দেখা যায়। কোন পুরোহিত, কোন উপদেশক, কোন পিতামাতাই খ্রীষ্টের ন্যায় তোমাদিগকে প্রেম করিতে পারেন না।

২। পবিত্রআত্মা—জীবন-বারি।

প্রকাশিত ২২; ১।

শাস্ত্রের অনেক স্থলে জলের সহিত প্রসাদদায়ী পবিত্রআত্মার তুলনা করা হইয়াছে। শামারীয়া স্ত্রীর প্রতি খ্রীষ্টের উক্তি। যোহন ৪; ১৪। ৭; ৩৮, ৩৯।

১। জল সমুদ্র হইতে আগত—(বাষ্পাকারে)। পুনরায় তাহাতেই প্রতি-গমন করে। সান্ত্বনাকর্ত্তাপবিত্র-আত্মাও তাবৎ অস্তিত্বের মহাসমুদ্র স্বরূপ ঈশ্বর হইতে আগত। মানব হৃদয়বাসী হইয়া অবশেষে তাঁহার নিকট আত্মা প্রতিগমন করিবেন। যোহন ১৫; ২৬।

২। জল পরিষ্কারক। ঈশ্বরের আত্মা তাবৎ পাপ হইতে আমাদিগকে পরিষ্কার করে। ১কর ৬; ১১। খ্রীষ্টের রক্ত নিত্যস্থায়ী আত্মার দ্বারা আমাদিগকে পরিষ্কার করে। ইব্র ১৩; ১৪। ১পিতর ১; ২২।

৩। জল শীতলকারী ও তৃষ্ণা নিবারক। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কেবল আত্মার দ্বারাই তৃপ্ত হয়। বিরি ৪; ১৪। গীত ৪২; ১। তিনি হৃদয় শীতলকারী। ধনবানের জিহ্বা শীতল করণার্থ জল যাচ্ঞা। লূক ১৬; ২৪।

৪। জল ফল ধারণের শক্তিদায়ী। আত্মাও তাদৃশ। সক্কেয় পরিবর্ত্তিত হইয়া আপন সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দরিদ্র-দিগকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন। লূক ১৯; ৮। আদিম খ্রীষ্টীয়ানেরাও প্রেরিতদের চরণে আপনাদের ধন সম্পত্তি আনিয়া দিতেন। প্রেরিত ক্রি, ৪; ৩৭।

৫। জল দ্রবকারী। আত্মাও তাদৃশ। গীত ৬৫; ১০। জল মৃত্তিকাকে দ্রব করিয়া চাষের জন্য প্রস্তুত করে। শৌল কঠিনহৃদয় হইলেও, পরিবর্ত্তনদিনে অতি দ্রব হইয়াছিলেন। প্রেঃ ৯; ৬। পিতরের বক্তৃতায় একেবারে ৩,০০০ লোকের হৃদয় দ্রব হইয়াছিল। প্রেরিত ২; ৩৭।

৬। জল সকলেরই বিনামূল্যে ও সহজে প্রাপ্য। পবিত্রআত্মাও সেই রূপ। যিশা ৫৫; ১। "যে কেহ পিপাসিত হয় সে জীবনজলের নদীর নিকট আইসুক।" শেষে সমুদয় প্রাণীর উপর আত্মা সেচিত হইবেন। যোয়েল ২; ২৮। যিশা ৪৪; ৩।

৭। জল অগ্নি নির্ব্বাণকারী। আত্মা দ্বারা গর্ব্বাভিমান ও ইন্দ্রিয়সন্তাপ নির্ব্বাণ হয়। আত্মাপ্রাপ্ত লোকে নিতান্ত নম্র ও চূর্ণহৃদয় হইয়া জীবন ধারণ করেন।

রাত্রি কত?

"কেহ ডাকিয়া কহিতেছে, প্রহরি, রাত্রি কত? প্রহরি, কত রাত্রি হইয়াছে? প্রহরী উত্তর করিল, প্রাতঃকাল আইসে, রাত্রিও আইসে, যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিও।" যিশায়াহ ২১;১১-১২।

এই পদোক্ত প্রহরী যিশায়া দৈববাদী ইদোমের দুর্দ্দশা-নিশির বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া কেমন কৌশলে জিজ্ঞাসককে উত্তর দিতেছেন। স্পষ্ট কথা কিছুই কহিতেছেন না। দুঃখের উপশম হইবে। আবার দুঃখনিশি আসিবে। কিন্তু কবে দুঃখনিশি একেবারে প্রভাত হইবে, তাহা তিনি প্রাণান্তেও বলিবেন না। জিজ্ঞাসা করিতে চাও, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিও; আমি কিন্তু সেই একই কথা বলিব, প্রাতঃকাল আসিবে, রাত্রিও আসিবে। কিন্তু এখন কত রাত্রি, তাহা আমি বলিতে পারি না, পারিলেও বলিব না। প্রহরীর কথার ভাবে বোধ হয়, জিজ্ঞাসক অনুমানে ইহাই বুঝিয়া লইতেছে, আমাদের দুঃখনিশির এখনও কিছুই যায় নাই, প্রায় সমুদয় অংশই অবশিষ্ট রহিয়াছে। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট দুঃখ-পরিমাণের এখনও অনেক বাকি আছে। হায়, কি পরিতাপ! এত ভুগিয়াও আশাসূচক উত্তর পাইলাম না, এখনও নিশি আবার আসিবে, প্রভাত হইলেও আবার রাত্রির আগমন হইবে!

আমরা এই ইদোমকে সমুদয় জগতের নিদর্শন বলিয়া ধরিতে পারি। ইদোমের ন্যায় সমগ্র জগতের সুখ-দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া দেখা দিতেছে। জগৎ কিম্বা খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস পাঠে জানা যায়, প্রথমাবধি এই বিভাগ কতই না দুঃখ কতই না যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুঃখনিশি [illegible]রূপ প্রভাত হইতেছে, পুনরায় সেই [illegible] নিশি আবার ভয়ঙ্কর বেশে উপনীত হইয়া সমুদায়ই অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলিতেছে। এখন রাত্রি কত, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আর কত বার প্রভাত হইবে, কতবারই বা আবার রজনী ফিরিয়া আসিবে, আবার মুলে সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইবই কি না, তাহাই বা কি রূপে জানিব। এখন আর সেই প্রহরী যিশায়াহ জীবিত নাই। থাকিলেও তিনি সঠীক সম্বাদ দিতে পারিতেন না, কারণ পুরাতন নিয়মের প্রহরী বর্ত্তমানকালের সঠীক সম্বাদ দিতে সক্ষম ছিলেন না। পুরাতন নিয়মীয় প্রহরীর নিকট আমরা ইহার সঠীক সম্বাদ পাইতে পারি না বটে, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্র গুণে [illegible]বান ত্রিকালজ্ঞ প্রহরী আমাদের জন্য নিযুক্ত আছেন। এখন রাত্রি বা বেলা কত, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি সমু-[illegible]ঠিক সম্বাদ তোমায় বলিয়া দিবেন। আজি ১৯[illegible] বৎসর হইল,

এক ব্যক্তি রাত্রি কত, জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ ত্রিকালজ্ঞ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান দর্শক আমাদের প্রভু যেশু উঁহাকে সমুদায়ই জানাইয়াছিলেন। এমন কি স্বয়ং স্বর্গে লইয়া গিয়া তৎকালাবধি যুগান্ত পর্য্যন্ত তাবৎ জগতের ও মণ্ডলীর অবস্থা উঁহাকে চাক্ষুষ দর্শন করাইয়াছিলেন। তিনি আপনি সাক্ষ্য দিয়া কহেনঃ—"আমি নিরীক্ষণ করত দেখিলাম, স্বর্গে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে; তাহাতে আমার সহিত আলাপকারী ব্যক্তি আমাকে কহিলেন, এই স্থানে উঠিয়া আইস; ইহার পরে যাহা যাহা ভবিতব্য তাহা আমি তোমাকে দেখাই।" (প্রকাশিত ৪; ২।) ইহা কহিয়া তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তাবৎ ব্যাপারই উঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন। যোহন তৎসমুদায় স্বচক্ষুতে দেখিয়া প্রকাশিত দৈববাণী গ্রন্থে লিখিয়া যান। তিনি পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, যে রত্নভাণ্ডার আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই, আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি রূপ, অল্পায়াসে বুঝিতে সক্ষম হইতে পারি। খ্রীষ্ট মৃত হইয়াও জীবিত রহিয়াছেন, তোমার সম্মুখেই যেন অদৃশ্য ভাবে দণ্ডায়মান আছেন। এখন কেহ যদি উঁহাকে ডাকিয়া বলে, প্রহরি রাত্রি কত? তিনি অমনি প্রকাশিত দৈববাণী গ্রন্থখানি খুলিয়া তোমার সম্মুখে ধরিবেন। তুমি অল্প মাত্র মনোযোগ সহ আলোচনা করিলেই প্রকৃত উত্তর তাহা হইতে পাইতে পারিবে। এই গ্রন্থে যোহনের স্বর্গারোহণ সময় অবধি যুগান্ত পর্য্যন্ত তাবৎ ব্যাপার সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমি এখন কোথায় দণ্ডায়মান, রাত্রি কত, বেলাই বা কত, কতবার রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, রাত্রিই বা আবার কতবার আসিয়াছে, এক জন ধ্যানপরায়ণ চিন্তাশীল খ্রীষ্টীয়ান সামান্য পরিশ্রমেই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন। ফলতঃ ভক্তের ন্যায়চক্ষুতে সুসমাচার চতুষ্টয় যেরূপ আদরের ধন, ও নিত্য পাঠ্য, এই প্রকাশিত দৈববাণী গ্রন্থও তাদৃশ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও সুখপাঠ্য সন্দেহ নাই। তবে যে কতকগুলি সঙ্কীর্ণমনা খ্রীষ্টীয়ান এই গ্রন্থখানি একেবারেই স্পর্শ না করিয়া উহাকে নিতান্ত অপদার্থ করিয়া তুলেন, ইহা নিতান্ত আলস্য ও মস্তিষ্ক-শূন্যতার লক্ষণ সন্দেহ নাই। ইহা যদি নিতান্ত দুরূহ ও অপাঠ্য হইত, তাহা হইলে আদিম ভক্ত খ্রীষ্টীয়ানেরা ইহাকে শাস্ত্র-কানোনের মধ্যে স্থান দিবেন কেন? প্রথম তিন শতাব্দীর খ্রীষ্টীয় সাক্ষীগণ এতৎ পাঠে কতই না শান্তি লাভ করিতেন। তুমি আপন অধিকার মধ্যে ইহা পাঠ করিতে দেও, বা নাই দেও, অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাও যে ত্রাণার্থ আবশ্যক বিষয়ে পরিপূর্ণ, ইহা নিঃসন্দেহে চিরদিন বলিতে থাকিব। বাস্তবিকই, এই গ্রন্থখানিও সুসমাচার বলিয়া গ্রহণীয়; সুসমাচারে সূত্রধর দুঃখপরিচিত মানবের মুখে জগতের ভাবী অবস্থা শুনিয়া থাক, ইহাতে সিংহাসনারূঢ় রাজাধিরাজের মুখে তাহাই শুনিতেছ; এইমাত্র প্রভেদ, আর কিছুই নহে।

পাঠক, আমরা এই গ্রন্থ হইতে কোন্ সময়ে রাত্রির কোন্ প্রহর গত হইয়াছে, এখনই বা রাত্রি কত, ক্রমান্বয়ে আপনাদের সম্মুখে খুলিয়া দেখাইব; দেখিবেন, এতৎ পাঠে ইহজীবনে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কতই না অনির্ব্বচনীয় প্রীতি ও আশার সঞ্চার হইতে থাকিবে।

যোহন স্বর্গে একটী দ্বার দেখিতে পাইলেন, তাহা দিয়া স্বর্গধামের তাবৎ প্রতাপ ও শোভা নয়নগোচর করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে জগতের ভাবী সুখদুঃখের ঘটনা পরম্পরাও তাঁহার দৃষ্টিপথারূঢ় হইল। প্রথমেই দেখিলেন, ঈশ্বরের পুত্র সুসমাচার-প্রতাপে সুশোভিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। ঐ দেখ, তাঁহার রূপ সূর্য্যকান্ত ও সার্দ্দীয় মণির সদৃশ। সূর্য্যকান্ত মণি নির্ম্মল, লোহিত বর্ণ, ও দীপ্তিময়। তিনি নিষ্পাপ, ও দীপ্তিময়, ঈশ্বর। কৃষ্ণবর্ণ শয়তানের, ও লোহিতবর্ণ ঈশ্বরের শোভা। আবার তাঁহার রূপ সার্দ্দীয় মণির সদৃশ। সার্দ্দীয় মণি মাংসবর্ণ—ইহাতে তাঁহার মাংস ধারণ বুঝায়; এই দেখ, এই স্থানে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের একত্র সমাবেশ; ইহাই কি সুসমাচারের মূল মন্ত্র নহে! আবার দেখ, ঐসিংহাসনের উপর তাঁহার মস্তকের উপর, একটী মেঘধনুক, উহা সিংহাসনটী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মেঘধনুক বৃষ্টির জলে সূর্য্যকিরণ সম্পাতে উৎপন্ন, আর জলপ্লাবন না হইবার নিদর্শন, শান্তি সংস্থাপনের আদর্শ। যীশু শান্তিরাজ, তিনি সিংহাসনারূঢ়, তাঁহার মস্তকোপরি ঐ শান্তির প্রত্যক্ষমূর্ত্তি বিদ্যমান; খ্রীষ্টীয়ান! আর ভয় নাই, তোমায় আর প্রলয়ে পড়িতে হইবে না, ঐ মেঘধনুক তাঁহার অভয়চিহ্ন, উহার উৎপত্তি দেখ, বৃষ্টি ও সূর্য্যকিরণ, অশ্রুপাত ও বিজয় যশঃ। গেৎশিমানী ও পুনরুত্থান! সূত্রধর ও স্বর্গরাজ, এই দুই বৈপরীত্য সংযোগে তোমার পরিত্রাণ, অনন্ত জীবনের অঙ্গীকার। উহা চিরদিনই তাঁহার সিংহাসন বেষ্টন করিয়া থাকিবে। আবার উহা মরকত মণির আভাবিশিষ্ট। মরকত হরিৎবর্ণ। হরিৎবর্ণ ই নয়নের আনন্দজনক; চক্ষুর উপকারের জন্য ইহার সৃষ্টি। প্রাকৃতিক দ্রব্যের অধিকাংশই এই বর্ণযুক্ত, ইহাকে জগতের জীবন বলিলেও বলা যায়। লোহিত প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণগুলি মানবচক্ষুর অসহ্য। ঈশ্বরের মহত্ত্ব, ন্যায়পরতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও ক্রোধ কি মনুষ্য সহ্য করিতে পারে? তাহার দুর্ব্বল দৃষ্টির পক্ষে ঈশ্বরত্ব নহে, মনুষ্যত্ব বর্ণ ই সহনীয়। তাই যীশু হরিৎ অর্থাৎ সহনীয় বর্ণ মনুষ্যত্ব ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই মানববর্ণ ই এখনও তাঁহার মস্তকোপরি মেঘধনুতে শোভমান। চিরদিনই এই বর্ণ তাঁহাতে থাকিয়া মানবকুলের নয়নে আনন্দ সেচন করিবে।

পাঠক! ইহাই স্বর্গের রমনীয় ও দর্শনযোগ্য ছবি! খ্রীষ্টের রাজকিরীট ক্রূশের দীপ্তিতে দৃশ্য, তাঁহার সিংহাসন কালবেরীর দীপ্তিতে অবস্থিত, পুনঃপ্রাপ্ত পারাডাইস গেৎশিমানীর শোভায় সুশোভিত। একটী আর একটীর সহিত অচ্ছেদ্যসূত্রে সংগ্রথিত। একটী লাভ

করিতে গেলেই অপরটীতে টান পড়িবে। কিরীট চাও, ক্রুশের নিকট যাও; সিংহাসন চাও, কালবেরীতে চল, পারাডাইস চাও, গেৎশিমানীতে প্রবেশ কর।

সংবাদাবলি।

এস, পি, জি, সোসাইটীর সেক্রেটরী রেভ, জি, বিলিং সাহেব কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রেভ, রাইকার্ড সাহেব মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন। বিলিং সাহেব অনেক বৎসর ধরিয়া মান্দ্রাজ অঞ্চলে কার্য্য করিয়াছেন। মিসন কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। ভরসা করি তাঁহার অভিজ্ঞতা অনেক কার্য্যে আসিবে।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, দানাপুরের চ্যাপলেন রেভ, ফ্রান্সিস হরটনের মৃত্যু হইয়াছে। হরটন সাহেব ১৮৮৩ সালে বিলাত হইতে এ দেশে আসেন। তিনি গবর্ণমেন্ট চ্যাপলেন হইলেও মিসন কার্য্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টান্বিত ও উদ্যোগী ছিলেন। তিনি উদার ও উচ্চ প্রকৃতির লোক ছিলেন। এমন লোক যত এ দেশে আগমন করেন, ততই মঙ্গল।

রেভ, ফেণ ও রেভ, বারটন সাহেব মণ্ডলী সংক্রান্ত গোলযোগ মিটাইবার জন্য চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটী কর্ত্তৃক সিংহল দ্বীপে সম্প্রতি প্রেরিত হন। দুই মাস হইল তাঁহারা বিলাত প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কি অসাধারণ কার্য্য করিয়া গেলেন, তাহা এখন প্রকাশ পায় নাই। বিশপ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ফেণ সাহেব কেথিড্রেলে প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু বারটন সাহেব সেন্ট পল উপাসনালয়ে প্রচার করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহার কারণ কি?

চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটী বাঙ্গালা প্রার্থনা-পুস্তক সংশোধনের ভার রেভ, ডা, বোমান সাহেবকে অর্পণ করিয়াছেন। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রার্থনাপুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই প্রার্থনা-পুস্তক বোমান সাহেব সংশোধন করিবেন! হা, পোড়া কপাল! মিসন ক্ষেত্রের কর্ত্তৃপক্ষদের লীলা মর্ত্ত্যের বুঝা ভার। আরও যে কত দেখিতে হইবে জানি না! 'কালে বাণু পণ্ডিত হলো।'

পেন্‌শন্ ফণ্ড সম্বন্ধে যে একটী সারগর্ভ ও শিক্ষাপূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইল, তাহা পাঠকবর্গের মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। ইতিপূর্ব্বে আমরা নিজে এই উৎকৃষ্ট ফণ্ডের এত দূর উন্নত অবস্থা জানিতাম না, ইহা যে অকাট্য যুক্তি পূর্ণ লেখা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। ভরসা করি দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান মাত্রেই এই ফণ্ডের অশেষ উপকারিতা জানিয়া ইহাতে চাঁদা দিতে সত্বর আরম্ভ করিবেন। ইহার অবস্থা সর্ব্ব বিষয়ে সন্তোষজনক।

উত্তর—না, "আমরা আপনার দিকে চাই না খালি, পরকে বলি টেবো গালী।

পরের দোষ দেখাইয়া পরকে বিদ্রূপ করিয়া বিশ্বমণ্ডলের উন্নতিসাধন করাই যে তোমাদের ব্যবসায়? ইহাই কি প্রেমের কার্য্য?

উত্তর—না তো কি, আমাদের প্রেমের ঢলাঢলি চিরকাল এই রকমই তো! আমাদের সে দিনকার মহাসভায়ও তো তাই দেখিয়া গিয়াছ।

তবে সে দিন তাঁরে এত গালাগালি দিলে কেন?

উত্তর—যখন যেমন তখন তেমন। "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ।"

প্রেরিত পত্র।

প্রেরিত পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে।

প্রবাসী সম্বন্ধে গুটিকতক কথা।

মান্যবর মহাশয়, বিগত ১লা জুনে ৩৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে 'প্রবাসী' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার জন্মলগ্নেই পরিচয় পাইয়া আমরা ক্ষুণ্ন হইয়াছি। কারণ ইহাকে যে নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা সার্থক হয় নাই; ইহা পাঠ করিয়া "প্রবাসী" বোধ না হইয়া এক জন ঘোর কলহপ্রিয় বলিয়া ধারণা হইয়াছে। যদি প্রবাসীকে দেখিয়া প্রবাসী জ্ঞান না হইল, যদি ছদ্মবেশী বোধ হইল, তবে প্রবাসী নামের সার্থকতা কি? 'প্রবাসীর লক্ষণ কি? প্রবাসী পাঠ করিয়া বুঝিলাম, ইনি তীব্র কটাক্ষে অন্যকে হীনপদস্থ করিয়া আপনি সম্মানিত হইতে চাহেন। যিনি সম্মানের আকাঙ্ক্ষী—যিনি যশের প্রার্থী—তিনি কি প্রবাসী? ইনি কি "শত মারী ভবেৎ বৈদ্য" হইতে চাহেন? সেই আশয়ে বুঝি কয়েক খানি পত্রিকাকে আক্রমণ করিয়াছেন? বীরত্ব কি প্রবাসীর লক্ষণ? ভূমিষ্ঠ হইয়াই—আঁতুরে গন্ধ না যাইতেই—সমাজে প্রকাশিত না হইতেই অপরকে আক্রমণ? গর্ব্ভাগারেই বুঝি ইনি ঈর্ষা বৃত্তিতে পূর্ণগর্ব্ভা হইয়াছিলেন, নতুবা জন্মমাত্রেই সেই বৃত্তি চরিতার্থ করিবার লক্ষণ দেখাইলেন কেন? বোধ হয়, প্রবাসী প্রকারান্তরে আপন মনোভাব প্রকাশ করিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু মার্জ্জার সুলভ স্বভাবে ঢাকিতে পারেন নাই, স্পষ্টই "সঞ্জীবনী" "প্রহরী" "বঙ্গ" "বান্ধব"কে আক্রমণ করিয়াছেন প্রবাসী! আপনি কি বাস্তবিক প্রবাসী? মনোব্যথা দেওয়া, বিবাদ করা কি আপনার লক্ষণ? "যাঁদের মধ্যে চিরবিবাদ তাঁহারাই আবার বন্ধু বান্ধব নামে অভিহিত হয়েন।" আপনি বাকী রাখিলেন কি? আপনার নামের যোগ্য ব্যবহার হইয়াছে? আরে ছি! অগ্রে প্রবাসী নামের অর্থ জ্ঞান হউক পশ্চাৎ এই নাম ধারণ করিবেন। ছদ্মবেশী থাকিলে এই নাম "কল্পিত" "বৃথাচিত্তরঞ্জন" "প্রকৃত," "সারগর্ব্ভ" ইহাদের কোনটাই বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। আপনাকে প্রবাসীর ন্যায় দেখাইলে ভাল হইত; বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করিয়া ভাল করেন নাই, "আত্মছিদ্রং ন জানামি, পরছিদ্রং পদে পদে" এই

বচনের সার্থকতা করিয়াছেন কি? প্রবাসীর লক্ষণ গুলি যদি বুঝাইয়া দেন, তবে চিনিতে পারিব আপনি কি রূপ প্রবাসী।

'প্রবাসী, এই নাম ভয়ঙ্কর" আপনার নামে, আপনি ভীত হইয়া প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ভয়ের কারণ এই প্রবাসী চিরস্থায়ী নহে, অতএব প্রবাসী এই আছে এই নাই। "প্রবাসীও" থাকিবে কি না, সন্দেহ; কেননা প্রবাসী, থাকিবার নহে, যাইবেই যাইবে।

প্রবাসীর উদ্দেশ্য কি, ভাল বুঝিতে পারিলাম না। "একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে পারিলে খ্রীষ্টীয়ান সমাজের ভ্রাতা ভগিনীগণের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের পক্ষে কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইতে পারে।" যদি তাহাই সত্য হয়, তবে ত অনেকগুলি সংবাদ পত্র আছে; সেগুলির অপরাধ কি? "প্রবাসী" আসিবার প্রয়োজন কি? সে গুলি অপেক্ষা প্রবাসীতে এমন কি প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে যাহার অভাব সে গুলিতে পূরণ হইতে পারে না? প্রথম সংখ্যা প্রবাসীতে কি সারগর্ভ ও উন্নতি বিধায়ক প্রবন্ধ আছে খুঁজিয়া পাইলাম না। শিখিলাম, অপরকে আক্রমণ; একডিগ্রী উন্নতি বটে!! "শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ" যদি সে গুলির উন্নতি সাধনে তৎপর হইতেন, তবে খ্রীষ্টীয় সমাজের উপকার দর্শিতে পারিত। বলি, "শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ" কি সেগুলির গ্রাহক? সেগুলি কি পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন? সে গুলিতে অভাব কি? তাহার অভাব গুলি তাহাতে পূরণের চেষ্টা কি ভাল হইত না? তাহা হইলে "শিক্ষিত ভ্রাতৃগণের" সম্মানের বুঝি লঘু কমী হইত? সংবাদ পত্র প্রকাশে কি উন্নতি হয়? যদি কেহ গ্রাহক নহেন, যদি কেহ পাঠ না করেন, তবে কি শিক্ষা লাভ হয়? গ্রাহক! গ্রাহক!! চীৎকারে শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া ইতিপূর্ব্বে অনেকেই তিরোহিত হইয়াছেন। আপনিও ত প্রথম সংখ্যাতেই গ্রাহক, গ্রাহক, ডাক ছাড়িয়াছেন, এই কি উপকার না ব্যবসায়? যখন গ্রাহক লইয়া টানাটানি, তখন নূতন সংবাদ পত্রের আবির্ভাব কেন? ও! বটে! "পাক্ষিক পত্র," একটী অভাব "নামে" পূরণ বটে। সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ও মাসিক। যখন মাসিকের গ্রাহক কম, তখন পাক্ষিকের গ্রাহক যে বেশী হইবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। সংবাদস্তম্ভে দেখিলাম "ইহাদের মধ্যে খেপু মরজী নামক গ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তিও প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" যদি প্রধান বলিয়া সম্মানার্থ ইহা লিখিত হইয়া থাকে, তবে "মরজী" লেখা হইয়াছে কেন? তিনি কি আপ[illegible] নাম ঐ উপাধিতে লিখিতেন? এক্ষণে [illegible] ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ আপ[illegible]য়িত হইবেন? আপনার কাহারও [illegible] ইহা লিখিত হইলে কি সন্তুষ্ট হইতে[illegible] তাঁহার কি পদবী ছিল না? তিনি [illegible] কাল পূর্ব্বে ঐ কার্য্য কিছু দিন করি[illegible] ছিলেন বলিয়া গ্রামে কেহ কেহ কথো[illegible] কথনে উহা ব্যবহার করিয়া থাকে ব[illegible] কিন্তু যখন দেশ বিদেশ তাঁহার [illegible] প্রকাশিত হইল, তখন উহা লেখা [illegible] ভাল হইয়াছে? আমরা তাঁহাকে [illegible] প্রচারক বলিয়া জানি, এই কি তাঁ[illegible] সম্মান। প্রবাসী আপনি সম্মানিত [illegible]বেন, ইহারই চেষ্টা; কিন্তু অপরের [illegible] করিলে নিজের গৌরব বৃদ্ধি হয়, ইহা [illegible] জানেন না?

"প্রবাসী সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু-বাহুল্য ভয়ে এবং "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে 'প্রবাসীর' একটী অবয়ব সম্পূর্ণ নূতন হইবে।" দেখিবার আশায় এইখানেই বিদায় হইলাম। আপনি কি প্রবাসী?

বশম্বদ
শ্রীরাখাল দাস সরকার।

"প্রস্তুত হও !"

১

বিদেশি! প্রস্তুত হও, মরিবে কখন!
এই আছে, এই নাই, অলীক জীবন॥
জন্মিলে মরণ আছে, জানিও নিশ্চয়।
অনর্থ সংসার মধ্যে তব অভ্যুদয়॥
অই দেখ, মহাকাল বিস্তারিয়া কর।
গ্রাসিতে তোমার প্রাণ আসিছে সত্বর॥
প্রবাসি! প্রস্তুত হও; যাবে রে জীবন;
করাল কবলে কাল গ্রাসিবে কখন॥

২

বিদেশি, প্রস্তুত হও; নিশ্চয় মরণ!
দিনেক দুদিন আছে তোমার জীবন॥
সংসার সরাই মাত্র, কত আসে যায়;
তব অগ্রে কত জন এসেছে হেথায়॥
াঙ্গালীখ্রীষ্টান আর সাহেব ফিরিঙ্গী।
হচর সহচরী কত নন্দী ভৃঙ্গী॥
ত লীলা কত রঙ্গ করি প্রদর্শন।
যে সে কালের গ্রাসে দিয়াছে জীবন॥

৩

'দশি! প্রস্তুত হও; ভাব একবার।
কয় কালের হাতে মরণ তোমার॥
 শশী গ্রহ আদি করিবে প্রস্থান।
হিং শ্বাপদ জীব ক্ষুদ্র বলীয়ন॥
ধার সম তব জীবন চপল!
ময়" পদার্থ তুমি "প্রাণিক" কেবল॥
সী! প্রস্তুত হও; মরিবে কখন।
াণিক" জন্তুর সম যাইবে জীবন॥

৪

বিদেশি, প্রস্তুত! সাধ হিত আপনার;
পরছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত কেন আর?
প্রবাসীর নামে কেন নিবাসীর কাজ!
গাড়ী ঘড়ী চেন! একি প্রবাসীর সাজ?
সংসার বাসনা রাশি হৃদয় আগারে;
গাড়িতেছ পাকা ভিত পর অধিকারে!
এসব ঐহিক চিন্তা করি' বিসর্জ্জন।
প্রস্তুত, প্রস্তুত হও, প্রবাসি সজ্জন!

৫

প্রবাসি! প্রস্তুত হও; সাধ নিজ হিত।
যাবেনা বান্ধব বন্ধু তোমার সহিত।
মরিতে প্রস্তুত! লেখা দেখছ কোথায়?
ইতর জন্তুর সম ত্যজিব ধরায়?
প্রস্তুত হয়েছি; কিন্তু কিসের কারণ?
করিব কি মহাশত্রু যমে আলিঙ্গন?
"স্বর্গীয় ব্যক্তির মূর্ত্তি" করেছি ধারণ,
"আত্মিক জীবন" খ্রীষ্টে পেয়েছি যখন॥

৬

প্রবাসি! প্রস্তুত হও মরণের তরে।
আমিও প্রস্তুত যেন হেরি ত্রাণেশ্বরে॥
আশা মম মরিব না, হেরিব তাঁহায়।
আসিছেন মম নাথ লইতে আমায়॥
প্রদীপ জ্বালিয়া আছি তাঁর অপেক্ষায়।
সহসা মগন হই যদিও নিদ্রায়—
জাগিব তোমার আগে জানিও নিশ্চয়;
শূন্যে সে নাথের সহ হবে পরিচয়!

L. N. Dass.

৩খণ্ড, ১১সংখ্যা।　　　　জুলাই, ১৮৮৫।

বঙ্গবন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন)

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

ইমদাদ আলির লেন ৮নং, হইতে প্রকাশিত।

১৮৮৫।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী সেপ্টেম্বর হইতে বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র স্থির করা গেল। মফঃস্বলের গ্রাহকগণকে পৃথক ডাকমাশুল দিতে হইবে না।

বঙ্গবন্ধু যাহাতে ঠিক সময়ে প্রকাশ ও সাধারণের গোচর হয়, এবং সর্ব্ব সাধারণের উপকার দর্শে, তাহার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টান্বিত আছি। দুই একবার বিলম্ব প্রযুক্ত পাঠকগণের নিকটে আমরা বিশেষ অপরাধী আছি। সুহৃদ পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে এমন আর না হয়, তজ্জন্য আমরা যার পর নাই চেষ্টা করিব।

বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ্ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিটিপত্র সম্পাদক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষের নামেপাঠাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য, প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একবারে অধিক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

যাঁহারা নিয়মিত রূপে বঙ্গবন্ধু এতাবৎ কাল পান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জ্ঞাত করিবেন।

শ্রী আর দত্ত।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৩য় খণ্ড।] ১লা জুলাই ১৮৮৫। [১১শ সংখ্যা।

উদ্দীপনা।

পাঠক, খ্রীষ্ট পুনরাগমন করিতেছেন, ইহা কি বিশ্বাস কর ?

তিনি আসিবেন, নিজেই বলিয়াছেন (যোহন ১৪ ; ৩) ; তাঁহার বাক্য নিত্যস্থায়ী (পিতর ১ ; ২৫), কারণ তিনি স্বয়ং সত্য স্বরূপ (যোহন ১৪ ;৬।

তিনি আসিবেন, দূতগণ বলিয়াছেন। "যে য়েশু—তদ্রূপে পুনর্ব্বার আগমন করিবেন" (প্রেরিত ১; ১১) ; খ্রীষ্টের প্রথম আগমন সময়ে দূতগণের কথায় কেহ ভুল বুঝে নাই। লূক ১; ২৬-৩৮। ২ ; ৪-১৮। দ্বিতীয় আগমন সম্বাদেও ভুল বুঝিতে হইবে না।

তিনি আসিবেন, পবিত্রআত্মা দৈববাদী ও প্রেরিতদের প্রমুখাৎ পুনঃ পুনঃ ইহা কহিয়াছেন। ১যিশ ৪; ১৬। ইব্রীয় ৯ ;২৮। ১০; ৩৭ ইত্যাদি। এরূপ অভ্রান্ত সাক্ষ্য সম্বলিত ঘটনা আমাদের পক্ষে কতই না গুরুতর ! ভাবিয়া দেখ।

তাঁহার প্রথম আগমনে জগৎ তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে ; তিনি ঘৃণিত নাসারীয় বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু যখন পুনরাগমন করিবেন, তখন

"পরম ধন্য, একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীদের রাজা, ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু" হইয়া আসিবেন। ১তীম৬;১৪-১৫।

তিনি আপন প্রতাপ-সিংহাসনে বসিতে আসিতেছেন (মথি ২৫ ; ৩১)। আপন বিশ্বাসকারী সকলেতে গৌরবান্বিত হইতে (২থিস ১ ; ১০), এবং ন্যায় ও বিচারে পৃথিবীর সমুদয় জাতির শাসন করিতে আগমন করিতেছেন। গীত ২ ; ৯। যিশা ৯ ; ৬-৭। প্রকাশ ২ ; ২৫-২৭।

আহা! সেই সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট রাজার দর্শনলাভ কতই না গৌরবের বিষয়! যিশা ৩৩ ; ৩৭।

হে নাম-খ্রীষ্টীয়ান পাঠক, মনে রাখিও, সেই ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রাণকর্ত্তাই তোমার এক মাত্র পরিত্রাণ ও ভরসাস্থল।

অনুরোধ করি, "পুত্রকে চুম্বন কর," পাছে পথে বিনষ্ট হও। যাহারা তাঁহাতে ভরসা রাখে, তাহারাই ধন্য ; গীত ২ ; ১২। যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণটী হারাও, তোমার লাভ কি? মথি ১৬ ; ২৬, ২৭। খ্রীষ্ট আসিতেছেন ; কিন্তু কবে, কোন্ সময়ে আসিবেন, কিছুই জানি না। মথি ২৫ ; ১৩। তিনি যদি এখনই আইসেন, কি করিবে? তিনি কি তোমায় নিষ্কলঙ্ক, দোষরহিত, ও শান্তিপ্রাপ্ত দেখিতে পাইবেন? ২পিতর ৩ ; ২৪। না, পৃথিবীতে যে সকল ভয়ঙ্কর উৎপাত ঘটিবে, তাহা ভুগিবার জন্য এখানে পড়িয়া থাকিবে (লূক ২১ ; ২৫—২৬)? তখন খ্রীষ্টের বাগ্‌দত্তা ভার্য্যা তাঁহার সহিত পরিণয় সুখ সম্ভোগার্থ শূন্যে গমন করিয়া সেখানে অবস্থিতি করিবেন (লূক ২১ ; ৩৬। ১থিস ৪ ; ১৭।)। তুমি কি সে সময়ে—খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তিতে (২থিস ১ ; ৭-১০)—শোক করিতে থাকিবে (মথি ২৪ ; ৩০)? পর্ব্বত ও শৈল সমূহকে আপনাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে নিবেদন করিবে? প্রকাশ ৬ ; ১৬।

"ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হও!" এই গম্ভীরবাণী ইস্রায়েলের প্রতি উক্ত হইয়াছিল (আমোষ ৪ ; ১২।)। ফলে তাহারা কেবল নহে, আমাদের প্রত্যেকেই, যিহুদী বা ভিন্নজাতীয় যিনিই হউন না কেন, হয় প্রসাদ না হয় দণ্ডাজ্ঞার সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য।

অতএব, আমরা খ্রীষ্টের দূতস্বরূপে তোমায় অনুরোধ করিতেছি—তুমি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও (২ কর ৫ ; ২০।)। এখনই গ্রাহ্যযোগ্য সময়, এখনই পরিত্রাণের দিন! ২কর ৬ ; ২। লূক ১৪;৩১-৩৩। বিনয় করি, অনুতাপ কর, মন ফিরাও, তাহাতে তোমার পাপ মোচন হইবে (প্রেরিত ১০ ; ৪২; ৪৩। ১৭; ৩০,৩১)। তাহা করিলে তুমি "জীবনময় সত্য ঈশ্বরের সেবা, ও স্বর্গ হইতে তাঁহার পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে" প্রত্যাবৃত্ত হইবে, (১থিস ১ ; ৯ ১০) ; এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক দেখাইতে পারিবে। ১থিস ৩ ; ১৩।

হে আসল খ্রীষ্টীয়ান পাঠক,-খ্রীষ্টের পুনরাগমন চিন্তায় তোমার পবিত্র জীবন উদ্দীপ্ত হউক! "তাঁহার উপরে এইআশা যে কাহারও আছে, তিনি আপনাকে তাঁহার ন্যায় শুদ্ধ করেন, কেননা তিনি শুদ্ধ।"

১যোহন ৩; ২-৩। "জানিও, তোমাদের জীবন স্বরূপ খ্রীষ্ট প্রত্যক্ষ হইলে, তাঁহার সহিত তোমারাও যেন সপ্রতাপে প্রত্যক্ষ হও, এই হেতু পৃথিবীস্থ আপন আপন অঙ্গগুলিকে মৃত্যুসাৎ করিতে হইবে।" কলস ৩; ৪,৫।

চিত্তশুদ্ধির জন্য যত্ন ও প্রার্থনা কর; তাহা হইলে, তিনি যাদৃশ আছেন, তাদৃশ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। মথি ৫; ৮। ১যোহন ৩; ২-৩। শাস্ত্রবাণী তন্ন তন্ন করিয়া দেখ; তাহাতে তদ্দ্বারা শুচি ও পবিত্রীকৃত হইতে পারিবে। (ইফিস ৫; ২৬।) তাহা হইলে তোমার দেহ আত্মা প্রাণ সকলই প্রভু যেশু খ্রীষ্টের আগমনে নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষিত হইবে। ১থিস ৫; ২৩।

এই পুনরাগমন বিষয়ক আলোচনাকে "বকামী" মনে করিয়া অবহেলা করিও না। মনে কর, মোশী, দায়ূদ, যিশায়, যিরিমিয়, দানিয়েল, সিখরীয় প্রভৃতি অনেকানেক দৈববাদী ও প্রেরিতবর্গ খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে বিশ্বাস করিতেন। দ্বিতীয় বিব ৩৩;২। গীত ১০২; ১৬। যিশা ৫৯; ২০। ৬০; ১। যিরি ২৩;৫-৬। দানি ৭;১৩। সিখ ১৪;৪-৫। প্রেরিত ১৫;১৫-১৭।

এসম্বন্ধে কেহ কেহ দিনধার্য্য ও অপরাপর ভ্রম ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া ইহার অপব্যবহার করিয়াছে, স্বীকার করি; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে একেবারেই আলোচনার অযোগ্য, . ইহা বলিতে পারিতেছি না। তাবৎ সত্যেরই তো অপব্যবহার আছে! তাই বলিয়া কি সত্যের আলোচনা একেবারে বন্ধ করিতে হইবে?

কেহ বলিতে পারেন, সে যাহাই হউক, আমার পক্ষে ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। অনেক আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, এই আগমন শব্দে অধিকাংশ স্থলে মৃত্যু বুঝায়, আমি যদি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি, ইহাই যথেষ্ট, অধিক মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। এই মতের অধিকাংশ কল্পনা ও অনুমানপূর্ণ, আমি তাহা বিশেষ ফলদায়ক মনে করি না; বিশেষতঃ আমার বিশ্বাস, ইহা লইয়া এত অধিক ব্যস্ত হওয়া দূষণীয়!—

ভ্রাতঃ, তুমি একা নহ, অনেকেই, এমন কি যাঁহারা আপনাদিগকে "খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গ," ১কর ১২; ১২-২৭ এবং "সতীকন্যা রূপে সেই একই পাত্র খ্রীষ্টের সহিত বাগ্দত্তা ও তাঁহার হস্তে সমর্পিত" (২কর ১১; ২) বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদেরও অনেকে এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। খ্রীষ্টবর যে আপনার ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পুনরাগমন করিতেছেন, এই বহুমূল্য শিক্ষা তাঁহারা রূপক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দুই এক কথায় সারিয়া দেন। যোহন ১৪; ৩। ইফিষ ৫; ২৩,৩২।

মিত্র, এই সান্ত্বনাপ্রদ সত্য হইতে আপনাকে বঞ্চিত হইতে দিও না। একটী পেনসিল লইয়া, ধর্ম্মপুস্তকে এতৎসম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ আছে, তাহা লইয়া একটী কাগজে একত্র কর। দেখিবে, শাস্ত্রের অনেক অংশে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। পবিত্র আত্মা যদি ইহা এত গুরুতর মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, ইহা আমাদেরই বা মনোযোগের বিষয় হইবে না কেন?

ঈশ্বরের বাক্য, ইহাতে মনঃসংযোগ করিতে আমাদিগকে উপদেশ দেয়। ১থিস ৪;১৮। ১কর ১; । প্রকা ১;৩। যাহারা ইহা করে না, তাহাদের দণ্ডবিধান হইবার কথাও ইহাতে লেখা আছে। লূক ১২;৪৫-৪৬। ২১;৩৪-৩৬। ১থিস ৫ ; ২-৭।

ইহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও উপকার জনক, পশ্চাৎ তাহা শাস্ত্র হইতে সপ্রমাণ করা যাইবে।

এতদ্ব্যতীত আর কোন শিক্ষাই এত অধিকপরিমাণে আমাদিগকে "মাংসকে নিহনন করিতে, ঈশ্বরের উদ্দেশে পৃথক হইতে, আত্মার জন্য সক্রিয় হইতে, প্রবৃত্তি দেয় না ; আর কিছুতেই এত প্রত্যাশা ও আমোদ লাভ হইতে পারে না। ১থিস ২;১৯। দানি ১২ ; ৩।

ইহাতে শিক্ষা দেয়, আমাদের প্রজাস্বত্ব স্বর্গস্থিত, তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্ত্তার প্রতীক্ষা করিতেছি ; তিনি আসিয়া আমাদের এই অধম শরীরকে রূপান্তর করিয়া আপনার গৌরবান্বিত শরীরের সমরূপ করিবেন। ফিলিপ ৩ ; ২০,২১। আমরা যে এই দেহের মুক্তির জন্য আর্ত্তস্বর করিতেছি, এই শিক্ষা তাহা আরও উত্তেজিত করে। রোম ৮; ২৩। লূক ২১ ; ২৮।

ইহাতে আরও শিক্ষা পাই, এই জগৎ জীর্ণতরীর ন্যায় সঙ্কটময়। যদি ইহা হইতে দুই এক জনকে আমরা টানিয়া বাহির করিতে পারি, প্রাণপণে চেষ্টা করিব ; ইহাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান যুগের প্রকৃত সুসমাচার প্রচারকদের অধিকাংশ এই সান্ত্বনাপ্রদ শিক্ষায় উজ্জীবিত হইয়া ইহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও উপকার জনক তাহা সপ্রমাণ করিতেছেন। মথি ৭ ; ১৩,১৪। ১থিস ৫ ; ৩। ২পিতর ২; ৩-৯। ৩; ৫-১২। ১কর ৯; ২২।

প্রার্থনা।

(লূক ১১,১-১৩।)

আভাষ। দৃশ্যবর্ণন, পেরেয়া, যর্দ্দানের পূর্ব্ব পার, খ্রীষ্টের প্রার্থনা, শিষ্যদের শ্রবণ, আপনাদের অক্ষমতার বোধ, শিখিবার জন্য খ্রীষ্টের নিকট নিবেদন। যোহনের শিক্ষা দান, বাহ্য প্রণালী মাত্র। খ্রীষ্টের শিক্ষাদানে আত্মার উপকার, বাহ্য শিক্ষা মাত্র নহে। প্রভুর প্রার্থনা পাঠ। ইহাতে এই এই শিক্ষা পাওয়া যায়।

১। খ্রীষ্ট নিজে প্রার্থনা করিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ ব্যগ্রতাসহকারে প্রার্থনা করিতেন। পাপীদের জন্য, তোমারও জন্য, লূক ৬ ; ১২। গেৎশিমানী, যোহন ১৭। এখনও তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন।

২। খ্রীষ্ট কি তোমাকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন ? তুমি কি তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলে ? এখনও তিনি শাস্ত্র ও পবিত্রাত্মা দ্বারা শিক্ষা দিতেছেন। তিনি দানিয়েলকে—(দানি ৬ ; ১০।), দায়ূদকে—(গীত ৫৫;১৭), এলীয়কে—(যাকুব ৫ ; ১৭) শিক্ষা দিয়াছিলেন। "আব্বা" গালা ৪ ; ৬।

৩। কিসের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে ?

(ক) ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধির জন্য। প্রভুর প্রার্থনার প্রথম তিন নিবেদনে এই উদ্দেশ্য নিহিত আছে। "স্বর্গেতে যেমন" আমাদের পিতা সম্মানিত হইতেছেন, রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা যাইতেছে, পৃথিবীতেও যেন সেই রূপ হয় (গীত ৭২; ১৯,২০), ইহাই আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হউক। ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, প্রথমে তাহারই চেষ্টা কর; তাহা হইলে, ঐ সকল বিষয়ও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে। মথি ৬; ৩৩।

(খ) আমাদের দেহের হিত সাধনের জন্য। ইহজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাবৎ বিষয়ের জন্য। মথি ৬; ৩২। "আমাদের দিবসিক রুটী" এই একমাত্র কথায় আমাদের ইহ জীবনের প্রয়োজনীয় তাবৎ বিষয়ই সন্নিবেশিত আছে। তবে, কল্যকার জন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। মথি ৬;৩৪।

(গ) আমাদের আত্মার হিতসাধনের জন্য। পরজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাবৎ বিষয়ের জন্য। প্রার্থনার দুইটী নিবেদনে ইহা সন্নিবেশিত হইয়াছে, প্রথম—করুণার জন্য। দ্বিতীয় প্রসাদের (পবিত্রীকৃতির) জন্য। গীত৩৬। যিনি তোমাদিগকে এই সকল বিষয় যাচ্ঞা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে তাহা দিতে অসম্মত হইবেন না। প্রথমে উত্তম অংশের অন্বেষণ কর। সলমনের প্রার্থনা, ২বংশা ১,১০। "পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।"

(ঘ) পবিত্র আত্মা লাভের জন্য। তাঁহার জন্য কাহারও প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নাই। ঈশ্বর সকলকেই আপন পবিত্রআত্মা দান করিতে ইচ্ছুক। "তোমরা মন্দ হইয়াও যদি" ইত্যাদি। লূক ১১: ২৩। তিনি মানবকে পবিত্র ও সুখী করেন।

৪। কিরূপে প্রার্থনা করিতে হইবে।

(ক) অনবরত—ক্লান্ত না হইয়া—লূক ১৮: ১। অযথার্থ বিচারকর্ত্তা ও বন্ধুর দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রার্থনার লালসা উত্তেজিত করণার্থ ঈশ্বর এই উভয় স্থলে আপনাকে প্রার্থনা-শ্রোতা বলিয়া প্রদর্শন করাইতেছেন। খ্রীষ্ট আমাদের উদ্যোগহীনতা দেখিতেছেন। হিন্দুদের সংস্কার—ঈশ্বর প্রার্থনার বশীভূত হইয়া অলৌকিক ও অন্যায় কার্য্যও করিয়া থাকেন, এই ভাব কতক অংশে সত্য। যাকুব বেথেলে, এলিয় কর্ম্মিলে, মুসা হোবেরে, এইরূপে প্রার্থনা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। সাবধান, প্রার্থনার অভাবে যেন স্বর্গসুখে বঞ্চিত হইতে না হয়।

(খ) বিশ্বাস সহকারে—ঈশ্বর শুনিবেনই, ইহা নিশ্চয় জানিয়া। যাকুব ১; ৬,৭। ঈশ্বর আমাদের পিতা,—পার্থিব পিতার ন্যায় মন্দ নহেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ কি? মন্দ হইয়াও লোকে পুত্রদের বিশ্বাস-ভাজন হইতেছে। ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন; পরিত্রাণ করিতে তিনি ইচ্ছুক, ইহা শপথ পূর্ব্বক বলিয়াছেন ইব্রীয় ৬; ১৮। তিনি এখনও বলিতেছেন, "তোমার বিশ্বাসানুসারে ঘটুক।" বিশ্বাসের ক্ষমতা দেখ। ইব্রীয় ৯;৩৩-৩৯। ঈশ্বরের অঙ্গীকারের দোহাই দেও। ৯ পদ।

(গ) অপরকে ক্ষমা করিয়া—"যেমন আমরাও নিজ অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিতেছি।" অপরের অপরাধ, ক্ষমা না করিলে, আমাদের অপরাধ ক্ষমা হইবে না। মথি ৬;১৪,১৫। প্রার্থনাকালে ইহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। অপরের দোষ ক্ষমা কর, নতুবা তোমারও ক্ষমা হইবে না। কতবার ক্ষমা করিবে? সাত গুণ সত্তরি বার।

বাগ্‌দান।

খ্রীষ্টীয়ান! যে দিন তুমি হৃদয় হইতে যাবতীয় সাংসারিক অভিলাষ দূর করিয়া হৃদয় প্রাণ সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টেতে উৎসর্গ করিয়াছ, সেই দিনই তুমি খ্রীষ্টের বাগ্‌দত্তা কন্যা বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছ; সেই দিনই "সতীকন্যা বলিয়া একই পাত্র খ্রীষ্টের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করা হইয়াছে!" (২কর ১১; ২।) এখন খ্রীষ্ট তোমার স্বামী পদে বরণীয়; তিনি পাত্র, তুমি কন্যা। বিবাহ অদ্যাপি হয় নাই। "ত্বরায়" হইবে, তিনি "স্থান প্রস্তুত করিতে" গিয়াছেন, প্রস্তুত হইলেই তোমাকে লইয়া যাইবেন, সেখানে তাঁহার সহিত শুভপরিণয় সমাধা হইবে। "তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোরম্য!" বাগ্‌দত্তা কন্যার নেত্রে তেমন মনোহর আর কিছুই নাই। এই জন্যই সেই শুনেমবাসিনী (শুলামিথ) কহেন, "ইনিই আমার প্রিয়তম। হে যিরূশালেমেরকন্যারা, ইনিই আমার পরম বন্ধু।" বরও তাঁহাকে "আমার প্রিয়তম" "প্রাণেশ্বরী" বলিয়া প্রেমসম্ভাষণ করেন, আহা! স্বর্গমর্ত্ত্যে এরূপ পবিত্র প্রেম-সংলাপন আর কোথায় পাওয়া যায়!

আহা! অশুচি ও সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য জঘন্য প্রাণী যে আমরা (দ্বিতীয় বিবরণ ৭; ৭) আমাদের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে! কি প্রেম, কি অনুগ্রহ! আমরা সুন্দরী বলিয়া নহে, কিন্তু তিনি আমাদিগকে মনোহারিণী করিবেন বলিয়াই—মনোনীত করিয়াছেন। ইফিসীয় ৫:২৭। আমরা যখন সর্ব্বনাশে পতিত ছিলাম তখন তিনি আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "জীবিত হও!" অমনি প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। যিহিস্কেল ১৬; ৬। তিনি আমাদের হইতে কিছুই চাহেন না, বরং আপনাকে—আপনার সর্ব্বস্বই—আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দারিদ্র্য দশা তাঁহাকে ধনবান করিয়া তুলিতে পারে না; কিন্তু তিনি আমাদিগকে ধনবান করিবার জন্য আপনিই আপনাকে দরিদ্র করিয়াছেন। ১কর৩;২২। ২কর ৮; ৯।

আমরা যে তাঁহার ভার্য্যা হই, আমাদিগের এমন কি গুণ আছে? আবার তিনি যে আমাদের পতি হন তাহাই বা মানবযুক্তিতে কিরূপে সম্ভবিতে পারে! কিন্তু আমরা অযোগ্য হইলেও, তিনি আমাদিগকে ভার্য্যাপদে বরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে না চাহিলেও, তিনি আপনাকে বিলক্ষণ নত করিয়াছেন; অযাচিত হইয়াও আমাদের পাণিগ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন! আহা! এই পবিত্র

পরিণয়ের, এই বিশুদ্ধ প্রণয়ের উদাহরণ কোথায় পাইবে? পৃথিবীতে এমন প্রেম কোথায়? কোন্ পতি ভার্য্যাকে এত দূর ভাল বাসেন? খ্রীষ্টবরের সহিত পার্থিব কোন বরেরই তুলনা করা যাইতে পারে না।

খ্রীষ্ট আপন ভক্তকে যতদূর ভাল বাসেন, পার্থিব কোন্ পতি আপন ভার্য্যাকে তত ভাল বাসেন? কেই বা আপন ভার্য্যার জন্য প্রাণ দেয়? খ্রীষ্ট আপন মণ্ডলীকে প্রেম করিয়া, আপনাকে তাহার জন্য প্রদান করিয়াছেন। ইফিসীয় ৫; ২৫। মণ্ডলী "মেষশাবকের ভার্য্যা" নামে অভিহিতা। প্রকাশিত ২১; ৯। খ্রীষ্টের ন্যায় কেই বা আপন ভার্য্যার দৌর্ব্বল্য ও বিরক্তি সন্তোষভাবে সহ্য করিতে পারে?

খ্রীষ্টের ন্যায় কোন স্বামীই অমর নহে। পার্থিব দাম্পত্য সম্বন্ধ মৃত্যুতে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু খ্রীষ্টের সহিত মানব-আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহা সমাধিগহ্বরেও বিচ্ছিন্ন হইবার যো নাই। ভার্য্যার জীবন খ্রীষ্ট, মৃত্যুও লাভ, ভার্য্যা খ্রীষ্টেতেই বাঁচেন, খ্রীষ্টেতেই নিদ্রাগত হন। খ্রীষ্ট যে আপন ভক্তকে বলেন, "আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, কোনরূপেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব না" (ইব্রীয় ১৩;৫), এই কথা কোন পার্থিব স্বামীই বলিতে পারেন না। খ্রীষ্ট আপন বাগ্দত্তা কন্যাকে যেমন সমাদর করেন, আর কেহই সেরূপ করিতে পারে না। তিনি বিশ্বাসীকে পিতার নিকট আনয়ন করিয়া ঈশ্বরের সন্তান করেন। এমন কি স্বর্গদূতগণও তাঁহাদের সেবক হওয়া অপমানের বিষয় জ্ঞান করেন না। ইব্রীয় ১;১৪। তাঁহারা এই বাগ্দত্তার সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্যের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রকাশিত ২১ : ৯। মেষশাবকের বিবাহলগ্নে যে মহাঘটা হইবার কথা আছে, সেরূপ আড়ম্বরের কথা আর কোন বিবাহ সম্বন্ধে শুনা যায় নাই। কন্যা "বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুশোভিতা হইয়া রাজার নিকট আনীতা হইবেন, পশ্চাতে কুমারী সহচরীগণ বন্দনা করিতে করিতে গমন করিবেন। মহোৎসব ও মহানন্দে তাঁহারা রাজপ্রাসাদে নীত হইবেন।" গীত ৪৫; ১৪, ১৫। ঈশ্বর পিতা আপন প্রেম-সঙ্কল্পের গৌরবান্বিত ফল দেখিয়া আপ্যায়িত ও উল্লাসিত হইবেন। প্রভু যেশুও "আপন প্রাণের পরিশ্রমোপার্জ্জিত ফল দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন।" আপনার যাবতীয় তিক্তময় যন্ত্রণা ও আর্ত্তস্বরের ফল দেখিয়া জয়োল্লাস করিবেন। যিশায়াহ ৫৩; ১১। পবিত্রআত্মাও আমোদ করিবেন। তাঁহার হস্তে যে ঐশিক পবিত্রীকৃতির ভারার্পণ হইয়াছিল, তাঁহার সিদ্ধি দেখিয়া হৃষ্ট হইবেন। দূতগণও আনন্দ করিবেন। খ্রীষ্টের অবতার হওনে ঐশিক মন্ত্রণার ভিত্তিমূল যখন সংস্থাপিত হইয়াছিল, তখন তাঁহারা মহানন্দ করিয়াছিলেন। লূক ২;১৩। এখন সেই প্রাসাদের শোভা দেখিয়া তাঁহারা প্রসাদ প্রসাদ! ধ্বনি ও জয় জয়কার করিবেন। কন্যাগণ নিজেও অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবেন। সেখানে গিয়া সতত প্রভুর সহিত থাকিবেন। ১থিস ৪,১৭। কন্যার সৌভাগ্য কত দেখ। খ্রীষ্টবরের অনির্ব্বচনীয় প্রেম! স্বয়ং পতিতা, চ্যুতা ও অযোগ্যা হইলেও, এই অমূল্য নিধি শ্রী

ষ্টের সহিত তাঁহার পরিণয় স্থির হইয়া গিয়াছে। কি শুভাদৃষ্ট! কি অসীম সুখ, কি অপূর্ব্ব সৌভাগ্য!

পাঠক, তুমি কে? এই বরের সহিত কি তোমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে? সাধু পৌল সেই সতীকন্যার ঘটক, তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্রে দান করিবার কথা স্থির করিয়াছিলেন। তিনি কি তোমার বিষয়েও এই কথা বলিতে পারেন? তুমি কি সতী? সতী কাহাকে বলে? কোন পার্থিব প্রভুতে, আত্মীয়ে বা প্রিয় বস্তুতে হৃদয় অর্পণ করিলে, তুমি আর সতীনামে অভিহিতা হইতে পার না। খ্রীষ্টও অসতী কন্যা চাহেন না, সুতরাং তোমার অবস্থা কেমন ভাবিয়া দেখ। যদি সতী থাক, অবশ্যই বাগ্‌দত্তা হইয়াছ। যদি বাগ্‌দত্তা হইয়া থাক, অবশ্যই প্রস্তুত থাকিবে, অবশ্যই বরের আগমনের অপেক্ষায় আছ। তৈলপূর্ণ পাত্র হস্তে, প্রদীপ জ্বালাইয়া সেই বরের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ প্রস্তুত আছ। প্রস্তুত! হে কন্যে প্রস্তুত! বরের প্রত্যুদ্গমনার্থ প্রস্তুত হও, মরণের জন্য প্রস্তুত হইও না, কারণ যদি বাগ্‌দত্তা হইয়া থাক, বিবাহ হইবেই হইবে, সেই বিবাহ মৃত্যুতে হয় না। কিন্তু শূন্যে, সেই প্রাণেশ্বরের সহিত সংলাপনেই সাধিত হইবে, প্রস্তুত! "খ্রীষ্টবর আস্‌ছেন বলে, কুতুহলে, রঙ্গ ফেলে সবে চল।"

ত্রাণ-শৈল।

"সেই শৈল খ্রীষ্ট"। ১কর ১০,৪।

১। শৈল দৃঢ়। সেই জন্য ভিত্তির পক্ষে প্রস্তরই প্রধান উপযোগী। খ্রীষ্ট এই ভিত্তিমূল। ১কর ৩;১১। যাহারা এই ভিত্তির উপর গৃহ নির্ম্মাণ না করে, তাহাদের পতন। মথি ৭:২৪,২৫। একবার গ্রথিত হইলে আর কেহই আমাদিগকে এই ভিত্তিমূল হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। রোম ৮;১,৩৫-৩৯। ১পিতর ১;২৫। দৃঢ় বলিয়া দায়ূদ ইহাঁর আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১শমূ ১১;৬। সাধুগণও সেইরূপ করেন। গীত ৯৪;২২।

২। স্থায়ী। খ্রীষ্ট চিরন্তন শৈল। (যিশা ২৬,৪) পালমীরা পর্ব্বতে ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উড়িষ্যায় বৌদ্ধদের গুহাগৃহ, এবং নাসিক ও এলোরা নামকস্থানের শৈল গৃহ সমূহও তাদৃশ। খ্রীষ্ট তাহা অপেক্ষা অধিক দিনের পুরাতন, "আব্রাহামের পূর্ব্বেও আমি আছি।"

৩। উচ্চ—অথচ ভিত্তিমূল মৃত্তিকায় অবস্থিত। তাদৃশ খ্রীষ্টের মানবপ্রকৃতি পার্থিব, আর ঐশ্বরিক প্রভৃতি সর্ব্বোপরিস্থ। মৃত্তিকায় শৈলের অবস্থিত ভিত্তি না থাকিলে, পৃথিবীস্থ কেহ তাহাতে আরোহণ করিতে পারে না, আবার অধিক উচ্চ না হইলেও গগন স্পর্শ করিতে পারে না। তাদৃশ খ্রীষ্টে মানবপ্রকৃতি না থাকিলে কোন পাপিষ্ঠ মানব তাঁহা দিয়া পিতার নিকট গমন করিতে পারিত না। আবার ঐশ্বরিক প্রকৃতি না হইলেও তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইতে পারেন না। বিশ্বাসীরা তাহা দিয়া স্বর্গধামে গমনাগমন করিয়াছেন।

৪। দূরদর্শন ও ভাবী আশার স্থান। বিলিয়ম পর্ব্বতশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া বলিয়া-

ছিলেন, "আমি উঁহাকে দেখিতেছি" গণনা ২৩ ; ৯। মুশা পিস্‌গা শৃঙ্গ হইতে কানান দেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়ান বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট-শৈলে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবী সুখ দর্শন করিয়া থাকেন। তুমি কি স্বর্গদর্শন করিতে চাও? নিদ্রাগত হইবার পূর্ব্বে কি সেই দুগ্ধমধু প্রবাহী দেশ দূর হইতে দেখিতে চাও? আইস, এই পিস্‌গা শৃঙ্গে উঠ, এ পাপ-জগৎ হইতে ক্ষণকাল হৃদয় উত্তোলন করিয়া এই ত্রাণশৃঙ্গে আরোহণ কর, সকলই দেখিবে।

৫। আশ্রয়স্থান। পূর্ব্বকালে অনেকেই পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইত। যিশায়া ২২;১৬। ভারতের বৌদ্ধমতাবলম্বীদের অনেকেই পূর্ব্বে পর্ব্বতগুহায় বাস করিত। খ্রীষ্টীয়ানের প্রাণপক্ষী এই ত্রাণশৈলের বিদীর্ণ বক্ষে বাসা করিয়া থাকেন। গীত ৯১;১৭। যোহন ৪; ১৬। অন্য কোন উচ্চস্থান বা বৃক্ষে উঠিলে, ব্যাধেরা তাহাকে খোঁচাইয়া মারে, কিন্তু একবার সেই পর্ব্বতের ফাটালে প্রবেশ করিতে পারিলে আর বিনাশ নাই। যদি কেহ তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাক, আর বাহির হইও না, ঐ দেখ ব্যাধ সাতনলা হস্তে করিয়া ঘুরিতেছে। ক্রুশোপরে সেই শৈলহৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, এখনও তোমায় আশ্রয় দানার্থ ফাটিয়া রহিয়াছে। হে আমার প্রাণ, উঠিয়া চল, সেখানে আশ্রয় লই।

৬। পর্ব্বতগুহায় মধু উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় বিবরণ ৩২;১৩। আয়ুব ১৯;৭। যীশুর নামেই মধুবর্ষণ হয়, মধুমাখা যীশু নাম শুনিলেই কর্ণ সুশীতল হয়। উঁহার ওষ্ঠ হইতে প্রসাদ ও জীবন নিত্য ক্ষরিতে থাকে। (২) তৈলও পর্ব্বতে পাওয়া যায়। তৈল পবিত্র আত্মার নিদর্শন, যীশুই উঁহাকে প্রেরণ করেন। (৩) নির্ম্মল জল পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হয়। মেষশাবকের সিংহাসন হইতে জীবন জল নিঃসৃত হইয়া থাকে। প্রকাশ২২;১। খ্রীষ্ট জীবন-জল দান করেন, প্রকাশ ২২ ; ১৭। যোহন ৪, ১৩। ৭; ৩৭। (৪) হীরকও পর্ব্বতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞান ও বিদ্যার তাবৎ নিধি গুপ্ত রহিয়াছে। কলস ২ ; ৩।

৭। পর্ব্বত পর্য্যটকদিগকে ছায়া দান করে। দীর্ঘ পথে, মরু মধ্যে প্রখর রৌদ্রে পর্ব্বতের ছায়া বড়ই মধুর। তাদৃশ খ্রীষ্টীয় পান্থ সংসার অরণ্যে প্রচণ্ড উত্তাপ-বিপদে এই ত্রাণশৈলের ছায়ায় জীবন সুশীতল করেন। পাঠক, তুমি কি এই ত্রাণশৈল চিনিতে পারিয়াছ?

রাত্রি কত?

অপূর্ব্ব দৃশ্য, অদ্ভুত প্রাণী।

সাধু যোহন স্বর্গদূতের সাহায্যে স্বর্গের নিগূঢ়তত্ত্ব দর্শন করিলেন। সেই মুক্ত দ্বার দিয়া তিনি মেষশাবকের সিংহাসন দেখিলেন। উক্ত সিংহাসন হইতে বিদ্যুৎ, রব, ও মেঘগর্জ্জন নির্গত হইতেছে,। বিশ্ববিজয়ী, মৃত্যু ও শয়তান বিনাশী প্রতাপ তাহা হইতে অজস্র বর্ষিত হইতেছে। এখন স্বর্গ পৃথিবীর তাবৎ কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হস্তে দেওয়া হইয়াছে। তিনি বিচার ধ্বনি ঘোষণা করিতেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসীদের প্রতি আপন কোপরূপ মেঘগর্জ্জন অজস্র বিস্তার করিতেছেন। তিনি যেমন প্রেমিক তেমনি আবার পাপীর প্রতি ভয়ার্হ। তাঁহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সমুদ্র। সমুদ্র জনতার দৃষ্টান্ত। অস্থির সমুদ্র কলহকারী অস্থিরচিত্ত লোকদের দৃষ্টান্ত। কিন্তু এখানে "স্ফটিকবৎ কাচময় সমুদ্র" শব্দে স্বর্গের প্রশান্তচিত্ত জনতা বুঝায়, ইহাঁরা অজস্র প্রশান্ত ও শৃঙ্খলাভাবে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। গীত ৪৬ ;৩৬,৯১ ; ৩, ৪। যিশা ৫৭ ; ২০,২১। প্রকাশিত ১৭ ; ১৫। সিংহাসনের মধ্যে অথচ আসনের চতুর্দ্দিকে চারিটী অদ্ভুত প্রাণী দেখা গেল। ইহাঁরা ঈশ্বরের মনোনীত যিহুদী সমাজের সাধুগণ। কোন বংশ বিশেষ হইতে নহে, কিন্তু সমুদয় গোষ্ঠী হইতেই ঈশ্বরের মনোনীত আদি নিয়মের লোক পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উপস্থিত! ইহাঁদের আকার ও গঠন প্রণালী পরস্পর স্বতন্ত্র। ইহার তাৎপর্য্য কি? আমরা জানি, বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সমুদয় যিহুদা বংশের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছিল। সেই চিহ্ন অনুসারে যোহনের নিকট তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। প্রান্তরে যাত্রাকালে দ্বাদশ বংশ ৪টী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গমন করিত; প্রত্যেক বিভাগেরই এক এক সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল। যিহুদা ও তৎসমভিব্যাহারী দুই গোষ্ঠীর সাঙ্কেতিক চিহ্ন সিংহ। রূবেণ ও তাঁহার সঙ্গী দুই গোষ্ঠীর মনুষ্য চিহ্ন, ইফ্রয়িম ও তাঁহার সঙ্গী দুই গোষ্ঠীর বৃষের, এবং দান ও তাঁহার সঙ্গী দুই বংশের উৎক্রোশপক্ষী ছিল। সুতরাং এই প্রাণী-চতুষ্টয় শব্দে কেবল যিহুদী সমাজের উদ্ধারপ্রাপ্ত বিশ্বাসীদিগকে বুঝায়। ইহাঁরাই ঈশ্বরের আদি মনোনীত প্রজা। ইহাঁরাই প্রকৃত ইস্রায়েল। ইহজীবনের তাবৎ ঘটনা, যাবতীয় ক্রিয়াকলাপে ইহাঁরা প্রভু যেশুকে দর্শন করিতেন, তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে করিতে ইহাঁরা দেহত্যাগ করিয়া এখন সেই পুণ্যধামে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের সর্ব্বশরীর চক্ষুতে পরিপূর্ণ; ইহজগতে তাঁহাদের দুইটী মাত্র চর্ম্মচক্ষু ছিল, তাহা দিয়া সেই ঐশ্বরিক প্রেমের

মর্ম্ম ভালরূপে দেখিতে পাইতেন না। এখন বহু চক্ষু বিশিষ্ট হওয়াতে তাঁহারা ঈশ্বরের নিগূঢ় মর্ম্ম, সৃষ্টি ও পরিত্রাণের উদ্দেশ্য সকলই স্পষ্টতঃ নিরীক্ষণ করিয়া জীবনসার্থক করিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের ছয় ছয়টী পক্ষ। ইহা তাঁহাদের দিগ্বিজয়ী ক্ষমতার নিদর্শন। পুরাকালে তাঁহাদের জন্য ঈশ্বর যে পবিত্র কিরূবমূর্ত্তি নিয়ম সিন্দুকের উপর সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার চারিটী পক্ষ ছিল, খ্রীষ্টের সাধিত পরিত্রাণ আদিনিয়মের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে ইহাঁদের আরো দুইটী অতিরিক্ত পক্ষ হওয়ায় ইহাঁরা পুরাতন কিরূব অপেক্ষাও ক্ষমতাবান হইয়াছেন। উক্ত কিরূবটী সমুদায় ইস্রায়েল কুলের রক্ষক বলিয়া তাহার মূর্ত্তি ও সমুদয় ইস্রায়েলের জাতীয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন এক আধারে সন্নিবেশিত হইয়াছিল (যথা সিংহ, গোবৎস, মনুষ্য, উৎক্রোশ)। এই চারিটী অদ্ভুত প্রাণীও এখন সেই চিহ্ন ও তাহার অপেক্ষা দুইটী অতিরিক্ত পক্ষ ধারণ করিয়া অজস্র ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছেন। "পবিত্র" মাহাত্ম্যে, "পবিত্র" ন্যায়েতে, "পবিত্র" করুণাতে। এখন খ্রীষ্টসাধিত পরিত্রাণে ঈশ্বরকে যথার্থরূপে "পবিত্র" বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে! রোমীয় ৩; ২৬।

ইহাঁরা সিংহাসনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া মেষশাবকের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন; কিন্তু মেষশাবক হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। ইহজগতে মেষশাবকের প্রায়শ্চিত্ত বলির ফলভোগ তাঁহাদের হয় নাই, মেষশাবকের জন্য তাঁহারা স্পষ্টতঃ কিছুই করিতেও পারেন নাই। তথাচ তাঁহারা পরিত্রাণ পাইয়াছেন, কিন্তু মেষশাবকের সিংহাসনের নিম্নে তাঁহাদের অর্দ্ধ শরীর আবদ্ধ আছে। ইহাতে প্রভু যীশুর সহিত তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং প্রভু যীশু যে তাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্বকারী দেবরাজ হইয়াছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাঁরা সিংহাসনে বসিতে পান নাই, কিন্তু সিংহাসন তাঁহাদের দেহ চাপিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের অসুখ কিছুমাত্র নাই; বরং জীবন সার্থকজ্ঞানে তাঁহারা দিবারাত্র প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। তবে, সিংহাসন যে অপর কাহারও ভোগে হয় নাই, তাহাও নয়। ঐ দেখ, মেষশাবকের সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে আরও চব্বিশটী সিংহাসন! তদুপরে ২৪জন প্রাচীন লোক উপবিষ্ট। তাঁহারা শুক্লবস্ত্র পরিহিত ও স্বুবর্ণমুকুটে ভূষিত। ইহাঁরা প্রভু যীশুর রক্তে ক্রীত সাধু সম্প্রদায়! সংখ্যায় ২৪জন। ইস্রায়েল বংশের দ্বাদশ গোষ্ঠীর ১২ জন। আর অন্য ১২জন ভিন্নজাতি হইতে সংগৃহীত। যিহুদী ও ভিন্নজাতি উভয় সম্প্রদায় হইতেই খ্রীষ্ট আপন প্রজা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে কোনও পক্ষপাত নাই। যিহুদী জাতির পূর্ণসংখ্যা যেমন ১২। ভিন্ন জাতীয়দের সংখ্যাও সেই পরিমাণে ১২। অহো! ঈশ্বরের কেমন আশ্চর্য্য করুণা। যিহুদী ভিন্ন জাতি সকলই তাঁহার দৃষ্টিতে পাতকী হইলেও, সৎকর্ম্ম কেহ না করিলেও, যাহারা খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করে,

তিনি সে সকলকেই পরিত্রাণ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতি বা সম্প্রদায় বিচার নাই, যিহুদা হইতে বিন্যামীর বংশ পর্য্যন্ত তাবৎ গোষ্ঠীর লোকেই, আবার সভ্য ম্লেচ্ছ কাফ্রি যবন প্রভৃতি পৃথিবীর তাবৎ জাতীয় লোকেই খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা অনন্ত জীবন লাভ করিয়া ঈশ্বরের মনোনীতদের সংখ্যা (২৪) পূর্ণ করিবে! ইহাঁরা প্রভু যেশুর যাথার্থ্যরূপ শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়াছেন! যে কোন জাতীয় লোক হউক না কেন, সেই বিবাহবস্ত্র না হইলে রাজপ্রাসাদে প্রবেশে কাহারও অধিকার নাই। এই বস্ত্রের জন্যই তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন.; দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহারা ইহার আশা ত্যাগ করেন নাই। অবশেষে ইহা প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। ইহাঁদের মস্তকে স্বর্ণ মুকুট। এই বিজয়মুকুট প্রাপ্ত হইবার আশয়েই সাধু পৌল প্রাণপণে ধাবমান হইয়াছিলেন। ইহারই কথা পাড়িয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "অদ্যাবধি আমার জন্য জীবনমুকুট সঞ্চিত রহিয়াছে, ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট তাহা আমাকে প্রদান করিবেন।" খ্রীষ্টমণ্ডলী এখন তাহা প্রাপ্ত হইয়া যাবতীয় দুঃখকষ্টের পুরস্কার সম্ভোগ করিতেছেন! আপন আপন মুকুট সিংহাসনের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া সেই সিংহাসনারূঢ় ব্যক্তির সম্মুখে প্রণিপাত করিতেছেন, অজস্র সেই অনন্তজীবীর ভজনা ও গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন। সিংহাসনের সম্মুখে অগ্নিময় সপ্ত প্রদীপ জ্বলিতেছে, ইহা ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা-ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা। স্থানান্তরে তিনি "সপ্ত আত্মা" নামে অভিহিত হইয়াছেন। (প্রকাশ ১; ৪) সপ্ত শব্দ পূর্ণতা বা সিদ্ধি বাচক। প্রদীপ শব্দে দীপ্তি, জ্ঞান, পবিত্রতা ও তেজ বুঝায়। সপ্ত প্রদীপ সপ্ত মণ্ডলকে দীপ্তি দিবার জন্য স্থাপিত। এই সপ্ত মণ্ডলী শব্দে পৃথিবীর তাবৎ দেশীয় এক সার্ব্বমণ্ডলী বা মেষশাবকের ভার্য্যা বুঝায়।

পাঠক, স্বর্গের এই অদ্ভুত দৃশ্য সাধু যোহনকে দেখান হইয়াছিল। দূত কহিলেন, "ইহার পরে যাহা যাহা ভবিতব্য, তাহা আমি তোমাকে দেখাই।" সুতরাং এই দৃশ্যটীও কতক অংশে ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতেছে। এই প্রাচীনদের সংখ্যা যে যোহনের সময়ে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না; কারণ প্রভুর দ্বিতীয় আগমন পর্য্যন্ত যত লোকে তাঁহার নামে বিশ্বাসী হইবেন, তাঁহাদের সকলেই এই ২৪ সংখ্যার অন্তর্নিবেশিত। প্রভু যখন পৃথিবীতে সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যু ও শয়তানকে বিনাশ করিয়া তাবৎ কর্ত্তৃত্ব ও আপন বিশ্বাসীবর্গকে পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনে পুনরায় উপবেশন করিবেন, তখনই এই দৃশ্যটীর ঘটনা সম্পূর্ণ সফল হইবে। শাস্ত্রে স্বর্গের যে বর্ণনা আছে, তাহার অধিকাংশ ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতেছে। যাঁহারা খ্রীষ্টের আশ্রিত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন বিশেষ স্থানে খ্রীষ্টের ক্রোড়ে নিদ্রাগত আছেন, পিতার বাসস্থান স্বর্গের সহিত এখনও তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ ঘটে নাই। প্র-

ভুর আগমনে তিনি তাঁহাদিগকে জাগাইয়া আনিবেন। জীবিত ভক্তগণ তখন রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া জীবিত ও নিদ্রাগত উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া খ্রীষ্টের সহিত রাজত্ব করিবেন। (১থিস ৪; ১৪-১৮) তাহার পরিণামে-সকলে একত্র পিতার নিকট গমন করিয়া-চিরসুখ সম্ভোগ করিবেন। "তখন যাবতীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার লোপ হইবে। তাবৎ বস্তু তাঁহার অধীন হইবে, পুত্র নিজেও তাঁহার বশীভূত হইবেন, তাবৎ বিষয়ই তাঁহার অধীন করিবেন। তাহাতে ঈশ্বর সর্ব্বে-সর্ব্বা হইবেন।" ১কর ১৫ : ১৫, ২৪, ২৮।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। চারিদিকে ইংলণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত ও বিব্রত হইতে হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে। যখন ইউরোপের অন্যান্য জাতি অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া সভ্যতার কেবল প্রথম সোপানে পদ বিক্ষেপ করিতেছিল, তখন ইংলণ্ড ইউরোপে সভ্যতম দেশ মধ্যে গণিত। তখন সুতরাং ইংলণ্ডের বল বীর্য্য ও প্রতাপ খুব বেশী। তখন ধীরে ধীরে অপ্রতিহত প্রভাবে ইংলণ্ড এদেশ ওদেশ এউপনিবেশ ও উপনিবেশ আপনার করায়ত্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের অধিকার এত দূর বিস্তৃত হইয়াছে, যে তাহার সুশাসন ও সুরক্ষণ এক প্রকার কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া অনেক বৎসর ধরিয়া যদি কেহ আধিপত্য ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, তাহা হইলে সে চিরকালই আপনাকে শ্রেষ্ঠ ও অন্যকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করে। সে অনেক সময়ে দম্ভে স্ফীতও হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের তাহাই হইয়াছে। যে সকল জাতি ইউরোপে নগণ্যের মধ্যে ছিল, তাহারা এখন আর নগণ্য নহে। তাহারা সর্ব্ব বিধায়ে শ্রেষ্ঠজাতিগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এমন কি অনেক বিষয়ে উৎকর্ষলাভও করিয়াছে। এখন শ্রেষ্ঠকে নিকৃষ্টের মতন দেখিলে চলিবে না। এখন অন্ততঃ সমানরূপে দেখিতে হইবে। জর্ম্মণী অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও রুষিয়া এখন কোন অংশে ইংলণ্ডের ন্যূন নহে। এখন অন্ততঃ উহারা প্রত্যেকেই ইংলণ্ডের সমকক্ষ। এখন যদি ইংলণ্ড স্বীয় ঔদ্ধত্য প্রাধান্য ভুলিতে না পারেন, তাহা হইলে ক্ষতি কেবল তাঁহার নিজের। ক্ষতি আর কাহারও নহে। কেবল তাহাই নয়। ইংলণ্ড এখন প্রভূত ধন ও মা-

ন্যের অধিকারী হইয়া বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। এখন কঠোর পরিশ্রম, কঠোর ব্রতপালন করা ইংলণ্ডের পক্ষে বড় আয়াস সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কথায় যত দূর হয়, লেখনী দ্বারা যত হইতে পারে, সেই দিকেই ইংলণ্ড অগ্রসর হইতে চান। ভীষণ সাহস, ভীষণ উদ্যোগ, ভীষণ বল প্রয়োগে ইংলণ্ড বড় একটা সম্মত নহেন। তাহার উপর আবার আপনাদের অধিকৃত রাজ্য সমূহে প্রজাদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। এই সব এবং অন্যান্য কারণে ইংলণ্ড কিয়ৎপরিমাণে আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। এই সুযোগে রুষ, জর্ম্মণী, ফ্রান্স জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ইংলণ্ডকে অবনত ও জব্দ করা। কিন্তু ইংলণ্ডকে জব্দ করা সহজ ব্যাপার নহে। বৃটীশ কেশরী অনেক দিন ধরিয়া ঘুমাইতেছিলেন, এখন জাগিয়া উঠিয়াছেন। শত্রুদের ভাবভঙ্গি উদ্দেশ্য সব বুঝিতে পারিয়াছেন, কি কর্ত্তব্য তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? ইংলণ্ড নানা কারণে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। ইউরোপে অশান্তির লক্ষণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন, এই সকলের মূল কারণ চতুর জর্ম্মণ মন্ত্রী বিসমার্ক। তিনি ধর্ম্মের ভাণ অনেক দিন হইতেই করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যাহাতে আপনার অভিসন্ধি সিদ্ধ হয়, এমন কোনই নীতি অনুসরণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত নন। আগে স্বীয় কার্য্যোদ্ধার, তাহার পর ধর্ম্মনীতি! তাঁহার বিলক্ষণ দেশ হিতৈষীতা আছে, কিন্তু বিশ্বজনীন উদার ও প্রশান্তভাব তাহাতে স্থান পায় না। তিনি কার্য্যত এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রুশিয়ার সম্রাট্ ফ্রেডরিকের অনুসরণ করেন। তাঁহার কিছু বাধিত না। বিস্মার্কেরও কিছুই বাধে না। যদি তিনি আমেরিকার প্রাতঃস্মরণীয় ওয়াশিংটনের নীতি অবলম্বন করিয়া জর্ম্মণীর উপকার সাধনে ব্রতী হইতেন, তাহা হইলে কোনই গোলযোগ হইত না। কিন্তু বিস্মার্ক সে ধাতুর লোক নহেন। তাঁহার যে আশ্চর্য্য প্রতিভা, রাজনীতিজ্ঞান, কৌশল ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে, তাহাতে অন্যের অনর্থ করিয়া আপনার অর্থ সাধন করাই তাঁহার জীবনের কার্য্য। এই ভাবে পরিচালিত হইয়া তিনি বরাবরই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি অনেক বিষয়ে সফলকামও হইয়াছেন।

ইউরোপের রাজনীতিক আকাশ যে এত অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্মার্কই তাহার মূলীভূত কারণ। স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে, যে বিস্মার্ক ইংলণ্ডকে মিশর প্রবেশ ও অধিকার করিতে প্রবৃত্তি দেন। উদ্দেশ্য যেন ফ্রান্সের সহিত বিবাদ বাধে। ইহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইংলণ্ডকে এক রূপে অপদস্থ হইতে হইয়াছে। যত দিন ফ্রান্সকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত রাখিতে পারেন, ততই জর্ম্মণীর পক্ষে ভাল। বিসমার্ক এটা ভাল করিয়া বুঝেন। ফ্রান্স প্রস্তুত হইলেই একবার জর্ম্মণীকে দেখিবেন। ফ্রান্স চীনে যাউক, মিশরে যাউক, কিছু ক্ষতি নাই। রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ হইলে জর্ম্মণীর

বড় আসিয়া যায় না, কিন্তু চতুর বিস-মার্ক বেশ বুঝেন যে, রুষিয়া ও ইংলণ্ডে যুদ্ধ বাধিলে তাহা শীঘ্র শেষ হইবে না, অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ বাধিবে। তাহা হইলে রুষ কোনরূপে ইউরোপে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে না। এইরূপ নানা খেলা খেলিয়া তিনি ইংলণ্ডের শত্রুতা সাধন করিতেছেন। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস বিস্‌মার্ক যদি একবার রুষিয়ার দিকে তাকাইয়া কেবল মাত্র একটুকু ইঙ্গিত করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড ও রুষে যুদ্ধ বাধে না, কিন্তু তিনি স্বার্থ হইতে এরূপ ইঙ্গিত করিতে প্রোৎসাহিত না হইলে সে রূপ আশা করা মিথ্যা।

এই রাজনৈতিক দুর্দ্দিনে ইংলণ্ডের মন্ত্রিদলের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে কারণেই হউক মন্ত্রীবর গ্লাড্‌ষ্টোন যাহাতে যুদ্ধ না হয় তাহারই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তিনি এখন কার্য্যত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে যিনি মহামন্ত্রীর আসনে আসীন হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে অত্যন্ত যুদ্ধ প্রয়াসী ছিলেন। বলা যায় না এখন কি করিবেন। দায়িত্ব পাইলে অন্য প্রকার ভাবে কার্য্য করা হয়। আমরা সুখী হইলাম গ্লাড্‌ষ্টোন এবং তাঁহার উদার নীতিক দল এই বিপদের সময় রক্ষণশীল দলের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সাধারণ বিপদের সময় সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করাই শ্রেয়স্কর। ভরসা করি, অনতিবিলম্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে, পুনর্ব্বার পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করিতে থাকিবে।

দণ্ড ও পুরস্কার।

ধঃ শিঃ। ইচ্ছা সম্বন্ধে তোমার এই স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যৎ দেখিবার ক্ষমতা, এই দুইটী বিষয় কি জীবনের পরিচালক হইতে পারে?

যুঃ। হাঁ। তাহা পারে বৈ কি।

ধঃ শিঃ। মনে কর, যেন এক প্রণালীতে কার্য্য করিলে, তাহার ফল স্বরূপ ভয়ানক কষ্ট তোমার উপর আসিবে, ইহা তুমি জানিতে পারিলে। এমন অবস্থায় তুমি কি করিবে?

যুঃ। সেই প্রণালী ত্যাগ করিব।

ধঃ শিঃ। কি হিসাবে?

যুঃ। যেহেতু আমি এই মনে করিব, যে ঐ প্রণালী যেন আমি ত্যাগ করি, এই নিমিত্ত উহাতে কষ্ট সংলগ্ন আছে।

ধঃ শিঃ। সংলগ্ন আছে? কাহার দ্বারা?

যুঃ। প্রকৃতি দ্বারা।

ধঃ শিঃ। পুনরায় সেই কথা?

যুঃ। সৃষ্টিকর্ত্তা দ্বারা।

ধঃ শিঃ। ভাল! এখন বল দেখি, কষ্টকেই কি দণ্ড বলে না?

যুঃ। হাঁ।

ধঃ শিঃ। তদ্রূপ সুখকেও পুরস্কার

বলা যাইতে পারে?

যুঃ। হাঁ?

ধঃ শিঃ। এই বর্ত্তমান জীবনে কতকগুলি কার্য্য নিজ ফল স্বরূপ সুখ, এবং কতকগুলি নিজ ফল স্বরূপ দুঃখ আনয়ন করে, ইহা আমরা দেখিতেছি। ইহা হইতে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে, যে প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর এই জগতেই মনুষ্যকে তাহার কার্য্যানুরূপ সুখ এবং দুঃখ দিয়া থাকেন। তৎকর্তৃক ইচ্ছার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়ম এবং তাঁহার বিপরীত কার্য্য করিলেই কষ্ট এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই সুখ উপস্থিত হয়।

যুঃ। তাহা অস্বীকার করি না।

ধঃ শিঃ। ইহাই কি এক প্রমাণ নয়, যে ঈশ্বর কেবল সুখ এবং দুঃখ নয়, কিন্তু দণ্ড এবং পুরস্কারও দিয়া থাকেন? আর এই কার্য্য দ্বারা, তিনি জগতের শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন। এই জাগতিক কার্য্য সম্বন্ধে তিনি যদি শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রমাণিত হইলেন, তবে পরজগতের কার্য্য সম্বন্ধেও যে তিনি তদ্রূপ হইবেন, তাহাতে আর আপত্তি কি? এই জগতে এক প্রকার, পরজগতে তাঁহার কার্য্য অন্য প্রকার বলিলে, তাঁহার গুণনিচয় বিভক্ত করা হয় এবং তিনি মনুষ্যের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া প্রমাণিত হন। যখন সমস্ত প্রকৃতি সাক্ষ্য দিতেছে, যে তিনি এই জগতে শাস্তি দিয়া থাকেন, তখন পরজগতেও তিনি তদ্রূপ করিবেন, ইহা অস্বীকার করিবার কোন বিশেষ কারণ তো দেখিতে পাই না।

যুঃ। তথাচ, দয়াময় এই কথার ভাবে বুঝায় যে, তিনি আপন সৃষ্ট প্রাণীর সুখ দেখিতেই ইচ্ছুক।

ধঃ শিঃ। ইহা কেহই অস্বীকার করে না। যখন এক জন দয়ালু মনুষ্য চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাণীর সুখ দেখিতে ইচ্ছা করে এবং নিজ শক্তি অনুসারে তাহাদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা করে, তখন দয়াময় ঈশ্বর যে তদ্রূপ করিবেন, তাহাকে অস্বীকার করিবে? কিন্তু আবার ইহাও আমরা বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি, যে দয়াময় ঈশ্বরের এই প্রকার ইচ্ছা সত্ত্বেও মনুষ্য যাহাতে সুখ এবং মঙ্গল, তাহা ত্যাগ করিয়া যাহাতে কষ্ট ও অমঙ্গল তাহাই করিয়া থাকে। সে মিথ্যা, চাতুরী, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা অশেষ প্রকার অনিষ্টের উৎপাদন করে। এখন বিবেচনা কর, মনুষ্য এই সম্বন্ধে স্বাধীন না হইলে, সে কেবল একটী যন্ত্র স্বরূপ হইবে মাত্র। পরন্তু ঈশ্বরের দয়া ও উত্তমতাতে ইহা বুঝায় যে, তিনি মনুষ্যের সুখ দেখিতেই ইচ্ছা করেন; সে যাহাতে সুখী হইতে পারে, তাহাকে এমন উপায় ও ক্ষমতা দিয়া থাকেন; তাহাকে মঙ্গলজনক এবং ধর্ম্মের পথে গতি করিবার জন্য সাবধান করেন; মন্দের পথে যাইতে দেখিলে তাহাকে বাধা দিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল ত্যাগ করিয়াও মনুষ্য যদি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন যেমন তদ্রূপ ঈশ্বরের নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও তজ্জন্য কষ্ট ভোগ করিবে।

যুঃ। এ এক ভয়ানক মত! কেননা ইহা দ্বারা ঈশ্বর ক্রোধপরবশ এবং প্রতিফল দাতা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন, এবং তিনি যে পাপীর দণ্ডে সন্তুষ্ট, ইহাও প্রমাণিত হইতেছে।

ধঃ শিঃ। ঈশ্বর পবিত্র, অন্যায় কার্য্য দেখিতে পারেন না। অতএব তিনি নয়, আমরা আপনারাই অন্যায় কার্য্যের দ্বারা আপনাদিগকে তাঁহা হইতে অন্তর করি। এই কথা আর পুরাকালীয় লোকদিগকে মন্দ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার মানসে ধর্ম্ম প্রচারকেরা যে কথা ব্যবহার করিত ঈশ্বর প্রতিশোধদাতা। সেই কথা; এই দুইটী কথাই কি শুনিতে ভয়ানক নয়?

(প্রাপ্ত)

প্রবাসী এবং বাঙ্গালা প্রার্থনাপুস্তকের নূতন অনুবাদ।

দিন দিন আমাদের দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা যে একটী শুভলক্ষণ, তাহার সন্দেহ নাই। সংবাদ পত্রের দ্বারা দেশে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়, কুসংস্কার তিরোহিত হয়, সমাজ এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে সাধারণ মত গঠিত হয়। কিন্তু সম্পাদক সুদক্ষ না হইলে, বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া কোন বিষয় লিখিলে, যাহাদের উপকার করা তাঁহার উদ্দেশ্য, তাহাদিগকে ভ্রমে ফেলিয়া, অশেষ অনিষ্ট করিয়া বসেন।

প্রবাসী নামক এক খানি পাক্ষিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রবাসীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন, যে কি উপায়ে "খ্রীষ্টীয়ান সমাজের ভ্রাতা ও ভগিনীগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের পক্ষে কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইতে পারে," কলিকাতাস্থ নদীয়া জেলার শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ একত্রিত হইয়া ত্রিনিটীচর্চ্চ চ্যাপেলে দুই বার ইহার আন্দোলন করেন। তাহাতে সভায় উপস্থিত লোকদের মধ্যে মতান্তর হওয়ায় কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরে একজন "বিদেশী অথচ সর্ব্বসাধারণের হিতৈষী চর্চ্চ মিসনারী সোসাইটীর বর্ত্তমান সুযোগ্য প্রবীণ ও পরিশ্রমী মিসনারী" তাঁহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়েন। তাঁহার ফল "প্রবাসী" প্রকাশ।

দ্বিতীয়তঃ "বৃহৎ ও বর্দ্ধনশীল চর্চ্চ মিসন সোসাইটীর কল্যাণ সাধন ও স্বার্থরক্ষার্থে এবং উহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্তমণ্ডলী সমূহের মধ্যে একতার বন্ধন ও গঠন করণার্থে, একখানি সংবাদ পত্র যে কখন প্রকাশিত হয় নাই, ইহা দেখিয়া অনেকে অনেক সময় চমৎকৃত হইয়াছেন। তজ্জন্যই উল্লিখিত বিদেশী

মিসনরীর সাহায্যে এই অভাব দূর করিতে "প্রবাসী" বাহির হইয়াছে। উদ্দেশ্য বুঝা গিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য কত দূর কার্য্যে পরিণত হইবে, ভবিষ্যতের গর্ব্বে এখনও তাহা নিহিত। অতএব সে বিষয়ে অধিক কিছু বলা আমার অভিপ্রেত নহে।

"বাঙ্গালা প্রার্থনা-পুস্তকের নূতন অনুবাদ সম্বন্ধে চর্চ্চ মিসনারী সোসাইটী ও প্রপোগেসন সোসাইটীর আচার্য্যগণের সভা" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি উক্ত সভার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। তিনি এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সভা এবং তাহার কার্য্য বিবরণের প্রকৃত বর্ণনা করা হয় নাই। স্ত্রীলোকের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রবাসীর অন্যস্থলে তিনি আপনার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন তাঁহার মতে সভার সাধারণ নিয়মানুসারে মিস্ হোর সভাপতির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিস্ হোর সি, এম, এস্, এবং এস্, পি, জি মিসনারীদিগকে এই বলিয়া আপনার আবাস ভবনে নিমন্ত্রণ করেন, যে প্রার্থনা পুস্তক ফুরাইয়া গিয়াছে, অতএব এবিষয়ে কি করা বিহিত। যথা সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তথায় উপস্থিত হইলে পর, মিস্ হোর কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া প্রার্থনা করেন। তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনার বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। আর্চ্চ ডিকন তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সভায় যেমন হইয়া থাকে, সেই নিয়মে কেহ সভাপতি নিযুক্ত না হইলেও মিস্ হোর আসিয়া স্বইচ্ছায় প্রার্থনা করিলেন। পরে প্রার্থনা পুস্তকের কথার উল্লেখ হইলে পর, ঘরোয়া কথায় যে যার আপন আপন মত প্রকাশ করিলেন। কোন বিষয়ই যথা নিয়মে স্থিরীকৃত হয় নাই। এক দিকে সি, এম্, এস মিসনারীরা বলিলেন, যে ডাক্তার বৌমান প্রার্থনা পুস্তক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তিনি নিবৃত্ত হইবেন না। অনুবাদ শেষ হইলে পর, যদি সাধারণে তাহা গ্রাহ্য করে, তাহা হইলে বিশপের অনুমতি লইয়া মণ্ডলীতে ব্যবহৃত হইবে। তাঁহারা তখন এই ভাব প্রকাশ করিলেন। আর বাস্তবিকও তাহাই; ডাক্তার বৌমান যে অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা যদি উৎকৃষ্ট এবং সাধারণের গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে গ্রাহ্য করিতে মণ্ডলীরও কোন আপত্তি হইবে না।

চার্চ্চ ইউনিয়নের সভ্য কয়েক জন দেশীয় আচার্য্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ডাক্তার বৌমানের অনুবাদের বিষয় অজ্ঞাত থাকাতে, আমরাও এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বিষম সমস্যা! এক কার্য্যে দুই জনে হাত দিয়াছেন। এই বিষয়ে কেহই এখন পর্য্যন্ত বিশপের অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই, অতএব দুই জনে (ফলতঃ দুই দলে) নিজ কার্য্যের উৎকৃষ্টতার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। যে অনুবাদ উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ হইবে, তাহাই যে সর্ব্ব সাধারণের গ্রাহ্য হইবে, বলা বাহুল্য।

সভাস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, যে

ডাক্তার বৌমান একজন বিদেশী। তিনি যতই বাঙ্গালা শিক্ষা করুন না কেন, তথাচ একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর ন্যায় তিনি কখন বাঙ্গালা লিখিতে বা বলিতে পারিবেন না। আমার বোধ হয় একথা সত্য। অল্পদিন হইল ক্যাথিড্রেলে বিশপ মহোদয় যে সভা বসাইয়াছিলেন, সেই সভায় ডাক্তার বৌমানের বাঙ্গালা ভাষায় কতদূর দখল, যাঁহারা তাঁহার অনুবাদ শুনিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন। তিনি একটী "নূতন অনুবাদ" করিতেছেন, একথা কথনই সত্য হইতে পারে না। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুবাদের সাহায্য কি তিনি একেবারে লইতেছেন না? তবে "নূতন অনুবাদ" না বলিয়া পুরাতন অনুবাদের সংস্কার বলিলে ভাল হয়। পুরাতন অনুবাদের সংস্কার বলিলে, যিনি সেই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, পরলোকগামী সেই মহাত্মা ডাক্তার বন্দোপাধ্যায়কে ন্যায্য সম্মান দেওয়া হয়। সত্য বটে বর্ত্তমান বাঙ্গালার সহিত তাঁহার বাঙ্গালার তুলনা করিলে, তাঁহার বাঙ্গালা প্রাঞ্জল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তা বলিয়া তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার যথাবিহিত সম্মান করাই উচিত। সে সময়ে বাঙ্গালার এত উন্নতি হয় নাই। কিন্তু ইহাও বলি, তিনি ব্যতীত সে সময়ে আর কেহই ইহার অনুবাদ করিতে পারিত না। অধিকন্তু তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন, ডাক্তার বৌমানের ন্যায় নূতন ভাব ঘটাইতে যান নাই। ডাক্তার বৌমান যে অনুবাদ আলোচনার জন্য আচার্য্যদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি স্থানে স্থানে নূতন ভাবের যোজনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রার্থনা পুস্তকের অনুবাদ করিলেন কৈ?

তাঁহার অনুবাদ দেখিয়া এস্, পি, জি মিসনারীরা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার যৌক্তিকতা দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিলেন, ডাক্তার বৌমানের অনুবাদের সমালোচনা পাঠাইলে তিনি ভিন্ন আর কেহই ইহার বিচার করিতে রহিল না। ইহাতে তিনি যে উক্ত সমালোচনার সাহায্য লইবেন, তাহার প্রমাণ কি? তিনি অনুবাদ করিতেছেন সেই অনুবাদের সমালোচনা তাঁহার নিকটে গেলে, তিনি হয়ত তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, আপনার কথা ও মত বজায় রাখিতে পারেন। এমন স্থলে কে পণ্ডশ্রম করিতে যাইবে? অনুবাদ এবং সমালোচনা, এই উভয়ের বিচার করিয়া, যাহা ভাল, তাহা নির্ব্বাচন করিবার জন্য একটী কমিটী বসাইলে ভাল হয়।

ডাক্তার বৌমান কখনই সাহস করিয়া বলিবেন না, যে তিনি একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক বাঙ্গালা জানেন। বাঙ্গালা প্রার্থনাপুস্তক সম্বন্ধে সকলের ইচ্ছা এই যে পুরাতন অনুবাদ, সংস্কার করিয়া প্রাঞ্জল বাঙ্গালাতে ইহা পরিণত হউক। কিন্তু ডাক্তার বৌমান, কিম্বা অন্য কোন বিদেশী তাহা করিতে পারিবেন না, তবে সে কার্য্যে এক জন বিদেশীর হস্তক্ষেপ করা বড়ই দুঃসাহসের কার্য্য। বৌমান সাহেবের সংশোধিত প্রার্থনা পুস্তক সম্বন্ধে প্রবাসীতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উ-

দ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ দেখুন সাধারণের মত কি?

"প্রার্থনা পুস্তকের অনুবাদ—সমালোচনার জন্য যে সংশোধিত প্রার্থনা পুস্তকের অনুবাদ পাঠান হয়, দুই তিন জন ব্যতীত আর সকলেই তাহার সমালোচনা করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে বলেন যে, প্রস্তাবনায় যে উদ্দেশ্যের উল্লেখ হইয়াছে, অর্থাৎ পল্লীগ্রামস্থ মণ্ডলীর উপযোগী করিয়া প্রার্থনা পুস্তক অনুবাদ করা, তাহা আদৌ কার্য্যে পরিণত হয় নাই,—স্বয়ং সংশোধিত অনুবাদেরই সংশোধন আবশ্যক,—অকারণে নূতন শব্দ সকল ব্যবহার করা হইয়াছে,—কতক কতক স্থানে নিতান্ত চলিত ভাষার শব্দ সকল ব্যবহার করা হইয়াছে, আবার কতক কতক স্থানে নিতান্ত কঠিন শব্দ সকল ব্যবহার করা হইয়াছে—নূতন অনুবাদ অপেক্ষা পুরাতন অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ,—সংশোধিত অনুবাদে যেরূপ করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা যদি আরও সহজ করা না হয়, তাহা হইলে পুরাতন প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহার করাই ভাল। একখানি গ্রামে তথাকার ক্যাটিকিষ্ট নূতন ও পুরাতন উভয় অনুবাদ একত্রে ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু মণ্ডলীস্থ সভ্যগণের মত এই যে, পুরাতন অনুবাদই অপেক্ষাকৃত সহজ।"

প্রাপ্তি স্বীকার।

১। গীতিহার। কলিকাতা চৌরঙ্গী রোড ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত। এই পুস্তকে সর্ব্বশুদ্ধ ১১৬টি বাঙ্গালা সুরের গীত আছে। গীতগুলি নানা গীতপুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সর্ব্ব সাধারণের জন্য একখানি গীতপুস্তক হয়, বড়ই বাঞ্ছনীয়। অতএব নানা খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের আচার্য্য ও শিক্ষকগণ যদি আপনাদের মতামত প্রকাশ করিয়া সি, ভি, ই, সোসাইটীর সম্পাদককে পত্র লিখেন তাহা হইলে, অভিলষিত বিষয়টী অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুসিদ্ধ হইতে পারে। বলা বাহুল্য উক্ত পুস্তকে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ও সাধারণের ব্যবহার যোগ্য গীত আছে।

২। নাস্তিকতা। কলিকাতা চৌরঙ্গী রোড ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত। শ্রীকাঙ্গালীচরণ সিংহ কর্ত্তৃক বিরচিত। এই পুস্তিকায় নাস্তিক হইবার হেতুবাদ, নাস্তিকদিগের অন্তিমকালের অবস্থা, কতকগুলি নাস্তিকের মনঃপরিবর্ত্তন বিষয়ক আখ্যানমালা ইত্যাদি শিক্ষাপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্দ্ধশিক্ষিত অহঙ্কারপূর্ণ বঙ্গীয় যুবক মনোযোগ সহকারে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। ভাষা সহজ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

৩। প্রবন্ধ-রত্ন। শ্রীজটাধারী শর্ম্মা কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। গ্রন্থকর্ত্তা এবারে ক্ষমা করিবেন। আগামীবারে সমালোচনা করিব।

বিবিধ বিষয়।

ইংলণ্ডের মহারত্ন বৃদ্ধ মহামন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব যদিও এখন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তবুও যে একেবারে রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে নির্লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তিনি আবার নাকি কমন্স মহাসভায় প্রবিষ্ট হইতে যত্ন করিবেন। ধন্য ইংরাজের কর্ত্তব্য জ্ঞান! ধন্য ইংরাজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমশীলতা! গলাবাজিতেও বড় হয় না, কথায়ও বড় হয় না, এইরূপ কার্য্যেই মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব হয়। এইরূপে ব্রত উদ্যাপন না করিতে পারিলে "ভারতোদ্ধার" অকাশ কুসুমবৎ অলীক পদার্থ হইবে।

আমরা বঙ্গবাসীর দৈনিকে একজন যুবকের বাপ্তিস্ম ও তাঁহার হিন্দু সমাজে পুনর্গৃহীত হইবার ইচ্ছা সম্বন্ধে একখানি পত্র ও তাহার উত্তর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। মিস্ রেক্স পত্রখানি না লিখিলেই ভাল হইত। কিন্তু সে যাহা হউক, সম্পাদক সমাজ-চ্যুতি ও সমাজে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে যুক্তির লেশ মাত্র নাই। অখাদ্য ভোজন সম্বন্ধে সম্পাদক গম্ভীর ভাবে যে মতামত প্রকাশ করেন, তাহা পাঠ করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। উইলসন হোটেলে মদ্য মাংসের শ্রাদ্ধ করিলে হিন্দুয়ানী অক্ষত থাকে, কিন্তু পবিত্র জল সংস্কার গ্রহণ করিলেই হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়, ইহার অপেক্ষা রহস্যজনক ব্যাপার আর কিছু আছে? খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে লেখকের যে অগাধ জ্ঞান তাহা সর্ব্বদাই প্রকাশিত হয়। আমরা অগ্রে জানিতাম না যে যর্দ্দনের জল না হইলে জল সংস্কার সম্পন্ন হয় না!

লাহোরের শ্রদ্ধেয় বিশপ ডাক্তর ফ্রেঞ্চ এক্ষণে মরীতে বাস করিতেছেন। তিনি দুই জন আচার্য্যের সহিত পস্তু ভাষায় ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ করিতেছেন।

পেশোয়ারের বিখ্যাত নামা মিশনরী হিউস সাহেব এ দেশে আর ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি একখানি ইংরাজি পত্র সম্পাদনের আংশিক ভারগ্রহণ করিয়াছেন। সেই সংবাদপত্রের নাম "রক" (Rock)। পূর্ব্বের অপেক্ষা নাকি কিছু প্রশস্ত ভাবে পত্রখানি পরিচালিত হইবে।

প্রেরিত পত্র।

প্রেরিত পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে।

মহাশয়, আমরা গতবারের প্রবাসীতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, সম্প্রতি কলিকাতা নিবাসী এক জন অতি বৃদ্ধ প্রচারক এত দিন পরে হঠাৎ চৈতন্যলাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "হায়, আমরা যে কেহই এ জগতে চিরস্থায়ী নহি, তাহা স্মরণে ছিল না, মহাশয়ের প্রবাসী নামটী শ্রবণ মাত্রে মনে হইল, আমরাও যে সকলেই প্রবাসী ও বিদেশী। এ জগতে সুখমদে উন্মত্ত হইয়া ও স্ত্রী পুত্রাদির মায়াতে মুগ্ধ থাকিয়া মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এ সংসার ছাড়িয়া আর আমাদিগকে কোথাও যাইতে হইবে না" প্রবাসীর জন্মে দেশের আর কোন হিত সাধন হউক বা নাই হউক, যদি উক্ত বৃদ্ধদলের আরও দুই

এক জন প্রচারকের হঠাৎ চৈতন্য লাভ হয়, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিতে হইবে। এই প্রচারক প্রবর বহু দিন অবধি প্রচার করিতে করিতে শমনভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত-প্রায় হইয়াছেন, তাঁহার প্রচারণ ব্রত অবলম্বনের পর অন্ততঃ ১৫খানি বাঙ্গালা খ্রীষ্টীয় সংবাদ-পত্র প্রচারিত হইয়াছে। সেগুলির একটীতেও তাঁহার মোহ ছাড়াইতে পারে নাই! তিনি অনেকগুলি ধর্ম্ম প্রচারকের সহস্র সহস্র উপদেশ শুনিয়াছেন,আপনিও কত প্রচার করিয়াছেন, কতই না সারমন দিয়াছেন। কি ডফ, কি ডল, কি বর্ত্তমান, সকলেই ইহাঁর কাছে হার মানিয়াছেন, কেহই ইহাঁর চৈতন্য জন্মাইতে পারেন নাই! ধন্য প্রবাসি, বলিহারি যাই, যাহা বড় বড় বীরপুরুষে সমগ্র জীবনে করিতে পারেন নাই, তাহা তুমি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র করিলে! তোমাকে দেখিয়াই এত বড় সংসারাসক্ত লোকের হঠাৎ মনঃপরিবর্ত্তন হইল। বৎস, বাঁচিয়া থাক, লোকের কোলে কোলে ফির, যেন বক্রী কয় জন তাদৃশ প্রচারকেরও হঠাৎ চৈতন্য লাভ হয়।

এই অতি বৃদ্ধ লোকটী কে? ইনি এক জন (স্বদলে) বিখ্যাত গ্রন্থকার। উপর্য্যুপরি কয়েক খানি পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন, সেগুলির প্রত্যেকটীরই নাম বা বিষয় "পরকাল!"কেশব সেন প্রভৃতি বড় বড় লোকে কোথায় রহিয়াছেন, ইহা লইয়া ইনি অনেক বাক্য ব্যয় ইত্যাদি করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অন্যকে পরকালে পাঠাইতে বিব্রত হইয়াও এ পর্য্যন্ত ইহাঁর নিজের চৈতন্য লাভ হয় নাই! আমরা শুনিলাম, এক দিন পথিমধ্যে কোন ভদ্র লোককে ধরিয়া নিজের একখানি পুস্তক বিক্রয় করিবার জন্য ইনি বিলক্ষণ পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, ভদ্র লোকটী বলিলেন, কেন, লইব কেন? বৃদ্ধ বলিলেন,"আপনারে তো পরকালে যাইতেই হইবে, আমিও তাহারই বিষয় লিখিয়া আনিয়াছি, আপনি কি পড়িয়া দেখিবেন না?" দেখুন! তখনও ইহাঁর নিজের মোহ ছাড়ে নাই! হায়! বড়ই পরিতাপের বিষয়! সোসাইটী এইরূপ অচেতন প্রচারকের জন্য বৎসরে শত শত টাকা ব্যয় করিয়াছেন! বৃদ্ধ এত দিন কি প্রচার করিলেন? কিই বা লিখিলেন? সে দলের অন্যান্য মোহপাশাবদ্ধ লোকের কত দিনে চৈতন্য লাভ হইবে? বোধ হয় আর বিলম্ব নাই, প্রবাসী মাসে দুইবার বাহির হইতেছে, প্রত্যেক বারে এক এক জনের ঘুম ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। প্রবাসি! বৃদ্ধদের জাগান হইলে পর একবার যুবকবর্গের প্রতি শুভ দৃষ্টি করিও। তাঁহারাও যেন আর অধিক দিন ঘুমাইয়া না থাকেন। অথবা ভিতরে আর কিছু আছে! বৃদ্ধটীর সঙ্গে সম্পাদক মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কি?

আর একটী কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কলিকাতার একজন বিশেষ প্রচারক কতকগুলি টাকা খোয়াইয়াছেন! তিনি একখানি খ্রীষ্টীয় পত্রিকার মূল্য আদায় করিয়া যথা স্থানে লইয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি লোকে (কেহ কেহ বলে, যুয়াখেলার দল!) তাঁহার নিকট

বলপূর্ব্বক (দিনে দুপরে!) টাকা কয়টী কাড়িয়া লয়। যাইতে যাইতে নাকি এক জন দরিদ্র লোক খাইতে পাই নাই বলিয়া তাঁহার নিকট দুঃখ জানায়, তিনি দয়ামূর্ত্তি, হঠাৎ গলিতহৃদয় হইয়া একটী টাকা (নিজের নয়!) ফেলিয়া দেন। দেখিয়া আরও চারি পাঁচ জন লোকে আসিয়া অবশিষ্ট টাকাগুলি কোন রকমে কাড়িয়া লয়। বেচারীর দশ বারটী টাকা গুণাগার হইল, বড়ই দুঃখের বিষয়। কলিকাতার গড়ের মাঠে রাত্রিতে মধ্যে মধ্যে এরূপ হইবার কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সহরের মধ্যে দিবসে এরূপ ঘটনা এই প্রথম শুনিলাম।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাখাল দাস সরকার।

পঞ্চরঙ্গ।

১। পুষ্টি। মেদ!!

বিজয়—ইস্, যা বল্লে তাই হলো গা, অতিরিক্ত পুষ্টি! মেদ উৎপাদন! একেবারে ফুলিয়া আটখানা। মুখ দিয়ে কতকগুলি অজীর্ণও বাহির হচ্ছে যে!

পাতঞ্জী—ভয় নাই! ভয় নাই! মেদ নয়, আর কিছু নয়, মিছা পুষ্টি! ফুলো-মাস, পাড়াগাঁয়ের আউস চাউলের ভাতে রস জন্মিয়াছে।

বি—পাড়াগেঁয়ের গলগ্রহ না হইলেই তো হইত?

পা—এখানে আমায় চিনে কে? যত্নই বা করে কে? খোরাকী তো চাই, দুয়ারে দুয়ারে ফিরিলাম, কেহ কথাটি কইলেন না!

বি—তবে এখন উপায়?

পা—উপায় নিরুপায়, মরিলেই বাঁচি।

বি—গাছতলা ছেড়ে বন্ধু বান্ধবদের কাছে যাও না কেন?

পা—গায়ে পড়ে যাই কেমন ক'রে। ছোকরারা হাত তালি দিবে যে!

বি—তা দোষ কি? ছোঁড়ারা কদিন হাত তালি দিবে? বন্ধু বান্ধবদের ভয় করিও না। তাঁহারা তোমায় আর কিছু বলিবেন না; তাঁহারা সে রকমের লোক নন।

২। বাবুলের গুপ্ত সভা।

নং ১। কেমন ভাই, গোড়াতেই তো বলেছিলুম, আমীর ইংরাজ সাহায্য বাদ দিয়ে রুষের চরণ ধরিতেছেন, শেষে রুষ ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্ব গ্রাস করিবে। হিরাট গেল, কাবুল যায়; ধন মান বিষয় সম্পত্তি কিছুতেই আর রুষ দখল দিবে না। তখন কেহ শুন্‌লে না, এখন দেখ দেখি?

নং ১। আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব ছাড়লেম. রাজ্যের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই; তোমরা আমার নাম মন্ত্রী সমাজের খাতা হইতে কাটিয়া দেও।

নং ২। তবে আমাদের আর বাঁচায় কাজ কি? আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে চল্লুম, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

আমীর। কি, বলকি তোমরা? আমরা এখনও তো রুষের হস্তগত হই নাই, এখনও উপায় আছে, যাহা দিয়াছি, এখনও তাহা ফিরাইয়া লইতে পারি।

নং ১। লও বা না লও, আমাকে

আর কিছুই অনুরোধ করো না। বাপ রে! এত অপমান! যা বলি তাই নগ্যাৎ "শিব গড়্তে বানর হলো।" ইংরাজ আমাদের এত অপমান কল্লে, এত গালাগালি দিলে, আমরা হিরাটে গিয়ে তাঁরে শাসন করিতে চাই, রুষ তাহাতে বাধা দেন, সব দোষ আমীরের!

আমীর। আমার দোষ কিসে? তোমরা সকলেই মত দিলে, রুষ না হলে ইংরাজ জব্দ হয় না বলে রুষের চরণ ধরিলে, হিরাট ছাড়িয়া দিলে, এখন আমার দোষ দিলে কি হবে? তা আমিও তো কসুর করি নাই। সে দিন নিজে খোসামোদ করিতে রুষের তাম্বুতে গিয়াছিলাম, অপমানিত হয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আইলাম।

নং ৩। এখন উপায়? হিরাট তো গেলই, এ যাত্রা কাবুল হারালে তো ইংরাজ আমাদের মুখে চূণ কালি দিবে। এখন আর ঘরাও বিচ্ছেদে কায নাই। চল দলবল লয়ে রুষের তাম্বুতে যাই, গিয়ে তাঁহাকে স্তুতিবাদে, পায়ে ধরে, নরম করি। একটিবার ইংরাজকে জব্দ করিবার জন্য হিরাটের অধিকার চাহিয়া লই, অস্বীকার করিলে, যুদ্ধং দেহি।

নং ১। তোমরা যাও, আমি যাব না, আমি এত নত হতে পারি না। ইংরাজ রুষ উভয় ছাড়িয়া আমি চীনে চলিলাম।

নং ৩। না ভাই, এত রাগ করিলে চলিবে কেন? আজ তিন দিন ধরিয়া তোমায় সাধিতেছি, তুমি না গেলে আমাদের কথা কে শুনে?

[এখন স্থির হইল, আগামী মঙ্গলবারে রুষের তাম্বুতে গিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে হইবে, কি ঘটে পরে জানাইব। যতই বল, ভাই, এবার না হয়, রুষ নিমরাজি হলো, কিন্তু কত দিন? একবারই সার, দ্বিতীয় বার আর কারও কথায় কাণ দিবে না, হিরাটে পা দিতেও দিবে না। বোকামী যা হবার তা হইয়াছে।]

৩। সিদ্ধান্ত।

নির্দ্ধারিত মঙ্গলবারে কাবুলের আমীর মন্ত্রীদলের ১, ২, ৩ নং কতিপয় অনুচর সহিত রুষশিবিরে উপস্থিত। অনেক কান্না কাটির পর রুষ নিমরাজি হন, অনেক কষ্টে (নিয়ম লঙ্ঘন পর্য্যন্ত) এই সন্ধি হয়, আফগানেরা আপাততঃ একবার হিরাটে প্রবেশাধিকার পাইতে পারে। হিরাট অধিকার করিয়া তাহারা ইংরাজের উপর গোলা গুলি বর্ষণ করিবে। পর দিন রাত্রি নয়টার সময়ে গুপ্ত গৃহে মন্ত্রীদলের সহিত আমীরের গুপ্ত মন্ত্রণা হয়। অনেক ভাবনা চিন্তার ও তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির হয়, দণ্ডধর আমীর কালকূট বিষাক্ত সুতীক্ষ্ণ বাণ ছুড়িবেন, আর ১ নং তীর বন্দুক দুইই চালাইবেন, অবশিষ্ট দুই নম্বর বন্দুক ধরিবার কেহই নন। তবে অন্য কাহাকে খেলোয়ার করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। শুনিলাম, নিজে মামুদ.রজবালি প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবার বুঝি ইংরাজরাজ্য ছারখার হয়। ইংরেজের বন্ধু বান্ধব এবার মাথায় হাত দিয়া ভাবুন।—প্রহরী দল আর পাহারা দিয়া কি করিবেন, এবার রাজ্য যে রসাতল যায়!

সমাজ সংস্কার।

১

নিদাঘ রজনী ঘোর অন্ধকারময় ;
গ্রীষ্মের পীড়নে চক্ষে নিদ্রা নাহি হয় ;
নিস্তব্ধ প্রকৃতি, গাছে নাহি নড়ে পাতা;
শরীর প্লাবিত ঘর্ম্মে, ঘুরিতেছে মাথা !
বায়ুর সম্পর্ক নাই শয়ন মন্দিরে !
ছটফট করে প্রাণ ঘর্ম্মাক্ত শরীরে !
লক্ষ ছারপোকা আর মশক দংশনে
একটা বাজে, তবু নিদ্রা এল না নয়নে।
ভাবিছে পাতজী বসি' ব্যাকুল অন্তরে
[illegible]ড়ার ভগ্নপাদ চৌকির উপরে।

২

সমাজ-চিন্তায় একে প্রাণ জ্বালাতন,
কি করিব, কি বলিব, ভাবে অনুক্ষণ।
সমাজ সংস্কার ব্রত বড়ই কঠিন,
অধঃপাতে এ সমাজ গেল দিন দিন !
কে আছে সমাজে দেশে আমা ছাড়া আর,
প্রাণপণে লাগি তার করিবে উদ্ধার ?
একা আমি কিবা করি, কোন্ দিকে ধাই ?
স্বার্থপর সবে, কারো বিবেচনা নাই।
ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে কাক-নিদ্রা এল ;
নাক ডাকাইয়া বীর ঘুমাইয়া গেল !

৩

নিদ্রার আবেশে বীর দেখিলা স্বপন,
দৈববাণী যেন এক হইল ঘোষণ—
"শুন রে পাতজি ! তুই অকৃতজ্ঞ অতি,
সমাজ সংস্কারে তোর নাহি রতি মতি !
নিজের উন্নতি চেষ্টা দেখ অনিবার,
অযত্নে সমাজ দেখ হল ছারখার !
উঠ, বীর ! বদ্ধকটি হওরে সত্বর,
[illegible] পশ সমাজ ভিতর।
[illegible] ঘরকন্না ত্যজি' পরিবার,
[illegible] সংগ্রাম মাঝে, বাঁচাও সংসার।"

৪

চমকিয়া উঠি বলে পাতজী সজ্জন
ঠিক ঠিক ! ইহাই তো আমার মনন !
ঠিক বটে, এজগতে আমারি সে কাজ !
আমা ছাড়া কার সাধ্য রাখে এ সমাজ?
পশিব সংগ্রামে আজ যায় যাক প্রাণ,
নাশিব সমাজ অরি বীর বলীয়ান।
কি ছার মিছার ধন পুত্র পরিবার?
রসাতলে যাক্ সব চাহিব না আর।
"সাধিতে সমাজ-হিত করিয়াছি পণ,
দেহের পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন।"

৫

গরজিয়া উঠি বীর কহিতে লাগিল।
চীৎকার শুনিয়া গৃহে প্রলয় ভাবিল ;
গৃহিণীর কোলে খোঁকা কাঁদিয়া উঠিল;
দেখিয়া গৃহিণী ভেবে আকুলা হইল।
উন্মাদ ভাবিয়া মনে প্রমাদ গণিল,
গালে হাত দিয়া অশ্রু ফেলিতে লাগিল।
যোগে যাগে মোটা ভাত মোটা বস্ত্র মিলে,
তাতে বুঝিএত দিনে বঞ্চিত করিলে ?
ভাবিতে ভাবিতে এক উপায় দেখিল—
কলসীর জল আনি' মাথায় ঢালিল।

৬

জলে কি নিবিতে পারে অন্তর-আগুণ ?
জ্বলিয়া উঠিল আরো হইয়া দ্বিগুণ।
তক্তায় মারিয়া কীল গর্জ্জিয়া উঠিল,
ডাকিয়া পাড়ার লোকে কহিতে লাগিল—
কোথা রে অবোধ যত প্রতিবাসি জন,
জাগরে জাগরে আজ খুলরে নয়ন।
ঘুমাইয়া আর কেন ? হের একবার
সমাজ তোদের দোষে হল ছারখার !
উঠ সব বাবু ভেয়ে চাষা মুটে যত,
সমাজ উদ্ধার চেষ্টা কর অবিরত।

৭

শুনিয়া ধাইল সেথা প্রতিবাসিগণ
ধনী মানী ধর্ম্মধ্বজী বিধবা নন্দন,
কেরাণী, ভাড়াণী-পুত্র সর্ব্বগুণান্বিত,
ট্রেনিং-তাড়িত বাবু পরান্ন-পোষিত।
গল্পাবাজ, সলাবাজ, স্বুরাবাজ যত,
ধড়ীবাজ, নড়ীবাজ, কাষ্ঠবাজ শত,
কাতারে কাতার দিয়া সভা বসাইল
লম্বা কোটধারী যত সম্মুখে বসিল।
উঠিল পাতঙ্গী বীর সভার মাঝারে,
হুঙ্কারে মাতা'লে সবে তেজস্বী নোক্‌চারে।

৮

"'সাধিতে সমাজ-হিত করিয়াছি পণ,
দেহের পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন!
সায় দেও, ভাই সব, আমার কথায়,
হাত তুল দিব্য কর এ মহা সভায়।
সমাজ শোধন তরে কি আছে উপায়?
অভাব কিছুই আমি দেখি না হেথায়।
সকলিতো আছে তাতে; কোন্ দ্রব্য নাই?
অভাব 'সম্বাদপত্র' দেখিবারে পাই।
খবর কাগজ এক সকলে চালাও,
সমাজ উন্নত করি, আকাশে চড়াও!

৯

সাহসে কোমর কসি' এস ভ্রাতৃগণ,
যাতে এ কাগজ চলে করহ যতন।
লিখিব প্রস্তাব তাহে যত মনোমত'
পড়িয়া মাতিবে দেশ, হইবে উন্নত।
প্রহরী বান্ধব বন্ধু কি কাজের বল?
কি করে আঁধারে বসি' পাদরীর দল?
কটূক্তি করিব তাহে হইয়ে নির্ভয়
'উন্নতি! উন্নতি' করি, নাচিবে হৃদয়।
মারিব কাগজ ছুড়ি' পাষণ্ডের দলে।
মরিবে ছট্ ফট করি; পড়িয়া অনলে,

১০

লিখিবে প্রস্তাব তাহে কেরাণীর দল,
লিখিবে মন্তব্য যত ইয়ং বেঙ্গল।
খান্সামা বেয়ারা দর্জ্জী বাবর্জ্জীর পাল,
প্রস্তাব লিখিবে তাতে, ঘুচিবে জঞ্জাল।
সকলে লিখিবে তাতে, প্রভেদ না রবে,
জ্ঞান বুদ্ধি তারতম্য কিছু নাহি হবে।
জন্ম হোক যথা তথা, জাতি ভেদ নাই,
পিতৃকুল, বংশ যশঃ হবে না যাচাই।
স্বদেশী বিদেশী মূক বধির বিকল,
এস আজ লিখি তাতে মিলিয়া সকল।

১১

টাকার অভাব ইথে যদি দেখা যায়,
বাহির করিব তবে চাঁদার খাতায়।
অমনি টাকার তোড়া দু দশ পঞ্চাশ,
আসিবে পড়িয়া, দ্রুত বাড়াইবে আশ।
লেখার কাগজে যদি পড়ে অকুলান,
কোম্পানী আফিস হ'তে দিব তবে টা:
কয়লা মেজেন্টা গুলি কালি করি নিব,
কাবারী বাখারী যত লেখনী করিব।
বিরোধ যখন কেহ করিবে ইহায়,
নড়ী দিয়া চোস্ত তবে করিব তাহায়।

১২

ছাপিব কাগজ এক আন্‌থা নাম দিয়া,
পড়িয়া জগৎ শুদ্ধ উঠিবে কাঁপিয়া—
দেশে দেশে কত চিঠি ডাকেতে চলিবে—
সহস্র গ্রাহক এক সপ্তাহে মিলিবে।"—
শুনিয়া নোক্‌চার সবে খেপিয়া উঠিল,
ধড়াধড় নাম সই খাতায় করিল।
ধন্য রে পাতঙ্গি! ধন্য তব বাহাদুরী!
বলিহারি যাই কিবা নোক্‌চার মাধুরী।
মাতালি জগৎ আজ উদ্ভট নোক্‌চারে!
অথর্-র্-র্ হইলি ভাই ধরণীমাঝারে।

R. D. S.

৩খণ্ড, [illegible] সংখ্যা।　　　　　　আগষ্ট, ১৮৮৫।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন)

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

বিষয়।　　　　　　　　　　পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

ইমদাদ আলির লেন ৮নং, হইতে প্রকাশিত।

১৮৮৫।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী সেপ্টেম্বর হইতে বঙ্গবন্ধুর মূল্য ১ টাকা মাত্র স্থির করা গেল। মফঃস্বলের গ্রাহকগণকে পৃথক ডাকমাশুল দিতে হইবে না।

বঙ্গবন্ধু যাহাতে ঠিক সময়ে প্রকাশ ও সাধারণের গোচর হয়, এবং সর্ব্ব-সাধারণের উপকার দর্শে, তাহার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টান্বিত আছি। দুই একবার বিলম্বপ্রযুক্ত পাঠকগণের নিকটে আমরা বিশেষ অপরাধী আছি। সুহৃদ পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে এমন আর না হয়, তজ্জন্য আমরা যার পর নাই চেষ্টা করিব।

বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ্ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিটিপত্র সম্পাদক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর মুল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহক-গণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মুল্য, প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৶০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একবারের অধিক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

যাঁহারা নিয়মিত রূপে বঙ্গবন্ধু এতাবৎ কাল পান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জ্ঞাত করিবেন।

শ্রী আর দত্ত।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৩য় খণ্ড।] ১লা আগষ্ট ১৮৮৫। [১১শ সংখ্যা।

তুমি কার?

ভাবুক জিজ্ঞাসিতেছেন, "তুমি কার?" ভাবুকের সহিত মিলিয়া আমিও জিজ্ঞাসা করিতেছি, পাঠক, "তুমি কার?" মহর্ষি পৌল কহেন, "তোমরা আপনাদের আপনারা নহ" (১কর ৬; ৯) তবে তোমরা কাহার? কবি কহেন, "আমি তোমারই" (গীত ১৯; ৯৪) তুমিও কি তাঁহার সহিত বলিতে পার, প্রভো, আমি তোমারই, আর কাহারও নহি, কেবল তোমারই। উক্ত মহর্ষির উক্তির শেষ ভাগ, "তোমরা বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ।" বিশেষ মূল্যটী কি? নিষ্ক্রয় মূল্য—আমাদের প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত সাধক মূল্য। এক ব্যক্তির নিষ্কলঙ্ক শোণিত প্রবাহ সেই নিষ্ক্রয় মূল্য স্বরূপ হইয়া আমাদের প্রাণকে ক্রয় করিয়াছে। তিনি আমাদের প্রাণ ক্রয় করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের প্রাণেশ্বর হইয়াছেন। এ হৃদয়, এ প্রাণ, এ আত্মা, এ দেহ আর কাহারও নহে, ইহা এখন সেই প্রাণেশ্বরের নিজস্ব। ইহাতে আর আমার নিজের কোনই অধিকার নাই, আমাতে আর আমি নহি। তিনিই এখন আমার প্রাণপ্রিয়তম হইয়াছেন। "আমি সেই প্রিয়তমেরই", "আমার উপরে প্রেমই তাঁহার ধ্বজা!" পরম ২; ১৬,৪। হে প্রিয়তম, আমি তোমারই। আমি তোমার শোণিতে ক্রীত দাস, আমি তোমার নিজের মেষ, আমি তোমার বন্ধু। পাঠক, তুমিও কি আমার ন্যায় তাঁহারই? যদি হইয়া থাক, আমি ঈশ্বরের নামে তোমায় নিবেদন করি, তুমি আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলি রূপে উৎসর্গ কর।" রোমীয় ১২; ১। তুমি কি তাঁর?

থিয়সফীর বাহ্যাড়ম্বর।

পাদ্রিরাই সব অনর্থের মুল! যেখানে পাদ্রি সেখানেই কুরীতি, দুর্নীতি, কুসংস্কার ও কুধর্ম্মের উপর তাঁহারা খড়্গহস্ত! পাদ্রিরা যেখানে, সেখানে বিধর্ম্মী ও প্রতারকদের সুখ নাই, শান্তি নাই, নিরাপদ নাই, নির্ভাবনা নাই। ম্যাদাম ব্লাভাট্স্কি কর্ণেল অলকট আর কতকগুলি লোক বেশ দুই টাকা উপার্জ্জন করিয়া করিয়া খাইতেছিল, পাদ্রিদের চোক অমনি টাটাইল! মান্দ্রাজের "খ্রীষ্টীয়ান কালেজ ম্যাগাজিন" অশনি নিনাদে জগতের সাক্ষাতে সমস্ত ভেল্কি জুয়াচুরি প্রকাশ করিয়া দিল। ম্যাদাম তখন বিলাতে। সব জুয়াচুরী বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেও পশ্চাৎপদ নয়। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে হইবে, খ্রীষ্টীয়ান কালেজ সংবাদ পত্রের সম্পাদককে শাস্তি দিতে হইবে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। আসিয়া দেখেন বেগতিক! শক্ত হাতে পড়িয়াছেন। চুপ করিয়া গেলেন। অপদস্থ হইয়া আবার নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। নিরুদ্দেশ হওন সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে, আমরা সত্য ঘটনা জানি না, এই মাত্র জানি ম্যাদাম ব্লাভাটস্কির পসার একেবারে কমিয়া গিয়াছে। কর্ণেল অলকট্ এখন থিয়সফী সম্প্রদায়ের সভাপতি। তিনি প্রেততত্ত্ব, "মহাত্মা", যোগ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে এখন কি মনে করেন জানি না; কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতায় যে একটি বক্তৃতা করেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, আগেকার মতন লম্বা চৌড়া কথা নাই; বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উক্ত বক্তৃতায় তিনি আর্য্যগৌরব, আর্য্যনীতি, আর্য্যদর্শন ও আর্য্যবিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কতকগুলি শিক্ষিত বাঙ্গালী বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে সম্মতিসূচক করতালীও দিয়াছিলেন। কর্ণেল অলকট্ মাথা মুণ্ডু কি নূতন শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রোতারা কি নূতন শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন আমরা বলিতে পারিলাম না। বক্তা সংস্কৃত না জানিয়াও সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রশংসা করিলেন, ভাল কিন্তু তিনি ও শ্রোতারা কি জানেন না যে মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইতিপূর্ব্বে আর্য্যদর্শন ও আর্য্যবিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নূতন কথা তিনি বলিলেন কি? কিসে তাঁহার প্রতি এত শ্রদ্ধা, কিসে খ্রীষ্টীয়ান শাস্ত্রজ্ঞদের প্রতি এত অশ্রদ্ধা? আমেরিকা হইতে প্রেততত্ত্ব, ভেল্কীতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, কত তত্ত্বই আসিল গেল, আর কত আসিবে চলিয়া যাইবে, কালের সহিত বিলীন হইয়া যাইবে। কতকগুলি শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন হিন্দুধর্ম্মের "পুনর্জ্জীবনের" ধুয়া ধরিয়াছেন। যে ধর্ম্মের মৃত্যু হইতে পারে, তাহার আবার পুনর্জ্জীবনের দরকার কি? পাঠক! খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে কত প্রকার তত্ত্বের কথা পড়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সকল তত্ত্বজ্ঞানিরাই বা কোথায় তাহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বই বা কই?

এই সকল তত্ত্ব আত্ম-প্রবঞ্চনায় জাত ও তাহাতেই সমাপ্ত।

এ সকল তত্ত্বে চলিবে না। আত্ম-প্রবঞ্চনায় ধর্ম্ম জীবন থাকে না। যোগের দ্বারা কিছু হইবে না। পাপ রহিয়াছে, যোগ কিসে হইবে? অবনত মস্তক ও জানু হইয়া খ্রীষ্টের ক্রুশের রক্তে ধৌত ও পরিষ্কৃত হইতে হইবে, নতুব চলিবে না। আর সব আশা ভরসা মিথ্যা, অসার হইতেও অসার।

দার্শনিক হেগেলের অন্তিম কাল।

হেগেল (Hegel) এক জন অদ্বিতীয় জর্ম্মণ দার্শনিক ছিলেন। জর্ম্মণীতে তিনি দর্শন ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটী নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা করেন।

তাঁহার দর্শনে খ্রীষ্টধর্ম্মের উপযোগিতা স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু এই অসাধারণ দার্শনিকের অন্তিমকালের বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত ও আনন্দরসে পূর্ণ হইতে হয়।

হেগেল বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া আপনার অন্তিমকাল আগত প্রায় ভাবিয়া আদেশ করিলেন, যেন তাঁহার কাছে বাইবল পাঠ করা হয়।

উক্ত সঙ্কট অবস্থায় তিনি বাইবল পাঠ ব্যতিরেকে আর কিছুই ভাল বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার সমস্ত জীবন কোন ঘোর প্রকাশ্য দোষে দূষিত হয় নাই, তিনি বাস্তবিক সম্ভ্রম ও খ্যাতির-সহিত আপনার জীবন কাটাইয়াছিলেন। তিনি আপনার সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু একটী বিষয় তাঁহাকে যাহার পর নাই বিষাদিত ও ব্যাকুলিত করিল—তিনি ঈশ্বরের গৌরব করেন নাই।

তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর যদি আমাকে পুনর্ব্বার সুস্থ করেন, তাহা হইলে মঙ্গল সমাচার সারল্যের সহিত প্রচার করা আমার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য হইবে।"

আরও তিনি স্বরচিত গ্রন্থাবলিতে সত্য ধর্ম্ম বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। যখন তাঁহার কাছে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা যাইতেছিল, তখন তিনি অনুতপ্ত চিত্তে কেবল এই বলিতেছিলেন :—

"হে ত্রাণকর্ত্তা, তুমি জীবনের পথ, তুমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার ইচ্ছার অধীন কর। হে প্রভো! তোমার ধন্য প্রতিমূর্ত্তি আমার অন্তঃকরণে সংগঠিত কর, তোমার আত্মা আমার অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হউক। আমি যেন প্রচুর রূপে বিশ্বাসের ফল উৎপাদন করিতে পারি তজ্জন্য আমাকে উপযোগী কর। আমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার দিকে আকর্ষণ কর। আমার অন্তঃকরণ অধিকার কর। হে প্রিয়তম ত্রাণকর্ত্তা, আমি যদি তোমার সদৃশ হই, তোমার সহবাসে থাকি, তাহা হইলে বিশ্রাম লাভ করিব।"

এক জন নয়, শত শত দার্শনিক জীবনকালে হয় ত খ্রীষ্টধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু আসন্নকালে আপনাদের আত্মা জগৎত্রাতা প্রভু য়েশুখ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। পাষণ্ড জুলিয়নের ন্যায় সকলকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইয়াছে, 'হে, নাসরীয় তুমিই জয় লাভ করিলে।'

মৃত্যু।

ভীষণ-দর্শন করাল-বদন
মুমূর্ষু শয্যায় করি' নিরীক্ষণ,
ত্রাসে বিকম্পিত মানব যখন,
তখন সান্ত্বনা কিসেতে হয়?
ব্যাধির তাড়নে সহজে অস্থির,
অবসন্ন মন, দুর্ব্বল শরীর,
মৃত্যু-বিভীষিকা হেরিয়া গভীর,
কেমনে মানব সুস্থির রয়?
ভাবিতে ভাবিতে একদা শয়নে,
নিদ্রা-দেবী আসি' পশিলা নয়নে,
গভীর নিশিতে নিদ্রায় স্বপনে,
হেরিনু শ্মশানে শায়িত হায়!
চারিদিকে নাচে, ঘেরি' প্রেতকুল,
বিকট আকৃতি হেরিয়া আকুল,
"পরিত্রাহি মোরে—হয়েছি ব্যাকুল,"
গগননির্ভেদী চীৎকারি হায়!!
আকাশ-সম্ভবা বচন তখন,
পশিল শ্রবণে, অপূর্ব্ব কথন,
"ভয় কি বাছনি, কি ভয় এখন?
প্রেতকুল দেখি' করো না ভয়;
সাধ্য কি স্পর্শিতে তোমার শরীর?
প্রেতকুল দেখি' হয়োনা অস্থির,
ভয় দূর করি' হইয়া সুস্থির
শুন, বলি—যাহা ভবিতব্য রয়।
পাপেরি বেতন মৃত্যু ভয়ঙ্কর,
'মৃত্যু' শব্দ শুনি কাঁপে কলেবর,
ধূলি-বিরচিত মানব নিকর
অবশ্য মরিবে বিধির বিধি।
লঙ্ঘিতে কে পারে বিধির বিধান,
সর্ব্ব-ক্লেশ-হারী-মৃত্যুই নিদান,
তবে কেন ভয়? এই সে বিধান
—পাবে দেহক্ষয় অন্তিমে যদি?
ভীষণ-দর্শন নরক হইতে,
রক্ষিবারে যীশু, মরেন ক্রুশেতে,
পাপ-প্রায়শ্চিত্ত নিজ রক্তপাতে,
সেধেছেন তিনি নিষ্পাপ শরীরে।
নির্দ্দোষ হইয়া, পাপীর লাগিয়া,
অকথ্য যাতনা আপনি সহিয়া,
নিষ্পাপ শরীর বলিদান দিয়া,
সেধেছেন হিত মানব তরে।

বিশ্বাসী সকলে যীশুর আশ্রিত,
মরিলে পুনশ্চ হইবে জীবিত,
জীবনে বিশ্বাসী মরে না নিশ্চিত,
দেহ আত্মা ভেদ অবশ্য হয়।
নরক-যাতনা অনন্ত মরণ,
যীশু করিছেন সবে সুরক্ষণ,
বিশ্বাসী পেয়েছে অনন্ত জীবন,
তবে বল, আর কিসেতে ভয়?
মাংসিক ইচ্ছাতে যাহারা চালিত,
প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে পতিত,
অনন্ত মরণ, তাদেরি নিশ্চিত,
জীবন থাকিতে বুঝেনা কেহ।
ভব-লীলা-সাঙ্গ, অন্তিমে যখন,
মৃত্যু-শয্যাগত, নরক-ভীষণ
তার প্রতিচ্ছায়া করি নিরীক্ষণ,
ত্রাসে প্রকম্পিত পাপীর দেহ।"

শ্রীঃ—

বিশ্বাসের কার্য্য।

শিষ্য। খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মনুষ্যকে কেমন করিয়া ঘৃণা করা যাইতে পারে? প্রভুর প্রার্থনার আরম্ভেই কি স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে না যে এরূপ বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা ভাব নিতান্ত দূষণীয়?

ছাত্র। ঈশ্বরকে পিতা ও মনুষ্যকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি।

শি। হাঁ! যদি আমরা খ্রীষ্টকে মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার না করি, তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল মনুষ্য বলিলে যথেষ্ট হইল না। আরও স্বীকার করিতে হইবে যে খ্রীষ্টের অনুকরণ করিয়া মনুষ্যদিগকে ঈশ্বরের সন্তান হইতে হইবে। বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিয়া লইতে হইবে।

ছা। তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের ন্যায় আচরণ করিব।

শি। তাহার পর পাপ সম্বন্ধে কি বলিব? যখন খ্রীষ্ট পাপ হইতে আমাদিগকে বাঁচাইতে আসিয়াছেন, আমাদের পাপ প্রযুক্ত ব্যথিত হইয়াছেন, যখন নিদারুণ যন্ত্রণা, দুঃখভোগ ও মৃত্যুর সময় তিনি আমাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়াছেন, তখন পাপকে আমরা কি তৃণ মাত্র জ্ঞান করিব? পাপকে বিষম রোগ বলিয়া কি বোধ করিব না?

ছা। হাঁ। আত্মার রোগ সদৃশ বিবেচনা করিতে হইবে।

শি। ইহাকে কি দুরারোগ্য রোগ মনে করিতে হইবে?

ছা। না, ইহাকে এমন রোগ মনে করিতে হইবে যাহা খ্রীষ্ট আরোগ্য করিতে সক্ষম।

শি। যদি ঈশ্বরকে পিতা এবং খ্রীষ্টকে পাপ মার্জ্জনাকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষমা পাইবার উপায় কি মনে করিব? আমরা কি ইহার জন্য ঈশ্বরকে কোন মূল্য দিতে পারি?

ছা। না। তিনি খ্রীষ্টের দ্বারা বিনা মূল্যে আমাদিগকে ক্ষমা দান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার এই উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং বিনা মূল্যে পাইলাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

শি। কিন্তু আমরা প্রত্যহ যখন ইচ্ছা তখনই কি পাপ করিতে এবং সায়ংকালে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি? এই রূপে কি আমরা অনবরত পাপ ও অনবরত ক্ষমা প্রার্থনা করিব?

ছা। না। পাপকে দুঃসহ ভার বোধ না করিলে তাহার ক্ষমা নাই। পাপ যদি দুঃসহ ভার বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমরা তাহা ঘৃণা করিতে থাকিব। ঘৃণা করিতে করিতে আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা ছাড়িয়া দিব।

শি। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অনেকের কু অভ্যাস আছে তাহা পাপ বলিয়াও তাহাদের ধারণা আছে, কিন্তু কিছু করিবার যেন শক্তি নাই। মাদক সেবনে আত্যন্তিক আসক্তি গুরুভার বলিয়া তাহাদের বোধ হইলেও তাহারা একেবারে তাহা ছাড়িয়া দিতে পারে না। কিন্তু আমি

বলি, খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলে যে বল উদ্ভূত হয়, তাহা দ্বারা পাপের প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। তাঁহার সহিত সিদ্ধ বিশ্বাস ও সংযোগ হইলে আমরাও সিদ্ধি লাভ করিতে পারি। অপর, খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলে মৃত্যুসম্বন্ধে কি প্রকার ভাব উৎপন্ন হইবে? প্রাচীন পণ্ডিতেরা মৃত্যুকে শরীর অথবা আত্মার বিনাশ অথবা পার্থিব জীবনের সাদৃশ্য বলিয়া জ্ঞান করিত। ধার্ম্মিক হিস্কিয় রাজা যেন সঙ্কুচিত ভাবে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "সমাধি তোমাকে প্রশংসা করিতে পারে না; মৃত্যু তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতে অক্ষম; যাহারা গহ্বরে অবতরণ করে, তাহারা তোমার সত্যের অপেক্ষা করিতে পারে না।" যিশাইয়া ৩৮; ১৮। কিন্তু যদ্যপি মনুষ্যেরা আপনাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত এক বলিয়া এবং খ্রীষ্টকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা হইলে তাহারা অবাধে আদিম খ্রীষ্টীয়ানদের ন্যায় মৃত্যুকে শয়ন বলিয়া অভিহিত করিতে পারে এবং আচার্য্যবর পৌলের সহিত বলিতে পারে, মৃত্যুর হুল এবং সমাধি জয়চ্যুত হইয়াছে। বন্ধুবর্গের বিয়োগ প্রযুক্ত হৃদয়ে স্বভাবতঃ শোক উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গ আমাদের অনন্ত গৃহ স্বীকার করিয়াও পরলোকগত বন্ধুগণের জন্য অত্যন্ত আক্ষেপ করা, তাঁহাদের নাম উচ্চারিত হইলেই যেন অনুকম্পা প্রকাশ করা, কখন খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের পরিচায়ক নহে।

সারমেয় বিধান।

মথি ৭; ৬। প্রকাশিত ২২; ১৫।

"কুকুরদিগকে পবিত্র বস্তু দিও না।"

চাণক্য বলেন, বুদ্ধিবিহীন লোকের বিদ্যাতে, অথবা অন্ধ ব্যক্তির দর্পণে প্রয়োজন কি? তেলেগু লোকে বলে, ভর্জ্জিত শস্যের স্বাদ কুষগণে কি জানে? আতরের সুগন্ধ গর্দ্দভে কি জানিবে? বাঙ্গালা প্রবাদে কহে, "কাকের মুখে কৃষ্ণকথা।", "কুকুরকে মুগের পথ্য।" আরবীয়দের একটী প্রবাদ এই—জগৎ একটী শবের ন্যায়, ইহার অনুধাবকগণ কুকুর সদৃশ।

প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ কুকুরদিগকে দেওয়া যাইত না; কারণ কুকুর নিতান্ত অশুচি বলিয়া গণ্য হইত। শাস্ত্রে কুকুরের সহিত দুষ্টদের তুলনা করা হইয়াছে।

১। কুকুর জাতির স্বভাব ও আকার প্রকার পরস্পর স্বতন্ত্র; তথাচ সকল গুলিই কুকুর। কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ শ্বেত, কেহ লোহিত, কেহ বা মিশ্রিতবর্ণের, কেহ অতি দীর্ঘ, কেহ দেখিতে ছোট, কাহারও মুখ অতি ভয়ানক, কেহ অতি খিট্‌খিটে, কেহ অজস্র চীৎকারকারী, কেহ গম্ভীর, কেহ নিত্য গর্জ্জনকারী। তথাচ সকল গুলিই কুকুর। ফিরুশী ও করসঞ্চয়কারীর বাহ্য অবস্থা, ও ক্রিয়া-কাণ্ড পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও, উভয়েই পাপী, দুষ্টও শয়তানের সেবক ছিল।

২। নিতান্ত ইতর ও ঘৃণ্য জাতি। নদীতীরের পচা দুর্গন্ধ শব আহার করে,

ভাল মন্দ বিচার নাই, নরমাংসে বিশেষ লালায়িত, ইহারা নির্দোষ নাবোতের রক্ত চাটিয়া পান করিয়াছিল। ১রাজা ২৮; ১৯। ক্ষেত্রে বিদীর্ণ মাংসে ইহাদেরই অধিকার। যাত্রা ২২; ৩১। দুষ্ট তাদৃশ জাগতিক কুকার্য্যে নিত্য আসক্ত, পরের প্রতি কটূক্তি, পরের সর্ব্বনাশ করিতে লালায়িত—ইহারা মাংসিক কামনার দাস—উদাহরণ নেবুখৎনেৎসর। গীত ৩৭; ১২।

৩। ইহারা ভয়ানক চীৎকারকারী, অতি কর্কশস্বভাব, ও খিট্‌খিটে—চন্দ্রের দিকে তাকাইয়াও ঘেউ ঘেউ করে। যিহুদীরা স্তিফানের প্রতি দন্ত পেষণ করিয়াছিল। প্রেরিত ৭; ৪। এখনও কুকুরবৎ দুষ্টগণ ধার্ম্মিক লোকদের প্রতি দন্ত পেষণ করিয়া থাকে; তাহাদের রক্ত চাটিতে নিতান্ত লালায়িত হয়। "ইহারা সায়ংকালে ফিরিয়া আসিয়া কুকুরের ন্যায় দীর্ঘরাব করত নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে।" গীত ৫; ১৪। ইহাদের প্রদর্পে নগর কম্পিত হয়। "তিনটার ভারে ভূতল কাঁপে বরং চারিটাকে সহিতে পারে না।" হিত ৩০; ১।

৩। দংশন ও বিদীর্ণকারী। ব্লডহাউণ্ড, বুল ডগ, প্রভৃতি এইরূপ। যিরি ১৫; ৩। মনঃপরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে সাধু পৌলও এইরূপ ছিলেন। কেহ কামড়ায়, কিন্তু ডাকে না। কেহ বা অসাক্ষাতে হঠাৎ গোপনভাবে অনিষ্ট করে। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড, তাহাদের জন্য শিকল আবশ্যক। দায়ূদ প্রার্থনা করিয়া বলেন, হে প্রভো, আমার প্রাণটীকে কুকুরদের হাত হইতে রক্ষা কর। কুকুরেরা আমাকে বেষ্টন করিয়াছে, তাহারা আমাকে বিদীর্ণ করে। গীত ২২; ২০, ১৬। গীত ৫৯; ৬। তাহারা বোবা ও পেটুক কুকুর। যিশা ৫৬; ১০, ১১। শীকারীরা কোন্ কোন কুকুর সঙ্গে লইয়া যায়। শয়তান তাদৃশ কোন কোন প্রচণ্ড দুষ্ট লোকের দ্বারা আপন কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লয়।

৫। ইহারা পরস্পর দংশাদংশী করে। মিস্রীয় লোকে পরস্পর দংশাদংশী করিত, যিহুদীরা এবং বাবিলনীয় লোকেও সেই রূপ, নাম খ্রীষ্টীয়ান দুষ্টেরাও তাদৃশ। ইহারাও পরস্পর এক জন অপরের সর্ব্বনাশে প্রাণপণ করে। স্বজাতীয়, স্বগোত্রের ও স্বদলের মধ্যে যত দংশাদংশী দেখা যায়, এত অন্যত্র দেখা যায় না।

৬। পেটুক, কখনই তৃপ্ত হয় না। যিশায়া কতকগুলি লোকের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, সেই কুকুরগণ উদরম্ভরী, কখনও তাহাদের তৃপ্তি বোধ হয় না। তাহারা আপন আপন সম্ম খস্থ লাভের চেষ্টাতে আপন আপন পথের দিকে ফিরে, সুরাপানে মত্ত হয়। যিশায়া ৫৬; ১০, ১১। "তিনটা কখনও তৃপ্ত হয় না; বরং চারিটা যথেষ্ট হইল এ কথা কখনও বলে না।" হিত ৩০; ১৬। গীত ৫৯; ১৫।

৭। কখন কখন উত্তপ্ত ও উন্মত্ত হয়; তখন ইহাদের অবস্থা বড়ই ভয়ানক হয়। উত্তপ্ত হইলে কাণ্ডাকাণ্ড বোধ থাকে না। উন্মত্ত হইলে যাহাকে দংশন করিবে, তাহার আর জীবনের আশা থাকে না। কখন কখনও "মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল" হয়। দুষ্টগণ যখন গা-

য়ের জ্বালায় উত্তপ্ত হয়, তখন তাহাদেরও হিতাহিত বোধ থাকে না, সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই দংশন করিতে যায়। কোন রূপ গরম দ্রব্য মাথায় পড়িয়া ক্ষত হইলে সর্ব্বনাশ, তখন তাহারা মাথার ঘায়ে পাগল হইয়া যাহাকে তাহাকে দংশন করিতে যায়। অবশেষ কোন সুদক্ষ লোকের লগুড় আঘাতে জীবন লীলা সম্বরণ করে। 'ঐ কুক্কুরদিগকে দেখ, ঐ দুষ্ট কর্ম্মকারীদিগকে দেখ!' ফিলি ৩; ২।

৮। কুক্কুরগণকে গৃহের বাহিরে থাকিতে হয়; গৃহের ভিতরে ইহাদের কোনও কার্য্য নাই; ইহারা বাহিরের জীব। স্বয়ং খ্রীষ্ট বলেন, "কুক্কুরগণ বাহিরে থাকিবে।" নগরের ভিতরে ইহাদের প্রবেশাধিকার নাই। প্রকাশিত ২২; ১৫। কোন কোন কুক্কুর জাগরুক, কেহ প্রভুভক্ত, কেহ বা গৃহরক্ষক। কিন্তু তাহাদের সকলেরই এক ঘৃণিত স্বভাব, পীড়িত হইয়া বমন করিলে প্রত্যেকেই আবার সেই উদ্গারিত কুৎসিত পদার্থ ভোজন করে। হিত ২৬; ১১। দুষ্টেরা যাহা একবার অস্বীকার বা পরিহার করে, পুনরায় তাহা ভোজন করে। ২পিতর ২; ২২। কুক্কুরদের বিষয়ে সতর্ক হও। ফিলিপ ৩; ২। ভণ্ড শিক্ষক কুক্কুর। যিশায়া ৫৬; ১১। তাদৃশ সদমীয়েরা আদি। ১৪; ২৪। ফিরৌণ। শয়তান কুক্কুর গীত ২২; ২০। অশুচি লোক, যাহারা মুখ দিয়া অশ্লীল উক্তি করে, তাহারাও কুক্কুর মথি ৭; ৬। ইহাদের হইতে সাবধান হইতে হইবে।

ত্রাণ-ক্ষেত্র।

১করিন্থীয় ৩: ৯।

খ্রীষ্টের সহিত মণ্ডলীর যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, ধর্ম্মপুস্তকে অসংখ্য মনোহর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে; যথা, খ্রীষ্টীয়ান তাঁহার প্রাসাদ, রত্ন, বন্ধু ইত্যাদি। এই পদে খ্রীষ্টীয়ানকে প্রভু যেশুর কৃষিক্ষেত্র বলা হইয়াছে, "তোমরা তাঁহার ক্ষেত্র।" ক্ষেত্রের সহিত খ্রীষ্টীয়ানের তুলনা এই:—

১। খ্রীষ্টীয়ান ঈশ্বরের বিশেষ সম্পত্তি। সর্ব্বসাধারণের অধিকৃত ক্ষেত্র উত্তমরূপে আবাদ করা যায় না! তদর্থে উহা ব্যক্তি বিশেষের অধিকারভুক্ত হওয়া চাই। তাদৃশ খ্রীষ্টীয়ান কেবল প্রভুরই সম্পত্তি, তিনি আপন রক্তদ্বারা জগতের ধ্বংসস্থান হইতে ইহা ক্রয় করিয়াছেন। তিনি ক্ষেত্রের কোন গুণ দেখিয়া নহে, কেবল স্বীয় সৎ অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রয় করিয়াছেন। প্রেরিত ২০; ২৮।

২। খ্রীষ্টীয়ান পৃথক্কৃত বা স্বতন্ত্র সম্পত্তি। কোন রূপ সীমা দ্বারা ক্ষেত্র স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়া থাকে। খ্রীষ্ট বলেন, "আমি তোমাদিগকে জগৎ হইতে মনোনীত বা পৃথক করিয়াছি।" যোহন ১৫; ৯।

৩। খ্রীষ্টীয়ান বেড়া দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত। ক্ষেত্র পৃথক করিতে গেলে ইষ্টক বা প্রস্তরের স্তম্ভ কিম্বা সীতা দ্বারা তাহা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করা যাইতে পারে না। তজ্জন্য দৃঢ় বেড়া

আবশ্যক। "আমার প্রিয়ের একটী উদ্যান ছিল, তিনি তাহার বেড়া দিয়াছিলেন।" যিশা ৫ ; ২। বাপ্তিস্ম, প্রভুর-ভোজ ও মণ্ডলীর অন্যান্য ক্রিয়া কাণ্ড দ্বারা খ্রীষ্টীয়ানকে বেড়া দেওয়া হইয়াছে। "আমার ভগিনী প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান।" পরম ৪ ; ১২।

৪। খ্রীষ্টীয়ান আধ্যাত্মিক কৃষির পরতন্ত্র। পবিত্রতারূপ ফলধারণই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রভু কহেন, "আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা আর কি করা যাইতে পারে ?" যিশায়া ৫ ; ৪।

৫। খ্রীষ্টীয়ান-ক্ষেত্রে কৃষি করণার্থ উপযুক্ত এক দল কার্য্যকারীর প্রয়োজন। যিহুদীদের মধ্যে একটী স্বতন্ত্র দল এই আধ্যাত্মিক কৃষিকার্য্যের জন্য নিযুক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় ক্ষেত্রে তিনি কতক জনকে প্রেরিত বা উপদেশক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা স্বতন্ত্ররূপে পবিত্র বলিয়া নহে, কিন্তু এই কার্য্যে স্বতন্ত্র ও একান্তরূপে নিযুক্ত থাকিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন, কতকগুলি কার্য্যকারী বাজারে আলস্যে বসিয়া রহিয়াছে ; কেহ কেহ বা লাঙ্গলে হাত দিয়া পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিতেছে। "তাহারা ঈশ্বররাজ্যের যোগ্য নয়"। লূক ৯ ; ৬২।

৬। উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন। কোদালী ও লাঙ্গল না হইলে, মানুষ কেবল হাত দিয়া কিছুই করিতে পারিত না। ক্ষেত্রের জঙ্গল উৎপাটন করিবার জন্য ঈশ্বরের বাক্যই লাঙ্গল স্বরূপ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অনেকে এই অস্ত্র বাটীতে রাখিয়া ক্ষেত্রে গমন করে। কঠিন হৃদয়ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক। ইব্রীয় ৪ ; ১২। যিশা ৫ ; ৬। জঙ্গল কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। "প্রভুর বাক্য দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ।" বিবেকের দংশনরূপ লাঙ্গলের ফাল কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ করে। পিতরের প্রচারে এইরূপ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। প্রেরিত ২ ; ৩৭। হৃদয় অত্যন্ত কঠিন হইলে, ঈশ্বরের বাক্যরূপ কোদালী সীনয় পর্ব্বত হইতে ব্যবস্থা-বেশে আগমন করিয়া তাহা কোপাইয়া দিবে। যিশা ৭ ; ২৫। ঈশ্বরের বাক্য, আবার হাতুড়ী স্বরূপ। যিরিমিয়া ২৩ ; ২৯। দুঃখভোগ রূপ অস্ত্র দ্বারা বিলাস-রূপ জঙ্গল নষ্ট হইয়া থাকে।

৭। ক্ষেত্রে স্বর্গীয় বীজ বপন করা আবশ্যক। এই বীজ উপ্ত না হইলে, আগাছা উৎপন্ন হইবেই হইবে। বপনের জন্য উত্তম বীজ আবশ্যক, উত্তম বীজ উত্তম সময়ে বুনিতে হইবে। রোমীয় ৭ ; ৪। স্বভাবতঃ কোন বীজই উত্তম নহে। যোহন ৩;৬। হোশেয় ২০;১২।

৮। চারা সংরক্ষণ করা ও বিদা দেওয়া আবশ্যক। কোন রূপ জন্তুর দ্বারা নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। দুঃখের বিষয় এই, অনেক স্থলে কেবল বীজ বপন করাই হইয়া থাকে। পরে তাহার কি হইল, দেখা হয় না। অনেক স্থলে চারা মরিবার ভয়ে বিদা দেওয়া (শাসন করা) হয় না। হায় ! এই রূপে কত খ্রীষ্টীয়ান চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়াছে।

৯। ক্ষেত্রে জল সেচন আবশ্যক।

ঈশ্বরের প্রসাদ বারি না হইলে, বীজ বপনে কোন ফল দর্শে না। পৌলও কেহ নহেন, আপল্লোও কেহ নহেন, কেবল বৃদ্ধি ও বৃষ্টিদাতা ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা। ঈশ্বরের এই প্রসাদ আনিতে গেলে হৃদয়টী নীচ করিতে হইবে। কারণ জল উচ্চ স্থানে যাইতে পারে না। যে হৃদয় উন্নত, তাহা দুঃখরূপ কোদালী দ্বারা চাঁচিয়া নীচ বা খাল করিতে হইবে। ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণই ঈশ্বরের গ্রাহ্য। বংশমর্য্যাদা, ধনগর্ব্ব, গুণগরিমা রূপ উচ্চ স্থল খুঁড়িয়া না ফেলিলে প্রসাদ প্রবেশ করিতে পারে না। নিম্ন ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। যিরি ১৭; ৮।

১০। ফলের অপেক্ষা করা যায়। সেই জন্যই শেষ বর্ষার অপেক্ষা করিতে হয়। ঈশ্বর পৃথিবীর শস্য সংগ্রহ করিবেন। তখন শস্য সংগ্রহকর্ত্তার বাটীতে মহানন্দ হইবে। ইব্রীয় ১১; ৯।

একটী ডুমুর বৃক্ষ হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ফলের অপেক্ষা করা হইয়াছিল। লূক ১৪; ৭। অবশেষে খ্রীষ্ট তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। যে সকল কৃষক আস্বাদ করে নাই, তাহারা উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। মার্ক ১২; ৯। আশিয়ার সপ্ত মণ্ডলীর বেড়া ভগ্ন হইয়াছিল। ঈশ্বর ক্ষেত্রের অধিকারী, তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করা যাইতে পারে না। তিনি কখনই ক্লান্ত হন না, কখনও বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত দুর্ব্বল হন না। যিশা ৪০: ২৮। তুমি কি ফল ধারণ করিতেছ? খ্রীষ্টেতে সংলগ্ন হও; দ্রাক্ষালতাতে না থাকিলে কেহই ফল ধরিতে পারে না। তিনি মন্দ বৃক্ষকেও ভাল করিতে, বৃষ্টি বর্ষাইতে, ও ফল ধারণের শক্তি দান করিতে পারেন।

কেথিড্রেল মিশন ডিবিনিটি কলেজ।

চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটীর মিশন ক্ষেত্রের জন্য কতকগুলি শিক্ষিত কর্ম্মচারী প্রস্তুত করাই এই বিদ্যালয়ের এক মাত্র উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে মিশনক্ষেত্র সমূহ যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে যে বিশেষরূপে শিক্ষিত এক দল কর্ম্মচারীর প্রয়োজন, ইহা কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বিশেষরূপে অনুভব করায়, কয়েক বৎসর হইল ইংলণ্ডীয় কমিটিতে এবিষয়ের কোন উপায় নির্দ্ধারণার্থ বিশেষ আলোচনা হয়। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এদেশে একটী ধর্ম্মবিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার বন্দোবস্ত করা হয়। এই উপলক্ষে ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রাকেট সাহেব তাঁহাদের পরামর্শমতে বিগত ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, তিনি এক বৎসর কাল বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কৃষ্ণনগরে এই ধর্ম্মবিদ্যালয়ের সূত্রপাত করেন। প্রথমে এক জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কাটেখিষ্ট, দুই জন প্রথম শ্রেণীর রিডার, এক জন নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক, এক জন সামান্য ব্যবসায়ী ও দুই জন

নূতন খ্রীষ্টীয়ান এই সাত জন ছাত্র লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। সুসমাচার, ইব্রীয় পত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রমাণীকরণ ইত্যাদি পাঠ হয়। ইহাঁরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হন, কোনও বিষয় উভয় শ্রেণীই একত্রে আর কোন কোন বিষয়ে পৃথক রূপে শিক্ষা করিতে থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাটেখিষ্ট ছাত্রটী প্রত্যহ স্বতন্ত্র রূপে দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন। সপ্তাহে দুইবার অধ্যাপক মহাশয়, ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে প্রচারে বাহির হইতেন। এইরূপে এক বৎসর কাল শিক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগের চারি জন ছাত্রকে কার্য্যক্ষেত্রে নিযুক্ত করা হয়। এই বৎসরের শিক্ষায় যে ছাত্রগণের বিশেষ কোন ফল লাভ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। বলিতে গেলে, অধ্যাপকের নিজের প্রস্তুত হওনে ও শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা করিতেই এই কয়েকটী মাস গত হইয়াছিল বলিতে হইবে। লাভের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ছাত্রটীর বিলক্ষণ পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হয়। ইতিমধ্যে যে কারণেই হউক, কৃষ্ণনগর বাসে অধ্যাপক মহাশয়ের বিতৃষ্ণা জন্মে। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে কলিকাতার হেদুয়াতালার মিশন বাটীতে অবশিষ্ট চারি জন ছাত্র লইয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। তদবধি গত ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কাটেখিষ্ট ১ জন প্রথম শ্রেণীর রিডার ৩ জন কনভার্ট ৫ জন শিক্ষক ২ জন গুরু মহাশয় ও এক জন ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ইত্যাদি বিদ্যালয়ে শিক্ষা করে। ইতিমধ্যে কেথিড্রেল মিশন ইংরেজী কলেজটী উঠিয়া গেল। ২২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটস্থ উক্ত কলেজ-গৃহে ধর্ম্মবিদ্যালয়টী উঠিয়া আইসে। মধ্যে একটী ইংরেজী শাখা খুলা হয়। দুইটী ছাত্র ইংরাজিতে শাস্ত্র শিক্ষা করে। তজ্জন্য ট্রিনিটি চার্চ্চের পূর্ব্বতম পালক রুদ্র মহাশয় বাঙ্গালা শ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে থাকেন। মধ্যে দুইজন এস, পি, জি মিশনের লোকও ইহার ছাত্র বলিয়া গণ্য হয়। গত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীযুক্ত ডবলু, এইচ, বল সাহেব, এই বিদ্যালয়ের অন্যতর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। উভয়ে এক যোগে এক বৎসর কাল শিক্ষাদান করেন। ১৮৮৪ ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত ব্লাকেট সাহেব অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। শ্রীযুক্ত বল সাহেব একক হওয়াতে, এক জন দেশীয় উপদেশক এক বৎসরের জন্য তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। গত বৎসরে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অতি অল্প ছিল। কেবল তিন জন মাত্র ছাত্র ডিসেম্বর মাসে উত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই বিদ্যালয়ের পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে বলিতে হইবে। একেবারে ১২ জন ছাত্র ইহাতে প্রবিষ্ট হয়। ইহাদের অধিকাংশই বিশেষ শিক্ষিত। ইহাদের মধ্যে ৪ জন প্রধান শিক্ষকের, ৪ জন প্রচারকের, ও ২ জন অন্যতর শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বের ন্যায় অশিক্ষিত বা সামান্য কর্ম্মচারী কেহই নাই। ইহাদের শিক্ষার বন্দোবস্তও স্বতন্ত্র হইয়াছে, প্রকৃত শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দেশীয় অধ্যাপক বিশেষ রূপে নিযুক্ত হইয়া অজস্র পরিশ্রম করিতেছেন। এখন দুই জন অধ্যাপকে মিলিয়া প্রাণপণে ইহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। ছাত্রেরাও সাধ্যানুসারে পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক শিক্ষা করিতেছেন। ইংরেজী সঙ্গীত শিক্ষা দানের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের পত্নী, ও বাঙ্গালা সঙ্গীতের জন্য এক জন সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। কয়েক জন ছাত্রকে আর এক জন মিশনরী স্বল্প পরিমাণে ইংরাজিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। পুরাতন ও নূতন নিয়ম ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর প্রকরণ, ধর্ম্মতত্ত্ব, মণ্ডলীর ইতিহাস, ধর্ম্মপুস্তকের দেশ বিবরণ, ভারত-ইতিহাস, ব্যাকরণ, ভূগোল, ধর্ম্ম পুস্তকের উপক্রমণিকা, মুসলমান ধর্ম্ম, ইত্যাদি নিয়মিতরূপে অধীত হইয়া থাকে। সপ্তাহে দুইবার ছাত্রগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া এক এক জন অধ্যাপকের সমভিব্যাহারে হিন্দু মুসলমানের নিকট প্রচারণ করেন। নিয়মিতরূপে সপ্তাহে এক একবার ভজনালয়ে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ও এক দিন মণ্ডলী পরিচালনায় ও প্রতি রবিবার সাধারণ উপাসনায় ক্রাইষ্ট চর্চ্চের কাটেকিষ্টের সাহায্য করিয়া থাকেন। এই রূপে সর্ব্ব বিষয়ে ছাত্রগণ এক্ষণে যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। গত মে মাসে যাণ্মাষিক পরীক্ষা হয়। রেভঃ জি পার্সনস্, পি, এম, রুদ্র, ও মৃজাপুর ইংরাজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এবং অধ্যাপকদ্বয় পরীক্ষা করেন। বলা বাহুল্য, পরীক্ষার ফল আশাতীত সন্তোষজনক হইয়াছে। ছাত্রদের আচার ব্যবহারও ইতিমধ্যে সন্তোষজনক হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বর্ত্তমান বৎসরে এই বিদ্যালয়টীর প্রতি সাধারণের ভক্তি হইয়া থাকিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে আমরা এই স্থলে অদ্য প্রস্তাব শেষ করিলাম। উপসংহারে আমরা সর্ব্বমঙ্গলময় প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি ঊর্দ্ধ হইতে এই বিদ্যালয়ের উপর আপন আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া, ইহার দ্বারা আপন রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করুন।

বঙ্গদেশীয় চার্চ্চ কাউন্‌সিল।

(চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটী।)

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর সদর মিসনে চার্চ্চ-মিশনরী সোসাইটী সংক্রান্ত কাউন্‌সিলের পঞ্চম বার্ষিকী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গত ২৮ শে জুলাই মঙ্গলবারের সায়ংকালে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, ও কৃষ্ণ নগর অঞ্চলের প্রায় তাবৎমণ্ডলীর পুরোহিত, উপদেশক ও প্রতিনিধিগণ কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হয়েন। পর দিবস বুধবার প্রাতঃ ৮ টার সময়ে উপাসনালয়ে একটী বৃহতী সাধারণ উপাসনার অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত লোক সংখ্যা (ট্রেনিং বিদ্যালয়ের ছাত্র ভিন্ন) ১৩০ জন। শ্রীযুক্ত বিশপ মহোদয়, সি, এম, এস সেক্রেটরী ও চার্চ্চ কাউন্‌সিলের সভা-

পতি রেবেঃএ, ক্লিফোর্ড, কাউন্সিলের সেক্রেটরী রেবেঃ পি, এম রুদ্র, ও কৃষ্ণনগরস্থ মণ্ডলীসমূহের প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক হল মহোদয় সহভাগ স্থানীয় আসন গুলি অধিকার করেন। সেন্ট জন গির্জার চ্যাপলেন ষ্টিভেন্স; এস, পি, জি, সেক্রেটরী পাদরি বিলং; কৃষ্ণনগরের ট্রেনিং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পাদ্রী স্যান্টার; খিদিরপুরের মিসনরী বষীয়ান এম, এস শীল; ও তত্রত্য পালক এ, সি শীল; মুলমান মিশনের পাদ্রী জানি আলি; হবিড়ার মিসনরী বি, সি চৌধুরী; মির্জ্জাপুরের পালক আর, কে বসু; কৃষ্ণ নগর কৃষীপল্লীর মিশনরী রেবেঃ পার্সনস ও উইলিয়মস্; সলুয়া, বল্লভপুর ও কার্পাসডাঙ্গার মণ্ডলীর পালক রেবেঃ গোলাপ বিশ্বাস, কৈলাস চন্দ্র বিশ্বাস, সাথক বিশ্বাস; ভবানীপুরের পালক বি ভট্টাচার্য্য; প্লিডার এম, এল সান্যাল; টালিগঞ্জের মিশনরী পি, এম মুখোপাধ্যায়; বাবু এস, সি রুদ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট মহোদয়গণ ও মিসেস স্যান্টার, মিসেস হল, মিস ডা এবং অপর তিন জন মিস তথায় উপস্থিত ছিলেন।

সকলে সুস্থিরভাবে উপবেশন করিলে রুদ্র মহাশয় ৫৫ গীত পাঠ করেন। মিসেস স্যান্টার হারমনিয়ম বাদ্যসহ ট্রেণিং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লইয়া উহা গান করেন। তদনন্তর পাদ্রী কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় নিয়মিত উপাসনা আরম্ভ করেন। দায়ূদের ১২২, ১২৫, ১৩১ গীত পাঠ হয়। চৌধুরী মহাশয় যিশা ২৬ অধ্যায়, ও অনন্তকুমার শীল মহাশয় প্রেরিত ১৫ অধ্যায় পাঠ করেন। প্রার্থনার শেষে রুদ্র মহাশয় পুনরায় ৬৬৩ গীত পাঠ করেন। তদনন্তর ক্লিফোর্ড মহাশয় সহভাগ উপাসনা আরম্ভ করেন। রুদ্র মহাশয় লিপি রোম ১২; ৮—১৭ এবং ক্লিফোর্ড মহাশয় সুসমাচার মথি ৭; ১৫ পাঠ করেন। রুদ্র মহাশয় ২১৯গীত পাঠ করেন। এই সময়ে যে দান সংগ্রহ হয় তাহা চর্চ্চ কাউন্সিলে দিবার প্রস্তাব হয়। পুনরায় ২৬৮ গীত গান হয়। ক্লিফোর্ড মহাশয় দান বাক্য পাঠ ও প্রার্থনা করেন। তদনন্তর পি, এম, মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপদেশ মঞ্চে উঠিয়া মথি ১৪; ১৬ পদ লইয়া একটী সুন্দর উপদেশ দান করেন। প্রভু যীশু যে পাঁচ সহস্র লোককে আশ্চর্য্যরূপে আহার দিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে বর্ত্তমান মিশন ক্ষেত্রের সাধারণের বিশেষতঃ মিশন কর্ম্মচারীদের প্রতি খাটাইয়া দেন। বক্তৃতাটীর স্থূল মর্ম্ম বারান্তরে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় রহিল। এস্থলে এই মাত্র বলিয়া শেষ করিব, বক্তৃতা করিতে২ বক্তা নিজেই বিলক্ষণ উত্তেজিত ও মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন, আর বোধ হয় অনেককেই তাদৃশ ভাবে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষে সহভাগস্থানীয় তিন জন পুরোহিত ও বিশপ মহোদয় সহভাগ সম্পাদন করেন। সহভাগগ্রাহীদের সংখ্যা ৯০ জন।

প্রাতঃকালীন উপাসনার শেষে সভাস্থ সকলে আহারাদি করিবার অবসর প্রাপ্ত হন।

মধ্যাহ্ন দেড় ঘটিকার সময় কাউ

ন্সিলের প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। রুদ্র মহাশয় ১৫৮গীত পাঠ করেন, সঙ্গীত শেষে তিনি পবিত্র আত্মার আশীর্ব্বাদ লাভার্থ সংক্ষেপে প্রার্থনা করেন। তদনন্তর সভাপতি ক্লিফোর্ড মহাশয় উঠিয়া কয়েকটী সারগর্ভ কথায় সভা আরম্ভ করেন এবং এই পঞ্চম মহা-সভায় বিস্তর লোক দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। সঙ্গীতের মর্ম্ম লইয়া পবিত্র আত্মার আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন বুঝাইয়া দেন। কাউন্সিলের কার্য্য যেন নিষ্ফল না হয় তজ্জন্য সকলকে পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করিতে বলেন।

তিনি বলেন,

গত বৎসর কাউন্সিলের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। দুই তিনটী বিষয়ে বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে। গত বৎসর কাউন্সিলের নিজের এক জন প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। গত বৎসরের অধিবেশনে এ বিষয়ে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা ঈশ্বরের দয়াতে এখন কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আগামী কল্য তিনি আপনার কার্য্য বিবরণ পাঠ করিবেন। চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটীর নদীয়া অঞ্চলের বিদ্যালয়ের ভার কাউন্সিলের হাতে পড়িয়াছে। ইহা অতি সুখের বিষয়। ভরসা করি কাউন্সিলের সভ্যগণ বিশ্বস্ত ও যোগ্য ভাবে এই কার্য্য সমাধা করিবেন। কৃষ্ণনগর অঞ্চলে চর্চ্চ কমিটীর সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধে নূতন প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে স্থানীয় মিসনরী ও বাপ্টিস্টগণ উহার সভ্য নিযুক্ত করিতেন, গত বৎসর অবধি গ্রামস্থ লোকে উহা করিয়া আসিতেছেন। এই প্রণালীর সংস্থাপন অবধিই উন্নতি দেখা যাইতেছে, ভরসা করি আরও উদ্যোগ সহকারে কার্য্য চলিবে। দুঃখের বিষয় এই আমাদের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ দত্ত মহাশয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই কাউন্সিলের সংস্থাপন অবধিই তিনি কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কেমন সুন্দররূপে কার্য্য চালাইয়াছেন, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। এখন শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছেন। করেস্পণ্ডীং কমিটি পাদ্রী জানিআলীকে তাঁহার পরিবর্ত্তে নিযুক্ত করিয়াছেন। ফিলিপ বাবু ইহাঁর সহকারী হইলেন। কাউনসিলের কয়েকটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী বাউমান সাহেবের হাতে ছিল, এক্সেকিউটিভ কমিটি তাহা রুদ্র মহাশয়ের হাতে দিয়াছেন। তিনি তাহার অবস্থা বোধ হয় আগামী কল্য বর্ণনা করিবেন। আমি পরিবর্ত্তিত হইয়াছি। গত জানুয়ারি মাসে সেক্রেটরী পার্কার সাহেব বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। পেরেণ্ট কমিটি আমায় তাঁহার পদে কতক দিনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। ভরসা করি কিছু দিন পরে আমি ফিরিয়া আসিব; আপনারা জানেন, আমার অন্তঃকরণ এ দেশে সর্ব্বদা টাঙ্গান আছে। আমার ভার হল সাহেবের হাতে দেওয়া হইয়াছে। গত সভায় কাউন্সিলের গঠন সম্বন্ধে কয়েক জন ভ্রাতা প্রস্তাব করেন যেন বিশপ মহোদয় আমাদের কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হন, ও দুইটী ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল সংস্থাপিত হয়, তদনুসারে এক্সেকিউটিভ কমিটি কয়েকটী নূতন নিয়ম প্রস্তুত করেন। গত জানুয়ারি মাসে লণ্ডন কমিটীতে ঐ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ঐ সকল নূতন নিয়ম সম্বন্ধে পেরেণ্ট কমিটী আমাদের নিকট দুই তিনটী পত্র পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা আমাদের নিয়ম গুলির প্রশংসা করিয়াছেন, অনেক ভাল বলিয়াছেন, কেবল দুই তিনটী বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন। এ বিষয়ে হঠাৎ কিছু না করিয়া বিবেচনা করা উচিত। কল্য আমরা সাধারণের পরামর্শ যাচ্ঞা করিব। যদি আমাদের সকলের ইচ্ছা হয়, পুনরায় ঐ নিয়মই লিখিয়া পাঠাইব, অথবা অন্য নিয়ম প্রস্তুত করিব। বড়ই সুখের বিষয়, আমাদের অনেক বন্ধু এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। বিশপ মহোদয় কাউন্সিলের প্রতি স্নেহ করেন, সর্ব্বদা আসিয়া থাকেন, তিনি এবার অনেক ক্রোশ দূরবর্ত্তী দার্জ্জিলিং হইতে এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার চাপলেন মুর সাহেবকে দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। কলিকাতার এস, পি, জি, নূতন সেক্রেটরী বন্ধু বিলিং সাহেব আসিয়াছেন, বড়ই সুখের বিষয়; তিনি এ দেশে কখন আসিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। ভরসা করি সুযোগ পাইলে তিনি দক্ষিণ ভারতের কার্য্যের বিষয় আমাদিগকে অনেক বিষয় জ্ঞাত করিবেন। ইহা ভিন্ন সেণ্ট জর্জ্জ গির্জ্জার চাপলেন ষ্টিভেনস সাহেব, সাণ্ডেল, চৌধুরী, ভট্টাচার্য্য, মুখুর্জ্জি প্রভৃতি অনেক ভ্রাতা আমাদিগকে প্রেম করিয়া এখানে আসিয়াছেন। ইহাঁদের নিকট আমি বড়ই বাধিত হইয়া ধন্যবাদ করিতেছি।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ মতে রঙ্গপুরের উপদেশক বাবু দানি-

রেজ বিশ্বাস আপনার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রস্তাবের বিষয়—

পল্লীগ্রামস্থ স্ত্রীলোকদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের কার্য্য। দানিয়েল বাবু অতি সুন্দর রূপে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের সার সংগ্রহ বারান্তরে প্রকাশের বাসনা রহিল। পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও যখন পরিত্রাণ ও সভ্যতা প্রভৃতির প্রয়োজন, তখন তত্তদ্বিষয় পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও যে যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয় বিধেয় ইহা তিনি বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। নদীয়া জেলায় বহুকাল পূর্ব্বে পূর্ব্বতন মিসনরী সাহেবদিগের দ্বারা এই কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। তদবধি সামান্য ভাবে তাহা চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে মাননীয় মিসেস উইলিয়মস উক্ত কার্য্য কতক পরিমাণে সমাধা করিয়াছিলেন। দানিয়েল বাবুর বিবেচনায় বর্ত্তমানে যে সকল উপায় চলিতেছে, তাহ যথেষ্ট নয়। তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুইটী অভাব দেখাইয়াছেন, ১ম উপযুক্ত শিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর অভাব, ২য় স্বল্প বয়সে নদীয়া জিলার কন্যাদিগের বিবাহ। পরিশেষে নদীয়া জিলায় একটী বোর্ডিং বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষীয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব শেষ করেন। দানিয়েল বাবুর প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত কদ্র মহাশয় পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আপনার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাও বারান্তরে বঙ্গবন্ধুতে প্রকাশ করিবার মানস রহিল। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি জানানা মিসন দ্বারা ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রবন্ধের মধ্যে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন, অনেকে অখ্রীষ্টীয়ানদিগের নিকট প্রচার করেন, কিন্তু যাহাদিগকে গৃহে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি কখনও দৃষ্টি রাখেন না। এ বিষয়ে পুরুষদিগের ত্রুটি, তিনি অতি বিস্তৃতরূপে দেখাইয়া দেন, স্ত্রীলোকেরাও যেন তাদৃশ না হন, এই জন্য তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহার বিবেচনায় বহিঃস্থ ও গৃহের অভ্যন্তরস্থ তাবৎ লোকদিগের নিকট জানানা শিক্ষয়িত্রীদের কার্য্য করা আবশ্যক।

বক্তৃতা শেষে সভাপতি মহাশয় উঠিয়া উক্ত প্রবন্ধ দ্বয়ের জন্য লেখক দ্বয়কে ধন্যবাদ করিয়া তদ্বিষয়ে অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে আপন আপন মত প্রকাশ করিতে বলিলেন। আর একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে, তজ্জন্য সময় অধিক নাই বলিয়া সকলকে অতি সংক্ষেপে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

বনহুগলীর অবৈতনিক উপদেশক বাবু রমানাথ মণ্ডল কহিলেন,

প্রবন্ধ দুইটীর বিষয় শ্রবণ করিয়া আমি আমোদিত হইলাম। স্ত্রীশিক্ষার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সাধারণকে অনেক কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু অভিভাবকগণও যে শিক্ষা দিতে পারেন তাহা বলা হয় নাই। আমার অনুরোধ অভিভাবকগণও যেন শিক্ষা দান করেন।

কাউন্সিলের প্রচারক কৃষ্ণনগর নিবাসী বাবু কেদারনাথ বলিলেন,

প্রবন্ধ দুইটী অতি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু জানানা মিসনের উদ্দেশ্য কি? হিন্দু মুসলমানদের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তার। সেই উদ্দেশ্য কতদূর কার্য্যে পরিণত হইতেছে, একবার দেখা উচিত। আমার বিবেচনায় কিছুই হইতেছে না, কারণ যাঁহারা এতৎকার্য্যে নিযুক্তা তাঁহাদের স্বভাব অতি জঘন্য, বলিতে দুঃখ হয়, প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁহাদের দ্বারা পূর্ণ হইতেছে না। যুবতী শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল।

বল্লভপুর নিবাসী পর্য্যটক প্রচারক আইনউদ্দীন মিয়া সাহেব বলিলেন,

কেদার বাবু যাহা বলিলেন, অতি যথার্থ। আমি কয়েক বৎসর কলিকাতায় বাস করিয়াছি, তাহাতে জানানা মিসনের শিক্ষয়িত্রীদিগের যেরূপ স্বভাব দেখিয়াছি, তাহাতে সেখানে কোন কার্য্যই হইতেছে না, অনায়াসে বলিতে পারি। এরূপ মিসন না থাকাই ভাল।

বরাহনগরের প্রচারক বাবু লুক বিশ্বাস বলিলেন,

কেদার ও আইনউদ্দীন বাবুরা যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। কোন কোন লোকের কুস্বভাব দেখিয়া সমুদয় জানানা মিসনের কার্য্য নিষ্ফল বলা অন্যায়—সে রূপ ব্যক্তি বিশেষের কুচরিত্র পুরুষ কর্ম্মচারী অথবা প্রচারকবর্গের মধ্যেও অনেক দেখা যায়। যদি ব্যক্তি বিশেষের কুচরিত্র দেখিয়া জানানা মিসন উঠাইতে হয় তাহা হইলে প্রচারকের শ্রেণীও উঠাইয়া দিতে হয়। এ রূপ করিলে কোন শুভ কার্য্যই জগতে সাধন করা যায় না। কৃষ্ণনগর মণ্ডলীর প্রতিনিধি বাবু মতিলাল বিশ্বাস উঠিয়া বাবু কেদার ও আইনউদ্দীন মহাশয়দিগের কথায় পোষকতা করিলেন।

বল্লভপুরের পালক বাবু কৈলাস চন্দ্র বিশ্বাস কহিলেন,

পল্লী ও সহর বাঙ্গার সকল স্থানেই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকার বড়ই অভাব। বর্ত্তমানে যে সকল শিক্ষয়িত্রী আছেন, তাঁহারা যে সুশিক্ষিত তাহাদের কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ ছিল তাহা নহে। বিধবা হওয়াতে উপজীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন রকমে এক একটী সার্টিফিকেট পাইয়া স্থানে স্থানে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ১৬, ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে জানানা শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিতে হয়, এরূপ চিন্তা তখন কাহারও মনে পড়ে নাই। বর্ত্তমানে সেই যত্ন চাই। দানিয়েল বাবু একটী বোর্ডিং স্কুলের প্রয়োজন দেখাইলেন। একবারে তাহা স্থাপন করা উচিত। বাল্যকালাবধি তাহাতে শিক্ষা করা আবশ্যক। জানানাদের সম্বন্ধে কেদার বাবু যাহা বলিলেন, মন্দ নহে।

প্লিডার বাবু মণিলাল সান্ন্যাল মহাশয় কহিলেন,

আমি স্ত্রীশিক্ষা কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চাই; প্রথম রাজ্য বিস্তৃতি, দ্বিতীয় রাজ্য রক্ষা। কেবল বাড়ান নহে, রক্ষা করাও চাই। দুইটাই থাকা চাই; আসল বিষয় অল্প হইলেও ভাল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুশ পাঁচশ কলার কাঁদি অপেক্ষা দুইটী বড় বড় কাঁদিই ভাল। দেশীয় স্ত্রী লোকদিগকে সহকারিণী রূপে নিযুক্ত করা ভাল। শুনিলাম ঐহিক ও খ্রীষ্টীয়ান উভয়দের নিকটই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অশিক্ষিতা লোককে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা বুঝা যায় না। তবে যদি ধামা ধরার প্রয়োজন হয়, তাহাদিগকে রাখ, আমি কাহারও রুটী মারিতে চাই না। সঙ্গে সঙ্গে আৰ্দ্দালি করিয়া লইয়া যাইতে চাও, লইয়া যাও; কিন্তু শিক্ষা কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা কেমন বুঝিতে পারি না।

ট্রিনিটী চার্চ্চের পাষ্টার বাবু রামকৃষ্ণ বসু বলিলেন,

স্ত্রী শিক্ষা আবশ্যক, এ কথা বলা অনাবশ্যক। বর্ত্তমানে স্ত্রী শিক্ষা উত্তম হইতেছে। এ দেশের অবস্থা জানি না। কলিকাতার যে জানানার কথা বলা হইল, তাহাতে এদেশের লোকেরাই তো গিয়া কর্ম্ম করিতেছে। স্ত্রী শিক্ষা ও জানানা কার্য্য পৃথক করা ভাল। এ দেশে জানানাদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যদি, তবে এত দিনের পর আবার পর্দ্দার কথা উঠিল কেন?

ঠাকুর পুকুরের প্রচারক বাবু ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায় কহিলেন,

মেয়েদের জন্য কয়েকটী বোর্ডিং স্কুল আছে। আমাদের বালিকারা ভাল, ছেলেরা মন্দ। এ দেশের মেয়েরা ভাল বটে কিন্তু কলিকাতায় যে সকল জানানা শিক্ষয়িত্রী আছে, তাহারা এ দেশের, তাহাদের স্বভাবই মন্দ। আমাদের মধ্যে কোন ভদ্রলোক আপনার স্ত্রীকে জানানা কর্ম্ম করিতে দেয় না।

সভাপতি ক্লিফোর্ড মহোদয় উঠিয়া বলিলেন,

চাপড়ায় একটী বিধবা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কাউন্সিলের মত কি জানিতে চাই।

কৃষ্ণনগর ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু থোমাস বিশ্বাস কহিলেন,

জানানা মিশনের যে দুর্নাম হইয়াছে, তাহা যুবতী শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারাই হইয়াছে। তাহাদিগকে ঐ রূপ কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত নহে। যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, চাপড়ার ন্যায় স্থানে স্থানে স্কুল করিয়া তাহাদিগকে ভর্ত্তী করিয়া শিক্ষা দেওয়া, ও কতক দিন পরীক্ষা করিয়া নিযুক্ত করা ভাল। শিক্ষয়িত্রীদের সম্বন্ধে এ দেশের হিন্দুদের মনের ভাব ভাল নয়। হিন্দু স্ত্রী লোকেরা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, দেশীয় স্ত্রী লোকদিগের স্বাধীনতা দেখিলে তাহারা মন্দ ভাবিয়া থাকে। আমাদের স্ত্রী লোকদের শিক্ষার একটী প্রধান প্রতিবন্ধক বাল্য বিবাহ, তাহাদের বিবাহের বয়ঃক্রম বাড়াইয়া দিলে ভাল হয়। রাজকৃষ্ণ বাবু ধান ভানিতে শিবের গীত গাইয়াছেন। এখানে পর্দ্দার কথা তুলিবার প্রয়োজন কি ছিল?

কৃষ্ণনগর হরিরাম পুরের প্রচারক বাবু এষো বিশ্বাস চাপড়ার বিধবা বিদ্যালয়ের কথা তুলিয়া বলিলেন, ধামা ধরা কথাটা ভাল নয়।

বাবু কেদারনাথ ধর পুনরায় কিছু বলিতে উদ্যত হইলে, সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন।

শান্তিপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু দায়ুদ বিশ্বাস বলিলেন,

জানানা শিক্ষয়িত্রীদের সম্বন্ধে আমার অনেক

গুলি বক্তব্য আছে। তাহারা এমন জঘন্য কাপড় পরে, যে দেখিলে আমাদেরই লজ্জা হয়। যুবতীদের সেরূপ বেশ ভাল নয়। তাহাদের বেশভূষা নিতান্ত লজ্জা জনক। কেহ কেহ আবার চারি অঙ্গুলি পাড় যুক্ত কাপড় পরেন। পায়ে যুতা মোজা দেন। যাহারা অতি সামান্য ঘরের লোক, ধান ভানিতে ভানিতে পা ক্ষয় হইয়াছে, তাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই একেবারে মহাপাপী হয়, তখন আর জুতা মোজা না হইলে চলে না।

কলিকাতা গবর্ণমেন্ট নর্ম্মাল স্কুলের পণ্ডিত, ক্রাইষ্ট চর্চ্চের প্রতিনিধি বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ দাস কহিলেন,

কাউন্‌সিলে এই সকল বিষয়ে আন্দোলন করা কত দূর সঙ্গত আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রকৃত প্রস্তাব ছাড়িয়া অনর্থক কতকগুলি লোকের কলঙ্ক রটনা হইতেছে কেন? পল্লীগ্রামে কিরূপে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি হয়, তাহারই বিষয় আলোচনা হওয়া উচিত ছিল, তাহা না হইয়া কলঙ্ক রটনা ও পরস্পরের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষী দেখিয়া আমি অবাক হইতেছি।

কলিকাতা চার্চ্চ মিশন সোসাইটীর আফিষের কেরাণী বাবু ফিলিপ বিশ্বাস কহিলেন,

স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্য ধর্ম্ম শিক্ষা দান, তাহা অতি অল্প পরিমাণেই কার্য্যে পরিণত হইতেছে, বিধবা দিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

খিদির পুরের মিশনরী বর্ষীয়ানশীল মহাশয় কহিলেন,

আমি অনেক দিন হইল চারি বৎসরের জন্য এ দেশে ছিলাম, বড়পুর ও গোপীন্দা মণ্ডলীর ভার আমার হাতে ছিল। এই চারি বৎসরের মধ্যে দুই একটী ঘটনা ভিন্ন আমি এ দেশের স্ত্রী লোকদের কোন অখ্যাতি শুনি নাই। আমি সাক্ষ্য দিয়া বলিতে পারি, এ দেশের স্ত্রী লোকদের স্বভাব অতি উত্তম। তবে তাহারা যেন কলিকাতায় না যায়, এরূপ চেষ্টা করা ভাল।

বল্লভপুরের মিশনরী উইলিয়মস মহাশয় বলিলেন,

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, নদীয়া জিলার স্ত্রী লোকদের ন্যায় ধার্ম্মিকা স্ত্রী অন্যত্র নাই। কলিকাতা না থাকিলে আমাদের পক্ষে ভাল হইত, কলিকাতা আমাদের সর্ব্বনাশ।

টালিগঞ্জের মিশনরী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,

নদীয়া জেলার স্ত্রী লোকদের স্বভাব অতি উত্তম আমি জানি; কারণ আমার বাড়ী এই জিলায়। ইহারা ভাল, কিন্তু কলিকাতায় গেলেই মন্দ হয়। এই জন্য ইহাদিগকে কলিকাতায় যাইতে না দেওয়া ভাল। অনেক ভাল লোকের স্ত্রী আমায় বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রভুর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু বর্ত্তমান বন্দোবস্তে কর্ম্ম করিতে পারেন না বলিয়া দুঃখ করেন। আমার একটী বিশেষ অনুরোধ, বর্ত্তমান নিয়মানুসারে স্ত্রীলোককে কোন মতেই যেন একাকী হিন্দু লোকদের গৃহে যাইতে দেওয়া না হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়ান মহিলাদের যাওয়া বিধেয়। আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী মুসলমান সাহেবেরা কখন কখন আমার স্ত্রীকে তাঁহাদের গৃহে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন, আমি যাইতে অনুমতি দিই না। তবে যদি তাঁহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া যাইতে অনুমতি করেন, আমি যাইতে পারি; আমি গিয়া তাঁহাদের বৈঠকখানায় পুরুষদের সহিত আলাপ করিব। আর আমার স্ত্রী জানানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদের সহিত আলাপ করিবেন। অন্যথা আমি কখনই আমার স্ত্রীকে একাকিনী কোন লোকের গৃহে যাইতে দিব না।

সর্ব্ব শেষে বিশপ মহোদয় উঠিয়া ইংরাজীতে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, সেক্রেটরী রুদ্র মহাশয় তাহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেন। তিনি প্রধানতঃ এই কয়েকটী কথা বলিলেন,

প্রস্তাব দ্বারা লিখিত বিষয় অতি গুরুতর। জানানা মিশনের যে সকল দোষ বাহির করা হইয়াছে, তাহা দুঃখের বিষয় বটে। আমি তোমাদের বিশপ বলিয়া তাহার সংশোধনে তোমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমার বোধে একটী সব কমিটী সংস্থাপন করিয়া এ বিষয় আলোচনা করা, এবং ঐ কমিটীর দ্বারা জানানা মিশনের তত্ত্বাবধায়কদিগকে পরামর্শ দান করা ভাল। কিন্তু কথা এই, যে সকল জানানা কর্ম্মচারিণীদের দোষ প্রকাশ করা হইল, তাহারা কোথা হইতে বাহির হইয়াছে, তোমাদের পরিবার হইতেই কি নয়, তাহারা কি তোমাদের কন্যা, ভগিনী, এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব নহে? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহাদের শাসন তো তোমাদেরই হাতে

রহিয়াছে, তাহারা যখন গৃহে থাকে, তোমরা তাহাদিগকে সৎ পরামর্শ ও খ্রীষ্টের প্রকৃত সেবিকা করিতে যত্ন কর। তোমরাই সৎচরিত্রা ও উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত কর। আমি এখানে বোর্ডিং স্কুলের প্রস্তাব শুনিলাম; কিন্তু প্রথমে তোমাদের নিজ গৃহ বোর্ডিং স্কুল হউক। এখানে সেখানে বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিলে কি হইবে? তোমাদের প্রত্যেকের পরিবারই বোর্ডিং স্কুল হউক।

তদনন্তর সভাপতি ক্লিফোর্ড মহাশয় উঠিয়া বলিলেন,

বিশপ মহোদয় যে প্রস্তাব করিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে। আগামী কল্য আমরা সব কমিটি নিযুক্ত করিব।

অতঃপর তিনি শ্রীযুক্ত মণিলাল সান্যাল মহাশয়কে দ্বিতীয় প্রস্তাব পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার উঠিবার পূর্ব্বে সম্পাদক মহাশয় বিলাতীয় পেরেন্ট কমিটীর একটী পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে এদেশীয় শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে কি রূপে মিশনকার্য্যে আকর্ষিত করা যায়, এবং কত বেতন দিয়াই বা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিলাতের সেক্রেটরীগণ এ দেশের কাউন্‌সিলের পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। সান্যাল মহাশয় একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া আনিয়াছিলেন, সময়াভাবে তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে সম্মত হইলেন না। সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলেন। শিক্ষিত যুবকগণকে মিশনকার্য্যে আকর্ষণ করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা তিনি খুলিয়া বলিলেন না। কিন্তু কি কি প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত তাঁহারা আকর্ষিত হন না, তাহাই কয়েকটী শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া দেখাইয়া দিলেন, বেতন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন, দেশ কাল ভেদে দেশীয় ও বিদেশীয় মিশনরীর মধ্যে যে বেতনের তারতম্য করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি সকল অবস্থায় সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, এ দেশীয় মিশনরীগণ যে সকল সময়ে বিদেশীয়দের অপেক্ষা অনেক অল্প খরচে সংসার চালাইতে পারেন, তাহাও তিনি তত বিশ্বাস করিতে পারেন না। তথাচ তাঁহার বিবেচনায় গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীদের বেতনের তারতম্যের ন্যায়, মিশন কর্ম্মচারীদেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলে চলে, সুতরাং গবর্ণমেন্ট নিয়মানুসারে বিদেশীয়দের বেতনের এক-চতুর্থ বা এক-তৃতীয়াংশ কম করিয়া দেশীয়দের বেতন দেওয়া ভাল। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার মতে দেশীয়দিগকে বিদেশীয় মিশনরীদের ন্যায় সমান ক্ষমতা ও পদ মর্য্যাদাও দেওয়া নিতান্ত বিধেয়। দেশীয় মিশনরীদের হস্তে ইউরোপীয় মিশনরীদের ন্যায় কতক গুলি গুরুতর ভার ন্যস্ত করা ভাল।

তাঁহার কথার শেষ হইলে বিশপ মহাশয় উঠিয়া পূর্ব্ববৎ প্রণালীতে কয়েকটী কথা বলিলেন।

আমার বিবেচনায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের দীর্ঘ উপাধিধারীগণই যে কেবল শিক্ষিত নামের যোগ্য, তাহা নহে, যাহারা পবিত্রআত্মা দ্বারা চালিত, যথার্থ খ্রীষ্টীয়ান, তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষিত। এইরূপ যুবাতেই আমাদের প্রয়োজন। যখন লোকে এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন আপনারাই মিশনকার্য্যে সাহায্য করিবে। মিশনকার্য্য সম্বন্ধে বেতনের জন্য এত পাকা বন্দোবস্তের প্রয়োজন কি? সান্যাল মহাশয়ের প্রবন্ধে বেতন সম্বন্ধীয় কয়েকটী পৃষ্ঠা না থাকিলে ভাল হইত। লোকে আপনার পরিবারস্থ কোন কোন লোককে এই কার্য্যের জন্য শিক্ষিত ও প্রস্তুত করুক। যেমন ইংলণ্ডের অনেক লোক

করিয়া থাকে। আমারি বোধে এইরূপ ধার্ম্মিক যুবা নিযুক্ত করার ভার চার্চ্চ কাউন্‌সিলের হাতে দিলে ভাল হয়।

বিশপের বক্তৃতার পর পাদ্রী রাজকৃষ্ণ বসু উঠিয়া বলিলেন,

যাঁহারা পবিত্রআত্মা দ্বারা চালিত, তাঁহারা মিশন কার্য্যে যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন না; এখনও তাঁহারা মিশন কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের প্রয়োজন কি? বাস্তবিক বিলাতীয় পেরেণ্ট কমিটি এ ভাবের কেবল নহে, কিন্তু বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্র চাহেন। আমাদের কাউন্‌সিলে পুরোহিতদের বেতন কমাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। সুতরাং কেমন করিয়া আবার অধিক বেতনের যুবকদিগকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে? দেশীয় মণ্ডলী স্বাধীন করিতে চাহিলে এত বড় বড় বেতনের কর্ম্মচারীতে আমাদের প্রয়োজন নাই।

কোষাধ্যক্ষ পাদ্রী জানিআলি সাহেব উঠিয়া রুদ্র মহাশয়ের সাহায্যে বলিলেন,

আমি কয়েক বৎসর বিলাতে ছিলাম, দেশীয় ও বিদেশীয়দের বেতনের তারতম্য সম্বন্ধে সেখানকার সেক্রেটরীদের সহিত আমার অনেক কথা হয়। আমি বম্বে মান্দ্রাজ ও এখানকার শিক্ষিত যুবকদের অনেকেরই মনের ভাব জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বেতনের তারতম্য এবং মর্য্যাদা ও ক্ষমতার তারতম্য প্রযুক্ত অনেকেই এই কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক। মিশন কর্ম্মে পয়সা কড়ীর বিষয়ে তত পীড়াপীড়ির প্রয়োজন নাই সত্য, কিন্তু আমি বিলাতের যে কলেজে শিক্ষা করিয়াছিলাম, তথাকার প্রায় এক শত ভাল ধার্ম্মিক ছাত্রের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে আমি এমন এক জনকেও দেখি নাই, যিনি কর্ম্ম আরম্ভের পূর্ব্বে কত বেতন পাইব, এরূপ জিজ্ঞাসা না করিয়াছেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় উঠিয়া জানিআলি ও সান্যাল মহাশয়ের পোষকতা করিয়া কয়েকটী কথা বলিলেন। মিশন কার্য্যের জন্য মহাত্মা ওরিল সাহেবের ন্যায় লোকের প্রয়োজন বটে; কিন্তু বেতনগ্রাহী লোকে যে মিশন কার্য্য করিবে না, তাহা কোথায় লেখা আছে, তাহা তিনি জানিতে চাহেন।

শ্রীযুক্ত কৈলাস বাবু বলিলেন, এখানে শিক্ষিত মিশন কর্ম্মচারীদের অনেক কথা হইল, কিন্তু যাহারা অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত পাদ্রী তাহাদের উন্নতির কোনই কথা শুনিলাম না, প্রার্থনা এই, মুকুর্জ্জি মহাশয়ের ন্যায় শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ আমাদের প্রতি এক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন। আমাদের প্রতিও যেন আরও শীঘ্র বিশেষ বিবেচনা হয়।

অতঃপর বিশপ মহোদয় এবং আরও দুই এক জন উঠিয়া দুই একটী কথা বলিলেন। সর্ব্বশেষে বিশপ মহোদয় আশীর্ব্বাদ করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, সায়ংকালীন উপাসনা হয়। পাদ্রী রাজকৃষ্ণ বসু উপাসনা ও সংক্ষেপে উপদেশ দান করেন।

পর দিন বৃহস্পতিবার প্রাতেঃ সাড়ে সাতটার সময় গির্জ্জাঘরে সাধারণ উপাসনা হয়। সমূয়া মণ্ডলীর পালক শ্রীযুক্ত মোলাম বাবু উপাসনা করেন। হাবড়ার মিশনরী শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে পুনরায় কাউন্‌সিলের সভার অধিবেশন হয়। রুদ্র মহাশয় গীত পুস্তকের ১৬৩ গীত পাঠ করেন। কাপাসডাঙ্গার পালক শ্রীযুক্ত সার্থক বাবু পবিত্র আত্মার আশীর্ব্বাদের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থনান্তে প্রত্যেক মণ্ডলীর উপস্থিত প্রতিনিধিগণের রেজেষ্টরী করিয়া তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে বসান হয়। তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ৪০।

গত কল্যকার প্রস্তাব অনুসারে

কাউন্‌সিলের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ধর আপন কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন, সময় ক্রমে আমরা তাঁহার প্রবন্ধের সারসংগ্রহ প্রকাশ করিব। তিনি আপন কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কয়েক স্থানের লোকে সুসমাচার শুনিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। দুই এক জন লোকে খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হইতেও চাহিয়াছে। বিশেষতঃ একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আশ্চর্য্য মনঃ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি তৎসম্বন্ধে কয়েকটী পত্র লিখিয়া কেদার বাবুকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। তাঁহার দুই খানি পত্রে পাঠ করা গেল, খ্রীষ্টকে তিনি যথার্থই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন।

কেদার বাবুর প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে, বিশপ মহোদয় উঠিয়া কাউন্সিলের এই প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ ও ধন্যবাদ করিলেন। এই রূপ কার্য্যে উক্ত প্রচারক ও উপস্থিত সকল ভ্রাতৃগণকে তিনি বিলক্ষণ উৎসাহ দান করিলেন। আর ঈশ্বর যেন এই কার্য্যে আশীর্ব্বাদ করেন, তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

বিশপ মহাশয়ের কথা শেষ হইলে, কলিকাতা কেথিড্রেল মিশন কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বল মহোদয় কাউন্সিলের প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধে সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কাউন্সিল যদি আর এক জন প্রচারক নিযুক্ত করেন, আমি ও আমার ছাত্রগণ প্রতি মাসে চারি টাকা করিয়া তাঁহার বেতনের অংশ দান করিব। সভাপতি মহাশয় তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত বর্দীয়ান্ শীল মহাশয় তদর্থে প্রতি মাসে দুই টাকা করিয়া দিতে চাহিলেন, ফিলিপ বাবুও মাসিক এক টাকা করিয়া সাহায্য করিতে চাহিলেন। অবশিষ্ট দুই তিন টাকা কাউন্‌সিল হইতে দিবার প্রস্তাব হইল। এইরূপে কাউন্‌সিল যদি মাসিক ১০ টাকা বেতন দিয়া এক জন প্রচারক রাখেন, চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটীর হস্তে ন্যস্ত আর একটী ফণ্ড হইতে সেই পরিমাণে মাসিক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে। তাহাতে ১৮ বা ২০ টাকা বেতনে উত্তরাঞ্চলে এক জন ভাল প্রচারক নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের হিসাব পাঠ করা হয়। তাহাতে জানা যায়, পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা গত বৎসরে কাউন্‌সিলের আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ১৮ মাসে যে দান সংগ্রহ হয়, গত বর্ষে ১২ মাসের মধ্যে ঠিক তত টাকা আদায় হয়, ইহাতে সেক্রেটরী মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। গত বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া প্রায় তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কেনা হয়। অবশিষ্ট প্রায় পাঁচ শত টাকা হাতে থাকে। এই টাকা হাতে থাকাতে চার্চ্চ মিসনরী সোসাইটী প্রতি বৎসর যে এক শত টাকা কমাইতে চাহেন, তাহাতে স্বচ্ছন্দে এ বৎসর অনুমোদন করা যাইতে পারে। সকলেই ইহাতে সম্মত হইলে এ বৎসরেও সোসাইটীর বাৎসরিক সাহায্যের এক শত টাকা কম করা গেল।

কোষাধ্যক্ষের হিসাব শুনিয়া তালঝারীর শ্রীযুক্ত বাবু জগৎ চন্দ্র দাস উঠিয়া তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে চাহিলেন, তাহাতে তিনি প্রতিনিধি নহেন বলিয়া সভাপতি কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন। শ্রীযুক্ত কৈলাস বাবু তাঁহার কথা লইয়া সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাউন্‌সিলের টাকা লইয়া মোকর্দ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে কেন? তাহাতে সম্পাদক মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন, ঐ টাকা মোকদ্দমার জন্য নহে, কিন্তু কৃষ্ণপুরের দল ভেদ মিটাইবার জন্য যে কমিশন পাঠান হইয়াছিল, তাহারই জন্য ব্যয় হইয়াছে। কৃষ্ণপুরের যে বাজারের আয় হইয়া থাকে, তাহাও যখন কাউন্‌সিল ফণ্ডে প্রদত্ত হয়, তখন সেখানকার জন্য ঐ টাকা কয়টী খরচ করা অন্যায় হয় নাই।

তদনন্তর বিশপ মহোদয়ের গত কল্যকার প্রস্তাবানুসারে জানানা মিশনের আভ্যন্তরিক অবস্থার অনুসন্ধানার্থ একটী সবকমিটী নিযুক্ত করিবার কথা হয়, অনেক বাদানুবাদের পর কৃষ্ণনগর অঞ্চলে একটী, আর কলিকাতা অঞ্চলে আর একটী কমিটী নিযুক্ত হইল। এই কমিটী দুইটীর সভ্যগণ সর্ব্বশেষে অনুসন্ধান করিয়া জানানা মিশনের অধ্যক্ষগণকে কাউন্সিলের নামে অনুরোধ করিয়া পাঠাইবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় রত্নপুরের কাটেখিষ্ট শ্রীযুক্ত বাবু দানিয়েল বিশ্বাসের পুরোহিত পদে নিযুক্ত হওন সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহই কোন আপত্তি করিলেন না। তদনন্তর চাপড়ার প্রতিনিধি মহাশয় চাপড়া মণ্ডলীর পুরোহিত পদে শ্রীযুক্ত খেয়াল বাবুকে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যোগীন্দা মণ্ডলীর প্রতিনিধি তথাকার জন্য এক জন পুরোহিত যাচ্ঞা করিলেন। এই উভয় স্থানের জন্য পরে বন্দোবস্ত করা যাইবে এরূপ আদেশ হইল।

তদনন্তর সেক্রেটরী মহাশয় আপনার রিপোর্ট পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন।

গত বৎসরে কাউন্‌সিলের কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। কাউন্‌সিলের স্থাপন অবধি যতগুলি কর্ম্ম সমাধা না হইয়াছে, তাহা এ বৎসরে করা গিয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতা অঞ্চলের যে কয়েকটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী পাদ্রি বাউমানের হাতে ছিল, তাহা আমার হাতে দেওয়া হইয়াছে। সেগুলির অবস্থা বড়ই মন্দ ছিল। কৃষ্ণপুরে ভয়ানক দলাদলি ছিল, ঠাকুরপুকুরের অবস্থাও বড় মন্দ; আগোড়পাড়ার অবস্থাও ভাল ছিল না। একজিকিউটিভ কমিটি তাহা আমার হাতে দিয়াছেন। কিন্তু আমার দ্বারা এত অধিক কর্ম্ম বিশেষতঃ বর্দ্ধমান হইতে এত দূরে আসিয়া নিয়মিত রূপে এতগুলি মণ্ডলীর তত্বাবধারণ করা নিতান্ত কঠিন! অতএব কাউন্‌সিল যেন এ বিষয়ে বিবেচনা করেন, আমার এই প্রার্থনা। দ্বিতীয়—গত বৎসরের প্রস্তাব অনুসারে কাউন্‌সিলের নতুন নিয়ম স্থাপন করা। তাহাও হইয়াছে, বিলাতীয় পেরেণ্ট কমিটি সে বিষয়ে কতক পরিমাণে অনুমোদন করিয়াছেন। পরে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিব। কতকগুলি কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়োগ হইয়াছে। যথা কৃষ্ণপুরের কাটেখিষ্ট কেশব বাবু কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত মোলাম বাবু শলয়ার ও ক্রাইষ্ট চার্চ্চের কাটেখিষ্ট শ্রীযুক্ত কুশ বাবু কৃষ্ণপুরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু যাদুব বিশ্বাস ক্রাইষ্ট চার্চ্চের ভার পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দুঃখলাল বাবু ঠাকুরপুকুরে, শ্রীযুক্ত খেয়াল বাবু চাপড়ায়, শ্রীযুক্ত হরিশ বাবু মেলিয়াপোতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। বালিউড়ার শ্রীযুক্ত তুষ্ট বাবুর দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মোক্ষেদ বাবু

হরিরামপুরে ও শ্রীযুক্ত এবৌ বাবু বহির্গাছিতে বদলী হইয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনে যদি কাহারও অমত থাকে, তিনি হাত তুলিতে পারেন।

এই কথায় তিন চারি জন আপত্তি করিয়া বলিলেন, এই সকল পরিবর্ত্তনের বিষয় রীতিমত এক্‌জিকিউটিভ কমিটিকে জানান হয় না, দুই এক জন কোন সম্বাদই পান না, স্বয়ং সেক্রেটরীও কথন কথন সম্বাদ পান না। তাহাতে সম্পাদক ও সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ ত্রুটি স্বীকার করিয়া কহিলেন, ডিষ্ট্রিক্‌ট কমিটি সংস্থাপিত হইলে আর এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না। বর্ত্তমানে তাবৎ মণ্ডলীর সভ্যগণ উপস্থিত আছেন, এখন যদি এই সকল পরিবর্ত্তে কেহ আপত্তি করিতে চাহেন, হাত তুলুন। তাহাতে শ্রীযুক্ত দুঃখলাল বাবুর পরিবর্ত্তনে কয়েক জন আপত্তি করিলেন, কিন্তু অধিক লোকে পরিবর্ত্তনের সপক্ষে হাত তুলিলে, তাহাই স্থির রহিল। তদনন্তর সেক্রেটরী মহাশয় গত কল্যের প্রস্তাবানুসারে শিক্ষিত যুবাদের বেতনের হার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আমরা কয়েক জন স্থির করিয়াছি; ইউরোপীয় মিশনরীদের বেতনের এক তৃতীয় অংশ বাদ দিয়া দেশীয় যুবকদের বেতন ধার্য্য করিলে ভাল হয়। আপনারা যদি সম্মত হন, আমরা ইহাই পেরেন্ট কমিটীকে লিখিয়া পাঠাই। ইহাতে কেহই উচ্চ বাচ্য করিলেন না! কেবল কেথিড্রেল মিশন কলেজের অন্যতর অধ্যাপক বাবু যাকুব কান্তি নাথ বিশ্বাস উঠিয়া কহিলেন,

সভাপতি মহাশয়! আমি গত কল্য ও অদ্য শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত এরূপ কয়েকটী শব্দ শুনিয়াছি। এই শিক্ষিত শব্দে কাহাদের বুঝায়, আমি জানিতে চাহি। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী, এরূপ ন্যায়শাস্ত্রবিৎ টোলের কোন পণ্ডিত কিম্বা যাঁহারা বঙ্গভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী · এরূপ লোককে শিক্ষিত বলা যায় কি না? যাঁহারা গবর্ণমেণ্ট এণ্ট্রান্‌স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই কিন্তু তত দূর শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা কোন শ্রেণী ভুক্ত? এই শিক্ষিত শব্দের একটী সীমা আমাকে দেখাইয়া দিউন, এমএ, বিএ, এলএ, এবং এণ্ট্রেন্‌স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, বা অনুত্তীর্ণ, ইহাদের কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইবেন?

সম্পাদক মহাশয় উত্তর দানে অসম্মতি দেখাইলে, শ্রীযুক্ত পাদ্রী কৈলাস বাবু উঠিয়া উক্ত কথার পোষকতা করিয়া সভাপতি মহাশয়কে একটী সীমা নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে সভাপতি মহাশয় কহিলেন, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দানে সম্পূর্ণ অক্ষম, বিলাতীয় পেরেন্ট কমিটি তাহা জানেন, আমি জানি না।

অতঃপর প্রত্যেক মণ্ডলীর এক এক জন প্রতিনিধিকে ডাকিয়া মণ্ডলীর অবস্থার বিষয় পাঠ করিতে আদেশ হইল। কৃষ্ণনগরের প্রতিনিধি স্বয়ং কিছু বলিতে অসম্মত হইয়া কাটেখিষ্ট ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট রিপোর্ট চাহিতে বলিলেন। তাহার পর প্রত্যেক মণ্ডলীর এক এক জন প্রতিনিধি রিপোর্ট পাঠ করিলেন। এই রিপোর্টগুলি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল। পাঠকদের মধ্যে কয়েক জন মিশন কর্ম্মচারী; যে দুই এক জন অনধীন লোক তাঁহারা লেখা পড়া জানেন না, (অথচ হস্তে লিখি তফর্দ) শ্রীযুক্ত ফিলিপ বাবু তাঁহাদের হস্ত হইতে কাগজ লইয়া পাঠ করিলেন। দুই একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী ভিন্ন

সাধারণতঃ সকল মণ্ডলীর অবস্থা ভাল বলিতে হইবে। কেবল কলিকাতা ট্রিনিটি মণ্ডলীর ও কৃষ্ণনগরের প্রতিনিধি মহাশয়েরা বড় ভাল রিপোর্ট বলিতে পারিলেন না। ট্রিনিটি মণ্ডলীর প্রতিনিধি তত্রত্য পাত্রী বাবুর মিশনরী কার্য্যের বিস্তর প্রশংসা করেন, কিন্তু পালকের কার্য্যে তাঁহার তত পারদর্শীতা দেখিতে পান নাই। কৃষ্ণনগরের প্রতিনিধি দ্বয় এক জন পৃথক কাটেখিষ্টের প্রয়োজন দেখাইতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীযুক্ত থোমাস বাবু ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, তাঁহাকে সেই জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়, এই জন্য মণ্ডলীর কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে না, সুতরাং আর এক জন কাটেখিষ্টের প্রয়োজন। সভাপতি মহাশয়ের ও কর্ত্তৃপক্ষীয়দের ইহাতে সম্মতি দেখা গেল না। অতঃপর শ্রীযুক্ত বিশপ মহোদয় উঠিয়া মণ্ডলীর প্রতিনিধিদিগকে কয়েকটী সদুপদেশ প্রদান করিলেন। কোন ব্যক্তির ক্রটি দেখাইতে হইলে কোমল ভাবে তাহা প্রকাশ করিতে হয়। ঈর্ষা বা ঔদ্ধত্য সহকারে বলা ভাল নয়, ইহাও তিনি দেখাইয়া দিলেন।

অতঃপর ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের কথা উঠিলে, দুই তিন জন প্রতিনিধি তাহাতে আপত্তি করিলেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিলেন, আমরা সকলে গত বৎসরে যাহাতে অনুমোদন করিয়াছি, আর যে জন্য এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নিয়মাদি করা হইয়াছে, তাহা সহসা ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেক বাদানুবাদ হইলে অবশেষে আপত্তিকারিগণ সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন, পরে বিশপ মহোদয় আশীর্ব্বাদ করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

সংবাদাবলি।

সাধারণ।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের মন্ত্রী পরিবর্ত্তন লইয়া ভারতে কতই আন্দোলন হইতেছে, অনেকে বলিতেছেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য। এ দিকে শুনিতেছি আমাদের বর্ত্তমান মন্ত্রী সল্‌স্‌বরী নাকি এ দেশীয়দের উপর তত প্রীত নন। সত্য হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়! বৃদ্ধ মন্ত্রীবর গ্লাডষ্টোন নাকি পুনরায় পার্লিমেন্টে প্রবেশের চেষ্টায় আছেন। রক্ষণশীল সম্প্রদায় মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইতে না হইতেই আমাদের কোন কোন সহযোগী সহসা তাঁহাদিগকে গালী দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যায় বলিতে হইবে।

রুষিয়ারা সিবাস্তপুল দুর্গবদ্ধ করিতে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতেছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, ইহারা নুতন মন্ত্রীদল হইতে শীঘ্রই যুদ্ধ ঘোষণার অপেক্ষা করিতেছে।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত হারিশন সাহেব তিন মাসের অবসর লওয়াতে, তাঁহার পদে অস্থায়ীরূপে বাবু গোপাললাল মিত্র ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় নিযুক্ত হইয়া-

ছেন। এই কার্য্যে বাঙ্গালা মাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

পৃথিবীর মধ্যে "পিকিন গেজেট"ই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সংবাদ পত্র। ইহা ৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত ও ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নিয়মিতরূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, ইহার গ্রাহক সংখ্যা ১৫,০০০, ছয় জন সম্ভ্রান্ত লোক এক-যোগে ইহা সম্পাদন করিয়া থাকে।

তারে সম্বাদ আসিয়াছে, রুষসেনা-গণ পুলিখাতুন নামক স্থানে হরিরুদ নদী পার হইয়া পারস্য রাজ্যের অধি-কার দখল করিয়াছে। গত মাসে তারে যে সকল সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে কখন যুদ্ধ অনিবার্য্য, কখন সন্ধি ইত্যাদি নানা কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আজ কাল সন্ধির কথাই চলিতেছে। অথচ উভয় পক্ষ বিলক্ষণ রূপ সমর সজ্জা ও আয়ো-জন করিতেছেন। রাজকার্য্য বুঝা ভার।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংবাদ।

আমরা বাইবেল সোসাইটীর একটী শুভ অনুষ্ঠান দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। গত বৎসরাবধি তাঁহারা আপনাদের কল্পটিয়রদিগের আন্তরিক উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, গত জুলাই মাসে এ বিষয় লইয়া বিস্তর আন্দোলন হয়, তাহাতে এই স্থির হয়, প্রতিবৎসর বর্ষাকালে কতক জন স্বল্প-বয়স্ক কর্ম্মচারীকে লইয়া কলিকাতায় বিশেষ স্থানে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। কলিকাতা কেম্বিড্জ মিশন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডবলু বল মহাশয় আপ-নার বিদ্যালয়ে আনিয়া, তাহাদের তত্ত্বাবধারণ ও শিক্ষাদান করিবার ভার লন। গতবার দুই মাস কাল ১৫ জন কর্ম্মচারীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। উক্ত অধ্যক্ষ শ্রী যুক্ত জি, পার্সনস ; ও ২ জন দেশীয় উপদেশকের সহকারীতায় শিক্ষা দান কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

জুলাই মাসের প্রারম্ভে গত বারের কল্পটিয়রদিগের মধ্যে ৭ জন এবং নূতন এক জন লইয়া পুনরায় শিক্ষা দান আরম্ভ হইয়াছে। এই কলেজের অধ্যক্ষ স্বয়ং এবং উঁহার অন্যতর অধ্যাপক উভয়ে দুই বেলা শিক্ষা দিবার ভার লইয়াছেন। পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক গ্রন্থ, প্রমাণ সংগ্রহ, মণ্ডলীর ইতিহাস, নূতন নিয়মের উপক্র-মণিকা, মুসলমানি বাঙ্গালা ট্রাক্ট সংগ্রহ, যোহন সুসমাচার, ধর্ম্মপুস্তক পাঠোপকা-রক, ইংরেজী বঙ্গ সঙ্গীত, উপদেশ ও প্র-চার প্রণালী, প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক ও বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সময়ে সময়ে পুস্তক বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বৎ-সরের মধ্যে ইহাদিগকে তিন মাস কাল এখানে থাকিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। ভরসা করি, ঈশ্বর প্রসাদে সোসাইটীর এই উদ্যোগে বিশেষ ফল লাভ হইবে।

চার্চ্চ মিসনরী সোসাইটী সুদানে একটী গর্ডন মেমোরিয়েল মিশন সং-স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

কর্ণেল অলকট কলিকাতার স্থানে ২ দেশীয়দিগের সমক্ষে ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি লঙ্কা-দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে যেরূপ খাড়াইয়া আসিয়াছেন, এখানে ঠিক সেই পরিমাণে হিন্দু ধর্ম্মকে বাড়াইয়া তুলিতেছেন। ধন্য কৌশল।

সি, এম সোসাইটীর অতি পূর্ব্বতন মিশনরী জেম্‌স লং সাহেব সম্প্রতি উক্ত সোসাইটীর হস্তে অনেকগুলি টাকা অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত টাকায় যেন সোসাইটীর ইস্‌লিংটনে, আশিয়া দেশের ধর্ম্মসম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতা ও তজ্জন্য পারিতোষিক প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

সম্প্রতি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সিরিয়ান প্রটেষ্টান্ট কলেজের ৪০ জন যুবা, সর্ব্বসমক্ষে প্রভু যেশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহাঁদের উক্ত সাম্রাজ্যের বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত পদ প্রাপ্ত হইবার আশা আছে।

অনেক হিন্দু মহিলা ভারতীয় টাইম্‌স্ পত্রে এক খানি চমৎকার পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেন্টকে বলপূর্ব্বক কতকগুলি হিন্দু কুসংস্কারের উচ্ছেদন করিতে অনুরোধ করেন। আমরা বলি, বল পূর্ব্বক কেন? যাহা মিথ্যা, তাহা সত্যের উদয়ে আপনিই লুপ্ত হইবে। সনাতন খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া অনেক কুসংস্কার দূর করিয়া দিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাও কালক্রমে ঐ উপায়ে দূরীভূত হইবে। কুসংস্কার দূর করিতে হইলে অতি সত্বর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার আবশ্যক।

বিগত ১৭ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার সময় অক্সফোর্ড মিশন সংক্রান্ত পাদ্রী স্মিথ সাহেব, আলবর্ট হলে কর্ণেল অলকটের বক্তৃতার উত্তর সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী অতি মনোহারিণী হইয়াছিল।

বাইবেল সোসাইটী আর একটী সদনুষ্ঠানের আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদের কল্পটিয়রদিগের ধর্ম্মশিক্ষা উন্নতির জন্য বার্ষিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। গত ১৭ই জুলাই প্রত্যেক স্থানের কল্পটিয়রদিগের আদি পুস্তক ও মথিব পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তির প্রাপ্ত সংখ্যার তারতম্যানুসারে ১, ৩, ৫ পাঁচ টাকা করিয়া পারিতোষিক পাইবেন।

ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ানগণ সম্প্রতি পার্লেমেন্টের কমন্স হাউসে একটী দরখাস্ত করিয়াছেন,—আইনানুসারে ইংলণ্ডের প্রত্যেক মণ্ডলীতে বৎসরে ১৩ বার আথানাসীয়সের প্রতীতিবাক্য পাঠ করিবার নিয়ম আছে। উহার শেষ ভাগে লিখিত আছে, যে কেহ এই বিশ্বাস অখণ্ড ও নির্ম্মলরূপে পালন না করে, সে নিঃসন্দেহ অনন্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। উক্ত ইউনিটেরিয়ান দল এই প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। পাগলামী।

ভিক্টর হিউগোর সমাধিস্থলে কোন খ্রীষ্টীয় পুরোহিত উপস্থিত হন নাই; কারণ তিনি কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার হাতের লেখা এক খানি কাগজ পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি আপনার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে সকলকেই অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভঙ্গীতে জানা যায় যে প্রার্থনার ফলদাতা ঈশ্বরেতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কার্য্যে-তে তিনি ইউনিটেরিয়ান প্রটেষ্টান্ট ছিলেন।

বোষ্টন নগরে এক দল খ্রীষ্টীয়ানের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহারা কোন রূপ ঔষধ সেবন না করিয়া কেবল প্রার্থনার বলে পীড়িতদিগকে আরোগ্য দান করিতে চাহেন।

সম্প্রতি লণ্ডন এক্‌সিটার হলে ভাববাণী সম্বন্ধীয় একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রেভারেণ্ড মিখায়েল ব্যাক্‌ষ্টার ইহার সভাপতি। তাহাতে এই একটী প্রধান বিষয় আলোচিত হইয়াছেঃ—“বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষ হইবার পূর্ব্বেই বর্ত্তমান যুগ সমাপ্ত হইতে পারে। তাহা হইলেই মহা যুদ্ধ ও রাজ্যবিপ্লব অতি শীঘ্রই সমগ্র পৃথিবীতে প্রবল হইয়া উঠিবে। তাহাতে কৈসর-শাসিত রোম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ৩০ টী রাজ্য দশটী রাজ্যে পরিণত হইবে। দানিয়েলের উক্ত বন্য পশুর দশটী শৃঙ্গে এবং নেবুখৎনিৎসরের দৃষ্ট প্রতিমার দশটী পদাঙ্গুলিতে ইহাই পূর্ব্ব-লক্ষিত হইয়াছে। এই মহা বিপ্লবে শেষ দিনের সেই খ্রীষ্টারি উত্থান করিয়া দশ রাজ্যের রাজবর্গের সম্রাট হইবে। খ্রীষ্টীয়ানগণ সাড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ভয়ানক উৎপীড়ন ভোগ করিবে। আদি মণ্ডলীর নেতৃগণের সার্ব্ব বিশ্বাস অনুযায়ী—খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন, পরলোক গত সাধুদের পুনরুত্থান; সহস্র খ্রীষ্টীয়ানের স্বর্গেনীত হওন প্রভৃতিও এই সময় ঘটিবে। তাহার পর সহস্র বৎসরের মিলেনিয়ম আরম্ভ হইবে।

পঞ্চরঙ্গ।

বি—কেমন?

উত্তর—আরে ছি!

বি—খবর কি?

উ—সব বেদখল!

বি—বল কি, একেবারেই বেদখল?

উ—আর একটা ফ্যাসাদে পড়িয়া।

পা—মহাশয়, আপনি জগতের লোক নহেন, তাইতে জগতের লোকে আপনাকে চিনিতে পারে না।

ছ—তা বটে; তা তুমিও তো চিনিতে পার নাই; চিনিলে সে দিন আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলে কেন?

পা—সে কথা আজও আপনার মনে আছে? তা সেটা কি এটায় কেটে যায় না?

ছ—বটে বটে! খেলওয়ার বট!

১ম বর্ষ।] বৈশাখ। [৪র্থ সংখ্যা

প্রবাহ।

[বিবিধ প্রবন্ধ ও সমালোচনাপূর্ণ মাসিক পত্র।]

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

৫নং বিন্দুপালিতের লেন হইতে

শ্রীযুক্ত সাধুচরণ দাস দ্বারা প্রকাশিত।

বৈশাখ, ১৩১২ সাল।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ আনা।

প্রবাহে বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

রয়াল	৮	পেজি	আকারের	১	পেজ	৫৲
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্দ্ধ	ঐ	৩৲
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সিকি	ঐ	২৲
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ কলমের প্রতি লাইন (বর্জ্জাইস অক্ষরে)		৵১০

হেড্ডিং গ্রেট অক্ষরে দেওয়া হইবে। অন্ততঃ ৩ মাসের কণ্ট্রাক্ট না করিলে কোন বিজ্ঞাপন এই নিয়মে লওয়া হইবে না।

১। বিজ্ঞাপন প্রচারের মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। বিজ্ঞাপনের কোন পবিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে, পত্রিকা প্রচারের অন্ততঃ সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইবে।

৩। অশ্লীল ভাষায় লিখিত বা অতি রঞ্জিত বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

প্রবন্ধ লেখকগণের প্রতি

প্রবাহে প্রকাশের নিমিত্ত প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিতে হইবে। কোন প্রবন্ধের প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র লিখিত হইবে না। যে প্রবন্ধ মনোনীত না হইবে, তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না বা অন্য কোনরূপে ব্যবহৃত হইবে না। যাঁহাদের প্রবন্ধ মনোনীত হইবে তাঁহারা প্রবাহেই তাহা দেখিতে পাইবেন। সে জন্য কাহাকেও স্বতন্ত্র পত্র লেখা হইবে না।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় (টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে) নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্টরূপে লিখিবেন, তদ্ব্যতীত পত্রাদি কার্য্যকারক হয় না।

২। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবার জন্য টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা কুপনে "নূতন" এই কথাটী লিখিতে ভুলিবেন না।

৩। প্রবাহ সম্বন্ধে টাকাকড়ি চিঠিপত্র সমস্তই আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসাধুচরণ দাস।